

Sri Sri Ramakrishna Paramahansa Deb.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

(শ্রীম-কথিত ।)

দ্বিতীয় ভাগ ।

“তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কথ্যবাণনম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভূবি গগন্তি যে হৃদিদা জনাঃ ॥”
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীপীতা ।

পঞ্চম সংস্করণ ।

Calcutta

PUBLISHED BY

PRAVAS CHANDRA GUPTA,

132, Gooroooprasad Chowdhury Lane

৬ দেবীপুক, মহাকুম্বীপূজা, ১৩২৮ ।

বাধান ১১০ আনা]

[Copyrighted by the Author.

The Right of Translation, Reproduction, Adaptation, and all other
rights are reserved.

জন্মবর্ষ, মন্দিরে পূজা ও প্রথম প্রেমোন্মাদ ।

(১) অধিকা আচার্যের কুষ্ঠী । এই কুষ্ঠী ঠাকুরের অনুধের সময় প্রস্তুত করা হয়, ওরা কার্তিক ১২৮৬, ইং ১৮৭২-৮০ । শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ১৭৫৬, ১০ই কাঙ্কন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র লেখা আছে । কিন্তু, তিথি, বার, নক্ষত্র পাঁজির সঙ্গে মিলে না । তাঁহার গণনা ১৭৫৩/১০।১২।৫২।১২ ।

(২) কেত্রনাথ তষ্ট জ্যোতিষের গণনা (১৩০০) ১৭৫৪/১০।১২।১২ ।

এ মতে ১৭৫৪, ১০ই কাঙ্কন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্বভাদ্রপদ সব মিলে । ১২৩২ সাল, ২০এ কেত্রয়ারি ১৮৩৩ । গড়ে রবি চন্দ্র বুধের যোগ ০ । কুস্তরাশি । বৃহস্পতি শুক্রের যোগহেতু ‘সম্ভাব্যেঃ প্রভু হইবেন’ ।

(৩) নারায়ণ জ্যোতিষের নুতন কুষ্ঠী (মঠে প্রস্তুত) । এ গণনা অনুসারে ১২৪২ সাল ৬ই কাঙ্কন, বুধবার, ১৮৩৬, ১৭ই কেত্রয়ারি, ভোর রাতি ৪টা, কাঙ্কন শুক্লাদ্বিতীয়া, জিহ্নাহের যোগ, নক্ষত্র, সব মিলে । কেবল অধিকা আচার্যের লিখিত ১০ই কাঙ্কন হয় না ; ১৭৫৭/১০।৫।৫২।২৮।২২ ।

রাণী রাসমণির বরাদ্দ ।† ১২৬৫—১৮৫৮ খৃঃ ।

শ্রীকালী	কাপড় ।
শ্রীরামতারক তষ্টাচার্য ৫, রামতারক	৩ খান ৪।০
শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী রামকৃষ্ণ	৩ খান ৪।০
শ্রীরামকৃষ্ণ তষ্টাচার্য ৫, রামচাঁদুঘো	হৃদয় মুণ্ডুঘো
পরিচারক	খোরাকী
শ্রীহৃদয় মুণ্ডোপাধ্যায় ৩।০	সিদ্ধ চাউল ৮।০
	সের, ডাল ৮।০
	পো, পাতা ২ খান, ডারাক ১ ছটাক, কাঠ ২।০
	কুল তুলিতে হবে ।
	বরাদ্দ হইতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৮ খৃঃ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, ও রামতারক (হলধারী) কালী মন্দিরে, পূজা করিতেছেন । হৃদয় পরিচারক, কুল তুলিতে হয় । [বলিদান হয় বলিদা হলধারী পরে ১৮৫২।৬০এ ৮রাধাকান্তের সেবার আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পূজা করিতে যান ।]
	এই সময়ে পঞ্চবাটাতে তুলসীকানন ও পুরাণমতে সাধন, রাধাং সাধুসঙ্গ, রানলালা সেবা । ১৮৫২এ বিবাহ । ১৮৬০এ কালীঘরে ছয় মাস পূজা ; প্রেমোন্মাদ, পূজা ত্যাগ ও পরে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে বেগভগার তত্ত্বের সাধন ।

• ‘গড়ে রবি চন্দ্র বুধের যোগ’—ঐক্যবাক্য, ৪র্থ ভাগ, ২০ বৎ ।

†From Deed of Endowment executed by Rasmani 18th February 1861.

কানীপুৰ বাগান ।



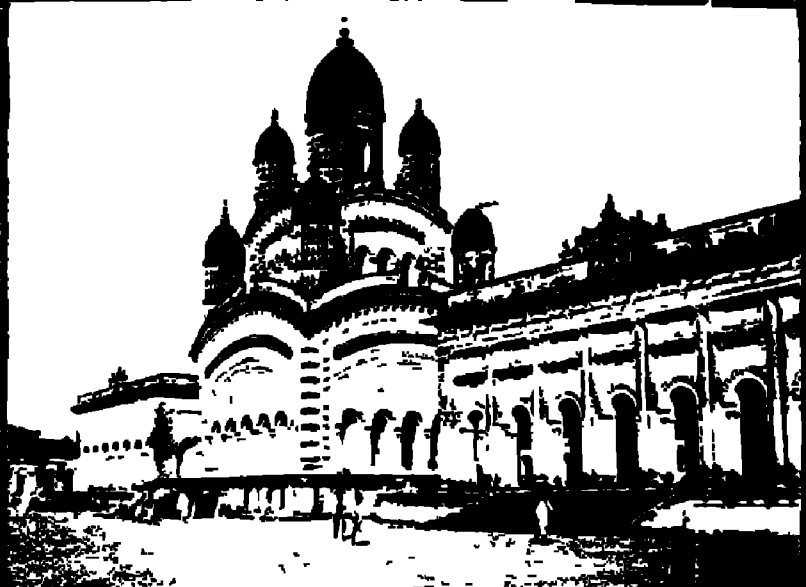
১ প্ৰবৰ শত্ৰু গোঁ বাৰতঃ। নষ্টাবৰ পৰি নন। ২। ন চৰ তলাৰ ক মাৰণানন
৩৬টি প লৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মাৰাম ন ব্ৰহ্মাৰাম প্ৰমাণ—০ ৩৪১১১ ৩১। ৩ ন ব্ৰহ্মাৰাম
৪৬ ৫০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০ ১১০০ ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ ১৫০০ ১৬০০ ১৭০০ ১৮০০ ১৯০০ ২০০০
২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০
৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০
১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০
১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০
১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০

বনবানৈব বাটী ।



লোভলাৰ বাৰাণ্ডাৰ নাটক ষ্টিক এগাঠান বাটৰ অ বন্যভাৱ। এক ঘাৰেৰ সম্ভাষণ ঠাকুৰে
পানী আঁসিবা দাঁডাতত। এই ঘাৰেৰ ষ্টিক উপৰে বাটীৰ পূৰ্বপ্ৰান্ত পৰ্যন্ত বৈঠকখানা। ঠাকুৰ
শোভামক আঁসিবা ভৰুস ক বসিত্তন। এই ঘাৰেৰ পশ্চিম চোত ঘৰ—গৰানেও ঠাকুৰ ভক্ত
নাঙ্গ বসিত্তন ও বাজে থাকিলে কখন কখনও শব্দ কৰিতেন। এই ভক্ত যবেব আঁসিবা উত্তৰে
নাট বাৰাণ্ডা। বাগৰ সময় ঠাকুৰ ভক্তসকল এই বাৰাণ্ডাৰ সন্ধানত ও নৃত্য কৰিবাঙিলেন।

১৮৭৬ খ্রিঃ ১৫ নভেম্বর ১৯০৬ খ্রিঃ



১৮৭৬ খ্রিঃ ১৫ নভেম্বর ১৯০৬ খ্রিঃ



১ম চিত্র--মা কালীর মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির, উত্তরে ৩রাধাকান্তের মন্দির।

২য় চিত্র--চাঁদণীর উত্তর পাশে ছয়টি করিয়া শিবমন্দির। উত্তরের শেষ মন্দিরের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর। চাঁদণী ও শিবমন্দিরের পশ্চিমে পুষ্পোদ্ভান। চাঁদণীর সম্মুখে কাঁধানাট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম খণ্ড ।

[অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ পূর্বে ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদকথা, ১৮৫৮ ।

(কৃষ্ণকিশোর, এঁড়োদার সাধু, হলধারী, বতীন্দ্র; জয়মুখবো; রাসমণী ।)

আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালী বাড়ীতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন।

আজ আশ্বিন-শুक्লা-চতুর্থী তিথি; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বাখাল, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর দু'একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা আসিয়াছেন। আজ মাক্টারও আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহাৰ করিলেন। আহাৰান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঁহার ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন, নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা—বিশেষতঃ নরেন্দ্র—বিশ্রাম করিবেন। মাদুরের উপর লেপ ও বালিস পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের স্থায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বলিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের সহিত, নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া, হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পছলে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হোতো। কোথায়

ভাগবত, কোথায় অধ্যাক্ষ, কোথায় মহাত্মারত খুঁজে বেড়াতাম । এঁড়ে দার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাক্ষ শুন্তে যেতাম ।

“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস । বৃন্দাবনে গিছিল ; সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল । কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে । জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, ‘আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ ; কেমন ক’রে আপনার জল তুলে দেব ?’ কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল ‘শিব’ । ‘শিব, শিব’ বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি । সে ‘শিব, শিব’ ব’লে জল তুলে দিলে । অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে । কি বিশ্বাস ।

“এঁড়েনার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল । আমরা একদিন দেখতে যাবো ভাবলুম । আমি কালীবাড়ীতে হলধারীকে বললাম, ‘কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাবো । তুমি যাবে ?’ হলধারী বললে, ‘একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে ?’ হলধারী গীতা, বেদান্ত পড়ে কি না ! তাই সাধুকে বললে ‘মাটির খাঁচা’ । কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐ কথা বললাম । সে মহা রেগে গেল । আর বললে, ‘কি ! হলধারী এমন কথা বলেছে ? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর সেই জন্তু সর্বভ্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা ।’ সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময় !’ এত রাগ—কালীবাড়ীতে ফুল তুলতে আস্তো, হলধারীর সঙ্গে দেখা হ’লে মুখ ফিরিয়ে নিত । কথা কইবে না ।

“আমায় বলেছিল, ‘পৈতেটা ফেললে কেন ?’ যখন আমার এই অবস্থা হলো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল । আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না । হুঁস নাই । কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা’ পৈতে থাকবে কেমন ক’রে ? আমি বললাম, ‘তোমার একবার উদ্গাদ হয়, তা’হলে তুমি বোঝ ।’

“তাই হোলো । তার নিজেরই উদ্গাদ হ’ল । তখন সে কেবল ‘ওঁ ওঁ’ বোলতো আর এক ঘরে চুপ ক’রে ব’সে থাকতো । সকলে মাথা গরম হয়েছে ব’লে কবিরাজ ডাকলে । নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো, কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, ‘ওগো আমার রোগ আরাম করো ; কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না !’ (সকলের হাস্ত) ।

“একদিন গিয়ে দেখি, ব’সে ভাবছে । জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি হয়েছে ?’ ব’লে, ‘টেক্সওয়ালারা এসেছিল,—তাই ভাবছি । বলেচে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে ।’ আমি বললাম, ‘কি হবে ভেবে ? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে । বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে ও লয়ে যেতে পারবে না । তুমি ত ‘খ’ গো ।’ (নরেন্দ্রাদির হাত) । কৃষ্ণ-কিশোর বোলতো, আমি আকাশবৎ । অধ্যাত্ম পড়তো কি না ! মাঝে মাঝে ‘তুমি খ’ ব’লে, ঠাট্টা করতাম । হেসে বললাম, ‘তুমি ‘খ’ ; টেক্স তোমাকে ত টানতে পারবে না ।’

“উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, ব’লতুম । কাককে মানতাম না । বড়লোক দেখলে ভয় হতো না ।

“যহু মল্লিকের নাগানে যতীন্দ্র এসেছিল । আমিও সেখানে ছিলাম । আমি তাকে বললাম—কর্তব্য কি ? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না ? যতীন্দ্র বললে, ‘আমরা সংসারী লোক । আমাদের কি আর মুক্তি আছে । রাজা যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন ।’ তখন আমার বড় রাগ হোলো । বললাম, তুমি কি রকম লোক গা ! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে ক’রে রেখেছ ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না । আরও কত কি বোলতে যাচ্ছিলাম । হুদে আমার মুখ চেপে ধরলে । যতীন্দ্র একটু পরেই ‘আমার একটু কাজ আছে’ ব’লে, চ’লে গেল ।

“অনেক দিন পরে কাণ্ডেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী গিছলাম । তা’কে দেখে বললাম, ‘তোমাকে রাজা টাক্স ব’লতে পারবে না, কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে ।’ আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে । তার পর দেখলাম, সাহেব টাহেব আনাগোনা করতে লাগলো । রজোগুণী লোক, নানা কাজ ল’য়ে আছে । যতীন্দ্রকে খবর পাঠান হ’ল । সে ব’লে পাঠালে, ‘আমার গলায় বেদনা হয়েছে ।’

“সেই উন্মাদ অবস্থায় আর এক দিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জনসম্মুখভোজ্য, জপ করছে, কিছু অগম্যমন্ত্ৰ । তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম !

“এক দিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে । কালীঘরে এলো । পূজার সময় আস্তো আর দুই একটা গান গাইতে ব'লতো । গান গাচ্ছি, দেখি যে, অন্তমনস্ক হয়ে কুল বাচ্ছে । অমনি দুই চাপড় । তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় ক'রে রইলো ।

“হলধারীকে বললাম, দাদা, এ কি স্বভাব হলো ! কি উপায় করি ! তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও স্বভাব গেলো ।

[মথুরের সঙ্গে তীর্থ, ১৮৬৮ । কানীতে বিবরকথা শ্রবণে ঠাকুরের রোদন ।]

“এ অবস্থায় ঈশ্বরকথা বই আর কিছু ভাল লাগে না । বিষয়ের কথা হচ্ছে শুন্লে ব'সে ব'সে কাঁদতাম । মথুর বাবু যখন সঙ্গে ক'রে তীর্থে লয়ে গেল, তখন কানীতে রাজা বাবুর বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছিলাম । মথুর বাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, রাজা বাবুরাও ব'সে আছে । দেখি, তারা বিষয়ের কথা কইছে । ‘এত টাকা লোকসান হয়েছে,’ এই সব কথা । আমি কাঁদতে লাগলাম—বললাম, ‘মা, কোথায় আনলে । আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম । তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা । কিন্তু সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুন্তে হয় নাই’ ।”

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন ; নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন ।

বৈকাল হইয়াছে । নরেন্দ্র গান গাইতেছেন ! রাখাল, লাটু, মন্ডার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রিয়, হাজরা,—সকলে আছেন ।

নরেন্দ্র কীর্তন গাইলেন ; খোল বাজিতে লাগিল—

সিঁহাসন অম্ম মানস হকি চিদম্বন মিন্তজন ,
অঙ্গপন ভাতি, মোহন মুরতি, তবতদ্বদয়জন । নবরাগে রঞ্জিত, কোটীশশি-
বিনিজিত, কিবা বিজলী চমকে, সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন । হুদি

মন্দিরগোষ্ঠমন্দিরে । কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ৫

কমলাসনে, ভাব তাঁর চরণ ; দেখ শান্ত মনে, প্রেমময়নে, অপক্লপ প্রিয়দর্শন ; চিত্ত-
নন্দনসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন ।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—

সত্যং শিবসুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে ।

নিরখি নিরখি অমূল্যমোহা দুবিধ রূপসাগরে,

(সে দিন কবে হবে) (দীনজনের ভাগো নাথ) ।

জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে
শ্রীপদে । আনন্দ অমৃতরূপে উদিয়ে হৃদয়-আকাশে, চন্দ্র উদ্ভাস চকোর যেমন
ক্রৌড়রে মন হরষে, আমরাও নাথ তেমনি ক'রে, মাতিব তব প্রকাশে । শান্তং শিবং
অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, বিলাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে ; এমন
অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে (মনসীয়ে) । শুদ্ধরূপবিহীন রূপ,
হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে অঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্তর ; তেমনি
নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ অঁধার । ওহে এবতারা, মম হৃদে, অনন্ত
বিশ্বাস হে, আলি দিবে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ; আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে
মগন হইয়ে হে ; আপনারে ভুলে বাব তোমার পাঠিয়ে হে । (সে দিন কবে হবে) ।

গান ।—আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম ।

নামে উথলিবে স্থাশিদ্ধ পিয় অবিরাম । (পান কর আর দান কর হে)

যদি হয় কখন শুক হৃদয়, করো মাম গান ।

(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে) (প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে)

(দেখ কেন ভুল না রে সেই মহাময়) (বিপদকালে ডেক, তাঁরে দয়াল পিতা বলে)

সবে হৃদয়গিরে ছিন্ন কর পাণের বন্ধন । (জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি হবে হই পূর্ণকার । (প্রেমযোগে বোগী হয়ে হে) ।

খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে । নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে
বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেছেন । কখন গাইতেছেন, ‘প্রেমানন্দ
রসে হও রে চিরমগন’ । আবার কখন গাইতেছেন—

‘সত্যং শিবসুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে’ ।

অবশেষে নরেন্দ্র নিজ খোল ধরিয়াছেন ও মন্ত হইয়া ঠাকুরের
সঙ্গে গাইতেছেন—“আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম” ।

কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেককণ ধরিয়া ঝর ঝর আলিঙ্গন
করিলেন । বলিতেছেন, তুমি আজ আমার বে আনন্দ দিলে !’

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছসিত হইয়াছে । রাত প্রায় আটটা । তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারাণ্ডায় বিচরণ করিতেছেন । উত্তরের লম্বা বারাণ্ডায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে বারাণ্ডার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন । মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন । হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, “তুই আমায় কি করাবি ?” মা বার সহায়, তার আশ্রয় কি করিতে পারে ? এই কথা কি বলিতেছেন ?

নরেন্দ্র, মাফার, প্রিয় রাত্রে থাকিবেন । নরেন্দ্র থাকিবেন . ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই । রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত । শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন । কটী ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্তেরা খাইবেন বলিয়া, পাঠাইয়াছেন । ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন ; সুরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন ।

আহার প্রস্তুত । ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারাণ্ডায় জায়গা হইতেছে ।

[নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্থল ও অন্তঃ বিষয়কথা কহিতে নিষেধ ।]

ঘরের পূর্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন ।

নরেন্দ্র । আজকাল ছোকরারা কি রকম দেখেছেন ?

মাফার । মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না ।

নরেন্দ্র । নিজে যা' দেখেছি, তাতে বোধ হয়, সব অধঃপাতে যাচ্ছে । বার্ডসাই, ইয়াকি, বাবুয়ানা, স্থল পালানো, এ সব সর্বদা দেখা যায়, এমন কি. দেখেছি যে, কুস্থানেও যায় । মাফার । যখন পড়াশুনা করিতাম, আমরা ত এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই ।

নরেন্দ্র । আপনি বোধ হয় তত মিশ্রিতেন না । এমন দেখেছি যে, খারাপ লোকে নাম ধ'রে ডাকে ; কখন আলাপ করেছে কে জানে !

মাফার । কি আশ্চর্য্য ।

নরেন্দ্র । আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে । স্থলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেয়া এ সব বিষয় দেখেন ত ভাল হয় ।

[ঈশ্বরকথাই কথা । ‘আত্মানং বা বিভানীধ অন্তঃ বাচং বিমুক্তং’]

*এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । কীৰ্ত্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ৭

তঁাহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন. 'কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে ?' নরেন্দ্র বলিলেন, 'এঁর সঙ্গে স্থলের কথা-বার্তা হচ্ছিলো । ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না' । ঠাকুর একটু ঐ সকল কথা শুনিয়া মাফ্যারকে গস্তীরভাবে বলিতেছেন—'এ সব কথাবার্তা ভাল নয় । ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয় । তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না ।' (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯।২০ ; মাফ্যারের ২৭।২৮ ।)

মাফ্যার অপ্রস্তুত । নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চুপ করিয়া রহিলেন ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে খাওয়াইতেছেন । ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আবার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন । আনন্দের হাট বসিয়াছে । কথা কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, 'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে' এই গানটি একবার গা না ।

নরেন্দ্র গাইতে আরম্ভ করিলেন । অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল অগ্ন ভক্তগণ বাজাইতে লাগিলেন ।

চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে ।

উখলিল প্রেমসিদ্ধি কি আনন্দময় হে । (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় ।)

চারিদিকে ঝলঝল করে ভক্ত প্রহরল,

ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলাবসময় হে । (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) ।

স্বর্গের দ্বার খুলি আনন্দ-লহরী তুলি, নববিধান-বসন্ত-সমীরণ বয় ,

কুটে তাহে মন মন, লীলারসপ্রেমগন্ধ,

স্রাণে বোগিবৃন্দ বোগানন্দে মত্ত হয হে । (জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়) ।

ভবসিন্ধুজলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে,

আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিরে স্থধা তার মাঝে ।

দেখ দেখ মাগের প্রসন্ন বদন চিস্ত-বিনোদন ভুবন-বোহন,

পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় তারা হইরে বগন ;

কিবা অপক্লপ আঁহা মরি মরি, কুড়াইল প্রাণ দরশন করি,

প্রেমদাসে বলে সবে গায় ধরি, গাও তাই মাগের জয় ॥

কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন । ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে ।

কীর্তনান্তে ঠাকুর উত্তরপূর্ব বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন । হাজরা মহাশয় বারাণ্ডার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন । ঠাকুর সেইখানে গিয়া বসিলেন ; মাষ্টার সেইখানে বসিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন । ঠাকুর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ ?’

ভক্ত । একটা স্বপ্ন আশ্চর্য্য দেখেছি—এই জগৎ জলে জন । অনন্ত জনরাশি । কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল ; হঠাৎ অগোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল । আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি ; এমন সময় সেই অকূল সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি ব্রাহ্মণ চ’লে যাচ্ছেন । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন ক’রে যাচ্ছেন ? ব্রাহ্মণটি একটু হেসে বলেন—‘এখানে কোনও কষ্ট নাই ; জলের নীচে বরণের মাঁকো আছে । জিজ্ঞাসা করলুম—‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?’ তিনি বললেন—‘ভবানীপুরে যাচ্ছি ।’ আমি বললাম—‘একটু দাঁড়ান ; আমিও আপনার সঙ্গে যাব ।’ শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার একথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে ।

ভক্ত । ব্রাহ্মণটি বললেন, আমার এখন তাড়াতাড়ি ; তোমার নামতে দেরি । এখন আসি । এই পথ দেখে রাখ , তুমি তার পর এসো ।’ শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে ! তুমি শীঘ্র মত্ত লও ।

রাত এগারটা হইয়াছে । নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া শয়ন করিলেন ।

নিজাভঙ্গের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের স্থায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন । কখনও গঙ্গাদর্শন, কখনও ঠাকুরদের ছবির কাছে গিয়া প্রণাম, কখনও বা মধুরস্বরে নাম কীর্তন । কখনও বলিতেছেন, বেদ পুরাণ তন্ত্র, গীতা গায়ত্রী,—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্ । গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবাব বলিতেছেন—ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী । কখন বা—তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি ;

তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট; তুমিই শিতা
তুমিই লীলামহী, তুমিই চতুর্বিংশতি তন্ত্র ।

এদিকে ৮কালীমন্দিরে ও ৮রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি
হইতেছে ও শাক-ঘণ্টা বাজিতেছে । ভক্তেরা উঠিয়া দেখিতেছেন,
কালোবাড়ীর পুষ্পোদ্যানে ঠাকুরদের পূজার্থ পুষ্পচয়ন আরম্ভ হইয়াছে ও
প্রভাতী রাগের লহরী উঠাইয়া নব্বত বাজিতেছে ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কাছে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঠাকুর হস্তমুখ, উত্তরপূর্ব বারাণ্ডার পশ্চি-
মাংশে দাঁড়াইয়া আছেন ।

নরেন্দ্র । পঞ্চবটীতে কয়েকজন নানকপন্থী সাধু বসে আছে,
দেখলুম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তারা কা'ল এসেছিল ।

(নরেন্দ্রকে) 'তোমরা সকলে এক সঙ্গে মাদুরে ব'স, আমি দেখি ।'

ভক্তেরা সকলে মাদুরে বসিলে ঠাকুর আনন্দে দেখিতে লাগিলেন ও
তঁাহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন । নরেন্দ্র সাধনের কথা তুলিলেন ।

[নরেন্দ্রাদিকে স্ত্রীলোক নিরে সাধন নিবেদন । সম্ভানভাব অতি শুদ্ধ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি) । ভক্তিশ্রী সান্ন । তাঁকে
ভালবাস্লে বিবেক-বৈরাগ্য আপনি আসে ।

নরেন্দ্র । আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিরে সাধন তত্ত্ব আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও সব ভাল পথ নয় ; বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই
হয় । বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন ।
আমার মাতৃভাব । দাসীভাবও ভাল । বীরভাবে সাধন বড় কঠিন ।
সম্ভানভাব বড় শুদ্ধ ভাব ।

নানকপন্থী সাধুরা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—
'নমো নারায়ণায় ।' ঠাকুর তঁাহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন ।

[ঈশ্বরে সব সম্ভব । Miracles]

ঠাকুর বলিতেছেন,—ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় । তাঁর
স্বরূপ কেউ ঘুমে বলতে পারে না । সকলই সম্ভব । দু জন যোগী
ছিল ; ঈশ্বরের সাধনা করে । নারদ ঋষি বাজিলেন । একজন

পরিচয় পেয়ে বলেন—‘তুমি নারায়ণের কাছে থেকে আসছ; তিনি কি করছেন?’ নারদ বললেন, ‘দে’খে এলাম, তিনি ছুঁচের তিতর দিয়ে উট হাতী প্রবেশ করচ্ছেন, আবার বার করছেন।’ একজন বললে, ‘তার আর আশ্চর্য্য কি। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।’ কিন্তু অপরটি বললে, ‘তাও কি হ’তে পারে! তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।’

বেলা প্রায় নয়টা। ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনোমোহন, কোয়গর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া বলিলেন—‘এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। ঠাকুর কুশল প্রণয় করিয়া বলিলেন—‘আজ ১লা অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ;—কে জানে বাপু!’ এই বলিয়া একটু হাসিয়া অল্প কথা কহিতে লাগিলেন।

[মনোমোহনকে বস্ব হয়ে ধ্যানের উপদেশ ।]

মনোমোহন ও বস্বরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া মনোমোহনকে বলিলেন, ‘বাও বট্‌তলার ধ্যান কর গে; আসন দেব?’

মনোমোহন ও তাঁর করটি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে উপস্থিত; মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)। ধ্যান করবার সময় তাঁতে বস্ব হ’তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের বস্তু পাওয়া যায়?

তুমি যে বন কালী ব’লে। হুনি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥ রত্নাকর নয় শূন্য কথন, ছুঁচায় ভুবে খন না পেল, তুমি দম সানধ্যে একভুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে। জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে যে জন, শান্তিরূপা মূলাফলে, তুমি তজ্জি ক’রে কুড়ারে পাবে, শিববৃত্তি বস চাইলে। কাষাদি ছয় কুস্তীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে, তুমি বিবেক-হুমি গারে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে। রতন-বাণিকা কত, প’ড়ে আছে সেই জলে, রামপ্রসাদ বলে রত্ন দিলে, মিলবে রতন কলে কলে।

[ব্রাহ্মসমাজ, বহুতা ও সমাজসংস্কার (Social Reforms)। আগে ঈশ্বরলাভ,

পরে লোকশিক্ষা প্রদান]

মনোমোহন ও তাঁহার বস্বগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাশ্র হইয়া নিজের দ্বারের দিকে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন—“ডুব দিলে কুমীর ধরতে পারে, কিন্তু হালুদ মাখলে কুমীর ছোঁয় না। ‘হৃদয়ত্বাকরের অগাধ জলে’ কাম্বাদি ছরটি কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হালুদ মাখলে তারা আর তোমায় ছোঁবে না।

“পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হ’বে যদি বিবেক-বৈরাগ্য না আসে ? ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য ; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু ; এর নাম বিবেক।

“তাকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বস্তুতা, লেকচার, তার পর ইচ্ছা হয়তো কোরো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হ’বে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে ? ও ত কঁাকা শম্মশ্বনি ?

“এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো পোদো ব’লে ডাকতো। গ্রামে একটা পোড়ো মন্দির ছিল। তিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই—মন্দিরের গায়ে অন্তঃগাছ, অন্তঃগাছপাল্ল, হয়েছে। মন্দিরের তিতরে চামচিকে বাসা করেছে। মেজতে খুলা ও চামচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর বাতায়াত নাই।

“এক দিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শম্মশ্বনি স্তন্থে পেলো। মন্দিরের দিক থেকে শাঁক বাজছে ভেঁ। ভেঁ। ক’রে। গ্রামের লোকেরা মনে ক’রলে, হয় তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়া, পুরুষ, মেয়ে, সকলে ঘোড়ে ঘোড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি দেখবে। তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আন্তে আন্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভেঁ। ভেঁ। শাঁক বাজাচ্ছে। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা হয় নাই—মন্দির মার্জনা হয় নাই—চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চোঁচিয়ে বলছে—

‘মন্দিরকে তোনু নাহিক আশব।

পোদো, শাঁক হুঁকে ছুই ক’রদি গোল।

তার চামচিকে এগায় জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা—

“যদি হৃদয়মন্দিরে মাধবপ্রতিষ্ঠা করিতে চাও, যদি ভগবান্ জ্ঞাত

করতে চাও, শুধু ভেঁ। ভেঁ। করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিন্তাশক্তি। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধবপ্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বস্তুতা লেকচার দিও।

“আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তার পর অশ্রু কাজ।

“কেউ ডুব দিতে চায় না! সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু'চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।

“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।

[অবিভা স্ত্রী। আন্তরিক ভক্তি হ'লে সকলে বশে আসে।]

কথা কইতে কইতে ঠাকুর উত্তরের বারাণ্ডার পশ্চিমাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, ‘বিবেক-বৈরাগ্য না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।’ মণি বিবাহ করিয়াছেন, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে। বয়স ২৮, কলেজে পড়িয়া ইংরাজী লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন, বিবেক-বৈরাগ্য মানে কি কামিনীকাঞ্চনত্যাগ?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখুছো না, আমি আত্মহত্যা করবো; তা হ'লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গভীর স্বরে)। অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক, আর বাই করুক!

“যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।”

গভীরচিন্তানিমগ্ন হইয়া মণি দেয়াল ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন; ইষ্ঠাৎ মণির কাছে আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, “কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা; দুর্ভলোক; স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে ঘেতে

পারে । নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হইতে পারে ।”

মণির চিন্তাগ্রিতে জল পড়িল । তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন—
আত্মহত্যা করে ককক্, আমি কি করিব ?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । সংসারে বড় ভয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি) । তাই চৈতন্যদেব বলে-
ছিলেন ‘শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই ।’

(মণির প্রতি, একান্তে)—ঈশ্বরেন্নেতে শুদ্ধা ভক্তি যদি
না হয়, তা হলে ‘কোন গতি নাই’ । কেউ যদি ঈশ্বরলাভ
করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই । নির্ভজনে মাঝে মাঝে সাধন
ক’রে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে পারে, সংসারে থাকলে তার
কোন ভয় নাই । চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল । তারা সংসারে
নামমাত্র থাকতো । অনাসক্ত হয়ে থাকতো ।”

ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল । অমনি নহবৎ বাজিতে লাগিল ।
এইবার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন ।
নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন ।



দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায় ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[প্রভাতে ভক্তসঙ্গে ।]

কালীবাড়ীতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব—কালীন শুক্লা-
দ্বিতীয়া রবিবার, ১১ই মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ
ভক্তগণ সন্ধ্যা তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন ।

প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন । সম্মুখে
মা ভবভারিণীর মন্দির । মঙ্গল আরাতির পরই প্রভাতী রাগে নহবৎ-
খানায় মধুর তানে রসনচৌকি বাজিতেছে । একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা

সকলই নূতনবেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহৃদয় ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। চতুর্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। মাষ্টার গিয়া দেখিতেছেন, ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ, উপস্থিত আছেন। তখন খুব সকাল। ঠাকুর ইহাদের সঙ্গে পূর্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া সহাস্তে আলাপ করিতেছেন। মাষ্টার পৌছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)। তুমি এসেছ। (ভক্তদ্বিগকে) লজ্জা হুগা ভয়, তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে এখন তোরা গা।
ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান গাইতেছেন।

গান—ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকান্ধী।

সবে মিলে তব সত্যপথ ভারতে প্রচারি। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধান, দিশি দিশি তব পূণ্য নাম, ভক্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি। নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অস্ত কাম, প্রার্থনা ক'রে তোমারে আকুল নরনারী। তব পদে প্রভু লইছ শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ, অমৃতের খনি পাইছ যখন অন্ন ভয় তোমারি।

ঠাকুর বঙ্গাঞ্জলি হইয়া বসিয়া একমনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মন শুধু দিয়াললাই—একবার ঘসিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে দিয়াললায়ের স্তায়, যত ঘসে জলে না—কেন না, মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কাণে কাণে কি বলিতেছেন।

[আগে হুজিাম না প্রমজীবীদের শিকা?]

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাবে?'

ভবনাথ। আজ্ঞা, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি দরকার?

ভবনাথ। আজ্ঞা, ও প্রমজীবীদের শিকাগরে (Baranagore

Workingmen's Institute এ) বাবে । [কালীকৃষ্ণের প্রশ্নান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওর কপালে নাই । আজ হরিনামে কত আমল
হবে, দেখতো । ওর কপালে নাই ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অম্বোৎসবে ভক্তসঙ্গে । সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা । ঠাকুর আজ অবগাহন
করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন না ;—শরীর তত ভাল নয় । তাঁহার
স্নান করিবার জল ঐ পূর্বোক্ত বারাণ্ডার কলসী করিয়া আনা হইল ।
ঠাকুর স্নান করিতেছেন, ভক্তেরা স্নান করাইয়া দিল । ঠাকুর
স্নান করিতে করিতে বলিলেন, এক ঘটা জল আলাদা ক'রে রেখে
দে । শেষে ঐ ঘটীর জল মাথায় দিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ
বড় সাবধান, এক ঘটা জলের বেশী মাথায় দিলেন না ।

স্নানান্তে মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন । শুদ্ধ বস্ত্র পরি-
ধান করিয়া দুই একটি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণাশ্রয় হইয়া কালীবাড়ীর পাকা
উঠানের মধ্য দিয়া মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন । মুখে
অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন । দৃষ্টি ক্যালফেলে—ভিমে যখন তা
দের, পাখীর দৃষ্টি বেরূপ হয় ।

মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন । পূজার নিয়ম
নাই—গন্ধ-পুষ্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখন বা নিজের
মস্তকে ধারণ করিতেছেন । অবশেষে মায়ের নির্মাল্য মস্তকে ধারণ
করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, 'ডাব নে রে ।' মার প্রসাদী ডাব ।

আবার পাকা উঠানের পথ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন ।
সঙ্গে মাষ্টার ও ভবনাথ । ভবনাথের হাতে ডাব । রাস্তার ডানদিকে
শ্রী শ্রীরাধাকান্তের মন্দির ; ঠাকুর বলিতেছেন 'বিষ্ণুধর' । এই যুগলরূপ
দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । আবার বামপার্শ্বে স্বাদেশ
শিব-মন্দির । সদাশিবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন ।

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন । দেখিলেন, আরো ভক্তের সমাগম হইয়াছে । রাম, নিত্যগোপাল, কেশব চাটুয্যে ইত্যাদি অনেকে আসিয়াছেন । তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুরও তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন ।

ঠাকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন, “তুই কিছু খাবি ?” ভক্তটির তখন বালকভাব । তিনি বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩২৪ হবে । সর্বদাই ভাবরাজ্যে বাস করেন । ঠাকুরের কাছে কখনও একাকী কখনও রায়ের সঙ্গে প্রায় আসেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন । তাঁহার পরমহংস অবস্থা—এ কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন । তাই তাঁহাকে গোপালের স্থায় দেখিতেছেন ।

ভক্তটি বলিলেন, “খাব” । কথাগুলি ঠিক বালকের স্থায় ।

[নিত্যগোপালকে উপদেশ । ভাগীর নারায়ণ একবারে নিবেদ ।]

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল বারাণ্ডা টিঙে তাঁকে লইয়া চলিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন ।

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, ২২।২৩ হইবে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায় আসেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করেন । সেই স্ত্রীলোকটিও ঐ ভক্তটির অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সন্তানের স্থায় স্নেহ করেন ও তাঁহাকে প্রায়ই নিজের আলয়ে লইয়া যান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তটির প্রতি) সেখানে কি তুই বাস ?

নিত্যগোপাল (বালকের স্থায়) । হাঁ বাই । নিয়ে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তব্লে সাধু সাবধান ! এক আধ বার বাবি । বেশী বাসনে—প’ড়ে বাবি ! কামিনীকাকনই মারা । সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় । ওখানে সকলে ডুবে যায় । ওখানে “ব্রহ্মা বিষ্ণু প’ড়ে আছেছে খাবি ?”

ভক্তটি সমস্ত শুনিলেন ।

মাক্টার (স্বগতঃ) । কি আশ্চর্য্য ! এই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা—ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন । এমন উচ্চ অবস্থা সবেও কি ইঁহার বিপদ সম্ভাবনা । সাধুর পক্ষে কি কঠিন নিয়মই করিলেন । মেয়ে-

দের সঙ্গে মাখামাখি করিলে সাধুর পটন হইবার সম্ভাবনা । এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই বা কিরূপে হইবে ? ত্রীলোকটি তো ভক্তিমতী ! তবুও তবু ! এখন বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিনাসের উপর কেন অত কঠিন শাসন করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর বারণ সত্ত্বে, হরিদাস একজন ভক্ত-বিধবার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন । কিন্তু হরিদাস যে সন্ন্যাসী । তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করিলেন । কি শাসন । সন্ন্যাসীর কি কঠিন নিয়ম ! আর এ ভক্তটীর উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাসা । পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ হয়—তাড়াতাড়ি পূর্ব হইতে সাবধান করিতেছেন । ভক্তেরা অবাক । সাধু সাবধান । ভক্তেরা এই মেঘগম্ভীরধ্বনি শুনিতেছেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সাকার নিরাকার । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি ।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর পূর্ব বারাণ্ডায় আসিয়াছেন । ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া আছেন । তিনি গৃহে বেদান্ত-চর্চা করেন । ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীমুক্ত কেদার চাটুয্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন ।

(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসম্বন্ধ ।)

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী । এই অনাহত শব্দ সর্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্ছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুধু শব্দ হ'লে ত হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে । তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয় ? তোমার না দেখলে ঘোল আনা আনন্দ হয় না ।

দঃ নিবাসী । ঐ শব্দই ব্রহ্ম । ঐ অনাহত শব্দ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি) । ওঃ, বুঝেছ ! ঐ'র শ্রীমদ্ভিষেকান্ত মন্ত । ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন “হে রাম, আমরা জানি, তুমি দশরথের ব্যাটা । ভরবাজাদি ঋষিরা তোমার অবতার জেনে পূজা করুন । আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই ।” রাম এই কথা শুনে

হেসে চ'লে গেলেন ।

কেদার । ঋষিরা

রামকে অবতার জানেন নাই । ঋষিরা বোকা ছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গভীরভাবে) । আপনি এমন কথা বোলো না ।
বার যেমন রুচি । আবার বার বা পেটে সর । একটা মাহ এনে মা
ছেলেদের নানা রকম ক'রে খাওয়ান । কারকে পোলাও ক'রে দেন ;
কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সর না । তাই তাদের মাহের খোল
ক'রে দেন । বার বা পেটে সর । আবার কেউ মাহ ভাজা, মাহের
অম্বল, ভালবাসে । (সকলের হাস্ত) । বার যেমন রুচি ।

“ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন ।
আবার ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আশ্বাসন করবার জন্ত । তাঁকে
দর্শন করলে মনের অন্ধকাৰ দূরে যায় । পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন
সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য্য যেন, উদয় হ'ল । তবে সভাসদ
লোকেরা পুড়ে গেল না কেন ? তার উত্তর—তাঁর জ্যোতিঃ জড়
জ্যোতিঃ নয় । সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল । সূর্য্য উঠলে
পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন ।
বলিতে বলিতেই একবারে বাহুরাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তর্মুখ হইল ।
হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল ।” এই কথাটি উচ্চারণ করিতে
করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিহ ।

ঠাকুর সমাধি অন্বিনন্দে । ভগবান্ দর্শন করিয়া শ্রীরাম-
কৃষ্ণের হৃৎপদ্ম কি প্রস্ফুটিত হইল । সেই একভাবে দণ্ডায়মান । কিন্তু
বাহুশূন্য । চিত্তার্গিতের স্থায় । শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্ত । ভক্তেরা
কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া ; অবাক ; একদৃষ্টে এই অকৃত প্রেমরাজ্যের
ছবি, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সমাধি-চিত্র, সন্দর্শন করিতেছেন ।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল ।

ঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ‘ক্লান্স’ এই নাম বার বার উচ্চারণ
করিতেছেন । নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে । ঠাকুর উপবিষ্ট
হইলেন । ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন ।

দক্ষিণেশ্বর। অশ্বমহোৎসব। কীৰ্ত্তনানন্দে ও সমাধিসন্ধিরে। ১৯

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদ্বিগের প্রতি)। অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না;—গোপনে আসে। দুই চারি জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বার জন ঋষি কেবল জানত। অমৃতান্ত ঋষিরা বলেছিল, “হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা ব’লে জানি।”

“অমৃতান্ত সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলার থাকে, তারই শাকা ভক্তি। বিলাতে Queen (রাণী) কে দে’খে এলে পর, তখন Queen এর কথা Queen এর কার্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। Queen এর কথা তখন বলা ঠিক ঠিক হয়। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন—“হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ ব’লে, তোমাকে মানুষের মতন দেখাচ্ছে।” ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি শাকা ভক্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(কীৰ্ত্তনানন্দে ও সমাধিসন্ধিরে)

ভক্তেরা এই অবতার-ভব অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য। বেদোক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—বীহাকে বেদে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছে,—সেই পুরুষ আমাদের সামনে চোন্দ পোয়া মানুষ হইয়া আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালে বলিতেছেন, সেকালে অবশ্য হইবে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, ‘রাম, রাম’ করিয়া এই মহাপুরুষের কেন সমাধি হইবে? নিশ্চয় ইনি স্বপ্নম্বে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে কোরগর হইতে ভক্তেরা খোল করতালি লইয়া সংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন-মোহন, নবাই, ও অন্যান্য অনেকে নামসংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের

কাছে সেই উত্তর-পূর্ব বারাণস উপস্থিত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সংকীৰ্ত্তন করিতেছেন ।

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি । তখন আবার সংকীৰ্ত্তনের মধ্যে চিত্রাপিতের স্থায় দাঁড়াইয়া আছেন । সেই অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহাকে পুষ্পমালা দিয়া সাজাইলেন । বড় বড় গোড়ে মালা । ভক্তেরা দেখিতেছেন, যেন শ্রীগৌরাজ সম্মুখে দাঁড়াইয়া । গভীর ভাবসমাধিনিমগ্ন । প্রভুর কখন অস্তিত্বদর্শনা—তখন জড়বৎ চিত্রাপিতের ন্যায় বাহশূন্য হইয়া পড়েন । কখন বা অজ্ঞানবাহু দর্শনা—তখন প্রেমাবিকট হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন । আবার কখন বা শ্রীগৌরাজের ন্যায় বাহুদর্শনা । তখন ভক্তসঙ্গে সংকীৰ্ত্তন করেন ।

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাঁড়াইয়া । গলার মালা । পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া একজন ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া আছেন । চতুর্দিকের ভক্তেরা দাঁড়াইয়া খোল করতালি লইয়া কীৰ্ত্তন করিতেছেন । ঠাকুরের দৃষ্টি স্থির । চন্দ্রবদন প্রেমামুরঞ্জিত । ঠাকুর পশ্চিমাশ্র ।

এই আনন্দমূর্ত্তি ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন ।

সমাধি-ভঙ্গ হইল । বেলা হইয়াছে । কিয়ৎক্ষণ পরে কীৰ্ত্তনও থামিল । ভক্তেরা ঠাকুরকে আহার করাটবার জন্য ব্যস্ত হইলেন ।

ঠাকুর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন । পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় ভক্তচিহ্নবিনোদন অপরূপ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছেন । সেই দেবদুর্লভ, পবিত্র, মোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মরনে তৃপ্তি হইল না । ইচ্ছা আরও দেখি, আরও দেখি, সেই রূপসাগরে মগ্ন হই ।

ঠাকুর আহারে বসিলেন । ভক্তেরাও আনন্দে প্রসাদ পাইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্মসম্বরণপ্রসঙ্গে ।

আহারের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন । ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে । বাহিরের বান্ধাগুলিও লোকে

দক্ষিণেশ্বর । অন্তঃসাহসব । গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্মসমর্থপ্রসঙ্গে । ২১

পরিপূর্ণ । ঘরের মধ্যে ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন । কেদার, হরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত । বাখালের বাপ আসিয়াছেন ; তিনিও ঐ ঘরে বসিয়া আছেন ।

একটি বৈকব গোস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট । ঠাকুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন । গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মন্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন—কখন কখন সন্মুখে মাষ্টার হইতেন ।

[নাম-মাহাত্ম্য না অমুরাগ । অজামিল ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, তুমি কি বল ? উপায় কি ?

গোস্বামী । আজ্ঞা, নামেতেই হবে । কলিতে শাস্ত্র-মাহাত্ম্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে । তবে অমুরাগ না থাকলে কি হয় ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার । শুধু নাম ক'রে বাজি, কিন্তু কামিনীকাঞ্ছন মন রয়েছে, তাতে কি হয় ?

“বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মস্তে সারে না—খুঁটের ভাব্রা দিতে হয় ।

গোস্বামী । তা হলে, অজামিল ? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই, যা সে করে নাই । কিন্তু মরবার সময় ‘নারায়ণ’ বলে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হয় তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কर्म করা ছিল । আর আছে যে, সে পরে তপস্তা ক'রেছিল ।

“এ রকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিম কাল । হাতীকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার খুলা-কাদা মেখে যে কে সেই । তবে হাতী-শালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ বুল বেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয় তা হ'লে গা পরিষ্কার থাকে ।

“নামেতে একবার শুদ্ধ হলো ; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে লিপ্ত হয় । মনে বল নাই ; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ ক'রব না । সজ্ঞানে পাপ সব যায় । গেলে কি হবে ? লোকে বলে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে । গজা মেয়ে বখন মানুষটা কেনে, তখন ঐ পুরান পাপগুলো গাই থেকে কঁপে

দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে । (সকলের হাস্য) । সেই পুরাণ পাগগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে । স্নান ক'রে ছু'পা না আসতে আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে ।

“তাই নামও কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনু-
রাগ হয়, আর যে সব জিনিস দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের
স্থখ ; তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর ।

[বৈষ্ণবধর্ম ও সাম্রাজ্যিকতা । সর্বধর্মসম্বন্ধ ।]

ঐশ্বর্যকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) । আস্তরিক হ'লে সব ধর্মের
ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে,
শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে ; আবার
মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে । আস্তরিক হ'লে সবাই পাবে ।
কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বসে । তারা বলে, ‘আমাদের ঐক্যকে
না ভজলে কিছুই হবে না’ ; কি, ‘আমাদের মা কালীকে না ভজলে
কিছুই হবে না’ ; ‘আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না ।’

“এ সব বুঝির নাম অন্তঃসত্ত্বা বুঝি ; অর্থাৎ আমার ধর্মই
ঠিক, আর সকলের মিথ্যা । এ বুঝি ধারণা । ঈশ্বরের কাছে
নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায় ।

“আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন । এই
ব'লে আবার ঝগড়া । যে বৈষ্ণব সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে ।

“যদি ঈশ্বর সাকার মর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায় । যে
মর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার ; আরো
তিনি কত কি আছেন, তা বলা যায় না ।

“কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল । এক
জন লোক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী । তখন কাণাচেন
জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি রকম ? তারা হাতীর গা স্পর্শ
করতে লাগল । একজন বলে, হাতী একটা খামের মত । সে
কাণাটি কেবল হাতীর গা স্পর্শ করেছিল । আর একজন বলে,
হাতীটা একটা কুণ্ডলের মত । সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়ে

দেখেছিল । এই রকম বার শু'ড় কি পেটে হাত দিবে দেখেছিল তারা নানা প্রকার বলতে লাগল । তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি ; আর কিছু নয় ।'

“এক জন লোক বাছে থেকে কিরে এসে বললে, গাছতলার একটি সুন্দর লাল গিরগিটি দে'খে এলুম । আর একজন বলে, তোমার আগে সেই গাছতলার গিচ্চলুম, লাল কেন হবে ? সে সবুজ আমি স্বচক্ষে দেখেছি । আর এক জন বলে ও আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গি'ছলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি । সে লালও নয়, সবুজও নয় ; স্বচক্ষে দেখেছি নীল । আর দুই জন ছিল তারা বলে, হলদে, পাঁস্টে,—নানা রং । শেষে সব বগড়া বেধে গেল । সকলে জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক । তাদের বগড়া দে'খে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে, ব্যপার কি ? যখন সব বিবরণ শু'লে, তখন বল্লে, আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি ; আর ঐ জানোয়ার কি, আমি চিনি । তোমরা প্রত্যেকে যা বল্ছ, তা সব সত্য ; ও গিরগিটি কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয় । আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রংই নাই । নিগু'ণ ।

[সাকার না নিরাকার ?]

(গোস্থামীর প্রতি) “তা ঈশ্বর শুধু সাকার বলে কি হবে । তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য ; নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য । আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য । বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সঙ্গু'ণও বলেছে নিগু'ণও বলেছে ।

“কি রকম জান ? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর । ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে ; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার সৃষ্টি দর্শন হয় । ভক্তের জন্য সাকার । আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গ'লে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল । অধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ । জলে জল । তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর, ভূমিই সাকার, ভূমিই'

নিরাকার ; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্চ, কিন্তু বেয়ে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে ।

“তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার । এমন ব্যঙ্গগা আছে, বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে ।

কেদার । আজ্ঞে, ঐমত্যাগবতে ব্যাস * তিনটি দোষের জন্ত ভগবানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন । এক জারগাস্ত বলেছেন, হে ভগবন্ । তুমি বাক্য-মনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা—তোমার সাকাররূপ বর্ণনা ক’রেছি, অতএব অপরাধ মার্জনা করবেন ।

ঐরামকৃষ্ণ । হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার । তাঁর ইতি করা যায় না ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার-বৈরাগ্য ।

স্নানার্থে লোকস্বামী বাপ বসিয়া আছেন । রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন । রাখালের মাতা ঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন । রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন । তিনি ওখানে থাকিতে বিশেষ আপত্তি করেন না । ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা করিতে হয় । ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকাল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ইত্যাদি আসেন । রাখালের পিতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে আসেন । তাঁহাদের নিকট বিষয়কৰ্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন ।

ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন । ঠাকুরের ইচ্ছা—রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান ।

ঐরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি) । আহা, আজ-

* “স্বপ্নং স্বপ্নবিবৰ্জিতং তদন্তো ব্যাচেন কং করিষ্যে, তত্যানির্বচনীয়াহখিল-
ভরো হৃদীকতা বসরা । ব্যাপিবক নিরাকৃতং তদন্তো বকীৰ্ব্বাভাদিনা, কন্তব্যং
অগণীশ । তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং নংকৃতম্ ॥”

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মহোত্মসবে । পঞ্চবটীধূলে কীর্তনানন্দে । ২৫

কাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে । ওর মুখের দিকে তাকিয়ে—
দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে । অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ
করে কি না ; তাই ঠোঁট নড়ে ।

“এ সব ছোকরারা নিত্যসিঙ্কের থাক । ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে
জন্মেছে । একটু বয়স হ’লেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর
রক্ষা নাই । বেদেতে হোন্মা পাখীন্দ্র কথা আছে, সে পাখী আকা-
শেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না । আকাশেই ডিম পাড়ে । ডিম
পড়তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, পড়তে পড়তে
ডিম ফুটে যায় । তখন পাখীর ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে
থাকে । তখনও এত উঁচু, যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে ততোক
কোটে । তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাটির উপর পড়ে যাব !
মাটিতে পড়লেই মৃত্যু । মাটি দেখাও বা, অমনি আর দিকে জোঁটা
দৌড় । একবারে উড়তে আরম্ভ করে দিল । যাতে মার-কা’ছে
পৌঁছতে পারে । এক লক্ষ্য মার কাছে বাওয়া ।

“এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম । চলেবেলাই সংসার বেঁধে
ভয় । এক চিন্তা । কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয় ।

“যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ওঁরসে জন্ম, তবে এমন
ভক্তি—এমন জ্ঞান হয় কেমন ক’রে ? তার মানে আছে । বিষ্ঠাকুড়ে
যদি ছোলা পড়ে, তা হ’লে তাতে ছোলা-গাছই হয় । সে ছোলাতে কত
ভাল কাজ হয় । বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে ব’লে কি অস্ত গাছ হবে ?

“আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে ! তা হবে নাই
বা কেন ? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়, (সকলের হাস্ত)
যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে ।”

মাষ্টার (একান্তে গিরীশের প্রতি) । সাকার-নিরাকারের কথাটি
ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন ! বৈকুণ্ঠেরা বুঝি কেবল সাকার বলে ?

গিরীশ । তা হবে । ওরা একঘেরে ।

মাষ্টার । ‘নিত্য সাকার’, আপনি বুঝেছেন ? ‘ফটিকের কথা’
আমি ওটা ভাল বুঝতে পারছি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাকড়ারের প্রতি) । হাঁগা, তোমরা কি কলাবলি কচ্ছ ?
মাকড়ার ও গিরীশ্বর একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

বৃন্দে কি (রামলালের প্রতি) । ও রামলাল, এ লোকটিকে এখন
খাবার দেও, আমার খাবার তার পরে দিও ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চবটীমূলে কীর্তনানন্দে ।

অপরাদ্ধে ভক্তেরা পঞ্চবটীমূলে কীর্তন করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরাম-
কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন । আজ ভক্তসঙ্গে মার নাম
কীর্তন করিতে করিতে আনন্দে ভাসিলেন ।

গান—শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাধ্যায়োক্তে যম যুক্তিধান উক্তভেদিল ।
৮ লুব্ধ কুবাস পেয়ে গোষ্ঠা খেয়ে গড়ে গেল । মারাকারি হোলো তারি, আর
আমি উঠাতে নারি । হারাহত কলের দড়ি, কাঁস লেগে সে কৈসে গেল । জান-মুও
গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে । মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সজের হ'ল
করী হ'ল । ভক্তিস্তরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধা । নরেন্দ্রের হালা
কীনা না আসা এক ছিল ভাল ॥

আবার গান হইল । গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালি বাজিতে
লাগিল । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন ।

গান—অভয়ভোগ্য অমৃতানন্দ অমৃত-অমৃতানন্দা ন্যায়ানন্দ নীল-কমলে ।

ভ্রামণ্য নীল-কমলে, কালীপদ নীল-কমলে) বত বিবর-মধু ভুজ্জ হ'ল কামারি
কুইর সকলে । চরণ কাল ভবর কাল, কালর কাল বিশে গেল । পঞ্চ ভব, প্রধান
বত, কল দেখে ভল দিলে । কমলাকান্তেরি মনে, আশাপূর্ণ এত দিনে । তার হৃৎ
হৃৎ সমান হ'ল, আনন্দ-সাগর উথলে ।

কীর্তন চলিতেছে, ভক্তেরা গাইতেছেন ।

গান—শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাধ্যায়োক্তে যম যুক্তিধান উক্তভেদিল । (কালী না কি
এক কল কলকে) । কাল পোরা কলের ভিতরি, কল কল দেখাতেছে । আপনি থাকি
কলের ভিতরি কল-দুরার ধ'রে কল দুরি, কল কলে আপনি ঘুরি, কানে না কে

দক্ষিণেশ্বরে জন্মসম্বোধন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম । ২৭

ঘুরাচ্ছে। যে কলে কেনেছে তার, কল হ'তে হবে না তার, কোন কলের তক্তি
ভারে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

গান—ভবে আসা খেলতে পাশা, কত আশা করেছিল।
আশার আশা ভাঙা নশা, এখনে পড়তি পেলান ॥ গো বার আঠার বোল, বুগে বুগে
এলাব ভাগ। শেষে কচে বারো প'ড়ে মাগো, পড়াছকার বন্দী হলাম ॥

ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটু খামিলে ঠাকুর
গাত্রোখান করিলেন। ঘরে আশেপাশে এখনও অনেকগুলি ভক্ত আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে দক্ষিণাঙ্গ্য হইরা নিজের ঘরের
দিকে বাইতেছেন। সঙ্গে মাফোর। বকুলভলার আসিলে পর ত্রৈলো-
ক্যের সহিত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)। পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্ছে।
চল না একবার—

ত্রৈলোক্য। আমি গিয়ে কি করব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, বেশ একবার দেখতে।

ত্রৈলোক্য। একবার দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, আচ্ছা বেশ।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম ।

প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের
দক্ষিণপূর্ব বারাগার বসিয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেহারাছি ভক্তের প্রতি)। সংসারত্যাগী সাধু—সে
তো হরিনাম করবেই। তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বর
চিন্তা করে তো, আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা না করে,
সে যদি হরিনাম না করে, তা হ'লে বরং সকলে নিন্দা করবে।

“সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হলে বাহাছুরী আছে। দেখ,
জনক রাজা খুব বাহাছুর! সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান
ও একখানা কর্ম। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের

কর্ম করচে । নষ্ট ঘেরে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে । কিন্তু সর্বদাই উপপত্তিকে চিন্তা করে ।

“সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন ।

কেদার । আজ্ঞে হাঁ ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন । যেমন রেলের এন্জিন (Engine), পেছনে কত গাড়ী বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায় । অথবা যেমন নদী বা তড়াগ কত জীবের পিপাসা শাস্ত করে ।

ক্রমে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন । একে একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন । ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন ‘তুই আজ আর বাস্ নাই । তোদের দেখেই উদ্বোপন !’

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই । বয়স উনিশ কুড়ি, গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ । ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসে । ঠাকুর তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন ।

দ্বিতীয় ভাগ—তৃতীয় অধ্যায় ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ততসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ।

শ্রীমুক্ত অধর সেনের প্রথম দর্শন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মণিলাল ও কান্দীদর্শন ।

আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করিতে যাই । তিনি ততসঙ্গে কিরূপ বিলাস করিতেছেন, ঈশ্বরের স্তাবে সর্বদা কিরূপ সমাধিস্থ আছেন, দেখিব । কখনও সমাধিস্থ, কখনও কৌতূহলানন্দে মাতিয়া উঠার, আবার কখন বা প্রাকৃত লোকের স্থায় ভক্তের সহিত কথা করিতেছেন, দেখিব । শ্রীমুখে ঈশ্বরকথা বই আর

কিছুই নাই ; মন সর্বদা অন্তর্মুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের স্থায় । প্রতি নিশাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন । একবারে অস্ত্রমান-শূন্য ; পঞ্চমবর্ষীয় বালকের স্থায় ব্যবহার । পঞ্চমবর্ষীয় বালক বিষয়ে আসক্তিশূন্য, সদানন্দ, সবল ও উদার-প্রকৃতি । এক কথা, ‘ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অনিত্য’ ; দুই দিনের জন্ম । চল, সেই প্রেমোন্মত্ত বালককে দেখিতে যাই । মহাবোগী ! অনন্ত সাগরের তীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন ! সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরমধ্যে কি যেন দেখিতেছেন । দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন ।

আজ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, রবিবার । গড় কল্যাণনিবার অমাবস্যাতে ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন । অমাবস্যা ও নিবিড় অঁধারমধ্যে একাকী ‘মহাকাশী’ ; মহাকালের সহিত রমণ করিতেছেন ! তাই ঠাকুর অমাবস্যাতে আর স্থির থাকিতে পারেন না । তাই বালকের অবস্থা । যিনি মাকে অহর্নিশ দেখিতেছেন, আর ধীর “মা” না হ’লে চলে না, তিনি বালক ।

আজ বরিবার, ৮ই এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, প্রাতঃকাল । এই যে ঠাকুর বালকের স্থায় বসিয়া আছেন । কাছে বসিয়া একটি ছোকরা ভক্ত—রাখাল ।

মাফার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রামলাল আছেন ; কিশোরী ও আরও কয়েকটি ভক্ত আসিয়া জুটিলেন । পুরাতন আশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন ।

মণি মল্লিক কালীধামে গিয়াছিলেন । তিনি ব্যবসায়ী লোক, কালীতে তাঁহাদের কুঠী আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁগা কালীতে গেলে, কিছু সাধুটোষু দেখলে ।

মণিলাল । আজ্ঞে হাঁ, ত্রৈলোক্য স্বামী, তান্দরানন্দ, এঁদের সব দেখতে গিছলাম । শ্রীরামকৃষ্ণ । কি রকম সব দেখলে বল ?

মণি । ত্রৈলোক্য স্বামী সেই ঠাকুর বাড়ীতেই আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বেনীমাধবের কাছে । লোকে বলে, আগের তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল ।

কত আশ্চর্য আশ্চর্য কার্য করতে পারতেন । এখন অনেকটা ক'মে গেছে ।

ঐশ্বর্যময় । ও সব বিষয়ীলোকের নিন্দা ।

মণি । ভাকরানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন , ত্রৈলোক্য স্বামীর মত নয়—একবারে কথা বন্ধ ।

[সিঁদের পক্ষে 'ঈশ্বর কর্তা' । অতের পক্ষে পাপপুণ্য । Free will.]

ঐশ্বর্যময় । ভাকরানন্দের সঙ্গে তোমার কোন কথা হল ?

মণি । আজ্ঞা হাঁ, অনেক কথা হ'ল । তার মধ্যে পাপ-পুণ্যের কথা হ'ল । তিনি বলেন, পাপ-পথে বেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই সব চ'ন ! যে সব কাজ করে পুণ্য হয়, এমন সব কর্ম কর ।

ঐশ্বর্যময় । হাঁ, ও এক রকম আছে, ঐহিকদের জন্য । যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সং আর সব অসং অনিত্য ব'লে বোধ হ'রে গেছে, তাদের আর এক রকম ভাব । তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা । যাদের চৈতন্য হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ কর্তে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে, সেই কর্মই সংকর্ম । কিন্তু তারা জানে, এ কর্ম কর্তা আমি নই , আমি ঈশ্বরের দাস । আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী । তিনি যেমন করান, তেমনি করি, যেমন বলান, তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান তেমনি চলি ।

“যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার । তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন । এক জায়গায় একটি মঠ ছিল । মঠের সাধুরা রোজ সাধুকরি (ভিক্ষা) করতে যার । একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, একটি জমিদার একটি লোককে তারি মারছে । সাধুটা বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে । জমিদার তখন তারি রেসে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে বাড়লে । এমন প্রহার করলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হ'রে পড়ে রইল । কেউ গিয়ে মঠে খপর দিলে, ভোমাদের একজন সাধুকে একজন জমিদার তারি ধরেছে । মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে । তখন তারা পাঁচজনে পরামর্শ করে তাকে মঠের

ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে পোরালে । সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘেরে বিষর্ষ হয়ে নসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কছে । “একজন বলে, মুখে একটু দুধ নিয়ে দেখা যাক । মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্ত হ'ল । চোখ মিলে দেখতে লাগলো । একজন বলে, ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না ? লোক চিন্তে পারছে কি না ? তখন সে স'ধুকে খুব চোঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, মহারাজ ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে ? সাধু আস্তে আস্তে বলছে, তাই, যিনি আমাকে ধেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন ।

“ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এরূপ অবস্থা হয় না ।

মণিলাল । আস্তে, আপনি যে কথা বলেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা । ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচরকম কথা হয়েছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কোনও বাড়ীতে থাকেন ?

মণিলাল । এক জনের বাড়ীতে থাকেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কত বয়স ? মণিলাল । পঞ্চাশ হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর কিছু কথা হল ?

মণিলাল । আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয় ? তিনি বলেন, নাম কর, রাম রাম বোলো । শ্রীরামকৃষ্ণ । এ বেশ কথা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গৃহস্থ ও কর্মযোগ ।

ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীভবভারিণী, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পূজা শেষ হইল । ক্রমে ভোগারতির বাজনা বাজিতেছে । চৈত্রমাস ত্রিপ্রহর বেলা । ভারি রোদ্দ । এইমাত্র জোরার আরম্ভ হইরাছে । দক্ষিণদিক হইতে হাওয়া উঠিয়াছে । পুতুলিলা ভাগীরথী এইমাত্র উত্তরবাহিনী হইয়াছেন । ঠাকুর আহারাণ্ডে কক্ষ মধ্যে একটু বিশ্রাম করিতেছেন ।

রাখালের বেশ বসিরহাটের কাছে । দেশে গ্রীষ্মকালে বড় জলকষ্ট ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মণি মল্লিকের প্রতি) । দেখ রাখাল, বলছিল,

ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুকুরী কাটাও না কেন। তা'হলে কত লোকের উপকার হয়। (সহাস্তে) তোমার ত অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাব। (ঠাকুরের ও ভক্তগণের হাস্ত)

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটি। সিন্দুরিয়া পটির ব্রাহ্মসমাজের সাংঘাতনিক উপলক্ষে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে। সেখানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়া থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করি যান। মণিলাল বখার্ব হিসাবী লোক বটে। সমস্ত গাড়ীভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না, ট্রামে চাপিয়া প্রথমে শোভা-বাজারে আসেন, সেখানে সেয়ারের গাড়ীতে চাপিয়া বরাহনগরে আসেন। অর্থের অভাব নাই; কয়েক বৎসর পরে গরীব ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য এককালে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকণ পরে এ কথা ও কথার পর, কথার পিঠে বলিলেন,—‘মহাশয়! পুকুরীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলি কেলি বলা কেন?’

ভক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাসিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মগণ । প্রেমতত্ত্ব ।

কিয়ৎকণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটা পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন,—শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন।

যে অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইরাছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সহাস্তবদন, বাণক-মুর্তি। উত্তরাস্ত হইয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ করিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে । মণিলালাদি ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ । ৩৩

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) । তোমরা ‘প্যাম্’ ‘প্যাম্’ কর ; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা ? চৈতন্যদেবের ‘প্রেম’ হয়েছিল ! প্রেমেন্দ্র দূতি লক্ষণ । প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে ! এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য । চৈতন্যদেব “বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীমুনা ভাবে ।”

“দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না ; দেহাত্মবোধ একবারে চ’লে যাবে ।

“ঈশ্বর-লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে । যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ঈশ্বর-লাভের আর দেরি নাই ।

“অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন, সত্য কথা, এই সব ।

“এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বুঝতে পারা যায়, ঈশ্বর-দর্শনের আর দেরি নাই । বাবু কোনও খানসামার বাড়ী যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ীর অবস্থা দে’খে ঠিক বুঝতে পারা যায় । প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয় ; কুলকাড়া হয় ; কাঁটিপাট দেওয়া হয় । বাবু নিজেই সতরঞ্চ, গুড়গুড়ি এই সব পাঁচরকম জিনিস পাঠিয়ে দেন । এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন ব’লে ।”

একজন ভক্ত । আজ্ঞে, আগে বিচার ক’রে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করতে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও এক পথ আছে । বিচার-পথ । ভক্তি-পথেও অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ আপনি হয় । আর সহজে হয় । ঈশ্বরের উপর বড় ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়-সুখ আলুনি লাগবে ।

“যে দিন সম্ভান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে ?

একজন ভক্ত । তাঁকে ভালবাসতে পারছি কই ?

[নাম বাহাদুর । উপাধ—মায়ের নাম ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর নাম করে সব পাশ কেটে যায় । কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায় ।

একজন ভক্ত । তাঁর নাম কর্ত্তে ভাল কই লাগে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয় । তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন ।

ঠাকুর দেবভুল্লভ কর্ত্তে গাহিতেছেন । জীবের দুঃখে কাতর হইয়া মার কাছে হৃদয়েব বেদনা জানাইতেছেন । প্রাকৃত জীবের অবস্থা নিজে আরোপ করিয়া মার কাছে জীবের দুঃখ জানাইতেছেন—

দোষ্য কান্দন্ত নন্দ গো আ আমি স্বখাত সলিলে ডুবে বরি ভাষা ।
বহুদিন হ'ল কোদণ্ডবরণ, পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কাটিলাম কূপ, সে কূপে বেড়িল কালরূপ
জল, কাল-মনোরমা ॥ আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণবারিণী,—বিগুণ করেছে
সওণে ; কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে , ছিল বারি
কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় না রক্ষে, আছি তোর অপিক্ষে,
মে না মুক্তিভিক্ষে, কটাক্ষেতে ক'রে পার ॥

আবার গান গাহিতেছেন । জীবের বিকার রোগ । তাঁর নামে কচি হ'লে বিকার কাটবে ;—

একি বিকান্দ শঙ্করী, কুপা-চরণতরী পেলো ধনুস্তরি । অনিত্য
গৌরব হ'ল অগ্নিদাহ, 'আমার আমার' একি হ'ল পাপ মোহ , (তার) ধনজনতৃষ্ণা না
হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ॥ অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্ব্বমঙ্গলে ;
নাশা কাকনিজা তাহে দাশরথির নয়নধূললে ; হিংসারূপ তাহে সে উদরে ক্রমি, মিছে
কালে ব্রহ্মি সেই হয় ভূমি, রোগে বাঁচি কি না বাঁচি, ফলমে অরুচি, দিবা শরীরী ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । 'ফলমে অরুচি' । বিকারে যদি অরুচি হ'ল, তা হ'লে
আর বাঁচবার পথ থাকে না । যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচার খুব
আশা । তাই নামে রুচি । ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে হয় ; দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম,
শিবনাম, যে নাম ব'লে ঈশ্বরকে ডাক না কেন । যদি নাম কর্ত্তে
অমুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই ;
বিকার কাটবেই কাটবে । তাঁর কৃপা হবেই হবে ।

[আন্তরিক ভক্তি ও দেবান ভক্তি । ঈশ্বর মন বেধেন ।]

“বেশন তার তেমনি লাভ । দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে । এক জাগরণ
ভাগবত পাঠ হচ্ছিল । এক জন বন্ধু বললে, 'এসো তাই, একটু ভাগবত
শুনি।' আর একজন একটু উঁকি মেয়ে দেখলে । তার পর সে

সেখান থেকে চ'লে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল । সেখানে ঋনিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এলো । সে আপনা আপনি বলতে লাগলো, 'খিক আমাকে ! বন্ধু আমার হরিকথা শুন্ছে ; আর আমি কোথায় প'ড়ে আছি !' এদিকে যে ভাগবত শুন্ছে, তারও বিজ্ঞার হয়েছে । সে ভাবতে, 'আমি কি বোকা । কি ব্যাড্ ব্যাড্ ক'রে বক্ছে, আর আমি এখানে ব'সে আছি । বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহলাদ করছে ।' এরা বখন ম'রে গেল, যে ভাগবত শুনেছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল ; যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল ।

“ভগবান্ মন দেখেন । কে কি কাজে আছে, কে কোথায় প'ড়ে আছে, তা দেখেন না । ‘ভাবগ্রাহী জনার্দন ।’

“কর্ত্তাভজারা মন্ত্র দিবার সময় বলে এখন ‘মন তোর ।’ অর্থাৎ, এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর করছে ।

“তারা বলে, ‘যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ ।’

“মনের গুণে হনুমান সমুদ্র পার হয়ে গেল । ‘আমি রামের দাস, আমি রামনাম করেছি, আমি কি না পারি ।’ এই বিশ্বাস ।

[কেন ঈশ্বরদর্শন হয় না ? অহং বুদ্ধি জ্ঞান ।]

“বৃত্তক্ষণ অহঙ্কার তত্ত্বক্ষণ অজ্ঞান । অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই ।

“গরুগুলো হাম্মা হাম্মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে । তাই ওদের কত যন্ত্রণা । কবায়ে কাটে ; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার করে । যন্ত্রণার শেষ নাই । হিন্দিতে ‘হাম্’ মানে আমি, আর ‘ম্যাম্’ মানেও আমি । ‘আমি’ ‘আমি’ করে ব'লে কত কর্মভোগ । শেষে নাড়ী ভুঁড়ি থেকে ধুমুরির তাঁত তৈয়ের করে । ধুমুরির হাতে ‘ভুঁহু ভুঁহু’ বলে, অর্থাৎ ‘তুমি তুমি ।’ তুমি তুমি বলার পর তবে নিস্তার । আর ভুগতে হয় না ।

“হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা, এরই নাম জ্ঞান ।

“নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায় । চাতক পাখীর বাসা নীচে ; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে । উঁচু জমিতে চাষ হয় না । খাল জমি চাই, তবে জল জমে । তবে চাষ হয় ।

[গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন । বথার্থ বসিয়া কে ?]

“একটু কষ্ট ক’রে সংসঙ্গ কর্ত্তে হয় । বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা । রোগ লেগেই আছে । পাখী দাঁড়ে ব’সে তবে রাম রাম বলে । বনে উড়ে গেলে আবার কী কী করবে ।

“টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না । বড় মানুষের বাড়ীর একটি লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো থাকে । গরিবরা তেল খরচ কর্ত্তে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না । এই মেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বলে দিতে হয় ।

‘জ্ঞানদীপ জ্বলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না’

[প্রার্থনা-তত্ব । চৈতন্তের লক্ষণ ।]

“সকলেরই জ্ঞান হ’তে পারে । জীবাত্মা আর পরমাত্মা । প্রার্থনা কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ’তে পারে । গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটানো আছে । গ্যাসকোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায় । আরজি কর ; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত ক’রে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে । শিরালুপে আগিস আছে । (সকলের হস্ত ।)

“কাকুর চৈতন্ত হয়েছে । তার কিন্তু লক্ষণ আছে । ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুন্তে ভাল লাগে না । আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে ভাল লাগে না । যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী সব তাতে জল রয়েছে ; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে । তৃষ্ণাতে ছাতি কেটে যাচ্ছে, তবু জল জল খাবে না ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ।

ঠাকুর গান গায়িতে বলিলেন । রামলালও কালীবাড়ীর একটি ব্রাহ্মণ কণ্ঠচরী গাইতেছেন । সঙ্গতের মধ্যে একটা বাঁয়ার ঠেকা ।

গান—হৃদি-হৃন্দাবনে বাস যদি কল্প কমলাপতি,
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাখাসতী ।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে
মোক্ষনারী, মেহ হবে মন্দের পুরী, মেহ হবে না বশোবতী ॥
আবার ধর ধর জনাৰ্দ্দন

পাপভার গোবর্দ্ধন, কানাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্ভ্রান্তি ; বাজারে কৃপা-বাঁশরী, মনবেহুকে বশ করি, তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি । আমার প্রেমরূপ যমুনা-কুলে, আশাবংশীবটমূলে, স্বদাস ভেবে সদয়-ভাবে, সতত কর বসতি ; যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজধামে, জ্ঞানহীন রাখাল ভোমার, দাস হবে হে দাশরথি ।

গান—নবনীলদলবর্ণ কিসেসে গণ্য শ্যামচাঁদরূপ হেন্দে, করেছে বাঁশী অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে ॥ অড়িত গীতবসন, অড়িত জিনি বলরল, আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনমাণ, নিতে সুবতী-জাতিকুল, আলো করে যমুনা-কুল, নন্দকুলচন্দ্র বত চন্দ্র জিনি বিহরে ॥ শ্যামগুণধাম পশি হার হৃদি-মন্দিরে, প্রাণ মন জ্ঞান সখি হবেনিল বাঁশী স্বরে, গজানারায়ণের যে ত্রুখ সে কথা বলিব কারে, জ্ঞানতে যদি যেতে গো সখি যমুনার জল আনিবারে ॥

গান—শ্যামাপদ-অ্যাকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল, কলু-বের কু-বাতাস পেয়ে গোষ্ঠ! খেয়ে প'ড়ে গেল । বারাকামি হ'লো তারি, আর আমি উঠাতে নারি, দারামুত কলের দড়ি, কঁাস লেগে সে কেঁসে গেল । জ্ঞান-মুণ্ড পেছে ছিঁড়ে, উড়িয়ে দিলে অমনি পড়ে ; বাধা নাই সে আর কি উড়ে, সজের হ'জন জরী হ'ল । ভক্তিজোরে ছিল বাধা, খেলতে এসে লাগল বাঁধা, নরেশচন্দ্রের হাসা কঁাদা না আসা এক ছিল ভাল ।

[ঈশ্বরলাভের উপায় অনুরাগ । গোপীপ্রেম 'অনুরাগ বাঘ' ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । বাঘ যেমন কপ কপ করে জানো-য়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে । ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কামক্রোধাদি থাকে না । গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল । কৃষ্ণে অনুরাগ ।

“আবার আছে, 'অনুরাগ-অঞ্জন' । শ্রীমতী বলছেন, 'সখি, চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি ।' তারা বললে, 'সখি, অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ ; তাই ঐরূপ দেখছো ।’

“এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুণ্ড পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে ।

“যারা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে,—ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বন্ধজীব । তাদের নিয়ে কি মহৎকাজ হবে ? যেমন কাকে ঠোক্রান আম, ঠাকুরসেবার লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ ।

“স্বাক্ষতীব্য । সংসারী জীব । এরা যেমন গুটিগোকা । মনে

করুলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েচে, ছেড়ে আসতে যায় না হয় । শেষে মৃত্যু ।

“যারা মুক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয় । কোন কোন গুটিপোকা মত যত্নের গুটি কেটে বেরিয়ে আসে । সে কিন্তু দু একটা ।

“মায়াতে ডুলিয়ে রাখে । দু একজনের জ্ঞান হয় ; তারা মায়ার ভেলকিতে ভোলে না ; কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না । আঁতুড়-ঘরের ধূলহাড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্ ড্যাম্ শব্দের ভেলকি লাগে না । বাজিকর কি করছে, সে ঠিক দেখতে পায় ।

“সান্থন-সিদ্ধ আর কুপা-সিদ্ধ । কেউ কেউ অনেক কষ্টে কেব্রে জল হেঁচে আনে ; আনতে পারলে কসল হয় । কার জল হেঁচতে হলো না, বৃষ্টির জলে ভেসে গেল । কষ্ট ক’রে জল আনতে হলো না । এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট ক’রে সাধন করতে হয় । কুপা-সিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না । সে কিন্তু দু এক জনা ।

“আর নিত্য-সিদ্ধ । এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে । যেমন ফোয়ারা বুজে আছে । মিশ্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফর্ ফর্ ক’রে জল বেকতে লাগল । নিত্য-সিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক হয় । বলে—এত ভক্তি, বৈরাগ্য, প্রেম কোথায় ছিল ।

ঠাকুর অনুরাগের কথা कहিতেছেন । গোপীদের অনুরাগের কথা ।

আবার গান হইতে লাগিল । রামলাল গাইতেছেন—

নাথ ! তুমি সর্ববিশ্ব আশ্রয় । প্রাণাধার সারাংলার , নাহি তোরা বিনে, কেহ জিহুবনে, বলিবার আপনার । তুমি হুখ শান্তি সহায় সবল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল, তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আশ্রয় বন্ধ পরিবার । তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম, তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার । তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাত্ত, দণ্ড দাতা পিতা, মেহময়ী মাতা ভবান্নবে কর্ণধার (তুমি) ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । আহা কি গান । “তুমি সর্ববিশ্ব আমার ।” গোপীরা অক্রুর আসবার পর শ্রীমতীকে বললে, ‘রাখে ।

তোর সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে !' এই ভালবাসা। ভগবানের
জন্তু এই ব্যাকুলতা। [আবার গান চলিতে লাগিল।

গান। হোন্সো না হোন্সো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে, যে
চক্রের চক্রী হার, বার চক্রে অগৎ চলে।

গান। প্যারী। কার তরে আর, গাঁথো হার যতনে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিদ্ধ-মধ্যে
মগ্ন হইলেন। ভক্তেরা একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক হইয়া দেখিতে-
ছেন। আর সাড়া-শব্দ নাই। ঠাকুর সম্মা শব্দ। হাতজোড়
করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন কটোগ্রাফে দেখা যায়। কেবল চক্রের
বাহিরের কোণ দিয়া আনন্দধারা পড়িতেছে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরের সহিত কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন—কৃষ্ণ সর্বস্বমস্ত্র।]

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির
মধ্যে থাকে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। একটি
আখটি কেবল ভক্তদের কাণে পৌঁছিতেছে। ঠাকুর আপনা আপনি
বলিতেছেন :—“তুমিই আমি আমিই তুমি। তুমি খাও, তুমি
আনি খাও ! * * বেশ কিছু কছো।

“এ কি ল্যাবা লেগেছে ! চারিদিকেই তোমাকে দেখছি।

“কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু ! প্রাণবল্লভ ! গোবিন্দ !

‘প্রাণবল্লভ !’ ‘গোবিন্দ !’ বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইলেন।
ঘর নিস্তব্ধ। ভক্তগণ মহাতাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে—অতৃপ্ত-নয়নে
বার বার দেখিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ। তাঁহার মুখে ঈশ্বরের বাণী।

[ত্রিযুক্ত অধর সেনের প্রথম দর্শন। গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।]

শ্রীরাামকৃষ্ণ সম্মাশিস্থ। ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন।
ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট। ত্রিযুক্ত অধর সেন কয়টি বন্ধু সঙ্গে
আসিয়াছেন। অধর ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট। ঠাকুরকে এই প্রথমদর্শন।

করিজেছেন। অধরের বয়স ২৯।৩০। অধরের বন্ধু, সারদাচরণ, পুত্র-শোকে সম্বপ্ত। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন; পেঙ্গ্যান লইয়া, এবং আগেও, তিনি সাধন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনরূপে সাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে দেখিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল।

সমাধি-ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টপাত করিয়া দেখিলেন একঘর লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপনি কি বলিতেছেন।

ঈশ্বর কি তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন ?

“বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা দেয়। এক একবার দীপ-শিখার স্মার। না, না, সূর্য্যের একটি কিরণের স্মার। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা। অনুরাগ নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী জেঠার কৌদল শুনে ‘পরমেশ্বরের দিব্যি’ শিখেছে।

“বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো ; না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে, কুপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল ; কেবল বালি বেরোয় ! সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেইখানেই খুঁড়বে ; তবে ত জল পাবে !

“জীব যেমন কর্ম্ম করে, ভেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে—

গান। দোষ কাক নয় গো না। আরি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ॥ বড় রিপু হ’ল কোমলস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কাটলাম কূপ, সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল বনোয়না। আমার কি হবে তারিষ্টী, ত্রিগুণবারিণী, বিগুণ করেছে সত্ত্বণে ; কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নরনে ; ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় না বক্ষে। আহি তোর অপিকে (না গো), সে না মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে করি পার ॥

ইচ্ছিনিয়ার ।

তাঁকে আদ্-মোস্তফারি দাও । ভাল লোকের উপর তার দিলে অমঙ্গল হয় না । তিনি যা হয় করুন ।

“তা শোক হবে না গা ? আশ্রয় । রাবণ বধ হ’ল ; লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন । দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জারগা নাই—
বেখানে ছিন্ন নাই । তখন বলেন, রাম । তোমার বাণের কি মহিমা ।
রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিন্ন না হয়েছে । তখন রাম
বলেন, তাই হাড়ের ভিতর যে সব ছিন্ন দেখেছ, ও বাণের অস্ত্র নয় ।
শোকে তাঁর হাড় জর-জর হয়েছে । ঐ ছিন্নগুলি সেই শোকের চিহ্ন ।
হাড় বিদীর্ণ করেছে ।

“তবে এ সব অনিত্য । গৃহ, পরিবার, সম্বান দু’দিনের জন্ত ।
ভালগাহই সত্য । দু একটা ভাল খ’সে পড়েছে । তার আর দুঃখ কি ?

“ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন ;—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় । মৃত্যু আছেই ।
প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হ’য়ে যাবে, কিছুই থাকবে না । যা কেবল
সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন । আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই
বীজগুলি বা’র করবেন । গিল্লীদের যেমন শাতার্কাতার হাঁড়ী থাকে
(সকলের হস্ত) । তাতে শশাবীচি, সমুদ্রের কেনা, নীলবড়ী, ছোট ছোট
পুঁটুলিতে বাঁধা থাকে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

অধরের প্রতি প্রথম উপদেশ । সম্মুখে কাল ।

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারাণ্ডার দাঁড়াইয়া কথা
কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) । তুমি ভিপুটি । এ পদও ঈশ্বরের
অঙ্গুগ্ৰহে রয়েছে । তাঁকে ভুলো না । কিন্তু জেনো, সকলের
এক পক্ষে বেতে হবে । * এখানে দুদিনের জন্ত ।

* শ্রীকৃষ্ণ অধরচন্দ্র সেম সেফ কংসর পরে দেহত্যাগ করেন । ঠাকুর ঐ সংবাদ
ভালিয়া অনেককণ ধরিত্তা আর কাছে কাঁদিয়াছিলেন । অধর ঠাকুরের পরম ভক্ত ।
ঠাকুর বলেছিলেন, দুইি আখার আখীর ।

“সংসার কৰ্ম্মভূমি । এখানে কৰ্ম্ম করিতে আসি । যেমন দেশে বাড়ী,
কলিকাতার গিরে কৰ্ম্ম করে ।

“কিছু কৰ্ম্ম করা দরকার । সাধন । তাড়াতাড়ি কৰ্ম্মগুলি শেষ ক’রে
নিতে হয় । স্তাকরারা সোণা গলাবার সময় হাশর, পাখা, চোজ সব দিগে
হাওয়া করে ; বাতে আঁগুনটা খুব হয়ে সোণাটা গলে । সোণা গলার
পর তখন বলে, তামাক লাজ্ । এতক্ষণ কপাল দিগে ঘাম পড়ছিল ।
তার পর তামাক খাবে । †

“খুব রোক চাই । তব্বে সাধন হয় । দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ।

“তীর নামবীজের খুব শক্তি । অবিজ্ঞা নাশ করে । বীজ এত
কোমল, অল্পর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে । মাটি কেটে যায় ।

“কামিনীকাকনের ভিতর থাকলে মন-বড় টেনে ময় । সাবধানে
থাকিতে হয় । ভ্যাগীদের অত ভয় নাই । ঠিক ঠিক ভ্যাগী কামিনীকাকন
থেকে তকাতে থাকে । তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সৰ্ব্বদা মন রাখিতে পারে ।

“ঠিক ঠিক ভ্যাগী । যারা সৰ্ব্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা
মৌমাটির মত কেবল ফুলে বসে ; মধু পান করে । সংসারে কামিনী-
কাকনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে ; আবার কখন
কখন কামিনীকাকনেও মন হয় । যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে,
জার পচা ঘায়েও বসে ; বিষ্ঠাতেও বসে ।

“ঈশ্বরেতে সৰ্ব্বদা মন রাখবে । প্রথমে একটু খেটে নিতে হয় ।
তার পর পেন্সান্ ভোগ করবে । ‡

• অথরের বাড়ী কলিকাতা, শোভাবাজার, বেণেটোলা । তাঁহার কয়েকটি কন্তাসন্তান
এখন বর্তমান । কলিকাতার বাটতে শ্রীবৃদ্ধ শ্যামলাল, শ্রীবৃদ্ধ হীরাদাস প্রভৃতি ভ্রাতারা
এখনও আছেন । তাঁহাদের বাটের বৈঠকখানা ও ঠাকুর-দালান তীর্থ হইয়া আছে ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চতুর্থ অধ্যায় ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরেন্দ্রভবনে উৎসবমন্দিরে ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

স্বরেন্দ্রের বাড়ীর উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, অপরাক্রম বেল হইয়াছে ।

উঠান হইতে পূর্বদিক হইয়া ঠাকুরদালানে উঠিতে হয় । দালানের দ্বিতীয় স্তরের ঠাকুর প্রতিমা । মন্দির পাদপদ্মে জবা, বিখ ; গলায় পুষ্পমালা । মাও ঠাকুরদালানে আলো করিয়া বসিয়া আছেন ।

আজ শ্রীশ্রীরামপূর্ণাপূজা । চৈত্র শুক্লাষ্টমী, ১৫ই এপ্রেল, ১৮৮৩ সন্নিবসর, ৩ বৈশাখ ১২৯০ । স্বরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন, তাই ঠাকুরের নিয়মণ । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুরদালানে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিমা দর্শন করিলেন ; প্রণাম ও দর্শনমন্ত্রের দীপ্যাইয়া মন্দির দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন । ভক্তেরা ঠাকুরপ্রতিমা দর্শন ও প্রণামান্তর প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন ।

উঠানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন । উঠানে সতরঞ্চি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর চাদর, তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া । এক ধারে খোল-করতলা লইয়া কয়েকটি বৈষ্ণব বসিয়া আছেন—সংকীর্ণন হইবে । ঠাকুরকে ঘেরিয়া ভক্তেরা সব বসিলেন ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি তাকিয়া লইয়া বসিতে বলা হইল । ভক্তি-আকিঞ্চন কাছে বসিলেন না । তাকিয়া সরাইয়া বসিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তগণের প্রতি) । তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া বলা । কি জামে, অভিমান-ভাঙ্গ কল্পা বড় কঠিন । এই বিচার ক'জ, অভিমান কিছু নয় ; আবার কোথা থেকে এসে পড়ে ।

“হাগলকে কেটে কেলা গেছে, তবু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে ।

“বন্ধে ভয় দেখেছো ; যুম ভেঙ্গে গেল, বেশ ভেঙ্গে উঠলে, তবু গুলু ছন্দুড় করে । অভিমান ঠিক সেই রকম । তাড়িয়ে দিলেও আবার

কোথা থেকে এসে পড়ে । অমনি মুখ তার ক'রে বলে, 'আমার খাতির ক'রে না ।' কেলার । 'তৃণাষপি স্তনীচেন, তরোরিব সহিবুনা' ।

শ্রীমদ্রুক । আমি ভক্তের রেনুর রেনু । (বৈষ্ণবধর্মের প্রবেশ ।)

বৈষ্ণবধর্ম কৃতবিদ্য । কলিকাতার বড় আদালতের উকীল, ঠাকুরকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন ।

সুরেন্দ্র (শ্রীমদ্রুকের প্রতি) । ইনি আমার আত্মীয় ।

শ্রীমদ্রুক । হাঁ, এ'র স্বভাবটি বেশ দেখছি ।

সুরেন্দ্র । ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই এসেছি ।

শ্রীমদ্রুক (বৈষ্ণবধর্মের প্রতি) । যা কিছু দেখছি, সবই তাঁর শক্তি । তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করার জো নাই । তবে একটা কথা আছে, তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয় । বিজ্ঞানগণ ব'লে-ছিল, ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ? আমি বলুম, শক্তি কম বেশী যদি না দিয়ে থাকেন, তেমনি আমরা দেখতে এসেছি কেন ? তেমনি কি দুটো শিং বেরিয়েছে ? তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিভিন্নরূপে সর্বত্রুতে আছেন ; কেবল শক্তিবিশেষ ।

[স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা ? Free will or God's Will ?]

বৈষ্ণবধর্ম । মহাশয় । একটা সন্দেহ আমার আছে । এই যে বলে Free Will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা,—মনে ক'রে ভাল কাজও ক'তে পারি, মন্দ কাজও ক'তে পারি, এটা কি সত্য ? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন ?

শ্রীমদ্রুক । সকলই ঈশ্বরস্বাধীন । তাঁরই লীলা । তিনি নানা জিনিস করেছেন । ছোট, বড় ; বলবান, দুর্বল ; ভাল মন্দ । ভাল লোক, মন্দলোক । এ সব তাঁর মায়া ; খেলা । এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না ।

“যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন । এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বুদ্ধি হত । পাপকে ভয় হ'ত না । পাপের শাস্তি হ'ত না ।

“তিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর তাব কি জানো ? আমি বলি, ভূমি বরী ; আমি বলি, ভূমি বরী ; আমি বলি, ভূমি বরী ;

যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন বলাও, তেমনি বলি ।

[ঈশ্বর-দর্শন কি একদিনে হয় ? সাধুসঙ্গ প্রয়োজন ।]

ঐশ্বরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি) তর্ক করা ভাল নয়; আপনি কি বলো ?
বৈদ্যনাথ । আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবটী জ্ঞান হ'লে যায় ।

ঐশ্বরামকৃষ্ণ । Thank you (সকলের হাস্ত) । তোমার হবে । ঈশ্বরের
কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না । যদি কোন মহাপুরুষ
বলে, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের
কথা লয় না । লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের
দেখিয়ে দিগ্ । কিন্তু এক দিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায় ? বৈদ্যের
সঙ্গে অনেক দিন খ'রে ঘুরতে হয় ; তখন কোন্টা ককের, কোন্টা
বায়ুর, কোন্টা পিণ্ডের নাড়ী, বলা যেতে পারে । বাতের নাড়ী দেখা
ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয় । (সকলের হাস্ত ।)

“অমুক নখরের সূতা, যে সে কি চিন্তে পারে ? সূতোর ব্যবসা
করো, বারো ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাক, তবে কোন্টা
চল্লিশ নখর, কোন্টা একচল্লিশ নখরের সূতা, ঝ' ক'রে বলতে পারবে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ণনানন্দে । সমাধিমন্দিরে ।

এইবার সঙ্কীর্ণন আরম্ভ হইবে । খোল বাজিতেছে । গোষ্ঠ খোল
বাজাইতেছে । এখনও গান আরম্ভ হয় নাই । খোলের মধুর বাজনা,
গৌরাজমণ্ডল ও তাঁহাদের নামসঙ্কীর্ণনকথা উদ্দীপন করে । ঠাকুর ভাবে
মগ্ন হইতেছেন । মাঝে মাঝে খুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া
বলিতেছেন, “আ মরি । আ মরি । আমার রোমাঞ্চ হ'চ্ছে ।”

পায়কেরা জিজ্ঞাসা করেন, কিরূপ পদ গাইবেন ? ঠাকুর ঐশ্বরাম-
কৃষ্ণ বিনীতভাবে ব'ল্লে, “একটু গৌরাজের কথা গাও ।”

কীর্ণন আরম্ভ হইল । প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা । তৎপরে অণ্ড গীত ।

লাখান কাকন জিনি । রসে ঢর ঢর গোরা হু জাও নিহনি ।

কি কাজ শরদ কোটা শশী । জগৎ করিলে আলো গোরাবুথের হাসি ।

কীৰ্ত্তনে গৌরাজের রূপবর্ণনা হইতেছে ! কীৰ্ত্তনীয়া অঁখর দিতেছে ।
(সখি ! দেখিবার পূৰ্ণশব্দ !) (হাস নাই মৃগাক্ষ নাই !) (জ্বল আলো করে)
কীৰ্ত্তনীয়া আবার ব'ল্চে,—(কোটা শব্দ অমৃত মুখ মাজা !)
এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধি হইলেন ।

গান চলিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-
ভঙ্গ হইল । তিনি ভাবে বিভোর হইয়া কঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও
প্রেমোন্মত্ত গোপিকার আয় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিতে করিতে,
কীৰ্ত্তনীয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঁখর দিতেছেন,—(সখি ! রূপের দোষ, না
মনের দোষ ?) (আন হেরিতে, শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন !)

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে অঁখর দিতেছেন । ভক্তেরা অবাক
হইয়া দেখিতেছেন । কীৰ্ত্তনীয়া আবার ব'ল্ছেন । গোপিকার উক্তি,—
'বাঁশী বাজিস্ না ! তোর কি নিজা নাই কে ?' অঁখর দিয়া ব'ল্ছেন,—
(আর নিজা হবেই বা কেমন ক'রে !) (শব্দা তো করপন্নব !)

(আহা তো শ্রীমুখের অমৃত !) (তাতে অঙ্গুলির সেবা !)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন । কীৰ্ত্তন
চলিতে লাগিল । শ্রীমতী ব'ল্ছেন,—চক্ষু গেল, শ্রবণ গেল, স্রাব গেল
ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল,—(আমি একেলা কেন বা র'লাম গো !)

শেষে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন গান হইল ।

ধনী মালা গাঁথে, ভাসগলে দোলাইতে, এমন সময়ে আইল সমুখে ভাব ভগবতি ।

গান । যুগলমিলন ।

নিশুবনে শ্যামবিনোদিনি ভোক্তা । হৃদয় রূপের নাহিক
উপমা প্রেমের নাহিক গুর ॥ হিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীল-বর্ণ-জ্যোতি । আধ
গলে কন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজবতি ॥ আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধ রতন
ছবি । আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি ॥ আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখর
আধ শিরে দোলে বেণী । কয় কয়ল কবে কলমল, কনী উগারবে রণি ॥

কীৰ্ত্তন ধামিল । ঠাকুর, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান' এই
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন । চকু-
দ্বিকের ভক্তদের উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিতেছেন ও সঙ্কীৰ্ত্তনভূমির
খুলি গ্রহণ করিয়া মন্তকে দিতেছেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার নিরাকার ।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। শ্রীশ্রীজগদগুরু ঠাকুরদালান আলো করিয়া আছেন। সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইরা। শুরেন্দ্র, রামধান, কেশব, মাধব, রাম, মনোমোহন ও অন্যান্য অল্পক ভক্তেরা রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। শুরেন্দ্র সকলকে পরিভোষ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেখর বাগানে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ভক্তেরাও স্ব স্ব ধামে চলিয়া যাইবেন। সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমবেত।

শুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আজ কিন্তু মায়ের নাম একটীও হ'লো না। শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইরা।) আহা, কেমন দালানের শোভা হ'য়েছে। আ যেন আলো ক'রে ব'সে আছেন ! একপ দর্শন ক'লে কত আনন্দ হয় ! ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে যায়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না,—জা নয়। কিয়বুদ্ধি একটুও থাকলে হবে না; খবির সর্বভ্যাগ করে অমায়িক-সচ্চিদানন্দ-চিন্তা ক'রেছিলেন।

“ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা ‘অচ্চল ঘন’ ব'লে গান গায়,—আমার আলুনি লাগে। বায়া গান গায়, ঘন ঘিউরস পায় না। চিটে গুড়ের পান। নিয়ে ভুলে থাকলে, মিছরীর পাখার সন্ধান ক'লে ইচ্ছা হয় না।

“ভোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন ক'চ্চ, আর আনন্দ পাচ্চ। বায়া নিরাকার নিরাকার ক'রে কিছু পায় না, ভাসের না আছে বাহিরে, না আছে ভিতরে !

ঠাকুর বারবার করিয়া গান গাইতেছেন,—গো আমনকরী হয়ে, আরার নিরাকার কোরো না। ও হুটী চরণ, বিনা আমার ঘন, অত কিছু আর জামে না, তপনতমর, আমার মন কর, কি ঘেঁষে তা'ত জামি না। ভবানী বলিলে, তবে বাব চ'লে, মনে ছিল এই বাসনা, অকুলপাখারে, ডুবায়ে জামারে, বপমেও তা' জামি না। অহরহনিশি, শ্রীকৃষ্ণজামে জামি, শুভ দুখরাশি গেল না ; এবার যদি বরি, ও হরহরকরি, (তোর) দুর্গানাম কেউ আর গবে না।

কলিকাতা, সুরেন্দ্রের বাটী । অন্নপূর্ণাপূজার শ্রীরামকৃষ্ণ । ৪৯

আবার গাইতেছেন,—বল বল দুর্গাভ্যাস । (ওরে আমার আমার মন রে) । দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে পথে চ'লে যায়, শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তার ! তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি সে বামিনী, কখন পুরুষ হও না কখন কামিনী ! তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব, বাজন নুপুৰ হয়ে যা চরণে বাজিব (অন্ন দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে) । শঙ্করী হইয়ে মা গো গগনে উড়িবে, বীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে । নখাঘাতে ব্রহ্মরী বখন বাবে মোব পবাণী, কৃপা করে দিও রাজা চরণ দ্ব'খানি ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিলেন । এইবার সিঁড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন,—“ও রা—— জু——আ ? (ও রাখাল, জুতা সব আছে, না হারিয়ে গেছে ?)

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন । সুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন । অষ্টাষ্ট ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন । রাস্তায় চাঁদের আলো এখনও আছে । ঠাকুরের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল ।

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চম খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে ।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী কীর্তনানন্দে ।

আজ বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী, শনিবার ২রা জুন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ । ঠাকুর কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন । বলরামের বাড়ী হইয়া অধরের বাড়ী আসিলেন । সেখানে কলহাস্তরিতা কীর্তন শ্রবণ করিয়া রামের বাড়ী আসিয়াছেন । সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি ।

রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী কেমিক্যাল একজামিনার হইয়াছিলেন ও Science Association এ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । তিনি স্বেপাৰ্জিত অর্থে বাড়ীটী নির্মাণ করিয়াছেন । এ স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতীর্থস্থান । রামচন্দ্র শ্রীশ্রীর করুণাবলে বিজ্ঞান সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন । ঠাকুর দশমুখে

রামের স্তুতি কবিতেন—বলিতেন, রাম বাড়ীতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেনা করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটি আড্ডা। নিত্য-গোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ) রামচন্দ্রের এক রকম বাড়ীর লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেক দিন একসঙ্গে বাস করিয়া-ছিলেন। আর বাড়ীতে ৬নারায়ণের নিত্য সেবা।

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন—ফুলদোলের দিন—এই ভদ্রাসন-বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় প্রতিবর্ষে ঐ দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন। রামচন্দ্রের সম্মানপ্রতিম শিষ্যেরা এখনও অনেকে ঐ দিনে উৎসব করেন।

আজ রামের বাড়ী উৎসব। প্রভু আসিবেন। রাম শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ছোট উঠান, কিন্তু তাহার ভিতরেই কত পরিপাটি। নৈদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর কথক ঠাকুর উপবিষ্ট। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময়ে বলরাম ও অধরের বাড়ী হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলী মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা। কাছে মাফীর।

[রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা ও ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ ।]

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'মহারাজ! আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে ৬কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে তোমার সহধর্মিণী শৈল্যা ও তোমার পুত্র সহিত সেখানে পহুছিয়া দিই। সেইখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা বোগাড় করিয়া দিবে।' এই বলিয়া রাজাকে লইয়া ভগবান্ বিশ্বামিত্র ৬কাশীধাম অভিযুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পহুছিয়া সকলে ৬বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলেন।

বিশ্বেশ্বর-দর্শন কথা হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবা-ফট; 'শিব' 'শিব' এই কথা অল্পাধিক উচ্চারণ করিতেছেন।

কলিকাতা । রামের বাটী, ত্রিভাগবতকথা । গোপীপ্রেম । ৫১

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না—কাজে কাজেই শৈব্যকে বিক্রয় করিলেন । পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যর সঙ্গে রহিলেন । কথক ঠাকুর শৈব্যর প্রভু বাজ্ঞের বাড়ী রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন কথা ও সর্পদংশন কথা বলিলেন । সেই তমসাজ্বর কালরাত্রে সন্তানের মৃত্যু হইল । সৎকার করিবার কেহ নাই । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভু শব্দা ভ্যাগ করিয়া উঠিলেন না—শৈব্যা একাকী পুত্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্মশানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে মেঘগর্জন ও অশনিপাত—নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক একবার বিদ্যুৎ খেলিতেছিল—শৈব্যা ভয়াকুলা, শোকাকুলা—রোদন করিতে করিতে আসিতেছেন ।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে নিঃশেষে বিক্রয় করিয়াছেন । তিনি শ্মশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়া আছেন । কড়ি লইয়া সৎকারকার্য সম্পাদন করিবেন । কত শবদেহ জ্বলিতেছে, কত ভস্মাবশেষ হইয়াছে । সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে ! শৈব্যা সেই স্থানে আসিয়া রোদন করিতেছেন ।—সে ক্রন্দন-বর্ণনা শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্ দেহধারী জীবের হৃদয় বিগলিত না হয় ? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন ।

ঠাকুর কি করিতেছেন ? স্থির হইয়া শুনিতেছেন—একবারে স্থির—একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটা বারিবিন্দু উদগত হইল, সেইটা মুছিয়া ফেলিলেন । অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন ?

শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদান, সকলের ঐনিশ্চয়ের দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথক কথা সাজ করিলেন । ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলেন । কথা সাজ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন । চতুর্দিকে ভক্তমণ্ডলী, কথকও কাছে আসিয়া বসিলেন । ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, ‘কিছু উদ্ধব-সংবাদ বল ।’

[মুক্তি ও ভক্তি ; গোপীপ্রেম , গোপীরা মুক্তি চান নাই ।]

কথক বলিলেন—যখন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন? তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন?’ এই বলিয়া কেহ কঁাদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া কৃষ্ণাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, ‘এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন; এখানে ধেনুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ, করিয়াছিলেন; এই মাঠে গরু চরাইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন; এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন; এই সকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন।’ উদ্ধব বলিলেন, ‘আপনারা কৃষ্ণের জন্ম অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই।’ গোপীরা বলিলেন, ‘আমরা ও সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখা-পড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের কৃষ্ণাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন।’ উদ্ধব বলিলেন, ‘তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হইয়ে যায়।’ গোপীরা বলিলেন, ‘আমরা মুক্তি—এ সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই।’

ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা একমনে শুনিতেন লাগিলেন ও ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, ‘গোপীরা ঠিক বলেছেন।’ এই বলিয়া তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠে গান গাইতে লাগিলেন।
গান। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই (গো)। আমার ভক্তি বেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকজয়ী॥ তন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কট, ভক্তির কারণে পাতাল-তবনে, বলির দ্বারে আমি দারী হয়ে রট॥ শুদ্ধা ভক্তি এক আছে কৃষ্ণাবনে, গোপ গোপী যিনে অন্যে নাহি জানে। ভক্তির কারণে নন্দের তবনে, পিতা জানে নন্দের বাধা মাধব বই।

কলিকাতা । রামের বাটী । ঠাকুর ও গোপীশ্রম । ৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণ (কথকের প্রতি) । গোপীদের ভক্তি প্রেমভক্তি ; অব্যভিচারিণী ভক্তি ; নিষ্ঠা ভক্তি । ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জান ? জ্ঞানমিত্রা ভক্তি । যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন । তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই বাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি । কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই । দ্বারকায় হনুমান্ এসে বলে, 'সীতারাম দেখবো ।' ঠাকুর কলিনীকে বলেন, 'তুমি সীতা হয়ে ব'স, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই ।' পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন বত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগলো । বিভীষণ বলেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম ক'র্বে, আর কারুকে ক'র্বে না । তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করতে লাগলেন । তবে বিভীষণ রাজমুকুটমুখ সাক্ষাৎ হ'য়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে ।

"কি রকম জান ? যেমন বাড়ী বউ । দেওব, ভাস্কর, খসুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা খোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অশ্রু বকম সম্বন্ধ ।

"এই প্রেমভক্তিতে দুটি জিনিস আছে । 'অহংতা' আর 'মমতা' । যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তা হ'লে গোপালের অন্তঃকরণ ক'র্বে । কৃষ্ণকে ভগবান্ ব'লে যশোদার বোধ ছিল না । আর 'মমতা'—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল । উদ্ধব বলেন, 'মা । তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি জগৎচিন্তামণি । তিনি সামান্য নন ।' যশোদা বলেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি ।—চিন্তামণি না, আমার গোপাল ।'

"গোপীদের কি নিষ্ঠা । মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে সভায় ঢুকলো । দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লবে গেল । কিন্তু পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল । পরস্পর বলতে লাগলো, 'এ পাগড়ী-বাঁধা আবার কে । এ'র সঙ্গে আলাপ-ক'রে আমরা কি শেষে ব্যভিচারিণী হবো । আমাদের গীতখণ্ডা মোহন চূড়াপরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায় । দেখেচ, এদের কি নিষ্ঠা ।

বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাখা চায় না!”

[গোলীদেবের নিষ্ঠা। জ্ঞানভক্তি ও প্রেমাভক্তি।]

ভক্ত। কোনটা ভাল, জ্ঞানমিথিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না। আর 'আমার' জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। এক জন ব'লে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম।' এক জন ব'লে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আর এক জন ব'লে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।'

“যে লোকটা বলে ‘আমরা মারা গেলুম’, সে জানে না যে, ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা আছেন। যে ব'লে, ‘এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি’, সে জানী, তার বোধ আছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর যে বলে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালবাসে, তাব পায়ে কাঁটাটা পর্যন্ত না ফোটে।”

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে লইয়া গিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী মধ্যে।

(বণিলাল, ত্রৈলোক্যবিদ্যাস, রামচাঁদুদে, বলরাম, নরেন্দ্র, রাখাল।)

আজ জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণ-চতুর্দশী। সাবিত্রী চতুর্দশী। আবার অমাবস্তা ও কলহারিণী পূজা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে নিজ মন্দিরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন।
সোমবার, ইংরাজী ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দক্ষিণেশ্বরে, ফলহারিণীপূজা । বলরাম প্রভৃতির সহিত কথা । ৫৫

মাফার পূর্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন । ঐ রাত্রে কাভ্যায়নী-পূজা । ঠাকুর প্রেমাবিস্ত হইয়া নাটমন্দিরে মা'র সন্মুখে দাড়াইয়া, বলিতেছিলেন, 'মা, তুমিই ত্রৈলোক্যের কাভ্যায়নী । তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সেনা পাতাল, তোমা হ'তে হরি ত্রৈলোক্যে গোগাল । দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমার করিতে হবে পার ।'

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন । প্রেমে একবারে মাতোয়ারা । নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঐ রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল ।

সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকটী ভক্ত আসিলেন । ফলহারিণী পূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন ।

বেলা নয়টা । ঠাকুর সহাস্তবদন—
গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন । কাছে মাফার ।
ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়াছেন । রাখাল শুইয়া ।
ঠাকুর কয়েক দিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন ।

ত্রৈলোক্য সন্মুখে দিয়া মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন । সঙ্গে অনুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে । ঠাকুর রাখালকে বলেন, 'ওরে ওঠ-ওঠ' ।

ঠাকুর বসিয়া আছেন । ত্রৈলোক্য নমস্কার করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) । হ্যাঁগা, কাল যাত্রা হয় নাই ?

ত্রৈলোক্য । হ্যাঁ, যাত্রার তেমন স্তুবিধা হয় নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা এইবার যা হয়েছে । দেখো যেন অষ্টবার একরূপ না হয় । যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল ।

ত্রৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাট্টোয় আসিলেন ।

ঠাকুর । রাম । ত্রৈলোক্যকে বলুন যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন একরূপ আর না হয় । তা, এ কথাটা বলা কি ভাল হয়েছে ?

রাম চাট্টোয় । মহাশয়, তা আর কি হয়েছে ! বেশই বলেছেন । যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই তা বরাবর হওয়া উচিত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি) । ওগো, আজ তুমি এখানে থেও

আহারের কিঞ্চিৎ পূর্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের অনেক বলিতে লাগিলেন। রাখাল, বলরাম মাষ্টার, রামলাল, এবং আরও দু' একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন।

[হাজরার উপর রাগ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাহুবে ঈশ্বর দর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো ? গাড়ী ক'রে বলরামের বাড়ী বাচ্ছি, এমন সময় পপে মহা ভাবনা হলো। বল্লুম, মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্ত আমি অত ভাবি কেন ; সে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের চিন্তা করছ কেন ? এই কথা বলতে বলতে একবারে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইকপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একটু ভাঙলো, হাজরার উপর রাগ কর্তে লাগলুম। বল্লুম, শালা আমার মন খারাপ ক'রে দিচ্ছিলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা ঘোষ কি ; সে জানবে কেমন ক'রে ?

[নরেন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। দেখলুম, দেহ-বুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বায়ুশূন্য হয়ে গেল। হাঁস হ'লে ব'লে উঠলো, 'ওগো, তুমি আমার কি করলে ? আমার বেমা-বাপ আছে।' যত্ন মল্লিকের বাড়ীতেও ঠিক ঐ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্ত বাকুলতা বাড়তে লাগলো, প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগলো। তখন ভোলানাথকে * বল্লুম, হ্যাঁগা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন ? নরেন্দ্র বোলে একটা কায়েতের ছেলে, তার জন্ত এমন হচ্ছে কেন ?' ভোলানাথ বলে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হোলো। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবো ব'লে ব'লে ব'লে কাঁদতুম।"

* ৮ ভোলানাথ বৃথোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ীর মুহুরী, পরে খাজানী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পূর্বকথা ।—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । উঃ, কি অবস্থাই গেছে ! প্রথম যখন এই অবস্থা হলো, দিন-রাত কোথা দিয়ে বেত, বলতে পারি না । সকলে বলে পাগল হ'লো । তাই ত, এবা বিবাহ দিলে । উন্মাদ অবস্থা ;—প্রথম চিন্তা হলো, পরিবারও এইকপ থাকবে, থাকে দাবে । স্বস্তরবাড়ী গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্ণন । নকর, দিগম্বর বাঁড়ুবোর বাপ, এরা এলো । খুব সংকীর্ণন । এক একবার ভাবতুম, কি হবে । আবার বলতুম, মা, দেশের জমিদার যদি আদর করে, তা হ'লে বুঝবো সত্য । তারাও সেধে এসে কথা কইতো ।

(পূর্বকথা । সুন্দরীপূজা ও কুমারীপূজা । বারলীলা-দর্শন । গড়ের মাঠে বেলুন-দর্শন ।

শিহোড়ে রাখাল-ভোজন । জানবাবাবে যুববৎ সঙ্গ বাস ।)

“কি অবস্থাই গেছে । একটু সামান্যতেই একবারে উদ্দীপন হয়ে যেত । সুন্দরী পূজা করতুম । চৌদ্দ বছরের মেয়ে । দেখলুম সাক্ষাৎ মা । টাকা দিয়ে প্রণাম করতুম ।

রামলীলা দেখতে গেলুম । একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ । তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগলুম ।

“কুমারীদেব এনে তখন পূজা করতুম । দেখতুম সাক্ষাৎ মা ।

“একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন প'রে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে । বেশা । দপ্ ক'রে একবারে সীতার উদ্দীপন । ও মেরেকে ভুলে গেলুম ; কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা লক্ষা থেকে উদ্ধার হয়ে বামের কাছে যাচ্ছেন । অনেকক্ষণ বাহুশূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল ।

‘আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম । বেলুন উঠবে—অনেক লোকের ভিড় । হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে । ত্রিভঙ্গ হয়ে । বাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন । সমাধি হয়ে গেল ।

“শিওড়ে রাখাল-ভোজন করতুম । তাদের হাতে হাতে সব

জলপান দিলুম । দেখলুম, সাক্ষাৎ ত্রৈলোক্যের রাখাল । তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম ।

“প্রায় হুঁস খাক্তো না । সেজো বাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে দিন কতক রাখলে । দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি । বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা কর্তো না ; যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না । আন্দির সঙ্গে—বাবুর মেয়েকে জামাইএর কাছে শোয়াতে যেতুম ।

‘এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায় । রাখাল জগ কর্তে কর্তে বিড় বিড় কোরতো । আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না । একবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম ।”

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন । আর বলেন, “আমি একজন কীর্তনীরাকে মেয়ে কীর্তনোর চণ্ড সব দেখেয়েছিলুম । সে বলে, ‘আপনার এ সব ঠিক ঠিক । আপনি এ সব জানলেন কেমন করে ?’ এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে কীর্তনীরার চণ্ড দেখাইতে ছেন । কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে । ঠাকুর ‘অহেতুক কৃপাসিক্ত’ ।

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । গাঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার ন্যায় । শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক (পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন । ঠাকুর তখনও শুইয়া আছেন । মণিলাল এক একটা কথা কহিতেছেন । ঠাকুরের অর্ধনিদ্রা অর্ধ-জাগরণ অবস্থা । এক একবার উত্তর দিতেছেন ।

মণিলাল । শিবনাথ নিত্যগোপালকে স্তুত্যাতি করেন । বলেন বেশ অবস্থা । ঠাকুর তখনও শুইয়া—চক্ষু ঘেন নিদ্রা আছে । জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘হাজরাকে ওরা কি বলে ?’ ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন । মণিলালকে ভবনাথের ভক্তির কথা বলিতেছেন ।

দক্ষিণেশ্বরে কলহারিণীপূজা । মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে কথা । ৫৯

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা, তার কি ভাব ! গান না কর্তে কর্তে চক্রে জল আসে । হরিশকে দেখে একেবারে ভাব । বলে, এরা বেশ আছে । হরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না ।

মাক্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'আচ্ছা ভক্তির কারণ কি ? ভবনাথ, এ সব ছোকরার কোন উদ্দীপন হয় ?' মাক্টার চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জান ? মানুষ সব দেখতে এক রকম কিন্তু কারু ভিতর কীরের পোর ! পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, কীরের পোরও থাকতে পারে, দেখতে এক রকম । ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম কীরের পোর ।

[গুরুপার মুক্তি ও স্বরূপদর্শন । ঠাকুরের অভয়দান ।]

এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাক্টারের প্রতি) । কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞান-ভক্তি হবে না, আমি বুঝি বন্ধজীব । গুরুর কৃপা হ'লে কিছুই ভয় নাই । একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল । লাক দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল । বাঘটা ম'রে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হ'তে লাগল । তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায় । তারাও 'ভ্যা ভ্যা' করে, সেও 'ভ্যা ভ্যা' করে । ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো । একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল । সে ঘাসথেকো বাঘটাকে দেখে অবাক । দৌড়ে এসে তাকে ধরলে । সেটাও 'ভ্যা ভ্যা' কর্তে লাগলো । তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল । বলে, 'দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ—ঠিক আমার মত দেখ । আর এই নে খানিকটে মাংস—এইটে খা ।' এই বলে তাকে জোর ক'রে খাওয়াতে লাগল । সে কোন মতে খাবে না,—'ভ্যা ভ্যা' করছিল । রক্তের আশ্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে । নূতন বাঘটা বলে, 'এখন বুঝিচিস, আমিও বা, তুইও তা ; এখন আর, আমার সঙ্গে বনে চলে আর' ।

“তাই গুরুর কৃপা হলে আন কোন ভয় নাই ।
তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই । তখন সে নিজেরই বুঝতে পারবে, কোন্টা সৎ, কোন্টা অসৎ । ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য ।

[কপট সাধনাও ভাল । জীবন্ত সংসারে থাকতে পারে ।]

“এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল । গৃহস্থ জানতে পেরে তাকে লোক জন দিয়ে ঘিরে ফেলে । মশাল-টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজতে এলো ! এ দিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে । ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভগ্নমাথা ধ্যানস্থ । পরদিন পাড়ায় খবর হল, এক জন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে । এই ঘট লোক ফল-ফুল সন্দেশ-মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম কর্তে এলো । অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগলো । জেলেটা ভাবলে, কি আশ্চর্য্য ! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি । তবে সত্যকার সাধু হ’লে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই ।

“কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হলো । সত্য সাধন হলে ত কথাই নাই । কোন্টা সৎ, কোন্টা অসৎ, বুঝতে পারবে । ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য ।

এক জন ভক্ত ভাবিতেছেন সংসার অনিত্য ? জেলেটি ত সংসার ত্যাগ ক’রে গেল । তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে ? তাদের কি ত্যাগ করতে হ’বে ? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক কৃপাসিদ্ধ—অমনি বলিতেছেন যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই ক’রে নেচে নেচে বেড়াবে ? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লেয়, সেই আগেকার কাষই করে । গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভেব পরেও সংসারে জীবন্ত হইয়া থাকি যায় ।”

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অন্তর দিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ ।

মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আত্মিক করবার সময় তাঁকে কোন্‌খানে ধ্যান কোরবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ । হৃদয় ত বেশ ডকাঁমারা জায়গা । সেইখানে ধ্যান কোরো ।

[বিশ্বাসেই সব । হলধারীর নিরাকারে বিশ্বাস । শঙ্কর বিশ্বাস]

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী । ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—“কুবীর বোলতো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ । কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনে পাল্লা ভারী ।”

“হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকতো । তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হ’ল । সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারেই বিশ্বাস কর । কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই ।

[পূর্বকথা—প্রথম উদ্যোগ । জৈবর কৰ্ত্তা, না কাকতালীর ।]

“শঙ্কর অস্তিত্বক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসতো । কেউ বলেছিল, ‘অত রাত্তা, কেন গাড়ী ক’রে আস না, বিপদ হতে পারে ।’ তখন শঙ্কর মুখ লাল ক’রে বলে উঠেছিল, ‘কি, তাঁর নাম ক’রে বেরিয়েছি, আবার বিপদ ।’ বিশ্বাসেতেই সব হয় । আমি

বল্‌চুম, অনুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য । অমুক খাজাঞ্জি যদি আমার সঙ্গে কথা কয় । তা যেটা মনে কর্‌চুম, সেইটেই মিলে যেত ।

মাক্টার ইংরাজী স্মারশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন । সকাল বেলার স্বপন মিলিয়া বার (Coincidence of dreams with actual events) এটি কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, এ কথা পড়িয়াছিলেন (Chapter on Fallacies) । তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

মাক্টার । আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, সে সময় সব মিলতো । সে সময় তাঁর নাম ক’রে বা বিশ্বাস কর্‌চুম, তাই মিলে যেত । (মণিলালকে) তবে কি জান, সরল উদার না হ’লে এ বিশ্বাস হয় না ।

“হাড়পেকে, কোটরচোখ, টারা এ রকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। “দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কাল বেড়াল কি কর্ব মুই।” (সকলের হাস্য।)

[ভগবতী দাসীর প্রতি দয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীষধর্ম।]

সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া ঘরে ধুনা দিয়া গেল। মণিলাল প্রভৃতি চলিয়া যাবার পর দু'একজন ভক্ত এখনও আছেন। বর নিস্তক! ধূনার গন্ধ। ঠাকুর ছোট খাটটীতে উপবিষ্ট। মা'র চিন্তা করিতেছেন। মাফার মেজেতে বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়ীতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বরসে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর, পতিতপাবন; তাহার সহিত অনেক পুরাণো কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন ত বরস হয়েছে। টাকা-বা রোজগার করলি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত?

ভগবতী (ঈষৎ হাসিয়া)। তা' আর কি ক'রে বোলবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশী, বৃন্দাবন,—এ সব হয়েছে?

ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত)। তা' আর কি ক'রে বোলবো?

একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বলিস্ কি রে? ভগবতী। হাঁ, নাম লেখা আছে, “শ্রীমতী ভগবতী দাসী”। শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)। বেশ বেশ।

ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পারে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

বৃন্দিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গজাজলের একটি জালা ছিল—এখনও আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে, বেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পারের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল, গজাজল লইয়া সেই স্থান খুঁিতে লাগিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে কলহারিণীপূজা । দাসী ভগবতীর সহিত কথা । ৬৩

হু' একটি ভক্ত বাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহারা অম্বা ও স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন । দাসী জীবদ্ভূতা হইয়া বসিয়া আছে ।

দয়্যাসিদ্ধু পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া ককণামাখা স্বরে বলিতেছেন,—“তোরা অমনি প্রণাম করবি ।” এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন ।

বলিলেন, “একটু গান শোন ।” তাহাকে গান শুনাইতেছেন ।

গান । অতলো আমান্ন অন-অমন্না শ্যামাপদ-নীলকমলে । শ্যামাপদ নীলকমলে,—কালীপদ-নীলকমলে । চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল, তার পঙ্কজ, প্রধান মন্ত, রজ দেখে ভজ দিলে । কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে, সুখ দুখ সমান হলো, আনন্দসাগর উথলে ।

গান । শ্যামাপদ আকাশোত্তে মন্বড়ীধান উড়্তোছিল । কলু বের কুণ্ডাস পেয়ে গোষ্ঠা খেয়ে প'ড়ে গেল । বাগাকান্না হোলো তারী, আর আনি উঠাতে নারি, দারাত্ত কলের দড়ি, কাস নেগে সে কেঁসে গেল । জানমুও গেছে হিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে, মাথা নাই সে, আর কি উড়ে, সজ্জের ছ'জন করী হ'ল । ভক্তিডোরে ছিল বাধা, খেলতে এসে লাগলো ধাঁধা, নরেন্দ্রের হাসা কান্না, না আসা এক ছিল ভাল ।

গান । আপনাত্তে আপনি থেকো অন্ন বেও নাকো কারো ঘরে । বা' চাৰি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তাপুরে ॥ পরমধন এই পরমরনি বা' চাৰি তাই দিতে পারে । কত মণি পড়ে আছে আনার চিত্তাবশির নাচদ্বারে ॥

— —

দ্বিতীয়ভাগ—সপ্তমখণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা ।

[পূর্বকথা—দেবেশ্বর ঠাকুর, দীন মুখ্যো ও কোয়ার সিং ।]

আজও অমাবস্তা, মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ ।
শ্রীরামকৃষ্ণ কালাবাড়ীতে আছেন । রবিবারেই ভক্ত-সমাগম বেশী
হয়, আজ মঙ্গলবার বলিয়া বেশী লোক নাই । রাখাল ঠাকুরের কাছে
আছেন । হাজরাও আছেন, ঠাকুরের ঘরের সামনে বারাগুয় আসন
করিয়াছেন । মাফোব গত রবিবারে আসিয়াছেন ও কয়দিন আছেন ।

সোমবার রাত্রে মা কালীর নাট-মন্দিরে কৃষ্ণধাত্রী হইয়াছিল ।
ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনিয়াছিলেন । এই যাত্রা রবিবার রাত্রে হইবার কথা
ছিল, কিন্তু হয় নাই বলিয়া সোমবারে হইয়াছে ।

মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোন্মাদ অবস্থা
আবার বর্ণনা করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফোরের প্রতি) । কি অবস্থাই গিয়েছে । এখানে
খেতুম না । বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এঁড়েদয়ে, কোন
বামুনের বাড়ী গিয়ে পড়তুম । আবার পড়তুম অবেলায় । গিয়ে
ব'সতুম, মুখে কোন কথা নাই । বাড়ীর লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা
ক'রলে কেবল বলতুম, আমি এখানে থাক । আব কোন কথা নাই ।
আলমবাজারে রাম চাটুয্যের বাড়ী যেতুম । কখনও দক্ষিণেশ্বরে সার্বণ
চৌধুরীদের বাড়ীতে । তাদের বাড়ী খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগতো
না ; কেমন আঁটে গন্ধ ।

“একদিন ধ'রে ব'ল্লুম, ‘দেবেশ্বর ঠাকুরের বাড়ী যাব । সেজ-
বাবুকে ব'ল্লুম, দেবেশ্বর ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখবো, আমার
লয়ে যাবে ? সেজবাবু,—তার আবার ভারী অভিমান ; সে সেধে লোকের

দক্ষিণেথরে কলহারিণীপূজা । হাজরা সঙ্গে কথা । ৬৫

বাড়ী যাবে ? এণ্ড পেছ ক'রতে লাগলো । তার পর ব'লে, 'হাঁ, দেবেস্স আর আমি একসঙ্গে প'ড়েছিলুম, তা' চল বাবা, নিয়ে যাব ।'

“একদিন শুন্লুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুয্যে ব'লে একটা ভাল লোক আছে । ভক্ত । সেজবাবুকে ধ'রলুম, দীন মুখুয্যের বাড়ী যাব । সেজবাবু কি করে, গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল । বাড়ীটা ছোট, আবার মস্ত গাড়ী ক'রে এক বড় মানুষ এসেছে । গরাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত । তার আবার ছেলের পৈতে । কোথায় বসায় ? আমরা পাশের ঘরে বাচ্ছিলুম, তা' ব'লে উঠলো, ও ঘরে মেয়েরা, বাবেন না । মহা অপ্রস্তুত । সেজবাবু ফেরবার সময় ব'লে, বাবা ! তোমার কথা আর শুন্বো না । আমি হাসতে লাগলুম ।

“কি অবস্থা'ই গেছে ! কুমার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমার নিমন্ত্রণ ক'রে । গিয়ে দেখলুম অনেক সাধু এসেছে । আমি বসলে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'লো, যাই জিজ্ঞাসা করা, আমি আলাদা ব'সতে গেলুম । ভাবলুম অত খবরে কাজ কি । তার পর বেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না ব'লতে ব'লতে আমি আগে খেতে লাগলুম । সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগলো শুন্তে পেলুম, 'আরে, এ কেয়া রে' !”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

হাজরার সঙ্গে কথা । গুরু-শিষ্য-সংবাদ ।

বেলা পাঁচটা হইয়াছে । ঠাকুর বারাণ্ডার কোলে বেসিঁড়ি, তাহার উপর বসিয়া আছেন । রাখাল, হাজরা ও মাফীর কাছে বসিয়া আছেন ।

হাজরার ভাব 'সোহং' ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । হাঁ, সব গোল মেটে, তিনিই আন্তিক, তিনিই নাস্তিক ; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ ; তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ ; জাগা ঘুম এ সব অবস্থা তাঁরই, আবার তিনি এ সব অবস্থার পার ।

“একজন চাকার বেশী বয়সে একটা ছেলে হ’য়েছিল। ছেলেটাকে খুব বড় করে। ছেলেটা ক্রমে বড় হ’লো। এক দিন চাষা ক্ষেতে কাজ করতে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটার ভারি অসুস্থ। ছেলে মার মার। বাড়ীতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদচে, কিন্তু চাষা চক্ষে একটু জল মাই। পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরো দুঃখ করতে লাগলো যে, এমন ছেলেটা গেল, এঁর চক্ষে একটু জল পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সন্তোষন ক’রে বলে, কেন কাঁদছি না, জাম ? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর লাভ ছেলের ব্যাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে শুনে মৃত্যুর। ক্রমে বড় হ’ল, বিদ্যা ধর্ম উপার্জন ক’রে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখন তাই যে, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি আমার লাভ ছেলের জন্য কাঁদবো।” জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হ’চ্ছে।

স্বাক্ষর । কিন্তু যোদ্ধা বড় শক্ত। ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হ’ল। সাধুনিকে সমাধিই শেয়েছিল। কখন মাটির ভিতর পোঁতে, জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছেঁকা দেয়। এই রকম ক’রে চৈতন্য করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহত্যাগ হ’ল। লোকে যন্ত্রণাও দিলে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল।

[Problem of Evil and the Immortality of the Soul.]

শ্রীরামকৃষ্ণ । যার বা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহ-ত্যাগ হ’ল। কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকর-ধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আঙুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোণা আছে, সেই সোণা আঙুনের তাতে আরো অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটা লয়ে আঙুতে আঙুতে ভেঙে, ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি ? তেমনি লোকে ভাবে,

সাধুকে ঘেরে ফেরে ; কিন্তু হয় ত তার জিম্মি ভৈর্যার হ'য়ে গিলে।
ভগবান্-জাতের পর শরীর থাকলেই বা কি, আর সেলেই বা কি ?

[সাধু ও অবতারের প্রভেদ ।]

“ভূকৈলাসের সাধু সমাধিই ছিল । সমাধি অনেক প্রকার । হুসী-
কেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিলে। কখন দেখি
শরীরের ভিতর বায়ু চলছে বেন পিপড়ের মত ; কখন বা সড়াং সড়াং
ক'রে, বানর বেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায় । কখন
মাছের মত সতি । বার হয়, সেই জানে । অগৎ জুল হ'য়ে যায় ।
মনটা একটু নামলে বলি, মা । আমায় ভাল কর, আমি কথা কব ।

“ঈশ্বরকোটি (অবতারাদি) না হ'লে সমাধির পর ফেরে না ।
জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিই হয়,—কিন্তু আর ফেরে না ।
তিনি যখন নিজে মানুষ হ'য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি
তার হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন । লোকের মঙ্গলের জন্য ।

মাকীর (স্বগতঃ) । ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি ?

হাজরা । ঈশ্বরকে তুচ্ছ করতে পারলেই হলো । অবতার থাকুন,
আর না থাকুন । শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) । হাঁ, হাঁ । বিষ্ণুপুরে
রেজেক্টারীর বড় আকিস, সেখানে রেজেক্টারী ক'রতে পারে, আর
গোআটে গোল থাকে না ।

[গুরুশিষ্য-সংবাদ । শ্রীমুখকথিতচরিত্রাঙ্কিত ।]

আজ বঙ্গলবার অমাবাস্য । সন্ধ্যা হইল । ঠাকুরবাড়ীতে
আরতি হইতেছে । বাদশ শিবমন্দিরে, ৬রাখাকান্তের মন্দিরে ও ভব-
ভারিণীর মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টাদির শব্দল বাজনা হইতেছে । আরতি
সমাপ্ত হইলে কিরৎকণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘর হইতে
দক্ষিণের বারাগায় আসিয়া বসিলেন । চতুর্দিকে নিবিড় অঁাঝার, কেবল
ঠাকুরবাড়ীতে হালধি হালধি দীপ জলিতেছে । ভগীরথীধকে আকাশের
কাণো ছায়া পড়িয়াছে । অমাবস্তা । ঠাকুর সহজেই ভাবকর ; আজ
তার ঘনীভূত হইয়াছে । শ্রীমুখে নাথাকি মাকে প্রণব উচ্চারণ ও আত্ম
নাম করিতেছেন । গ্রীষ্মকাল, ঘরের ভিতর বড় গরম । তাই বামাণ্ডার

আসিয়াছেন। একজন ভক্ত একটা মহল্লের মাদুর দিয়াছেন। সেইটা বারাগুর পাড়া হইল। ঠাকুরের অহর্নিশি মা'র চিন্তা; শুইয়া শুইয়া মগির সঙ্গে কিস্ কিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন কল্পা স্বাস্থ্য! অমকের দর্শন হয়েছে, কিন্তু কারুকে বোলো না। তোমার রূপ, না নিরাকার, ভাল লাগে? মনি। আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে। তবে একটু একটু বুঝছি যে, তিনিই এ সব সাকার হ'য়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, আমার বেলঘোরে মতি শীলের বিলে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি কেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি জোড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হ'বে, যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন জোড়া করছে। তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।

“তাকে দর্শন করুতে হ'লে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করুতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে; চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো।

মনি। আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি এক কণে হ'য়ে যাবে? বাড়ীর চারিদিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)। অমৃত বলে, একজন আশুন ক'রলে দশজন পোয়ায়। আর একটা কথা, নিত্য পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।

মনি। আপনি বলেছেন, লীলা বিলাসের জন্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না। লীলা ও সত্য। আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে। নিজে ব'লতে নাই, অভিমান হয়। অথর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিব। ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ? নরেন্দ্র ভবনাথ—যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত। নরেন্দ্রকে গাড়ী ক'রে এনো। কিছু খাবার আনবে। এতে খুব ভাল হয়।

[জ্ঞানপথ ও নাস্তিকতা , Philosophy and Scepticism.]

“জ্ঞান ও ভক্তি, দুইই পথ । ভক্তি-পথে একটু আচার বেশী ক’রতে হয় । জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায় । বেশী আগুন জ্বাললে কলাগাছটাও, ভিতরে কেলে দিলে, পুড়ে যায় ।

“জ্ঞানীর পথ বিচার-পথ । বিচার ক’রতে ক’রতে নাস্তিকতাব হয় তো কখন কখন এসে পড়ে । ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে নাস্তিকতাব এলেও সে ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে দেয় না । বার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেচে, হাজা শুকা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে ।”

ঠাকুর তাকিয়ার উপর মন্তক রাখিয়া শুইয়া শুইয়া কথা কহিতেছেন । মাঝে মণিকে বলিয়াছেন, আমার পাঁটা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা ।

তিনি সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের পাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে ত্রিমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন ।

দ্বিতীয় ভাগ—অষ্টম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহস্থাত্মকথাপ্রসঙ্গে ।

[রাখাল, অধর, মাষ্টার, রাখালের বাপ, বাপের শ্বশুর প্রভৃতি ।]

আজ দশহরা, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী, শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৮৮৩ । ভক্তেরা ঐরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়াছেন । অধর, মাষ্টার দশহরা উপলক্ষে ছুটি পাইয়াছেন ।

রাখালের বাপ ও তাঁহার বাপের শ্বশুর আসিয়াছেন । বাপ দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন । ঠাকুরের নাম শ্বশুর অনেকদিন হইতে শুনিয়া ছেন । তিনি সাধক লোক, ঐরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন । ঠাকুর আহারাশ্বে চোট খাটটিতে বসিয়া আছেন । রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক একবার দেখিতেছেন । ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন ।

বসন্ত । মহাশয়, গৃহস্থায়ীরা কি ভগবান লাভ হয় ?

ঐশ্বর্যময় (সহাস্য) । কেন হবে না ? পাঁচাল কাছের মত থাকে । সে পাঁচকে থাকে, কিন্তু গারে পাঁচ নাই । আর ফুলের মত থাকে । সে ঘরকমার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপত্তির উপর পড়ে থাকে । ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর । কিন্তু কড় কঠিন । আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, ‘যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী । কেমন করে রোগ সারবে ? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে । পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মত । আর বিষয়তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে ; এটি জলের জালা । এ তৃষ্ণার শেষ নাই । বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব । বড় কঠিন । সংসারের নানা গোল । ‘এদিকে বাবি, কোঁস্তা ফেলে মারবো ; ওদিকে বাবি, কাঁটা ফেলে মারবো । এদিকে বাবি, জুতো ফেলে মারবো ।’ আর নির্ভজন না হলে ভগবান চিন্তা হয় না । সোণা গলিয়ে গয়না গড়বো, তা’ যদি গলাবার সময়, পাঁচবার ডাকে, তা’হলে সোণা গলান কেমন ক’রে হয় ? চাল কাঁড়ছে, একলা বসে কাঁড়তে হয় । এক এক বার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাক্ হলো । কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচ বার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন ক’রে হয় ?

[উপায় ; তীব্রবৈরাগ্য । পুস্তক—গঙ্গাপ্রসাদের গহিত দেখা ।]

একজন ভক্ত । মহাশয়, এখন উপায় কি ?

ঐশ্বর্যময় । আছে । যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহলে হয় । যা মিথ্যা বলে জানছি, রোক্ত করে শুৎকণাৎ ত্যাগ কর । কখন আমার ভারি ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে গিয়ে গেল । গঙ্গাপ্রসাদ বলে, অর্পণটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না ; রেছানার রস খেতে পার । সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো । আমি রোক্ত করুম, আর জল খাব না । ‘পরমহংস ! আমি ত পাতিহাঁস নই—রাজহাঁস !—দুধ খাব ।

“কিছু দিন নির্ভনে থাকতে হয় । বুড়ী ছুঁয়ে কেলে আর ভয়

দক্ষিণেশ্বরে দশহরা । রাখালের বাপের শব্দর ৩ গৃহস্থাত্ম্য । ৭১

নাই । সোনা হলে তার পরে কেমনেই থাক । নির্ভরনে থেকে যদি
ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান্ লাভ হয়, তা'হলে সংসারেও থাকা যায় ।
(রাখালের বাপের প্রতি) তাই তু হোকরাঙ্গের থাকতে যদি । কেন
না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে । তখন বেশ
সংসারে গিরে থাকতে পারবে ।

[পাপপুণ্য । সংসার-ব্যতির মহোবধি সরঙ্গ ।]

একজন ভক্ত । ঈশ্বর যদি সরই করছেন, তবে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য
এ সব বলে কেন ? পাপও তা'হলে তাঁর ইচ্ছা ।

রাখালের বাপের শব্দর । তাঁর ইচ্ছা আমরা কি ক'রে বুঝে ?
'Thou great First Cause least understood.'—*Pope*.

ঐরামকৃষ্ণ । পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্জিগ্ম । কল্পে
স্বপ্নে দুর্লভ সব রকমই থাকে, কিন্তু ঈশ্বর নিজে নির্জিগ্ম । তাঁর নৃষ্টিই
এই রকম ; ভাল মন্দ, সৎ অসৎ ; যেমন গাছের মধ্যে কোনওটা
আমগাছ, কোনওটা কাঁঠালগাছ, কোনওটা আমড়াগাছ । বেশ, দুই
লোকেরও প্রয়োজন আছে । যে ভালুকের প্রজাতি দুর্লভ, সে ভালুকে
একটা দুই লোককে পাঠাতে হয়, তবে ভালুকের শাসন হয় ।

আবার গৃহস্থাত্ম্যের কথা পড়িল ।

ঐরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । কি জান, সংসার করলে মনের
বাজে খরচ হয়ে পড়ে । এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের বা ক্ষতি
হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্তোষ করে । বাপ
প্রথম জন্ম দেন ; তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময় । আর
একবার জন্ম হয় সম্যাসের সময় । * কামিনী ও কাকন এই দুটা
কিন্ন । ধেরে মানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমূখ করে দেয় ।
কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না । বখন কোয়ার বাচ্ছি, একটুও
বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাতা দিয়ে বাচ্ছি । কোয়ার ভিতর
গাড়ী পৌছলে দেখতে শেলুন, কত নীচে এলেছি । আহা, পুরুষদের

* "Except ye be born again ye can not enter into the Kingdom of Heaven." Christ.

বুঝতে দেয় না । কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জান্নী ! ভুতে থাকে পায়, সে জানে না যে, ভুতে পেয়েছে ! সে বলে, বেশ আছি । [সকলে নিস্তব্ধ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা' নয় । আবার ক্রোধ আছে । কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ ।

মাফ্টার । আমার পাতের কাছে বেডাল মুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন । একবার মারলেই বা, তাতে দোষ কি ? সংসারী কোঁস করবে । বিষ ঢালা উচিত নয় । কাজে কারু অনিষ্ট ঘেন না করে । কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয় । না হ'লে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে । ত্যাগীন্দ্র ফোঁসেন্দ্র দন্দকান্দ্র নাই ।

একজন ভক্ত । মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখছি । কটা লোক ও রকম হতে পারে ? কৈ । দেখতে তো পাই না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন হবে না ? ওদেশে শুনেছি, এক জন ডেপুটী খুব লোক—প্রতাপ সিং ; দান, ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে । আমাকে ল'তে পাঠিয়েছিল । এই রকম লোক আছে বৈ কি ।

দ্বিতীয় পারচ্ছেদ ।

সাধনার প্রয়োজন । গুরুবাক্যে বিশ্বাস । ব্যাসের বিশ্বাস ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাধন বড় দন্দকান্দ্র । তবে হবে না কেন ? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হলে আর বেনী খাটতে হয় না । গুরুবাক্যে বিশ্বাস ।

ব্যাসদেব ধমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত । গোপীরাও পার হবে, কিন্তু খেয়া মিলছে না । গোপীরা বলে, ঠাকুর । এখন কি হবে । ব্যাসদেব বলেন, আচ্ছা, তোদের পার ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে ? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল ; সমস্ত তক্ষণ করলেন । গোপীরা বলেন, ঠাকুর, পারের কি হলো ।

বাসদেব তখন ভীরে গিয়ে দাঁড়ালেন ; বলেন, হে বসুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দুধাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বলতে না বলতে জল দুধারে সরে গেল। গোপীরা অশ্রু ; তাবতে লাগলো, উনি এইমাত্র এত খেলেন ; আবার বলছেন, ‘যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি।’

“এই দূত বিশ্বাস। আমি না ; হৃদয়মধ্যে নারাক্ষণ ; তিনি খেয়েছেন।

“শঙ্করাচার্য্য এ দিকে ত্র্যক্ষজানী ; আবার প্রথম প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভার লয়ে আসতে, উনি গজান্নান কবে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। বলে উঠলেন, এই। তুই আমার ছুঁলি। চণ্ডাল বলে, ঠাকুর, তুমিও আমার ছোঁও নাই, আমিও তোমার ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর ন’ন, পঞ্চভূত ন’ন, চতুর্বিংশতি ভস্ব ন’ন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল। ভক্তভক্ত্যন্ত রাজা রহগণের পাকী বহিতে বহিত যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলো, রাজা পাকী থেকে নীচে এসে বলল, তুমি কে গো। জড়ভরত বলেন, আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব,—জামযোগ ও ভক্তিবোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ‘আমিই সেই’ ‘আমি শুদ্ধ আত্মা’, এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এ সব ভগবানের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারতো ? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন, ‘আমিও যা, তুইও তা’, তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আগনে গিয়ে বসে, আর বলে, ‘রাজা, তুমিও যা, আমিও তা’, লোকে পাগল বলবে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা এক দিন বলেন, ‘ওরে, তুই আমার কাছে বোস, ওতে দোষ নাই ; ‘তুইও যা, আমিও তা।’ তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্ত জীবেরা যদি বলে, ‘আমি সেই’, সেটা ভাল না। জলেরই গুরুত্ব ; তরঙ্গের কি জল হয় ?

“কথাটা এই ; মনস্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও।

অন্য যোগীর বশ ! যোগী অনেক বশ নহে ।

“মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুস্তক হয় । এই কুস্তক ভক্তি-
যোগেতেও হয় ; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায় । ‘নিতাই আমার মাতা
হাতী’ । ‘নিতাই আমার মাতা হাতী’ এই কথা বলতে বলতে
বখন ভাব হয়ে যায়, সব কথাগুলো বলতে পারে না, কেবল ‘হাতী’ ।
‘হাতী’ তার পর শুধু ‘হা’ । তাবে বায়ু স্থির হয় ; কুস্তক হয় ।

“এক জন ঝাঁটি দিচ্ছে, এক জন লোক এসে বলে, ‘ওগো, অমুক
নেই ; মারা গেছে ।’ যে ঝাঁটি দিচ্ছে, তার যদি আপনার লোক না
হয়, সে ঝাঁটি দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, ‘আহা, তাইতো
গা, লোকটা মারা গেল । বেশ ছিল ।’ এ দিকে ঝাঁটাও চলছে ।
আর যদি আপনার লোক হয়, তা হলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায় ;
আর ‘এঁটা !’ বলে বসে পড়ে । তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে ; কোন
কাৰ বা চিন্তা করতে পারে না । মেয়েদের ভিতর দেখে নাই ? যদি
কেউ অবাক হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অশ্রু
মেয়েরা বলে, ভোর ভাব লেগেছে নাকি লো । এখানেও বায়ু স্থির
হয়েছে, তাই অবাক হয়ে হাঁ করে থাকে ।

[জ্ঞানীর লক্ষণ । সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ।]

“সোহং সোহং কয়েই হয় না । জ্ঞানীর লক্ষণ আছে । নরে-
শ্রের চোখ সুমুখঠেলা । ঐরও কপাল ও চোকের লক্ষণ ভাল ।

ঐশ্বর্যময় । আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয় । জীব চার প্রকার
বলেছে,—বদ্ধ জীব, মুমুকু জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব । সকলকেই
যে সাধন করতে হয়, তাও নয় । নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ ।
কেউ অনেক সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন
প্রহ্লাদ । হোমা পাখী আকাশে থাকে । ডিম পাড়লে ডিম পড়তে
থাকে । পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে । ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে
থাকে । এখনও এত উঁচু যে, পড়তে পড়তে পাখা ওঠে ! বখন
পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, পাখীটা দেখতে পায়, তখন বুঝতে পারে
যে, মাটিতে লাগলে চুরমার হয়ে যাব । তখন একেবারে মার

দিকে চোঁচা দৌড় দিয়ে উড়ে যায় ! কোথায় মা ! কোথায় মা !

“প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন ভজন পরে । সাধনের আগে ঈশ্বর-লাভ—যেমন লাউ-কুমড়োর আগে কল, তার পরে কুল । (রাখালের বাপের দিকে চাহিয়া) নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, সে তাই হয়, আর কিছু হয় না । ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলা গাছই হয় ।

[শক্তিবিশেষ ও বিভাগাগর । শুধু পাতিভা ।]

“তিনি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন । কোন খানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে । বিভাগাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কত দূর বুদ্ধির দৌড় । যখন বল্লম শক্তিবিশেষ, তখন বিভাগাগর বলে, মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? আমি অমনি বল্লম, তা দিয়েছেন বই কি । শক্তি কম বেশী না হ’লে তোমার নাম এত হ’বে কেন ? তোমার বিভা, তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা এসেছি । তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই । বিভাগাগরের এত বিভা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেলে, “তিনি কি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?” কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে ; রুই, কাতলা । তার পর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো, পুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়,—একটু দেখতে দেখতে খরা পড়ে । ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো-পুঁটি বেরিয়ে পড়ে । শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ?”

দ্বিতীয়ভাগ—নবম অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ । কলিযুগে নারদীয় ভক্তি ।

আজ বুধবার, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদশমী তিথি, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ অঃ । বুধবারে ভক্তসমাগম কম, কেন না, সকলেরই কাজকর্ম আছে । ভক্তেরা প্রায় রবিবারে অবসর হইলে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে আসেন । মার্কার বেলা দেড়টার সময় ছুটি পাইয়াছেন, তিনটার সময় দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত । এ সময় রাখাল, লাটু ঠাকুরের কাছে প্রায় থাকেন । আজ দুই ঘণ্টা পূর্বে কিশোরী আসিয়াছেন ।

ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন । মার্কার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নরেন্দ্রের কথা পাড়িলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মার্কারের প্রতি) । হ্যাঁগা, নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ? (সহাস্তে) নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালীঘরে বান ; এখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না ।

“এখানে মাঝে মাঝে অ’সে বলে বাড়ীর লোকেরা বড় ব্যাজার । সে দিন এখানে এসেছিল, গাড়ী করে । স্বরেন্দ্র গাড়ীভাড়া দিছলো । তাই নরেন্দ্রের গিসী স্বরেন্দ্রের বাড়ী গিয়ে ঝগড়া করতে গিছলো ।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা কহিতে কহিতে গাভ্রোথান করিলেন । কথা কহিতে কহিতে উত্তর-পূর্ব বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন । সেখানে হাজরা, কিশোরী, রাখালদি ভক্তেরা আছেন । অপরাহ্ন হইয়াছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁগা, তুমি আজ যে বড় এলে ? স্কুল নাই ?

মার্কার । আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন এত সকাল ?

মার্কার । বিভাসাগর স্কুল দেখতে এসেছিলেন । স্কুল বিভাসাগরের, তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয় ।

কলিগেথরে মাঠারসজে । কলিগে বেদমত চলে না । ৭৭

[বিদ্যাসাগর ও সত্য কথা । শ্রীমদ্বিষ্ণুভট্টচারিতামৃত]

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিদ্যাসাগর সত্য কথা কর না কেন ?

‘সত্যবচন, পরম্পরী মাতৃসমান । এইসে হরি না মিলে তুলসী
সুটজবান্ ।’ সত্যতে থাকলে তবে ভগবান্কে পাওয়া যায় ।

বিদ্যাসাগর সে দিন বলে, এখানে আনবে ; কিন্তু এলো না !

“পণ্ডিত আনন্দ সাধু অনেক তপস্বী । শুধু পণ্ডিত
বে, তার কামিনী-কাঞ্চনে মন আছে । সাধুর মন হরিপাদপদ্মে ।
পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক । সাধুর কথা ছেড়ে দাও ।
যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা । কাশীতে
নানকপন্থী চোক্রা সাধু দেখেছিলাম । তার উমের তোমার মত ।
আমায় বলতো ‘প্রেমী সাধু’ । কাশীতে তাদের মঠ আছে ; এক দিন
আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ ক’রে লরে গেল । মোহনকে দেখলুম, বেন
একটা গিন্নী । তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, “উপার কি ?” সে বলে,
‘কলিগেথরে আনন্দীকৃত ভক্তি’ । পাঠ করছিল, পাঠ শেষ হলে
বলতে লাগলো—‘জলে বিষ্ণুঃ হলে বিষ্ণুবিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে ।
সর্বম্ বিষ্ণুময়ং জগৎ ।’ সব শেষে বলে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ ।

[কলিগেথরে বেদমত চলে না । জ্ঞানমার্গ ।]

“এক দিন গীতা পাঠ করলে । তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের
দিকে চেয়ে পড়বে না । আমার দিকে চেয়ে পড়লে । সেজবাবু ছিল ।
সেজবাবুর দিকে পেছোন কিরে পড়তে লাগল । সেই নানকপন্থী সাধুটী
বলেছিল, উপার ‘সারদীর ভক্তি’ ।

মাঠার । ও সাধুরা কি বেদান্তবাদী নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁ, ওরা বেদান্তবাদী, কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে । কি
জান, এখন কলিগেথরে বেদমত চলে না । একজন ব’লেছিল, গায়ত্রীর
পুরস্চরণ ক’রবো । আমি ব’ল্লুম কেন ? কলিতে ভক্তোক্ত মত ।
ভক্তমতে কি পুরস্চরণ হয় না ?

“বৈদিক কৰ্ম্ম বড় কঠিন । তাতে আবার দাসত্ব । এমনি আছে
যে, বার বহর না কত ঐ রকম দাসত্ব করে তাই হয়ে যায় । যাদের

অত দিন দাসত্ব করলে, তাদের সন্তা হয়ে যায় । তাদের রজঃ, তমঃ গুণ, জীব-হিংসা, বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে । শুধু দাসত্ব নহয়, আবার পেনসান থাকে ।

“একটা বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল । মেঘ দেখে নাচতো, বড়-বৃষ্টিতে খুব আনন্দ । খানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেতো । আমি এক দিন গিছলুম । যাওয়াতে ভারি বিরক্ত । সর্বদাই বিচার করতো, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ।’ মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াতে । ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায় ;—বস্তুর কোন রং নাই—তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে, নানা বস্তু দেখাচ্ছে । পাচে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জিনিষ একবার বৈ আর দেখবে না । স্নানের সময় পাখী উডছে দেখে বিচার কর্তো । দুজনে বাহ্যে যেতুম । মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না । হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা করে ; ব্যাকরণ জানে । ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হলো । তিন দিন এখানে ছিল । একদিন পোস্তার ধারে শানায়ের শব্দ শুনে বলে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার ঐ শব্দ শুনে সমাধি হয় ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ । পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন । সেই বালকের স্থায় চলন ! মুখে এক এক বার হাসি বেন কাটিয়া পড়িতেছে । কোমরে কাপড় নাই ; দিগধ্বর ; চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে । ঠাকুর ছোট খাটটিতে আবার বসিলেন । আবার সেই মনোমুগ্ধকরী কথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । জাঙটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম । ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ।’ বাজিকর এসে কত বাজি

করে ; আমের চার', আম পর্য্যন্ত হলো । কিন্তু এ সব বাজি ।
বাজিনকরই সত্য ।

মণি । জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম । এইটা বোঝা যাচ্ছে,
সব ঠিক দেখছি না । যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন
নিয়েই তো অগত দেখছি ; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে ?

ঠাকুর । আর এক রকম আছে । আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি
না ; বোধ হয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে । তেমনি কেমন করে মানুষ
ঠিক দেখবে ? ভিতরে বিকার । (ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন ।

গান ।—বিকার ও তাহার ধ্বংসুরি ।

এ কি বিকার শকরি । কৃপা চরণতরী গেলে ধ্বংসুরি । (৩৭ পৃষ্ঠা ।)

“বিকার বৈ কি । দেখ না, সংসারীরা কৌদল করে । কি লয়ে যে
কৌদল করে, তার ঠিক নাই । কৌদল কেমন ! তোর অমুক হোক,
তোর অমুক করি । কত চোঁচামেচি, কত গালাগাল ।

মণি । কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাজের ভিতর কিছু নাই—
অথচ দুই জনে টানাটানি করছে,—টাকা আছে বলে ।

[দেহধারণ-ব্যাধি । “To be or not to be” সংসার মজার কুটী ।]

“আচ্ছা, দেহটাই তো বড় অনর্থের কারণ । ঐ সব দেখে জ্ঞানীরা
ভাবে, খোলস ছাড়লে বাঁচি ।” [ঠাকুর কালীঘরে বাইতেছেন ।

ঠাকুর । কেন ? ‘এই সংসার ধোঁকার টাটী,’ আবার ‘মজার
কুটী’ও বলেছে । দেহ থাকলই বা ! সংসার ‘মজার কুটী’ ত হতে পারে ।

মণি । নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায় ? ঠাকুর । হাঁ, তা বটে ।

ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে আসিয়াছেন । মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিলেন । মণিও প্রণাম করিলেন । ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে নীচের
চাতালের উপর নিরাসনে মা কালীকে সম্মুখ করিয়া বসিয়াছেন ।
পরগে কেবল লাল পোষাকপড় খানি, তার খানিকটা পিঠে ও কাঁধে ।
পশ্চাদ্দেশে নাটমন্দিরে ^{১৫} ^{১৬} ^{১৭} ^{১৮} ^{১৯} ^{২০} ^{২১} ^{২২} ^{২৩} ^{২৪} ^{২৫} ^{২৬} ^{২৭} ^{২৮} ^{২৯} ^{৩০} ^{৩১} ^{৩২} ^{৩৩} ^{৩৪} ^{৩৫} ^{৩৬} ^{৩৭} ^{৩৮} ^{৩৯} ^{৪০} ^{৪১} ^{৪২} ^{৪৩} ^{৪৪} ^{৪৫} ^{৪৬} ^{৪৭} ^{৪৮} ^{৪৯} ^{৫০} ^{৫১} ^{৫২} ^{৫৩} ^{৫৪} ^{৫৫} ^{৫৬} ^{৫৭} ^{৫৮} ^{৫৯} ^{৬০} ^{৬১} ^{৬২} ^{৬৩} ^{৬৪} ^{৬৫} ^{৬৬} ^{৬৭} ^{৬৮} ^{৬৯} ^{৭০} ^{৭১} ^{৭২} ^{৭৩} ^{৭৪} ^{৭৫} ^{৭৬} ^{৭৭} ^{৭৮} ^{৭৯} ^{৮০} ^{৮১} ^{৮২} ^{৮৩} ^{৮৪} ^{৮৫} ^{৮৬} ^{৮৭} ^{৮৮} ^{৮৯} ^{৯০} ^{৯১} ^{৯২} ^{৯৩} ^{৯৪} ^{৯৫} ^{৯৬} ^{৯৭} ^{৯৮} ^{৯৯} ^{১০০} ^{১০১} ^{১০২} ^{১০৩} ^{১০৪} ^{১০৫} ^{১০৬} ^{১০৭} ^{১০৮} ^{১০৯} ^{১১০} ^{১১১} ^{১১২} ^{১১৩} ^{১১৪} ^{১১৫} ^{১১৬} ^{১১৭} ^{১১৮} ^{১১৯} ^{১২০} ^{১২১} ^{১২২} ^{১২৩} ^{১২৪} ^{১২৫} ^{১২৬} ^{১২৭} ^{১২৮} ^{১২৯} ^{১৩০} ^{১৩১} ^{১৩২} ^{১৩৩} ^{১৩৪} ^{১৩৫} ^{১৩৬} ^{১৩৭} ^{১৩৮} ^{১৩৯} ^{১৪০} ^{১৪১} ^{১৪২} ^{১৪৩} ^{১৪৪} ^{১৪৫} ^{১৪৬} ^{১৪৭} ^{১৪৮} ^{১৪৯} ^{১৫০} ^{১৫১} ^{১৫২} ^{১৫৩} ^{১৫৪} ^{১৫৫} ^{১৫৬} ^{১৫৭} ^{১৫৮} ^{১৫৯} ^{১৬০} ^{১৬১} ^{১৬২} ^{১৬৩} ^{১৬৪} ^{১৬৫} ^{১৬৬} ^{১৬৭} ^{১৬৮} ^{১৬৯} ^{১৭০} ^{১৭১} ^{১৭২} ^{১৭৩} ^{১৭৪} ^{১৭৫} ^{১৭৬} ^{১৭৭} ^{১৭৮} ^{১৭৯} ^{১৮০} ^{১৮১} ^{১৮২} ^{১৮৩} ^{১৮৪} ^{১৮৫} ^{১৮৬} ^{১৮৭} ^{১৮৮} ^{১৮৯} ^{১৯০} ^{১৯১} ^{১৯২} ^{১৯৩} ^{১৯৪} ^{১৯৫} ^{১৯৬} ^{১৯৭} ^{১৯৮} ^{১৯৯} ^{২০০} ^{২০১} ^{২০২} ^{২০৩} ^{২০৪} ^{২০৫} ^{২০৬} ^{২০৭} ^{২০৮} ^{২০৯} ^{২১০} ^{২১১} ^{২১২} ^{২১৩} ^{২১৪} ^{২১৫} ^{২১৬} ^{২১৭} ^{২১৮} ^{২১৯} ^{২২০} ^{২২১} ^{২২২} ^{২২৩} ^{২২৪} ^{২২৫} ^{২২৬} ^{২২৭} ^{২২৮} ^{২২৯} ^{২৩০} ^{২৩১} ^{২৩২} ^{২৩৩} ^{২৩৪} ^{২৩৫} ^{২৩৬} ^{২৩৭} ^{২৩৮} ^{২৩৯} ^{২৪০} ^{২৪১} ^{২৪২} ^{২৪৩} ^{২৪৪} ^{২৪৫} ^{২৪৬} ^{২৪৭} ^{২৪৮} ^{২৪৯} ^{২৫০} ^{২৫১} ^{২৫২} ^{২৫৩} ^{২৫৪} ^{২৫৫} ^{২৫৬} ^{২৫৭} ^{২৫৮} ^{২৫৯} ^{২৬০} ^{২৬১} ^{২৬২} ^{২৬৩} ^{২৬৪} ^{২৬৫} ^{২৬৬} ^{২৬৭} ^{২৬৮} ^{২৬৯} ^{২৭০} ^{২৭১} ^{২৭২} ^{২৭৩} ^{২৭৪} ^{২৭৫} ^{২৭৬} ^{২৭৭} ^{২৭৮} ^{২৭৯} ^{২৮০} ^{২৮১} ^{২৮২} ^{২৮৩} ^{২৮৪} ^{২৮৫} ^{২৮৬} ^{২৮৭} ^{২৮৮} ^{২৮৯} ^{২৯০} ^{২৯১} ^{২৯২} ^{২৯৩} ^{২৯৪} ^{২৯৫} ^{২৯৬} ^{২৯৭} ^{২৯৮} ^{২৯৯} ^{৩০০} ^{৩০১} ^{৩০২} ^{৩০৩} ^{৩০৪} ^{৩০৫} ^{৩০৬} ^{৩০৭} ^{৩০৮} ^{৩০৯} ^{৩১০} ^{৩১১} ^{৩১২} ^{৩১৩} ^{৩১৪} ^{৩১৫} ^{৩১৬} ^{৩১৭} ^{৩১৮} ^{৩১৯} ^{৩২০} ^{৩২১} ^{৩২২} ^{৩২৩} ^{৩২৪} ^{৩২৫} ^{৩২৬} ^{৩২৭} ^{৩২৮} ^{৩২৯} ^{৩৩০} ^{৩৩১} ^{৩৩২} ^{৩৩৩} ^{৩৩৪} ^{৩৩৫} ^{৩৩৬} ^{৩৩৭} ^{৩৩৮} ^{৩৩৯} ^{৩৪০} ^{৩৪১} ^{৩৪২} ^{৩৪৩} ^{৩৪৪} ^{৩৪৫} ^{৩৪৬} ^{৩৪৭} ^{৩৪৮} ^{৩৪৯} ^{৩৫০} ^{৩৫১} ^{৩৫২} ^{৩৫৩} ^{৩৫৪} ^{৩৫৫} ^{৩৫৬} ^{৩৫৭} ^{৩৫৮} ^{৩৫৯} ^{৩৬০} ^{৩৬১} ^{৩৬২} ^{৩৬৩} ^{৩৬৪} ^{৩৬৫} ^{৩৬৬} ^{৩৬৭} ^{৩৬৮} ^{৩৬৯} ^{৩৭০} ^{৩৭১} ^{৩৭২} ^{৩৭৩} ^{৩৭৪} ^{৩৭৫} ^{৩৭৬} ^{৩৭৭} ^{৩৭৮} ^{৩৭৯} ^{৩৮০} ^{৩৮১} ^{৩৮২} ^{৩৮৩} ^{৩৮৪} ^{৩৮৫} ^{৩৮৬} ^{৩৮৭} ^{৩৮৮} ^{৩৮৯} ^{৩৯০} ^{৩৯১} ^{৩৯২} ^{৩৯৩} ^{৩৯৪} ^{৩৯৫} ^{৩৯৬} ^{৩৯৭} ^{৩৯৮} ^{৩৯৯} ^{৪০০} ^{৪০১} ^{৪০২} ^{৪০৩} ^{৪০৪} ^{৪০৫} ^{৪০৬} ^{৪০৭} ^{৪০৮} ^{৪০৯} ^{৪১০} ^{৪১১} ^{৪১২} ^{৪১৩} ^{৪১৪} ^{৪১৫} ^{৪১৬} ^{৪১৭} ^{৪১৮} ^{৪১৯} ^{৪২০} ^{৪২১} ^{৪২২} ^{৪২৩} ^{৪২৪} ^{৪২৫} ^{৪২৬} ^{৪২৭} ^{৪২৮} ^{৪২৯} ^{৪৩০} ^{৪৩১} ^{৪৩২} ^{৪৩৩} ^{৪৩৪} ^{৪৩৫} ^{৪৩৬} ^{৪৩৭} ^{৪৩৮} ^{৪৩৯} ^{৪৪০} ^{৪৪১} ^{৪৪২} ^{৪৪৩} ^{৪৪৪} ^{৪৪৫} ^{৪৪৬} ^{৪৪৭} ^{৪৪৮} ^{৪৪৯} ^{৪৫০} ^{৪৫১} ^{৪৫২} ^{৪৫৩} ^{৪৫৪} ^{৪৫৫} ^{৪৫৬} ^{৪৫৭} ^{৪৫৮} ^{৪৫৯} ^{৪৬০} ^{৪৬১} ^{৪৬২} ^{৪৬৩} ^{৪৬৪} ^{৪৬৫} ^{৪৬৬} ^{৪৬৭} ^{৪৬৮} ^{৪৬৯} ^{৪৭০} ^{৪৭১} ^{৪৭২} ^{৪৭৩} ^{৪৭৪} ^{৪৭৫} ^{৪৭৬} ^{৪৭৭} ^{৪৭৮} ^{৪৭৯} ^{৪৮০} ^{৪৮১} ^{৪৮২} ^{৪৮৩} ^{৪৮৪} ^{৪৮৫} ^{৪৮৬} ^{৪৮৭} ^{৪৮৮} ^{৪৮৯} ^{৪৯০} ^{৪৯১} ^{৪৯২} ^{৪৯৩} ^{৪৯৪} ^{৪৯৫} ^{৪৯৬} ^{৪৯৭} ^{৪৯৮} ^{৪৯৯} ^{৫০০} ^{৫০১} ^{৫০২} ^{৫০৩} ^{৫০৪} ^{৫০৫} ^{৫০৬} ^{৫০৭} ^{৫০৮} ^{৫০৯} ^{৫১০} ^{৫১১} ^{৫১২} ^{৫১৩} ^{৫১৪} ^{৫১৫} ^{৫১৬} ^{৫১৭} ^{৫১৮} ^{৫১৯} ^{৫২০} ^{৫২১} ^{৫২২} ^{৫২৩} ^{৫২৪} ^{৫২৫} ^{৫২৬} ^{৫২৭} ^{৫২৮} ^{৫২৯} ^{৫৩০} ^{৫৩১} ^{৫৩২} ^{৫৩৩} ^{৫৩৪} ^{৫৩৫} ^{৫৩৬} ^{৫৩৭} ^{৫৩৮} ^{৫৩৯} ^{৫৪০} ^{৫৪১} ^{৫৪২} ^{৫৪৩} ^{৫৪৪} ^{৫৪৫} ^{৫৪৬} ^{৫৪৭} ^{৫৪৮} ^{৫৪৯} ^{৫৫০} ^{৫৫১} ^{৫৫২} ^{৫৫৩} ^{৫৫৪} ^{৫৫৫} ^{৫৫৬} ^{৫৫৭} ^{৫৫৮} ^{৫৫৯} ^{৫৬০} ^{৫৬১} ^{৫৬২} ^{৫৬৩} ^{৫৬৪} ^{৫৬৫} ^{৫৬৬} ^{৫৬৭} ^{৫৬৮} ^{৫৬৯} ^{৫৭০} ^{৫৭১} ^{৫৭২} ^{৫৭৩} ^{৫৭৪} ^{৫৭৫} ^{৫৭৬} ^{৫৭৭} ^{৫৭৮} ^{৫৭৯} ^{৫৮০} ^{৫৮১} ^{৫৮২} ^{৫৮৩} ^{৫৮৪} ^{৫৮৫} ^{৫৮৬} ^{৫৮৭} ^{৫৮৮} ^{৫৮৯} ^{৫৯০} ^{৫৯১} ^{৫৯২} ^{৫৯৩} ^{৫৯৪} ^{৫৯৫} ^{৫৯৬} ^{৫৯৭} ^{৫৯৮} ^{৫৯৯} ^{৬০০} ^{৬০১} ^{৬০২} ^{৬০৩} ^{৬০৪} ^{৬০৫} ^{৬০৬} ^{৬০৭} ^{৬০৮} ^{৬০৯} ^{৬১০} ^{৬১১} ^{৬১২} ^{৬১৩} ^{৬১৪} ^{৬১৫} ^{৬১৬} ^{৬১৭} ^{৬১৮} ^{৬১৯} ^{৬২০} ^{৬২১} ^{৬২২} ^{৬২৩} ^{৬২৪} ^{৬২৫} ^{৬২৬} ^{৬২৭} ^{৬২৮} ^{৬২৯} ^{৬৩০} ^{৬৩১} ^{৬৩২} ^{৬৩৩} ^{৬৩৪} ^{৬৩৫} ^{৬৩৬} ^{৬৩৭} ^{৬৩৮} ^{৬৩৯} ^{৬৪০} ^{৬৪১} ^{৬৪২} ^{৬৪৩} ^{৬৪৪} ^{৬৪৫} ^{৬৪৬} ^{৬৪৭} ^{৬৪৮} ^{৬৪৯} ^{৬৫০} ^{৬৫১} ^{৬৫২} ^{৬৫৩} ^{৬৫৪} ^{৬৫৫} ^{৬৫৬} ^{৬৫৭} ^{৬৫৮} ^{৬৫৯} ^{৬৬০} ^{৬৬১} ^{৬৬২} ^{৬৬৩} ^{৬৬৪} ^{৬৬৫} ^{৬৬৬} ^{৬৬৭} ^{৬৬৮} ^{৬৬৯} ^{৬৭০} ^{৬৭১} ^{৬৭২} ^{৬৭৩} ^{৬৭৪} ^{৬৭৫} ^{৬৭৬} ^{৬৭৭} ^{৬৭৮} ^{৬৭৯} ^{৬৮০} ^{৬৮১} ^{৬৮২} ^{৬৮৩} ^{৬৮৪} ^{৬৮৫} ^{৬৮৬} ^{৬৮৭} ^{৬৮৮} ^{৬৮৯} ^{৬৯০} ^{৬৯১} ^{৬৯২} ^{৬৯৩} ^{৬৯৪} ^{৬৯৫} ^{৬৯৬} ^{৬৯৭} ^{৬৯৮} ^{৬৯৯} ^{৭০০} ^{৭০১} ^{৭০২} ^{৭০৩} ^{৭০৪} ^{৭০৫} ^{৭০৬} ^{৭০৭} ^{৭০৮} ^{৭০৯} ^{৭১০} ^{৭১১} ^{৭১২} ^{৭১৩} ^{৭১৪} ^{৭১৫} ^{৭১৬} ^{৭১৭} ^{৭১৮} ^{৭১৯} ^{৭২০} ^{৭২১} ^{৭২২} ^{৭২৩} ^{৭২৪} ^{৭২৫} ^{৭২৬} ^{৭২৭} ^{৭২৮} ^{৭২৯} ^{৭৩০} ^{৭৩১} ^{৭৩২} ^{৭৩৩} ^{৭৩৪} ^{৭৩৫} ^{৭৩৬} ^{৭৩৭} ^{৭৩৮} ^{৭৩৯} ^{৭৪০} ^{৭৪১} ^{৭৪২} ^{৭৪৩} ^{৭৪৪} ^{৭৪৫} ^{৭৪৬} ^{৭৪৭} ^{৭৪৮} ^{৭৪৯} ^{৭৫০} ^{৭৫১} ^{৭৫২} ^{৭৫৩} ^{৭৫৪} ^{৭৫৫} ^{৭৫৬} ^{৭৫৭} ^{৭৫৮} ^{৭৫৯} ^{৭৬০} ^{৭৬১} ^{৭৬২} ^{৭৬৩} ^{৭৬৪} ^{৭৬৫} ^{৭৬৬} ^{৭৬৭} ^{৭৬৮} ^{৭৬৯} ^{৭৭০} ^{৭৭১} ^{৭৭২} ^{৭৭৩} ^{৭৭৪} ^{৭৭৫} ^{৭৭৬} ^{৭৭৭} ^{৭৭৮} ^{৭৭৯} ^{৭৮০} ^{৭৮১} ^{৭৮২} ^{৭৮৩} ^{৭৮৪} ^{৭৮৫} ^{৭৮৬} ^{৭৮৭} ^{৭৮৮} ^{৭৮৯} ^{৭৯০} ^{৭৯১} ^{৭৯২} ^{৭৯৩} ^{৭৯৪} ^{৭৯৫} ^{৭৯৬} ^{৭৯৭} ^{৭৯৮} ^{৭৯৯} ^{৮০০} ^{৮০১} ^{৮০২} ^{৮০৩} ^{৮০৪} ^{৮০৫} ^{৮০৬} ^{৮০৭} ^{৮০৮} ^{৮০৯} ^{৮১০} ^{৮১১} ^{৮১২} ^{৮১৩} ^{৮১৪} ^{৮১৫} ^{৮১৬} ^{৮১৭} ^{৮১৮} ^{৮১৯} ^{৮২০} ^{৮২১} ^{৮২২} ^{৮২৩} ^{৮২৪} ^{৮২৫} ^{৮২৬} ^{৮২৭} ^{৮২৮} ^{৮২৯} ^{৮৩০} ^{৮৩১} ^{৮৩২} ^{৮৩৩} ^{৮৩৪} ^{৮৩৫} ^{৮৩৬} ^{৮৩৭} ^{৮৩৮} ^{৮৩৯} ^{৮৪০} ^{৮৪১} ^{৮৪২} ^{৮৪৩} ^{৮৪৪} ^{৮৪৫} ^{৮৪৬} ^{৮৪৭} ^{৮৪৮} ^{৮৪৯} ^{৮৫০} ^{৮৫১} ^{৮৫২} ^{৮৫৩} ^{৮৫৪} ^{৮৫৫} ^{৮৫৬} ^{৮৫৭} ^{৮৫৮} ^{৮৫৯} ^{৮৬০} ^{৮৬১} ^{৮৬২} ^{৮৬৩} ^{৮৬৪} ^{৮৬৫} ^{৮৬৬} ^{৮৬৭} ^{৮৬৮} ^{৮৬৯} ^{৮৭০} ^{৮৭১} ^{৮৭২} ^{৮৭৩} ^{৮৭৪} ^{৮৭৫} ^{৮৭৬} ^{৮৭৭} ^{৮৭৮} ^{৮৭৯} ^{৮৮০} ^{৮৮১} ^{৮৮২} ^{৮৮৩} ^{৮৮৪} ^{৮৮৫} ^{৮৮৬} ^{৮৮৭} ^{৮৮৮} ^{৮৮৯} ^{৮৯০} ^{৮৯১} ^{৮৯২} ^{৮৯৩} ^{৮৯৪} ^{৮৯৫} ^{৮৯৬} ^{৮৯৭} ^{৮৯৮} ^{৮৯৯} ^{৯০০} ^{৯০১} ^{৯০২} ^{৯০৩} ^{৯০৪} ^{৯০৫} ^{৯০৬} ^{৯০৭} ^{৯০৮} ^{৯০৯} ^{৯১০} ^{৯১১} ^{৯১২} ^{৯১৩} ^{৯১৪} ^{৯১৫} ^{৯১৬} ^{৯১৭} ^{৯১৮} ^{৯১৯} ^{৯২০} ^{৯২১} ^{৯২২} ^{৯২৩} ^{৯২৪} ^{৯২৫} ^{৯২৬} ^{৯২৭} ^{৯২৮} ^{৯২৯} ^{৯৩০} ^{৯৩১} ^{৯৩২} ^{৯৩৩} ^{৯৩৪} ^{৯৩৫} ^{৯৩৬} ^{৯৩৭} ^{৯৩৮} ^{৯৩৯} ^{৯৪০} ^{৯৪১} ^{৯৪২} ^{৯৪৩} ^{৯৪৪} ^{৯৪৫} ^{৯৪৬} ^{৯৪৭} ^{৯৪৮} ^{৯৪৯} ^{৯৫০} ^{৯৫১} ^{৯৫২} ^{৯৫৩} ^{৯৫৪} ^{৯৫৫} ^{৯৫৬} ^{৯৫৭}

কে জানে ! মাঝে আমরা মারা যাই ।

ঠাকুর । হোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও হোলাগাছই হয় ।

মণি । তা হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে ?

[সচ্চিদানন্দ-গুরু । গুরুন্ম কৃপান্ত মুক্তিঃ ।]

ঠাকুর । অষ্টবন্ধন নয়, অষ্টপাশ । তা থাকলই বা । তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে বেড়ে পারে । কি রকম জান, যেমন হাজার বৎসরের অঙ্ককার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অঙ্ককার পালিয়ে যায় । একটু একটু করে যায় না ! ভেল্‌কীবাজি করে, দেখেহ ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি এক ধার একটা জারগায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধরে ; ধ'রে দড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয় । নাড়াও দেওয়া আর সব গেরো খুলেও যাওয়া । কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেঁচা করেও খুলতে পারে নাই । গুরুর কৃপাবলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায় ।

[কেশব সেনের পরিবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

“আজ্ঞা, কেশব সেন এতো বদলালো কেন, বল দেখি ? এখানে কিন্তু খুব আসতো । এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে । এক দিন বল্লুখ, সাধুদের ও রকম করে নমস্কার করতে নাই । এক দিন ঈশানের সঙ্গে কল্‌কাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম । সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে ।

হরীশ বেশ বলে, ‘এখান থেকে সব চেক পাশ করে নিতে হবে ; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে’ । (ঠাকুরের হাস্য) ।

মণি অবাক হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন । বুঝিলেন, গুরু রূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন ।

[পূর্বকথা—ন্যাঙটাবাবার উপদেশ । তাঁকে জালা যায় না ।]

ঠাকুর । বিচার কোরো না । তাঁকে জানতে কে পারবে ? ন্যাঙটা বলতো শুনে রেখেছি, তাঁর এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড ।

“হাজার বড় বিচারবুদ্ধি । সে হিসাব করে, এতখানিতে ভগৎ হলো, এতখানি বাকি রইল । তার হিসাব শুনে আমাব মাথা টন্ টন্ করে । আমি জানি, আমি কিছুই জানি না ! কখনও তাঁকে

ভাবি ভাল, আবার কখনও ভাবি মন্দ । তাঁর আমি কি বুঝবো ?

মণি । আজ্ঞা হাঁ, তাঁকে কি বুঝা যায় ? বার বেমন বুঝি, সেই-টুকু নিয়ে মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলেছি । আপনি বেমন বলেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিছলো, তার এক দানায় পেট ভরলো বলে মনে করে,—এইশরে সব পাহাড়টা বাসায় নিয়ে য'ব ।

[ঈশ্বরকে কি জানা যায় ? উপাস্ত—শরণাগতি ।]

ঠাকুর । তাঁকে কে জানবে ? আমি জানবার চেষ্টাও করি না । আমি কেবল মা বলে ডাকি । মা যা করেন । তাঁর ইচ্ছা হয় জানা-বেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন । আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব । বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে । তার পর মা বেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায় । ছোট ছেলে মাকে চায় । মার কত ঐশ্ব্য, সে জানে না । জানতে চায়ও না । সে জানে, আমার মা আছে, আমার ভাবনা কি ? চাকরাণীর ছেলেও জানে, আমার মা আছে । বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে 'আমি মাকে বলে দেব । আমার মা আছে ।' আমারও সম্ভানভাব ।

হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, 'আচ্ছা, এতে কিছু আছে, তুমি কি বলো ?'

তিনি অবাক্ হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন । বুঝি ভাবিতেছেন—ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন । মা কি দেহধারণ করে এসেছেন ? জীবের মঙ্গলের জন্য ?

দ্বিতীয়ভাগ—দশম খণ্ড ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও কমলকুটীরে শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন ।

[কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের বা, রাধাণ, বাটার ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কেশবের বাটার সম্মুখে । “পশ্চতি তব পন্থানম্ ।”

কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী ; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, বুধবার ।
আজ একটা ভক্ত কমলকুটীরের (Lily Cottage) কটকের পূর্ব-
ধারের ফুট পাথে পাইচারি করিতেছেন । কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া
বেন অপেক্ষা করিতেছেন ।

কমলকুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী, ত্রাঙ্ক ভক্তেরা অনেকে বাস
করেন । কমলকুটীরে কেশব থাকেন । তাঁহার নীড়া বাড়িয়াছে ।
অনেকে বলিতেছেন, এবার বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন । আজ তাঁহাকে দেখিতে
আসিবেন । তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে আসিতেছেন । তাই
ভক্তগণ চাহিয়া আছেন, কখন আসেন ।

কমলকুটীর সাকুলার রোডের পশ্চিম ধারে । তাই রাস্তাতেই
ভক্তগণ বেড়াইতেছিলেন । বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন ।
কত লোকজন বাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন ।

রাস্তার পূর্বধারে ভিক্টোরিয়া কলেজ । এখানে কেশবের সমাজের
ত্রাঙ্কিকাগণ ও তাঁহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন । রাস্তা হইতে কুলের
ভিতর অনেকটা দেখা যায় । উহার উত্তরে একটা বড় বাগানবাড়ীতে
কোন ইংরাজ ভক্তলোক থাকেন । ভক্তগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন
যে, তাঁহাদের বাড়ীতে কোন বিপদ হইয়াছে । ক্রমে কাল-পরিচ্ছদ-
ধারী কোচম্যান ও সহিস যুতমেহের গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল ।
দেড় ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা ধরিয়া ঐ সকল আয়োজন হইতেছে ।

এই সন্ধ্যায় হাড়িরা কে চলিয়া গিয়াছে—তাই আয়োজন ।

কলিকাতা। কমলকুটীর। কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ। ৮৩

ভক্তটী ভাবিতেছেন, কোথায় ? দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যায় ?
উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে কত গাড়ী আসিতেছে। ভক্তটী এক
একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি না।

বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত।
সঙ্গে লাটু ও আর দু একটী ভক্ত। আর মাষ্টার ও রাখাল আসিয়াছেন।

কেশবের বাড়ীর লোকেরা আসিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে
লইয়া গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারাণ্ডায় একখানি তক্তপোষ
পাতা ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বসান হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ঈশ্বরাবেশে মা'র সঙ্গে কথা।

ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্য্য
হইয়াছেন। কেশবের শিষ্যেরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু
এই বিশ্রাম করুছেন ; এইবার একটু পরে আসুছেন।

কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্যেরা ও বাড়ীর লোকেরা এত
সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি)। হ্যাঁগা ! তাঁর আস-
বার কি দরকার ? আমিই ভিতরে বাই না কেন ?

প্রসন্ন (বিনীতভাবে)। আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

ঠাকুর। যাও ; তোমরাই অমন কোরুছো ! আমিই ভিতরে বাই !

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন।

প্রসন্ন। তাঁর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে। আপনারই
মত মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে হাসেন কীদেন।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন ; হাসেন কীদেন এই কথা
শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধিস্থ। শীতকাল, গারে সবুজ রঙের বনাভের গরম
জামা। জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ ; দৃষ্টি স্থির। একবারে

ময় । অনেকক্ষণ এই অবস্থায় । সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না ।

সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ । পার্শ্বের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইয়াছে । ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে ।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল ।

ঘরে অনেকগুলি আসবাব—কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের আলো । ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসান হইল ।

কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহুশূন্য, ভাবাবিষ্ট ।

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন—
—“আগে এ সব দরকার ছিল । এখন আর কি দরকার ?

(রাখাল দৃষ্টে) রাখাল, তুই এসেছিস্ ?

[অগ্ন্যাত্মা দর্শন ও তাঁহার সহিত কথা । Immortality of the soul.]

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন । বলছেন—

“এই যে মা এসেছে । আবার বারানসী কাপড় পরে কি দেখাও । মা হাজ্জাম কোরো না । বোসো গো বোসো ।”

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে । ঘর আলোকময় । ব্রাহ্ম-ভক্তেরা চতুর্দিকে আছেন । লাটু, রাখাল, মাফোর ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন । ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন—

“দেহ আর আত্মা । দেহ হয়েছে ; আবার যাবে । আত্মার মৃত্যু নাই । যেমন সুপারি ; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে , কাঁচা বেলায় কল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত । তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহবুদ্ধি যায় । তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা, বোধ হয় । [কেশবের প্রবেশ ।

কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন । পূর্বদিকের দ্বার দিয়া আসিতেছেন । বাঁহারা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়া-ছিলেন, তাঁহার অগ্নিচর্চসার মূর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন । কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না ; দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন । অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন । কেশব

কলিকাতা, কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পীড়া । ৮৫
ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতে
ছেন । প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন । ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় ।
আপনা আপনি কি বলিতেছেন । ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ । মানুষ লীলা ।

এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বল্ছেন, ‘আমি এসেছি’, ‘আমি এসেছি’ ! এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাহতে লাগিলেন । ঠাকুর ভাবে গগরি মাতোয়ারা । আপনা আপনি কত কথা বলিতেছেন । ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ । যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব । পূর্ণজ্ঞান হ’লে এক চৈতন্য-বোধ হয় ।

‘আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে, যে সেই এক চৈতন্য এই জীব-জগৎ, এই চতুर्वিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন ।

“তবে শক্তিবিশেষ । তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোন খানে বেশী শক্তির প্রকাশ ; কোন খানে কম শক্তির প্রকাশ ।

“বিদ্যাসাগর বলেছিল, ‘তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?’ আমি বল্লুম, ‘তা যদি না হতো, তা হলে এক জন লোক পকাশ জন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন ?’

“তঁার লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি ।

“জমিদার সব জায়গায় থাকেন । কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন । ভক্ত তঁার বৈঠকখানা । ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন । ভক্তের হৃদয়ে তঁার বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয় ।

“তঁার লক্ষণ কি ? যেখানে কার্য বেশী, বিশেষ শক্তির প্রকাশ ।

“এই আত্মা-শক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ । একটাকে

ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার ঘো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার ঘো নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে ভাববার ঘো নাই। সাপ আর তিৰ্য্যগ্গতি। সাপকে ছেড়ে তিৰ্য্যগ্গতি ভাববার ঘো নাই; আবার সাপের তিৰ্য্যগ্গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার ঘো নাই।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বাহুবো ঈশ্বরদর্শন। সিদ্ধ ও সাধকের প্রভেদ ।]

“আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্ত ব্যস্ত হই কেন? হাজরা বললে, তুমি ওদের জন্ত ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন? (কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্য ।)

“তখন মহা চিস্তিত হলাম। বলুম, মা, এ কি হলো। হাজরা বলে, ওদের জন্ত ভাব কেন? তার পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ বললে, ভারতেঃঐ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবে? তাই সবগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম। [সকলের হাস্য ।

“হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থার সব মনটা ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থার আলাদা কথা। তাঁকে লাভ করবার পর, অনুলোম বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধ হয়, ‘ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।’ তখন ঠিক বোধ হয়, তিনিই সব হয়েছেন। কোন খানে বেশী প্রকাশ; কোন খানে কম প্রকাশ।

“ভাবসমুদ্রে উথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হতো। বয়ে এলে ডাঙ্গায় একবাঁশ জল। তখন সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো। আর ঘুরে যেতে হয় না। খানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় না। সোজা এক দিক দিয়ে গেলেই হয়।

* ভারত’ অর্থাৎ মহাভারত। শ্রীকৃষ্ণ ভোলানাথ তখন কালীবাড়ীর মুহুরী। ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিন্না মহাভারত শুনাইতেন। ৮দীননাথ খাজানার পরলোকের পর ভোলানাথ কালীবাড়ীর খাজানী হইয়াছিলেন।

কলিকাতা, কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পীড়া । ৮৭

“লাভের পর তাঁকে সবভাবেই দেখা যায় । মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ । মানুষের মধ্যে সম্বন্ধগী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ —যাদের কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করবার একেবারে ইচ্ছা নাই । (সকলে নিস্তব্ধ ।) সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তা’হলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে ? তাই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সম্বন্ধগী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ দরকার হয় । না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে ?

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব । জগতের মা ।]

“যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি । যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি ; পুরুষ বলি । যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি ; প্রকৃতি বলি । পুরুষ আনন্দ প্রকৃতি । যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি । আনন্দময় আর আনন্দময়ী ।

“যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে । যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে । (কেশবের হাস্ত ।)

“যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে । যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে । যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে । তুমি ওটা বুঝেছ ?

কেশব (সহাস্তে) । হাঁ বুঝেছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । মা ।—কি মা ? জগতেক্স মা । যিনি জগৎসৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন । যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন ; আর ধন্য অর্থ, কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন । ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না । তার মা সব জানে । ছেলে খায়, দায় বেড়ায় , অত শত জানে না ।

কেশব । আজ্ঞে হাঁ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা । পূর্বকথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । কেশবের সহিত সহাস্তে কথা কহিতেছেন । একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত

শুনিতেন ও দেখিতেন। সকলে অর্থাৎ যে, ‘তুমি কেমন আছ, ইত্যাদি কথা আরো হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতো মহিমা বর্ণন করে কেন ? ‘হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ।’ এ সব কথা এত কি দরকার ? অনেকে বাগান দেখেই তারিক। বাবুকে দেখতে চায় ক’জন। বাগান বড় না বাবু বড়।

“মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার ? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।

[পূর্ব্বকথা। বিষ্ণুঘরের গয়না চুরি ও সেজো বাবু।]

“অনেকেরকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, ‘তোর বাপের নাম কি ?’ তোর বাপের কথানা বাড়ী ?’

“কি জান ? মানুষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর করে ব’লে, তাবে, ঈশ্বরও আদর করেন। তাবে তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। শব্দ বলেছিল, আর এখন এই আশীর্ব্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য্য তাঁর পাদপদ্মে দিবে মরতে পারি। আমি বলুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য্য ; তাঁকে তুমি কি দেবে ! তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি !

“যখন বিষ্ণু ঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজো বাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজো বাবু বললে, দূর ঠাকুর। তোমার কোন যোগাতা নাই। তোমাব গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আব তুমি কিছু করতে পারলে না। আমি তাঁকে বললাম, এ তোমার কি কথা। তুমি যঁর গয়না গয়না কোরছো, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা। লক্ষ্মী যঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটীকতক টাকা চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন ? এ রকম কথা বলতে নাই।

“ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান ? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই সব চান।

[ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ। ত্রিশুণাতীত ভক্ত।]

“যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত ; সে দেখে, যা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা

কলিকাতা, কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ শিড়। । ৮৯
ব্যস্তন ভাত করে দেয়। সবগুলি ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই।
তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিজগত, গঙ্গাজল
দিয়ে পূজা করে। ছুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়।
কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়ের রেঁধে দেয়।

“আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তার বালকের স্বভাব।
ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

কেশব সঙ্গে কথা। ঈশ্বরের হাঁসপাতালে আত্মার চিকিৎসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্তে)। তোমার অস্থখ হয়েছে
কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে
গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয়, তখন কিছু বোকা
বায় না, অনেক দিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি,
বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল
না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস
ধপাস করছেন আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয় ও কিনারার
খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়লো।

“কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ ক’রলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে
চুরে দেয়। ভাবহন্তী মেহঘরে প্রবেশ করে; আর তোলপাড় করে।

“হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে
টুড়িয়ে ফেলে; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানার্থি
প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে; তার পর অহং-বুদ্ধি
নাশ করে। তার পর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।

“তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু বতকণ রোগের
কিছু বাকী থাকে, বতকণ তিনি ছাড়বেন না। হাঁসপাতালে যদি
তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। বতকণ রোগের’

একটু কষ্টের থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না।
তুমি নাম লিখলে কেন। (সকলের হাস্য)

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বার বার হাসিতেছেন। হাসি
সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতে-
ছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা—ঠাকুরের পীড়া, রান কবিরাজের চিকিৎসা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। অদু বোলতো, এমন ভাবও
দেখি নাই, এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অসুখ।
সরা সরা বাছে বাচ্ছি। মাথায় ঘেন ছ'লাথ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।
কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চলছে। নাটাগড়ের স্বামী কাবিন্দ্রাজ
দেখতে এলো। সে জ্ঞাথে, আমি ব'সে বিচার করছি। তখন সে
বললে, 'এ কি পাগল। ছ'খানা হাড় নিয়ে বিচার করছে।'

(কেশবের প্রতি)। তাঁর ইচ্ছা। 'সকলই তোমার ইচ্ছা।'

'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছামন্ত্রী তান্না তুমি।
তোমার কৰ্ম তুমি কর না, লোকে বলে করি আমি।'

'শিশির পাবে ব'লে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুক
তুলে দেয়। শিশির গেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি
তোমার শিকড় শুক তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য।)
কিরে কিয়তি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে!

[কেশবের অন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও সিদ্ধেশ্বরীকে ভাব চিনি মানন।]

'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের
বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম।
বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো।
তখন কলকাতার এলে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার
কাছে মেনেছিলুম, বাতে অসুখ ভাল হয়।'

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্ত
ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এবার কিন্তু অস্ত হয় নাই। ঠিক কথা বোলবো।

কলিকাতা, কেশবের বাটিতে ত্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ গীড়া । ১১

“কিন্তু দু তিন দিন একটু হয়েছে ।”

পূর্বদিকের যে ঘর দিয়া কেশব বৈঠকখানার প্রবেশ করিয়া-
ছিলেন, সেই ঘরের কাছে কেশবের পূজনীয়া অননী আসিয়াছেন ।

সেই ঘরদেশ হইতে উমানাথ ঠাকুর ত্রীরামকৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে
বলিতেছেন, ‘মা আগনাকে প্রণাম করিতেছেন ।’

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন । উমানাথ বলিতেছেন,—‘মা বলছেন,
কেশবের অন্ত্রখটি বাতে গারে ।’ ঠাকুর বলিতেছেন মা স্ত্রবচনো আনন্দ-
ময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন । কেশবকে বলিতেছেন—

“বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না । মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে
আরো ডুববে ; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাকবে ।”

গম্ভীর ভাবে কথাগুলি বলিয়া আবার বাগকের স্তায় হাসিতেছেন ।
কেশবকে বলছেন, দেখি, তোমার হাত দেখি । ছেলেমানুষের মত
হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন ; অবশেষে বলিতেছেন, ‘না,
তোমার হাত হাল্কা আছে, খলদের হাত ভারী হয় । (সকলের হাস্য ।)

উমানাথ ঘরদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,—“মা বলছেন, কেশ-
বকে আশীর্বাদ করুন ।”

ত্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে) । আমার কি সাধ্য । তিনিই আশী-
র্বাদ করবেন । ‘তোমার কর্ম ভূমি কর মা, লোকে বলে করি আমি’ ।

“ঈশ্বর দুইবার হাসেন । একবার হাসেন যখন দুই ভাই
জমি বখরা করে ; আর দড়ি মেপে বলে, ‘এ দিকটা আমার, ও দিকটা
তোমার’ । ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ ; তার ঋণিকটা
মাটি নিয়ে করছে এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার ।

“ঈশ্বর আর একবার হাসেন । ছেলের অন্ত্রখ সঙ্কটাপন্ন । মা কঁদতে ।
বৈষ্ণব এসে বলছে, ‘ভয় কি মা, আমি ভাল ক’রবো ।’ বৈষ্ণব জানে না,
ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে ! (সকলেই নিমন্তক ।)

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেককণ ধরিয়া কাসিতে লাগিলেন । সে
কাসি আর ধামিতেছে না । সে কাসির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কন্ড
হইতেছে । অনেককণ পরে ও অনেক কন্ডের পর কাসি একটু বন্ধ

হইল । কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না । ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মসমাজ ও বেদোন্নিখিত দেবতা । গুরুগিরি নীচবুদ্ধি ।

[অমৃত । কেশবের বড় ছেলে । দয়ানন্দ সরস্বতী ।]

ঠাকুর ঐশ্বরামকৃষ্ণ কিছু মিষ্টমুখ করিয়া যাইবেন । কেশবের বড় ছেলেটি কাছে আসিয়া বসিয়াছেন ।

অমৃত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে । আপনি আশীর্বাদ করুন । ও কি ! মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করুন !

ঠাকুর ঐশ্বরামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘আমার আশীর্বাদ কর্ত্তে নাই ।’ এই বলিয়া সহাস্ত্রে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ।

অমৃত (সহাস্ত্রে) । আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলাও । (সকলের হাস্য)

ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কেশবের কথা কহিতেছেন ।

ঐশ্বরামকৃষ্ণ (অমৃত প্রভৃতির প্রতি) । ‘অমৃত ভাল হোক,’ এ সব কথা আমি বলতে পারি না । ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না । আমি মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও ।

“ইনি কি কম লোক গা । যারা টাকা চায়, তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে । দস্তাশব্দকে দেখেছিলাম । তখন বাগানে ছিল । কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর বাহির করছে,—কখন কেশব আসবে ! সে দিন বুঝি কেশবের বাবার কথা ছিল ।

“দয়ানন্দ বাজলা ভাবাকে বলতো—‘গৌড়াণ্ড ভাবা ।’

“ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মান্তেন না । তাই বলেছিল, ঈশ্বর এক জনিস করেছেন আর দেবতা কর্ত্তে পারেন না ?”

ঠাকুর কেশবের শিবাদের কাছে হৈশবের স্তুতি করিতেছেন ।

কলিকাতা, কেশবের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের শেষ পাঁড়া । ৯৩

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশব হীনবুদ্ধি নয় । ইনি অনেককে বলেছেন, ‘বা বা সন্দেহ, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করবে ।’ আমারও স্বভাব এই ; আমি বলি—ইনি আরও কোটিগুণে বাড়ুন । আমি মান নিয়ে কি করব ?

“ইনি বড় লোক । টাকা চায় বারী, তারাত মানে ; আবার সাধু-রাও মানে ।” ঠাকুর কিছু মিষ্টমুখ করিয়া এইবার গাড়িতে উঠিবেন । ব্রাহ্মভক্তেরা সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিতেছেন ।

সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো নাই । তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ সব জায়গায় ভাল ক’রে আলো দিতে হয় । আলো না দিলে দারিদ্র্য হয় । এ রকম বেশ আর না হয় ।

ঠাকুর দু একটি ভক্তসঙ্গে সেই রাত্রে কালীবাড়ী যাত্রা করিলেন ।

দ্বিতীয়ভাগ—একাদশ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ।]

রবিবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ; অগ্রহায়ণ শুক্লাদশমী তিথি বেলা প্রায় একটা দুইটা হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই ছোট খাটটিতে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে হরিকথা করিতেছেন । অধর, মনোমোহন, ঠন্ঠনের শিবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হরিশ, ইত্যাদি অনেকে, বসিয়া আছেন, তাজরাও তখন এখানে থাকেন । ঠাকুর মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ।

[ভক্তিবোগ, সনাতন্য ও মহাপ্রভুর অবস্থা । হঠবোগ ও রাগবোগ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হ’ত ।

১, বাহু দশা,—তখন মূল আর সুক্ষ্ম তাঁর মন থাকত ।

২, অর্দ্ধবাহু-দশা,—তখন কারণ শরীরে, কারণামন্দে মন গিয়েছে ।

৩, অন্তর্দশা,—তখন মহাকারণে মন লগ্ন হ’তো ।

“বেদান্তেক্তর পঞ্চকোষের সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে ।

দুলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ । সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনো-
ময় ও বিজ্ঞানময় কোষ । কারণশরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ,
মহাকারণ, পঞ্চকোষের অতীত । মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত
তখন সমাধিস্থ ।—এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়-সমাধি ।

“চৈতন্যদেবের যখন বাহু-দশা হ'ত, নাম-সঙ্কীর্ণন করতেন । অর্ধ
বাহু-দশায়, তন্তুসঙ্গে নৃত্য করতেন । অন্তর্দর্শন সমাধিস্থ হ'তেন ।

মাফীর (স্বগতঃ) । ঠাকুর কি নিজের সমস্ত অবস্থা এইরূপে
ইঙ্গিত করছেন ? চৈতন্যদেবেরও এইরূপ হ'তো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । চৈতন্য ভক্তির অবতার ; জীবকে ভক্তি শিখাতে
এসেছিলেন । তাঁর উপর ভক্তি হ'ল তো সবই হ'ল । হঠযোগের
কিছু দরকার নাই ।

একজন তন্তু । আজ্ঞা, হঠযোগ কিরূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয় ।
ভিতর প্রক্ষালন করবে ব'লে বাঁশের নলে গুহুঘোর রক্ষা করে । লিঙ্গ
দিয়ে দুধ ঘি টানে । জিহ্বা-সিদ্ধি অভ্যাস করে । আসন ক'রে শূণ্যে
কখন কখন উঠে । ও সব বায়ুর কার্য্য । একজন বাজী
দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ ক'রে দিয়েছিল । অমনি
তার শরীর স্থির হ'য়ে গেল । লোকে মনে করলে, মরে গেছে । অনেক
বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল । বহুকালের পরে সেই গোর কোন
সূত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল । সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হ'লো ।
চৈতন্য হবার পরই, সে চোঁচাতে লাগ'ল,—লাগ্ ভেঙ্কি, লাগ্ ভেঙ্কি !
(সকলের হাস্য) । এ সব বায়ুর কার্য্য ।

“হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না ।

“হঠযোগ আর রাজযোগ । রাজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয়—
ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা, যোগ হয় । ঐ যোগই ভাল । হঠযোগ
ভাল নয় ; কলিতে অন্নগত প্রাণ ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুরের তপস্যা । ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ ।

ঠাকুর শ্রীকামকৃষ্ণ মহাবতের পাশে রাখায় দাঁড়াইয়া আছেন । দেখিতেছেন, মহাবতের বারান্দার একপাশে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে, মণি গভীর-চিন্তানিমগ্ন । তিনি কি ঈশ্বর-চিন্তা করিতেছেন ? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিগো, এইখানে বসে । তোমার শীঘ্র হবে । একটু করলেই কেউ ব'লবে, এই এই ।

চকিত হইয়া তিনি ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন । এখনও আসন ত্যাগ করেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার সময় হয়েছে । পাখী ডিম ফুটোবার সময় না হ'লে ডিম ফুটোর না । যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে ।

এই বলিয়া ঠাকুর 'ঘর' আবার বলিয়া দিলেন ।

“ সকলেরই যে বেশী তপস্তা করতে হয়, তা' নয় । আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হ'য়েছিল । মাটির চিপি মথার দিগে প'ড়ে থাকতাম । কোথা দিগে দিন চ'লে যেত । কেবল মা মা বলে ডাকতাম, কঁাদতাম ।

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসর আসিতেছেন । তিনি ইংরাজী পড়েছেন । ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান ব'লুতেন । কলেজে পড়া-শুনা ক'রেছেন । বিবাহ ক'রেছেন ।

তিনি, কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতে, ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন । কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্য ভাষার লেকচার তাঁহার আলুনি বোধ হইয়াছে । এখন কেবল ঠাকুরকে রাতদিন দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাসেন ।

আজকাল তিনি ঠাকুরের একটা কথা সর্বদা ভাবেন । ঠাকুর বলেছেন, সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায় ; আরও বলেছেন, ঈশ্বরদর্শনই মানুষজীবনের উদ্দেশ্য ;

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটু কয়েই কেউ ব'লবে, এই এই । তুমি একা-
দশা কোন্না ।

তোমরা আপনার লোক, আত্মীয় ।
তা না হ'লে এত আসবে কেন ? কীৰ্ত্তন শুনতে শুনতে রাখালকে
দেখেছিলাম, ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে । নরেন্দ্রের খুব উঁচু
ঘর । আর হীরানন্দ । তার কেমন বালকের ভাব । তার ভাবটি
কেমন মধুর ! তাকেও দেখবার ইচ্ছা করে ।

[পূর্বকথা—গৌরাজের সাজোপাজ । তুলসী কানন । সেজ বাবুর সেবা ।]

“গৌরাজের সাজোপাজ দেখেছিলাম । ভাবে নয়, এই
চোখে ! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদা-চোখে সব দর্শন হত !
এখন তো ভাবে হয় ।

“সাদা-চোখে গৌরাজের সাজোপাজ সব দেখেছিলাম । তার
মধ্যে তোমায়ও বেন দেখেছিলাম । বলরামকেও বেন দেখেছিলাম ।

“কাককে দেখলে তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়াই কেন জাম ; আত্মীয়-
দের অনেক কাল পরে দেখলে ঐরূপ হয় ।

“মাকে কেঁদে কেঁদে ব'লতাম, মা ! ভক্তদের জন্ত আমার প্রাণ
যায়, তা'দের শীত্র আমায় এনে দে । যা যা মনে করতাম, তাই হ'ত ।

“পঞ্চাবতীতে তুলসীকানন ক'রেছিলাম ; জপ, ধ্যান
কর'বো ব'লে । ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্ত বড় ইচ্ছা হ'লো । তার
পরেই দেখি, জোয়ারে কতকগুলি ব্যাকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক
পঞ্চাবতীর সামনে এসে পড়েছে । ঠাকুরবাড়ীর একজন ভারী ছিল ।
সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে ।

“যখন এই অবস্থা হ'লো, পূজা আর করতে পারলাম না । বললাম,
মা, আমায় কে দেখবে ? মা ! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের
তার নিজে লই । আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে ; ভক্তদের
খাওয়াতে ইচ্ছা করে ; কাককে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে ।
এ সব মা, কেমন ক'রে হয় । মা, তুমি একজন বড় মানুষ পেছনে
দাও ।

তাইতো সেক্ষেত্রে এত সেবা করলে !

“আবার বলেছিলাম, মা । আমার তো আর সম্বান হবে না, কিন্তু

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে । মাফ্টারের সঙ্গে পঞ্চবটীমূলে । ১৭

ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে । সেই রূপ একটি ছেলে আমার দাঁও । তাই তো রাখাল হ'লো । যারা যারা আশ্রয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা ।

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে বাইতেছেন । মাফ্টার সঙ্গে আছেন ; আর কেহ নাই । ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন ।

[পূর্বকথা—অদ্বুত মূর্তি দর্শন । বটগাছের ডাল ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফ্টারের প্রতি) । দেখ, এক দিন দেখি—কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্বুত মূর্তি । এ তোমার বিশ্বাস হয় ?

মাফ্টার অবাক হইয়া রহিলেন ।

তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২১টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখ্‌চ ; এর নীচে বসুতাম ।

মাফ্টার । আমি এর একটা কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গেছি—বাড়ীতে রেখে দিয়েছি । শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । কেন ?

মাফ্টার । দেখলে আহলাদ হয় । সব চুকে গেলে এই স্বাস্থ্য মহাতীর্থ হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) কি রকম তীর্থ ? কি, পেনেটীর মত ?

পেনেটীতে মহা সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সঙ্কীৰ্ত্তন-মধ্যে প্রেমাম্বলে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাজ ভক্তের ডাক শুনিয়া, স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তনমধ্যে প্রেম-মূর্তি দেখাইতেছেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[হরিকথাপ্রসঙ্গে ।]

সন্ধ্যা হইল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া যার চিন্তা করিতেছেন । ক্রমে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরদের আরতি আরম্ভ হইল ; শাঁক, ঘণ্টা বাজিতে লাগিল । মাফ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন ।

কিরংকণ পরে ঠাকুর মাক্টারকে “ভক্ত-মাজ” পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন । মাক্টার পড়িতেছেন—

চরিত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল ।

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি । অনির্বচনীর তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পিরীতি ॥
 ভক্তি-অঙ্গ-বাজনে যে স্নদূঢ় নিয়ম । পাষাণের রেখা যেন নাহি বেশী কম ॥
 শ্যামলসুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা । তাহাতে প্রপন্ন নাহি জানে দেবী দেবা ॥
 দশদণ্ড-বেলা-বধি তাঁহার সেবার । নিযুক্ত থাকয়ে সদা দূঢ় নিয়ম হয় ॥
 রাজ্যধন ব্যয় কিবা বজ্রাঘাত হয় । তথাপিহ সেবা সমে ফিরি না তাকায় ॥
 প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়া সেই অবকাশকালে আইল হানাদিয়া ॥
 রাজার হুকুম বিনে সৈন্ত-আদি-গণ । যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ ॥
 ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ । তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন ॥
 মাতা তাঁর আসি করে কত উচ্চধ্বনি । উদ্ভিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি ॥
 সর্বদা লইল আর সর্বনাশ হৈল । তথাপি তোমার কিছু ভুলদোষ নৈল ॥
 জয়মল কহে মাতা কেন ছুঃখ ভাব । যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব ॥
 সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে । অতএব আমা-সবার উদ্ভমে কি করে ॥
 শ্যামলসুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া । যুদ্ধ করিবারে গেলা অন্তর ধরিয়া ॥
 একাউ ভক্তের রিপু সৈন্তগণ মারি । আসিয়া বাজিল ঘোড়া আগন তেওয়ারি ॥
 সেবা সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে । ঘোড়ার সর্বান্তে দ্বন্দ্ব খাস বহে নাকে ॥
 জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল । ঠাকুর মন্দিরে বা কে আনি বাজিল ॥
 সবে কহে কে চড়িল কে আনি বাজিল । আমরা যে নাহি জানি কখন আনিল ॥
 সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে । সৈন্তসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে ॥
 যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্রুর সৈন্ত । রণশব্দ্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন ॥
 প্রধান যে রাজা এবে সেই মাত্র আছে । বিশ্বয় হইয়া গ্রিহ কারণ কি পুছে ॥
 হেনকালে আই প্রতিযোগিতা যে রাজা । গলবন্ত হইয়া করিল বহু পূজা ॥
 আসিয়া জয়মল—মহারাজার অগ্রেতে । নিবেদন করে কিছু করি বোড়হাতে ॥
 কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সেপাই । পরম-আশ্চর্য্য সে ত্রৈলোক-বিজয়ী ॥
 অর্থ নাহি মার্গো যুগ্মে রাজ্য নাহি চাহে । বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব ল'হা ॥
 শ্যামল সেপাই সেই লড়িতে আইল । তোমাসনে প্রীতি তার বিবরিয়া বল ॥

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ । মাফ্টারের শুভমালপাঠ । ৯৯

সৈন্ত বে মারিল মোর তারে মুই পারি । দরশনমায়ে মোর চিত্ত নিল হরি ।
জয়মল বুঝিল এই শ্যামলজীর কৰ্ম্ম । প্রতিবোগী রাজা বে বুঝিল ইহ মৰ্ম্ম ।
জয়মলের চরণ খরিয়া স্তব করে । বাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে ॥
তাঁহা-সবার ঐচরণে শরণ আমার । শ্যামল সেপাই ঘেন করে অলীকার ॥
পাঠান্তে ঠাকুরমাফ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন ।

[শুভমাল একঘেরে । অন্তরঙ্গ কে ? জনক ও শুকদেব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার এ সব বিশ্বাস হয় ? তিনি সওয়ার হয়ে
সেনা বিনাশ ক'রেছিলেন, এ সব বিশ্বাস হয় ?

মাফ্টার । তত্ত্ব, ব্যাকুল হ'য়ে ডেকেছিল, এ অবস্থা বিশ্বাস হয় ।
ঠাকুরকে সওয়ার ঠিক দেখেছিল কি না, এ সব বুঝতে পারি না । তিনি
সওয়াব হ'য়ে আসতে পারেন, তবে ওরা তাঁকে ঠিক দেখেছিল কি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । বইখানিতে বেশ তত্ত্বদের কথা আছে ।
তবে একঘেরে । বাদের অণ্ড মত্ত, তাদের নিন্দা আছে ।

পর দিন সকালে উদ্ভানপথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর কথা কহিতেছেন । মণি
বলিতেছেন, আমি তা হ'লে এখানে এসে থাক্‌বো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, এত বে তোমরা আসো, এর মানে কি ।
সাধুকে লোকে একবার হৃদ দেখে যায় । এত আসো—এর মানে কি ?
মণি অবাক । ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । অন্তরঙ্গ না হ'লে কি আসো । অন্ত-
রঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক—কেমন, বাপ ছেলে, তাই তল্লী ।

“সব কথা বলি না । তা হ'লে আর আসবে কেন ?

“শুকদেবের প্রসঙ্গের জন্ত জনকের কাছে গিয়েছিল । জনক
ব'লে, আগে দক্ষিণা দাও । শুকদেব ব'লে, আগে উপদেশ না গেলে,
কেমন ক'রে দক্ষিণা হয় । জনক হাসতে হাসতে ব'লে, তোমার প্রসঙ্গ
হ'লে আর কি গুরুশিষ্য বোধ থাক্‌বে ? তাই আগে দক্ষিণার কথা বলায় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[সেবক-সদয়ে ।]

শুরুপক্ষ । চাঁদ উঠিয়াছে । মণি কালীবাড়ীর উদ্ভানপথে পাদ-
চারণ করিতেছেন । পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নহবৎ-
খানা, বকুলতলা ও পঞ্চবটী ; অপর ধারে ভাগীরথী জ্যোৎস্নাময়ী ।

আপনা-আপনি কি বলিতেছেন ।—“সত্য সত্যই কি ঈশ্বর দর্শন
করা যায় ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তা বলিতেছেন । বললেন, একটু কিছু
করলে কেউ এসে বলে দেবে, ‘এই এই ।’ অর্থাৎ একটু সাধনের কথা
বললেন ।

আচ্ছা ; বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি
তাঁকে লাভ করা যায় ? (একটু চিন্তার পর) অবশ্য করা যায়, তা
না হলে ঠাকুর বলছেন কেন ? তাঁর কৃপা হলে কেন না হবে ?

“এই জগৎ সামনে, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জীব, চতুর্বিংশতি-তম ।
এ সব কিরূপে হলো, এর কর্তাই বা কে, আর আমিই বা তাঁর কে, এ
না জানলে বুঝাই জীবন ।

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠ । এরূপ মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত এ
জগৎ দেখি নাই । ইনি অবশ্যই সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন । তা না
হলে, যা যা ক’রে কার সঙ্গে রাতদিন বধা কন । আর তা না
হলে, ঈশ্বরের উপর ওঁর এত ভালবাসা কেমন ক’রে হ’ল ! এত ভাল-
বাসা যে, বাহুশূন্য হয়ে যান । সমাধিস্থ, ভেড়ের স্থায় হয়ে যান । আবার
কখন বা প্রেমে উন্মত্ত হয়ে হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান ।

দ্বিতীয়ভাগ—দ্বাদশ অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ।

[মণি, রামলাল, ভায় ডাক্তার, কানারিপাড়ার ভক্তেরা ।]

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি,—শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । বেলা প্রায় নয়টা হইবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দ্বারের কাছে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন । রামলাল কাছে দাঁড়াইয়া আছেন । রাখাল, লাটু নিকটে এদিকে ওদিকে ছিলেন । মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ।

ঠাকুর বলিলেন, ‘এসেছো ? তা আজ বেশ দিন’ । তিনি ঠাকুরের কাছে কিছু দিন থাকিবেন ; “সাধন” করিবেন । ঠাকুর বলিয়াছেন, কিছু করিলেই কেউ ব’লে দেবে ‘এই এই’ ।

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে অভিধিশালার অন্ন তোমার রোজ খাওয়া উচিত নয় । সাধু কাজালের জন্ত ও হইবে । তুমি তোমার সাধবার জন্ত একটা লোক আনবে । তাই সঙ্গে একটা লোক এসেছে ।

তাঁহার কোথায় রান্না হইবে ? তিনি দুখ খাইবেন ; ঠাকুর রামলালকে গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন ।

শ্রীযুক্ত রামলাল অধ্যাত্ম-ব্রাহ্মাঙ্কণ পড়িতেছেন ও ঠাকুর শুনিতেছেন । মণিও বলিয়া শুনিতোছেন ।

রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন । পথে পরশুরামের সহিত দেখা হইল । রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া পরশুরাম রাস্তায় বড় গোলমাল করিতে লাগিলেন । দশরথ ভয়ে আকুল । শত্রুশত্রু আর একটা ধনু রামকে ছুড়িয়া মারিলেন ; আর ঐ ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে বলিলেন । রাম জয় হস্ত করিয়া বামহস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন ও জ্যা রোপণ করিয়া টঙ্কার করিলেন । ধনুকে বাণ বোজনা করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, এখন এ বাণ কোথায়

ভাগ ক'র্ব বলো । পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল । তিনি শ্রীরামকে পরব্রহ্ম বলে স্তব করিতে লাগিলেন ।

পরশুরামের স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট । মাঝে মাঝে ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম এই নাম মধুরকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন । * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামলালকে) । একটু গুহক চণ্ডালের কথা বল দেখি ।

রামচন্দ্র যখন ‘পিতৃসন্তোষ কান্দন’ বনে গিয়াছিলেন, গুহকরাজ চমকিত হইয়াছিলেন । রামলাল ভক্তমাংস পড়িতেছেন—

নরনে গগনে ধারা বনে উঠরোল । চমকি চাহিয়া রহে নাহি আঁসে বোল ॥

নিষিধ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল । কাঠের পুতুলি প্রায় অস্পন্দ হইল ॥

তার পর ধীরে ধীরে রামের কাছে গিয়া বলিলেন, আমার ঘরে এসো । রামচন্দ্র তাঁকে মিভা বলে আলিঙ্গন করিলেন । গুহ তখন তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন—

গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে । তোমাতে সঁপিছ দেহ পরাণ সহিতে ॥

তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য । তুমি মোর ভক্তি, যুক্তি, তুমি গুহকার্য্য ॥

আমি মর্যা বাই তব বালায়ের সনে । দেহ সমর্পিছ মিভা তোমার চরণে ॥

রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিবেন ও জটা-বস্ত্র ধারণ করিবেন শুনিয়া গুহ ও জটা-বস্ত্র ধারণ করিয়া রহিলেন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহাৰ করিলেন না ! চৌদ্দবৎসরান্তে রাম আসিতেছেন না দেখিয়া, গুহ অগ্নি-প্রবেশ করিতে বাইতেছেন, এমন সময়ে হনুমান আসিয়া সংবাদ দিলেন । সংবাদ পাইয়া গুহ মহানন্দে ভাসিতেছেন । রামচন্দ্র ও সীতা পুষ্পক রথে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

সম্ভ্রান্ত শঙ্করানন্দ, প্রেমাধীন রাবচন্দ্র, ভক্তবৎসল গুণধাম ।

প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলক দেহ, হৃদয়ে লইলা প্রিয়ভম ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে দৌড়ে, প্রভু ভূত্য লাগি রহে, অঙ্গজলে দৌরা অঙ্গ ভিজে ।

ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিকে অন্ন অন্ন, কোলাহল হ'ল ক্রিতি মাঝে ॥

[শ্রীকেশব সেনের বদুচ্ছালাত । উপায়—তীব্রবৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ ।]

আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন । মাফীর কাছে বসিয়া আছেন । এমন সময় শ্রাম ডাক্তার ও আরও কয়েকটা লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

দক্ষিণেববে । শ্যামভাঙার প্রভৃতি সঙ্গে । বামাচারনিদ্দা । ১০৩

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কৰ্ম্ম যে বরাবরই ক'রতে হয়, তা' নয় । ঈশ্বর-লাভ হ'লে আর কৰ্ম্ম থাকে না । ফল হলে ফুল আপনিই করে যায় ।

“যার লাভ হয়, তার সদ্ধাদি কৰ্ম্ম থাকে না । সদ্ধা গায়ত্রীতে লীন হয় । তখন গায়ত্রী জপলেই হয় । আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয় । তখন গায়ত্রীও বলতে হয় না । তখন শুধু ‘ওঁ’ বললেই হয় । সদ্ধাদি কৰ্ম্ম কত দিন ? যতদিন হরিনামে কি রামনামে পুলক না হয়, আর ধারা না পড়ে । টাকাকড়ির জন্ত, কি মোকদ্দমা জিত হবে ব'লে পূজাদি কৰ্ম্ম ; ও সব ভাল না ।

একজন ভক্ত । টাকাকড়ির চেম্টা ত সকলেই ক'রছে দেখছি । কেশব সেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশবের আলাদা কথা । যে ঠিক ভক্ত, সে চেম্টা না ক'রলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন । যে ঠিক রাজার নেটা, সে মুবোহারা পায় । উকিল-কু'কলের কথা বলছি না,—যারা কষ্ট ক'রে, লোকের দাসত্ব ক'রে টাকা আনে । আমি বলছি, ঠিক রাজার বেটা । যার কোন কামনা নাই, সে টাকাকড়ি চায় না ; টাকা আপনি আসে । গীতায় আছে—“বদৃচ্ছালাভ ।”

“সদ্ভাস্ত্রণ, যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ীর বাড়ীর সিঁথে নিতে পারে । “বদৃচ্ছালাভ” । সে চায় না, কিন্তু আপনি আসে ।

একজন ভক্ত । আজ্ঞা, সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । পাকালমাছের মত থাকবে । সংসার থেকে তফাতে গিয়ে, নির্জন্মে ঈশ্বর-চিন্তা মাঝে মাঝে করলে, তাঁতে ভক্তি জন্মে । তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে । পাক আছে, পাকের ভিতর থাকতে হয়, তবু গায়ে পাক লাগে না । সে লোক অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকে ।

ঠাকুর দেখিতেছেন, মণি বসিয়া একমনে সমস্ত শুনিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিদৃষ্টে) । ভীত বৈরাগ্য হ'লে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । যার ভীত বৈরাগ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার ধানানল । বলছে । মাগ-ছেলেকে দেখে ঘেন পাতকুয়া । সে রকম বৈরাগ্য যদি

ঠিক ঠিক হয়, তা'হলে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে । শুধু অনাসক্ত হয়ে থাক।
নয় । কামিনীকামিনীই আত্মা । মায়াকে যদি চিন্তে
পার, আপনি লজ্জায় পালাবে । একজন বাঘের ছাল পোরে ভয়
দেখাচ্ছে । যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বলে, আমি তোকে চিনেছি—তুই
আমাদের 'হরে ।' তখন সে হেসে চলে গেল—আর এক জনকে ভয়
দেখাতে গেল ।

যত শ্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা ।
সেই আত্মশক্তিই শ্রী হয়ে, শ্রীরূপ ধরে রয়েছেন । অধ্যাত্মে আছে—
রামকে নারদাদি স্তব করছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি ; আর
প্রকৃতিও যত রূপ সীতা ধারণ করেছেন । তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী ;
তুমি শিব, সীতা শিবানী ; তুমি নব, সীতা নারী ; বেশী আর কি
বলব—যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি ; যেখানে শ্রী, সেখানে সীতা ।

[ত্যাগ ও প্রারব্ধ । বামাচাৰ্য সাধন ঠাকুরের নিষেধ ।]

(ভক্তদের প্রতি) । “মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না । প্রান্নজ্ঞ,
সংস্কার, এ সব আবাব আছে । এক জন রাজাকে এক জন বোগী
বললে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর । রাজা
বললে, ঠাকুর, সে বড় হবে না ; আমি থাকতে পারি ; কিন্তু আমার
এখনও ভোগ আছে । এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য
হয়ে যাবে ! আমার এখনও ভোগ আছে ।

“নটবন্দ পীতলা, যখন চেলেমানুষ, এই বাগানে গরু চরাড ।
তার কিন্তু অনেক ভোগ ছিল । তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক
টাকা করেছে । আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা খুব ফেঁদেছে ।

“এক মতে আছে, মেয়েমানুষ নিয়ে সাধনা করা । কর্তৃত্বজ্ঞা মাগীদের
ভিতর আমার একবার নিয়ে গিছিল । সব আমার কাছে এসে ব'সলো ।
আমি তাদের মা, মা, বলাতে পরস্পর বলাবলি ক'রতে লাগল, ইনি
প্রবর্তক, এখনো ঘাট চেনেন নাই । ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে
প্রবর্তক ; তার পরে সাধক ; তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ ।

“এক জন মেয়ে বৈষ্ণবভক্তদের কাছে গিয়ে ব'সলো ।
বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, এর বালিকাতাব ।

দক্ষিণেশ্বরে। Broughton Institution শিক্ষক ও ছাত্রগণ। ১০৫

দ্বীভাবে নীত্র পতন হয়। মাতৃভাব শুদ্ধভাব।

কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা গাত্রোখান করিলেন; ও বলিলেন, তবে আমরা আসি; মা কালীকে, আর আর ঠাকুরকে দর্শন কর'বো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রতিমা-পূজা। ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ।

মণি পঞ্চবটী ও কালাবাড়ার অন্তান্ত স্থানে একাকী বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর বলিয়াছেন একটু সাধন করিলে ঈশ্বর দর্শন করা যায়। মণি কি তাই ভাবিতেছেন?

আর তীত্র বৈরাগ্যের কথা? আর মায়াকে চিন্তে আপনি পালিয়ে যায়? বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মণি আবার বসিয়া আছেন। Broughton Institution হইতে একটি শিক্ষক কয়েকটা ছাত্র লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শিক্ষকটা মাঝে মাঝে এক একটা প্রশ্ন করিতেছেন। প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিক্ষকের প্রতি।) প্রতিমা-পূজাতে দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে 'অস্তি, তাতি আর প্রিয়', সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি চাড়া কোন জিনিসই নাই।

“আবার দেখ, ছোট মেয়েবা পুতুল খেলা কত দিন করে? যত দিন না বিবাহ হয়, আর যত দিন না স্বামিসহবাস করে। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পের্টরায় হুলে ফেলে। ঈশ্বর-লাভ হলে আব প্রতিমা পূজার কি দরকার?”

মণির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—“অনুরাগ হলে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই! খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।

[বালকের বিবাহ ও ঈশ্বরলাভ। গোবিন্দদ্বারী। জটিলবালক।]

‘একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেরেটী বিধবা হয়ে গিছিল। স্বামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অল্প মেয়ের স্বামী আসে

দেখে। সে এক দিন বললে, বাবা, আমার স্বামী কই ? তার বাবা বললে, গোবিন্দ তোমার স্বামী ; তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে ;—বলে, গোবিন্দ ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন আসছো না। ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না ; তাঁকে দেখা দিলেন।

“বালকেকল্প মন্ত বিদ্বান্স। বালক মাকে দেখবাব জন্ত যেমন ব্যাকুল হয়, সেট ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো অকণ উদয় হ'ল ! তাব পব সূর্য্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।

“জাতিল বালকেব কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো ; তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে যা বললে, তোর ভয় কি ? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, মধুসূদন কে ? যা বললে, মধুসূদন তোমাব দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, ‘দাদা মধুসূদন’। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল, ‘কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে’। ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, এই যে আমি, তোর ভয় কি ? এই বলে সঙ্গে ক’রে পাঠশালার রাস্তা পযান্ত পৌঁছিয়া দিলেন, আর বললেন, ‘তুই যখন ডাকবি, আমি আসবো। ভয় কি ?’ এই বালকের বিশ্বাস। এই ব্যাকুলতা।

“একটী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের সেবা ছিল। এক দিন কোন কাজ উপলক্ষে তাব অন্তঃস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস্ ; ঠাকুরকে খাওয়াবিন ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ ক’রে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ ব’সে ব’সে দেখলে যে, ঠাকুর উঠছেন না। সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে ব’সে খাবেন। তখন সে বারবার বলতে লাগ’ল, ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরী হ’ল ; আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা

কনু না । ছেলেটী কান্না আরম্ভ করলে । বলতে লা'গল ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন ; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে থাকবে না ? ব্যাকুল হয়ে বাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে ব'সে খেতে লাগলেন । ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ীর লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে, সে সব নামিয়ে আন । ছেলেটী বললে, হাঁ হ'য়ে গেছে ; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন । তারা বললে সে কি রে ! ছেলেটী সরল-বুদ্ধিতে বললে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন । তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দে'খে সকলে অবাক ।

সন্ধ্যা হইতে দেরা আছে । ঠাকুর শ্রীরাামকৃষ্ণ নহবৎ-খানার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাগর সহিত কথা কহিতেছেন । সম্মুখে গঙ্গা । শীতকাল । ঠাকুরের গায়ে গরম কাপড় ।

শ্রীরাামকৃষ্ণ । পঞ্চবটীর ঘরে শোবে ?

মণি । নহবৎখানার উপরের ঘরটী কি দেবে না ?

ঠাকুর খাজাঙ্গীকে মণির কথা বলিবেন । থাকবার ঘর একটি নির্দিষ্ট ক'রে দিবেন । তার নহবৎের উপরের ঘর পছন্দ হ'য়েছে । তিনি কবিত্বপ্রিয় । নহবৎ থেকে আকাশ, গঙ্গা, টাঁদের আলো, ফুল-গাছ, এ সব দেখা যায় ।

শ্রীরাামকৃষ্ণ । দেবে না কেন ? তবে পঞ্চবটীর ঘর বল'ছি এই জন্ত, ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বরচিন্তা হয়েছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

['প্রয়োজন' (End of Life) ঈশ্বরকে ভালবাসা ।]

ঠাকুর শ্রীরাামকৃষ্ণের ঘরে খুনা দেওয়া হইল । ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন । মণি মেজেতে বসিয়া আছেন । রাখাল, লাটু, রামগাল ই'হারাও ঘরে আছেন ।

ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, কথাটা এই—তাকে ভক্তি করা, তাঁকে

ভালবাসা । রামলালকে গাইতে বলিলেন । তিনি মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন । ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন ।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাজের সন্ন্যাস গাইতেছেন । গান । কি দেখিলাম নর, কেশব ভারতীর কুটীরে,

অপরাধ ঘোষিত, শ্রীগৌরাজ ব্রজি, হৃদয়ে প্রেম বহে শতধারে ।

গৌর বস্ত্রভাষকের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কছু ধূলিতে লুটায়,
নয়ন-জলে ভাসে রে ; কাদে আর বলে হরি, স্বর্গমর্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে ,
আবার দস্তে তৃণ লয়ে, কৃতাজলি হয়ে, দাস্য বৃত্তি যাচেন বারে বারে ।
বুড়ারে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, দেখে ভক্তিপ্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে বে;
জীবের হৃদয়ে কাতর হয়ে, এলেন সর্বত্র তাজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে ;
প্রেমদাসের বাহা বনে, শ্রীচৈতন্যচরণে, দাস হয়ে কেভাই ঘারে ঘারে ।

রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বলছেন, 'নিমাই । কেমন কোরে তোকে ছেড়ে থাকবো' ? ঠাকুর বলিলেন, সেই গানটি গা তো ।

গান । অশ্রু মুক্তি দিতে কাতর নই । ৫২ পৃষ্ঠা ।

গান । স্নানার্থে দেখা কি পার সকলে, রাখার প্রেম কি পার সকলে ।

অতি সুস্থলভ ধন, না করলে আরাধন, সাধন বিনে সে গন এ ধনে কি মিলে ॥

তুলারানিবাসে তিথি আশাশুভা, স্বামী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে,

অন্ত অন্য দাসে যে বারি বরিষে, সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে ॥

স্বভী সকলে নিত লয়ে কোলে, আর চাঁদ বলে ডাকে বাহ তুলে ।

শিশু তাহে তুলে চন্দ্র কি তার তুলে, গগন ছেড়ে চাঁদ কি উদয় হয় তুলে ॥

গান । নবনীলদর্পণ কিসে গণ্য, স্নানচাঁদরূপ হেবে । ৩৭ পৃষ্ঠা ।

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গা—'গৌর নিতাই তোমরা ছুঁতাই' । রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন ।

গান । গৌর নিতাই তোমরা ছুঁতাই পরম দয়াল যে প্রভু (আমি তাই শুনে এসেছি যে নাথ) । আমি গিরিহিলার কানীপুরে, আবার কয়ে দিলেন কানী বিবেকধরে, ও সে পরব্রহ্ম শচীর ধরে, (আমি চিনেছি যে, পরব্রহ্ম) । আমি গিরিহিলার অনেক ঠাই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই (তোমাদের মত) । তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই (সে রূপ লুকারে) । ব্রজের খেলা ছিল কৌড়ানৌড়ি, এখন নদের খেলা ধুলার গড়াগড়ি (হরিবোল বলে যে) (প্রেমে মত্ত হয়ে) । ছিল ব্রজের খেলা উচ্চয়োল, আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল (ওহে প্রাণ

দক্ষিণেশ্বর । অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা মণিসঙ্গে । রামলালের গান । ১০৯

গৌর ।) । তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল আছে হুঁচী নরন বঁকা (ওহে দয়াল গৌর !) । তোমার পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরসা পেয়ে ছ মনে (ওহে পতিতপাবন) । বড় আশা করে এলাম ধরে, আবার রাখ চরণছায়া দিবে (ওহে দয়াল গৌর) । জগাই মাধাই তরে গেছে, ত্রু সেই ভরসা আমার আছে (ওহে অধমভারণ) । তোমরা নাকি আচড়ালে দাও কোল, কোল দিবে বল হরিবোল । (ওহে পরম করুণ) (ও কালালের ঠাকুর) ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের গোপনে সাধন ।]

নহবৎখানার উপরের ঘরে মণি একাকী বসিয়া আছেন । অনেক রাত্রি হইয়াছে । আজ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা । আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ী, মন্দিরশীর্ষ, উত্থানপথ, পঞ্চবটী তাঁদের আলোতে ভাসিয়াছে । একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেছেন ।

রাত প্রায় তিনটা হইলে, তিনি উঠিলেন । উত্তরাসা হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর কথা বলিয়াছেন । আর নহবৎখানা ভাল লাগিতেছে না । তিনি পঞ্চবটীর ঘরে থাকিবেন, স্থির করিলেন ।

চতুর্দিকে নীরব । রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে । এক একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে । তিনি পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন ।—দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন । কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্দ্রনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, কোথায় দাদা অশ্বসুন্দন ।

আজ পূর্ণিমা । চতুর্দিকে বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মধ্যদিয়া তাঁদের আলো ফাটিয়া পড়িতেছে ।

আরও অগ্রসর হইলেন । একটু দূর হইতে দেখিলেন, পঞ্চবটীমধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন । তিনিই নির্জনে একাকী ডাকিতেছিলেন, কোথায় দাদা অশ্বসুন্দন ।

মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন ।

দ্বিতীয় ভাগ—অনুদর্শন ২৩ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাফ্টার, রাম, গিরীন্দ্র, গোপাল ।]

শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ইং ৫ই এপ্রেল, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ, প্রাতঃকাল বেলা আটটা । মাফ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহস্রাবদন, কক্ষ মধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট । মেজতে কয়েকটি ভক্ত বসিয়া ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুষ্যদের বংশসম্মত । কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ী । মেকেঞ্জি লায়ালের Exchange নামক নীলাম ঘরের কার্য্যাধ্যক্ষ । তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তচর্চায় বড় প্রীতি । পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন । ইতিমধ্যে এক দিন নিজেব বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন । তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকা সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন । আজ এইরূপ নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন । নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল । মাফ্টার বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে । প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতে শুনিলেন না ; বলিলেন, “আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে বাব ।” অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন ।

মাফ্টার পৌঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহার কিয়ৎকণ পৌঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সলাপ করিতেছেন । ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি এক পাশে বসিলেন ।

[অবতারবাদ , Humanity and Divinity of Incarnations.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) । কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ । যদি বল, অবতার কেমন ক’রে হবে, বাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম্ম

অনেক আছে, হয় ত রোগ-শোকও আছে ; তার উত্তর এই যে,
“পঞ্চ ভূতেষু ফাঁদে ত্রাসা প’ড়ে কাঁদে ।”

“দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ’য়ে কাঁদতে লাগলেন ।
আবার হিরণ্যাক্ষ বশ করবার জন্য বরাহ অবতার হ’লেন । হিরণ্যাক্ষ
বধ হ’লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না । বরাহ হ’য়ে আছেন ।
কতকগুলি চানাপোনা হ’য়েছে । তাদের নিয়ে এক রকম বেশ
আনন্দে রয়েছেন । দেবতারা ব’লেন, এ কি হ’লো, ঠাকুর যে আসতে
চান না । তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন
ক’রলে । শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজিদি ক’রলেন, তিনি চানা-
পোনাদের মাই দিতে লাগলেন (সকলের হাস্ত) । তখন শিব ত্রিশূল
এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন । ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে
চলে গেলেন ।

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি) । মহাশয় । অনাহত শব্দটি কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হ’চ্ছে । প্রণবের
ধ্বনি । পরব্রহ্ম থেকে আসছে, বোগীরা শুন্তে পায় । বিষয়াসক্ত জীব
শুন্তে পায় না । বোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি এক দিকে নাতি
থেকে উঠে ও আর একদিক্ সেই স্বরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে ।

[পরলোক সধকে ঐযুক্ত কেশব সেনের প্রর ।]

প্রাণকৃষ্ণ । মহাশয় ! পরলোক কি রকম ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশব সেনও এ কথা জিজ্ঞাসা ক’রেছিল ।
যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ
জন্মগ্রহণ ক’র্তে হবে । কিন্তু জ্ঞান লাভ হ’লে আর এ সংসারে আসতে
হয় না । পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না ।

“কুমোরেরা হাঁড়ি রোজে শুকুতে দেয় । দেখ নাই, তার ভিতর
পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে ? গরু-টরু চ’লে গেলে হাঁড়ি
কতক কতক ভেঙ্গে যায় । পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে
ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না । কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে
কুমোর তাদের আবার লয় ; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নুতন

হাঁড়ি ১৩য়ার হয় । তাই বতকণ ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই, ততকণ কুমোরের হাতে যেতে হ'বে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হ'বে ।

“সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে ? আর গাছ হয় না । মানুষ জ্ঞানায়িতে সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আব নতুন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায় ।

[বেদান্ত ও অহংকার । কোন্ ও ‘অবস্থাজ্ঞানসাক্ষী’ । জ্ঞান ও বিজ্ঞান ।]

“পুনরাণ মতে ভক্ত একটা, ভগবান্ একটা, আমি একটা, তুমি একটা ; শরীর সরা ; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহংকাররূপ জল রয়েছে । ব্রহ্ম সূর্যাস্বরূপ । তিনি এই জলে প্রাতিবিম্বিত হ'ছেন । ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে ।

“বেদান্ত (বেদান্ত-দর্শন) মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মারা, স্বপ্নও, অবস্তু । অহংরূপ একটা লাঠী সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে । (মাফটারেব প্রতি)—তুমি এইটে শুনে যাও—অহং লাঠীটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র । অহং লাঠীটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল, ও একভাগ জল । ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয় । তখন এই অহং পুঁছে যায় ।

“তবে লোকশিক্ষাব জন্য শঙ্করাচার্য্য ‘বিষ্ণুর আমি’ রেখেছিলেন । (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) “কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে । কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হ'য়েছি । জ্ঞানের লক্ষণ কি ? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না । বালকের মত হ'য়ে যায় । লোহার খড্গ যদি পরশমণি ছোঁয়ান হয়, খড়্গ সোণা হয়ে যায় । সোণায় হিংসার কাজ হয় না । বাহিরে হয় ত দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না ।

“দূর থেকে গোড়া দড়ি বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি প'ড়ে আছে । কিন্তু কাছে এসে কুঁ দিলে সব উড়ে যায় । ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল । কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয় ।

“বালকের আঁট থাকে না । এই খেলাঘর করলে কেউ হাত দেয় ত খেই খেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে । আবার নিজেই ভেঙ্গে

কেলবে সব । এই, কাপড়ে এত আঁট, বলছে, 'আমার বাবা দিচ্ছে, আমি দেবো না' । আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড় খানা কেলে দিবে চ'লে যায় !

“এই সব জ্ঞানোব লক্ষণ । হয় ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য ; কোচ, কেদারা, চবি, গাড়ী-ঘোড়া ; আবার সব ফেলে কান্দী চলে যাবে ।

“বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয় । এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল । একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, “তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি ? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাতছেলের বাপ হয়েছিলাম । ভেলেরা সব লেখা-পড়া, অস্ত্রবিজ্ঞা, সব শিখ'ছিল । আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কর'ছিলাম । কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি” ? সে ব্যক্তি বললে, “ও ত স্বপন, ওতে আব কি হয়েছে !” কাঠুরে বললে, দূর । তুই বুঝিস্ না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য, কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তাহ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য ।”

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলাম । এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানোব অবস্থা বলিতেছেন । ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ‘নেতি’ ‘নেতি’ ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান । ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার ক'বে সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধরা যায় ।

“বিজ্ঞান—কি না বিশেষরূপে জানা । কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে । যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান ; যে দেখেছে, সে জ্ঞানী ; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে । ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ ; যেন তিনি পরমাত্মীয় ; এরই নাম বিজ্ঞান ।

“প্রথমে ‘নেতি’ ‘নেতি’ কর্ত্তে হয় । তিনি পঞ্চভূত নন ; ইন্দ্রিয় নন ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নন ; তিনি সকল ভবের অতীত । ছাদে উঠতে হবে; সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ কবে যেতে হবে । সিঁড়ি কিছু ভাঙ নয় । কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ

তৈয়ারী,—ইট চুপ স্থরকি,—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারি। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হ'চ্ছে। সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়।

[গুরুদেব কি বিজ্ঞান হ'তে পাবে। সাধন চাই।]

“বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীবজগৎ হ'য়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। বামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর 'সংসারে থাকাবো না' ব'লেন, দশবৎ বশিষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্য। বশিষ্ঠ ব'লেন, 'রাম। যদি সংসার ঈশ্বরছাড়া হয় তুমি ত্যাগ ক'তে পাবে।' বামচন্দ্র চুপ ক'বে রহিলেন। তিনি বেশ জানেন, যে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হলো না (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই। দিব্য চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না, কুমারী পূজা। হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম, সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে স্ত্রী, এক দিকে ছেলে, দুজনকেই আদর ক'চ্ছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'লো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটা পেলে সংসারে ঈশ্বর দর্শন হয়, তবেই, সাধন চাই।

“সাধন চাই। এইটি জানা যে, দ্রালোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। দ্রালোক স্বভাবতঃ পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তাই দুজনেই শীগগির পাড় যায়।

“কিন্তু সংসারে তেমনি খুব স্তুবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো স্বদ্বারা সহবাস ক'বনে। (সহাস্ত্রে) মাস্টার হাস্‌চো কেন ?

মাস্টার (স্বগতঃ)। সংসারী লোক একবারে সমস্ত ত্যাগ পেয়ে উঠবে না ব'লে, ঠাকুর এই পব্যাপ্ত অনুমতি দিচ্ছেন। ঘোল আনা ব্রহ্ম-চর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব ? (হঠযোগীর প্রবেশ।)

পঞ্চবর্তীতে একটা হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল চুপ খান, আকিং খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান

না । আফিমের ও দুধের পয়সার অভাব । ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, হঠযোগীও সজ্জিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন । হঠযোগী রাখালকে বলিলেন, “পরমহংসজীকে ব’লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ।” ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কল্‌কাতার বাবুরা এলে ব’লে দেখনো ।

হঠযোগী (ঠাকুরের প্রতি) । আপ্ রাখালসে কেয়া বোলাথা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ! ব’লেছিলাম, দেখবো, যদি কোন বাবু কিছু দেয় ।

তা কৈ—(প্রাণকৃষ্ণাদিও প্রতি) তোমরা বুঝি এদেব like কর না?

প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন ।

(হঠযোগীর প্রশ্নান ।)

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা । নরলীলায় বিশ্বাস করো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি) । আব সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব অঁট চাই । সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায় । আমার সত্য কথাও অঁট এখন তবু একটু কমছে, আগে ভারি অঁট ছিল । যদি ব’ল্‌তুম ‘নাইবো,’ গঙ্গায় নামা হ’লো, মস্ত্রোচ্চারণ হ’লো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ’লো, বুঝি পুরো নাওয়া হ’ল না । অমুক যায়গায় হাগুতে যাবো, ত সেইখানেই গেতে হবে । রামের বাড়ী গেলুম কল্‌কাতায় । ব’লে ফেলেছি, লুচি খানো না । যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে । কিন্তু লুচি গ’বো না ব’লেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই (সকলের হাস্য) ।

এখন তবু একটু অঁট কমেছে । বাছে পায়নি, যাবো ব’লে ফেলেছি, কি হবে ? রামকে* জিজ্ঞাসা ক’ল্পুম । সে ব’লে, গিয়ে কাজ নাই । তখন বিচার ক’ল্পুম, সব ত

* ৬রামচাঁদুহো, ঠাকুরবাড়ীর শ্রীশ্রীরাধাকান্তের দেবক ।

নারায়ণ। রাম ও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন? হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে ব'লছে, হাতীর কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু অঁটি কমেছে।

[পূর্বকথা--বৈষ্ণবচরণের উপদেশ--নরলীলায় বিশ্বাস কবো।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন দেখছি, এখন আবার একটা অবস্থা বদলাচ্ছে। অনেক দিন হ'লো, বৈষ্ণবচরণ ব'লেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে, তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে। এখন দেখছি, তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও চলরূপে,—কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুকপ নারায়ণ, চলকপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চকপ নারায়ণ।

“এখন ভাবনা হয়, সবাইকে খাওয়ান কেমন করে হয়। সবাইকে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই।

প্রাণকৃষ্ণ (মাফ্টার দৃষ্টি, সহাস্ত্রে)। আচ্ছা লোক। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়, নৌকা থেকে নেমে তবে চাড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে)। কি ক'য়েছিল?

প্রাণকৃষ্ণ। নৌকায় উঠেছিলেন। একটু ঢেউ দেখে বলেন, নামিয়ে দাও—(মাফ্টারের প্রতি) কিসে ক'রে এলেন?

মাফ্টার (সহাস্ত্রে)। হেঁটে। | ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

[সংসারী লোকের বিষমকন্মতাগ কঠিন। পণ্ডিত ও বিবেক।]

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়। এইবার মনে ক'চ্ছি, কন্ম ছেড়ে দিব। কন্ম ক'রতে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে দেখাইয়া) একে কাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে, ইনি কাজ ক'র্বেন। আর পারা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বড় ঝগাট। এখন দিন কতক নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তা করা খুব ভাল। কিন্তু ভূমি ব'লছো বটে ছাড়বে। কাপ্তেনও ঐ কথা ব'লেছিল। সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে উঠে না।

“অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে,

কাজে কিছুই নয় । যেমন শকুনি খুব উচুতে উঠে ; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর , অর্থাৎ সেই কামিনীকাকনের উপর, —সংসারের উপর, — আসক্তি । যদি শূনি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয় । তা না হ'লে কুকুব ভাগল জ্ঞান হয় ।

প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, আপনি যাবেন ? মাষ্টার বলিলেন, না, আপনাকে আস্তন । প্রাণকৃষ্ণ হাসিতেছেন ও বলিলেন, তুমি আব যাও । (সকলের হাস্য ।)

মাষ্টার পঞ্চবটীর কাছে একটু বেড়াইয়া ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করিতেন, সেই ঘাটে স্নান করিলেন । তৎপরে ৮তমতাবিণী ও ৮বাধাকাস্ত দর্শন ও প্রণাম করিলেন । ভাবিতেছেন, শূনিষাডিলাম ঈশ্বর নিবাকার, তবে এই প্রতিমার সম্মুখে কেন প্রণাম ? ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ সাকার দেবদেবী মানেন, এই জ্ঞান ? আমি ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, বুঝি না । ঠাকুর যেকালে মানেন, আমি কোন ছার, মানিতেই হইবে ।

মাষ্টার ভবতারিণীকে দর্শন করিতেছেন । দেখিলেন, বামহস্ত-দ্বয়ে নবমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে নবাভয় । একদিকে ভয়ঙ্কর, আর এক দিকে মা ভক্তললৎসল । দুইটা ভাবের সমাবেশ । ভক্তের কাছে, তাঁর দানহীন জীবের কাছে, মা দয়াময়া । স্নেহময়া । আবার এও সত্য, মা ভয়ঙ্কর কালকানিনী । একাধারে কেন দুই ভাব, মা-ই জানেন ।

ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাষ্টার শ্রবণ করিতেছেন । আব ভাবিতেছেন, শূনেছি, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন । এই কি “মুগ্ধ আধারে চিন্ময়া দেবী ?” কেশব এই কথা বলিতেন ।

[সনাদিস্থ পুরুষের (শ্রীবামকৃষ্ণের) ঘটাবাটীর পপব ।]

এইবার তিনি ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া বসিলেন স্নান করিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ফলমূলাদি প্রসাদ থাইতে দিলেন । তিনি গোল বারাণ্ডায় বসিয়া প্রসাদ পাইলেন । পান করিবার জলের ঘটী বারাণ্ডাতেই রহিল । ঠাকুরের কাছে তাডাতাড়ি আসিয়া যবের মধ্যে বসিতে যাইতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, “ঘটী আনলে না ?”

মাষ্টার । আজ্ঞা হাঁ, আনছি ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । বাহ !

মাফ্টার অপ্রস্তুত । বারাণস গিয়া ঘটা ঘরের মধ্যে রাখিলেন ।

মাফ্টারেব বাড়ী কলিকাতায় । তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে শ্যাম পুকুবে বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন । সেই বাড়ীর কাছেই কৰ্ম্মস্থল । তাঁহার ভ্রাতাসন বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন । ঠাকুরের ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটীতে গিয়া থাকেন, কেননা, একালভুক্ত পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা কবির অনেক সুবিধা । কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে যদিও ঐকপ বলিতেন, তাঁহার দুর্দ্দৈবক্রমে তিনি বাটীতে কিরিয়া যান নাই । আজ ঠাকুর আবার সেই বাড়ীর কথা তুলিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেমন, এইবার তুমি বাড়ী যাবে ?

মাফ্টার । আমার সেখানে ঢুকতে কোন মতে মন উঠে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন ? তোমার বাপ বাড়ী ভেঙ্গেচুরে নূতন ক'রছে ।

মাফ্টার । বাড়ীতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি । আমার বেতে কোন মতে মন হয় না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কাকে তোমার ভয় ? মাফ্টার । সব্বাইকে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে) । সে তোমার যেমন নৌকাতে উঠতে ভয় ।

ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেল । আরতি হইতেছে ও কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে । কার্লাবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ । আরতির শব্দ শুনিয়া কান্দাল, সাধু, ফাকর, সকলে অখতিশালায় ছুটিয়া আসিতেছেন । কাক হাতে শালপাতা, কাক হাতে বা তৈজস-পাত্র,—খালা, ঘটা । সকলে প্রসাদ পাইলেন । আজ মাফ্টারও ভবতারিণীব প্রসাদ পাইলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও 'নববিধান' । 'নববিধানে সার আছে' ।

ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণান্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন । এমন সময় রাম, গিরীন্দ্র ও আর কয়েকটি ভক্ত আসিয়া উপস্থিত । ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তৎপবে আসন গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানের কথা পড়িল ।

রাম (ঠাকুরের প্রতি) । মহাশয়, আমার ত নববিধানে কিছু উপকার হ'য়েছে ব'লে গোধ হয় না । কেশব বাবু যদি খাঁটি হ'তেন, শিষ্যদের অবস্থা এরূপ কেন ? আমার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই । যেমন খোলামকুচি নেড়ে, ঘরে তাল দেওয়া । লোক মনে মনে ক'চ্ছে খুব টাকা কম-কম ক'চ্ছে, কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি ! বাহিরের লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিছু সাব আছে বৈ কি । তা না হ'লে এত লোকে কেশবকে মানে কেন ? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না ? ঈশ্বরের ইচ্ছে না থাকলে, এ রকম একটা হয় না ।

“তবে সংসার ত্যাগ না ক'রলে আচার্য্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না । লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে, আমাদের বলে, ‘ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ অনিত্য ।’ সর্বব্যাপী না হ'লে তার কথা মনে লয় না । ঐহিক যারা কেউ কেউ নিতে পারে । কেশবের সংসার ছিল কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল । সংসারটাকে ত বন্ধ ক'র্ত্তে হবে । তাই অত লোকচান দিয়েছে, কিন্তু সংসারটা বেশ পাকা ব'বে রেখে গেছে । অমন জামাই । বাড়ী ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট । সংসার ক'রতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে । ভোগের জায়গাই সংসার ।

রাম । ও খাট, বাড়ী বন্ধার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন ; কেশবসেনের বন্ধা । মহাশয়, যাঁট বলুন, বিজয় বাবু ব'লেছেন, কেশব সেন এমন কথা বিজয় বাবুকে ব'লেছেন যে, আমি খুইফ্ট আর গৌরাজের অংশ, তুমি বল যে তুমি অদ্বৈত : আবার কি বলে জানেন ? আপনিও নববিধান ! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । কে জানে বাপু, আমি কিন্তু নববিধান মানে জানি না । (সকলের হাস্য) ।

রাম । কেশবের শিষ্যরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম সামঞ্জস্য কেশব বাবু করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ (অবাক হইয়া) । সে কি গো । অধ্যাত্ম (রামায়ণ) তবে কি ? নাবদ রামচন্দ্রকে স্তব

করতে লাগলেন, হে ব্রাহ্ম । বেদে যে পরব্রহ্মের কথা আছে, সে তুমিই । তুমিই মানুষকপে আমাদের কাছে রয়েছ ; তুমিই মানুষ বলে বোধ হ'চ্ছে ; বস্তুতঃ তুমি মানুষ নও, সেই পরব্রহ্ম । রামচন্দ্র ব'লেন, “নারদ । তোমাব উপর বড় প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও !” নারদ বলেন, “রাম । আর কি বর চাহিব ? তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও । আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ কোরো না ।” অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞানভক্তিরই কথা ।

কেশবের শিষ্য অমৃতবাবু কথ্য পড়িল ।

রাম । অমৃতবাবু এক রকম হয়ে গেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, সে দিন বড় রোগা দেখলুম ।

রাম । মহাশয় । লেকচারের কথা শুনুন । যখন খোলার শব্দ হয়, সেই সময় বলে ‘কেশবের জয়’ । আপনি বলেন কিনা যে, গেড়ে ডোবায় দল হয় । তাই একদিন লেকচারে অমৃতবাবু ব'লেন, সাধু ব'লে-ছেন বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে, কিন্তু ভাই, দল চাই দল চাই । সত্য বলছি, সত্য বলছি, দল চাই । (সকলেব হাস্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ কি । ছা । ছা । ছা । এ কি লেকচার ।

কেহ কেহ একটু প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথা পড়িল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । নিমাই-সন্ন্যাসের যাত্রা হ'চ্ছিল, কেশবের ওখানে আমায় নিয়ে গিছিল । সেই দিন দেখেছিলাম, কেশব আর প্রতাপকে একজন কে বলে, এ'রা দুজনে গৌর নিতাই । প্রসন্ন তখন আমায় জিজ্ঞাসা ক'লে, তা'হলে আপনি কি ? দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল ; আমি কি বলি দেখবাব জন্য । আমি বলুম, আমি তোমাদের দাসানু-দাস, রেণুর রেণু । কেশব হেসে বলে, ইনি ধরা দেন না ।

রাম । কেশব কখনও ব'লতেন, আপনি জন্ দি ব্যাপ্টিস্ট ।

একজন ভক্ত । আমার কিন্তু কখন কখন ব'লতেন Nineteenth Century (উনবিংশ শতাব্দী) চৈতন্য আপনি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওর মানে কি ? ভক্ত । ইংরাজী এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেব আবার এসেছেন ; সে আপনি ! শ্রীরামকৃষ্ণ

(অন্তমনস্ক হয়ে) । তা'ত হ'লো । এখন হাতটা* আরাম কেমন ক'রে হয় বল দেখি ? এখন কেবল ভাবছি, কেমন ক'রে হাতটা সারবে !

ত্রৈলোক্যের গানের কথা পড়িল । ত্রৈলোকা কেশবের সমাজে ঈশ্বরের নাম-গুণ কার্ত্তন করেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা ! ত্রৈলোক্যের কি গান ।

রাম । কি, ঠিক ঠিক সব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ঠিক ঠিক ; তা' না ত'লে মন এত টানে কেন ?

রাম । সব আপনাব ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন । কেশব সেন উপাসনার সময় সেট ভাবগুলি সব বর্ণনা ক'রতেন, আব ত্রৈলোকা বাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন । এই দেখুন না, ঐ গানটা—

“প্রেমেব বাজ্যং আনন্দেব বেলা । হবি ভক্তসঙ্গে বসবঙ্গে করিছেন কত খেলা ॥”

আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে ঐ গান সব বাঁধা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তুমি আর জ্বালিও না । * * * আবার আমায় জড়াও কেন ? (সকলের হাস্য । গিরীন্দ্র । ব্রাহ্মরা বলেন, পরনহংসদেবেব faculty of organisation নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এর মানে কি ? মাস্টার । ‘আপনি দল চালাতে জানেন না । আপনার বুদ্ধি কম’ এই কথা বলে । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) । এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাজল ? তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও । (সকলের হাস্য ।)

[ব্রাহ্মসমাজ ও বৈষ্ণব ও শাক্তকে, সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে উপদেশ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বলছে, তা হ'লেই বা । আন্তরিক তাঁকে ডাকলেই হ'লো । যদি আন্তরিক হয়, তিনি ত অন্ত্যমামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তাঁর স্বরূপ কি ।

“তবে এটা ভাল না—এই বলা যে আমবা যা বুছেছি তাই ঠিক, আর যে যা বলছে, সব ভুল । আমরা নিরাকার বলছি, অন্তএব তিনি

* কিয়দিন পুণ্ডে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন । হাতে বাড্ দিয়া অনেকদিন বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল । এখনও বাঁধা ছিল ।

নিরাকার, তিনি সাকার নন । আমরা সাকার বলছি, অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার নন । মানুষ কি তাঁর ইতি ক'রতে পারে ?

“এই রকম বৈষ্ণব-শাক্তদের ভিতর রেবারিষি । বৈষ্ণব বলে, আমার কেশব,—শাক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধারকর্তা ।

“আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিচ্ছলাম । বৈষ্ণব-চরণ বৈরাগী, খুব পণ্ডিত, কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব । এদিকে সেজো বাবু ভগবতীর ভক্ত । বেশ কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবচরণ বলে ফেললে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্তা । বৈষ্ণব বলে, ব'লতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল । বলোছিল, ‘শালা আমার ।’ (সকলের হাস্য ।) শাক্ত কি না । বলবে না । আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি ।

“বড় লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম কোরে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে । হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মজ্ঞানী, শাক্ত বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া । এ বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ বলছে, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আত্মশক্তি, ননা হয়, তাঁকেই বীণা তাঁহাকেই আল্লা বলা হয় । ‘এক রাম তাঁর হাজার নাম ।’

“বস্তু এক, নাম আলাদা । সকলেই এক জিনিসকে চাছে । তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম । একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে, হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কলসী ক'রে—ব'লছে ‘জল’ । মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে ক'বে—তারা ব'লছে ‘পানী’ । খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা ব'লছে ‘ওয়াটার’ (water) । (সকলের হাস্য) ।

“যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা জল নয়, পানী, কি পানী নয়, ওয়াটার, কি ওয়াটার নয়, জল; তা হ'লে হাসির কথা হয় তাই দলাদলি, মনাস্তুর, ঝগড়া, ধর্ম নিয়ে লাটোলাটি, মারামারি, কাটাকাটি ; এ সব ভাল নয় । সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আস্তুরিক হ'লেই, ব্যাকুল হ'লেই, তাঁকে লাভ করবে । (মণির প্রতি) । তুমি এইটে শুনে যাও—

“বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায়, আর কারকে চায় না । সেই এক সচ্চিদানন্দ । যাকে বেদে ‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম’ ব'লেছে,

দক্ষিণেশ্বরে রামাদিসঙ্গে । পিতা ধর্ম্যঃ পিতা স্বর্গঃ । ১২৩

তব্ধে তাঁকেই ‘সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ’ ব’লেছে, তাঁকেই আবার পুরাণে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ’ ব’লেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলেন, বাম বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজে রেঁখে খান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) । তুমিও কি রেঁখে খাও ?

মণি । আজ্ঞে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখো না,

একটু গাওয়া ঘৌদিয়ে খাবে । বেশ শবীব মন শুদ্ধ বোধ হবে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[পিতা ধর্ম্যঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমস্তুপঃ ।]

রামের ঘরকন্নাব অনেক কথা হইতেছে । রামের বাবা পরম বৈষ্ণব , বাড়ীতে শ্রীধরের সেবা । রামের বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন —রামের তখন খুব অল্প বয়স । পিতা ও বিমাতা রামের বাড়ীতেই ছিলেন ; কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয়া রাম সুখী হ’ন নাই । এক্ষণে বিমাতার বয়স চল্লিশ বৎসর । বিমাতার জন্ম রাম পিতার উপরও মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন । আজ সেই সব কথা হইতেছে ।

রাম । বাবা গোলাঘ গেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের

প্রতি) । শুনলে ? বাবা গোলাঘ গেছেন, আর উনি ভাল আছেন ।

বাম । তিনি (বিমাতা) বাড়ীতে এলেই অশান্তি । একটা না একটা গণ্ডগোল হবেই । আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায় । তাই আমি বলি, তিনি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুন না কেন ?

গিবীন্দ্র (রামের প্রতি) । হোমাব স্ত্রীকেও ঐ রকম বাপের বাড়ীতে রাখ না । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । একি হাঁড়ি কলসী গা ? হাঁড়ী এক জায়গায় রহিল, সরা এক জায়গায় রহিল ? শিব একদিকে, শক্তি একদিকে ।

রাম । মহাশয় । আমরা আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাঙবে, একপ স্থলে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তবে আলাদা বাড়ী

ক’রে দিতে পার, সে এক । মাসে মাসে সব খরচ দেবে । বাপ মা কত বড় গুরু ! রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, শবার পাতে কি খাব ?

আমি বলি, সে কি রে ? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না ?

“তবে একটা কথা আছে, যারা সৎ, তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় না । এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না ।

[গুরুকে ইষ্টবোধে পূজা । অসচ্চরিত্র হলে ও গুরুভ্যাগ নিবেদন ।]

গিরীন্দ্র । মহাশয় । বাপ মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ ক’রে থাকেন, কোন ভয়ানক পাপ ক’রে থাকেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা হ’ক । মা দ্বিচারিণী হলেও ভ্যাগ করবে না । অমুক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা ব’লে যে, ও’র ছেলেকে গুরু করা যাক । আমি বল্লুম, ‘সে কি গো । ওলকে ছেড়ে ওলের মুখীনেবে ? নষ্ট হ’ল ত কি ?’ তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো ।

“বত্তপি আমার গুরু গুড়িবাড়ী যায় । তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ।”

[চৈতন্যদেব ও মা ; মানুষের ঋণ । Duties.]

“মা বাপ কি কম জিনিষ গো ? তাঁরা প্রসন্ন না হ’লে ধর্ম্মটর্ম্ম কিছুই হয় না । চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত ; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধ’রে মাকে বোঝান । ব’লেন, ‘মা । আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব ।’

(মাষ্টারের প্রতি, তিরস্কার করিতে করিতে) “আর তোমায় বলি, বাপ মা মনুষ্য ক’লে, এখন কত ছেলে-পুলেও হ’লো, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা । বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে, ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয় । তোমার বাপের অভাব নাও ব’লে ; তা না হ’লে আমি ব’লতুম, ধিক্ ! (সভাপুরুষ সকলেই স্তব্ধ ।)

“কতকগুলি ঋণ আছে । দেবঋণ, ঋষিঋণ ; আবার মাতৃঋণ, পিতৃঋণ ; স্ত্রীঋণ । মা বাপের ঋণ পরিশোধ না ক’রলে কোন কাজই হয় না ।

স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে । হরীশ স্ত্রীকে ভ্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে । যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাকত, তা হ’লে বলতুম, ঢামুনা শালা ।

“জ্ঞানের পর ঐ স্ত্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী । চণ্ডীতে আছে, বা দেবী সর্বভূতেশু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।’ তিনিই মা হ’য়েছেন ।

“বত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই । আ ম তাই বৃন্দকে* কিছু বলতে পারি না । কেউ নেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহার আর এক রকম । রামপ্রসন্ন † ঐ ইঠমোগীর কিসে আফিম আর ছুথের ষোগাড় হয়, এই ক’রে ক’রে বেড়াচ্ছে । আবার বলে, মম্মুতে সাধু সেবার কথা আছে ।’ এ দিকে বুড়ো মা খেতে পারি না, নিজের হাট-বাজার ক’রতে যায় । এমনি রাগ হয় ।

[সকল ঋণ হইতে কে মুক্ত ? সন্ন্যাসী ও কর্তব্য ।]

“তবে একটা কথা আছে । যদি প্রেমোন্মাদ হয়, তা হ’লে কে বা বাপ, কে বা মা. কে বা স্ত্রী । ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে, পাগলের মত হ’য়ে গেছে । তার কিছুই কর্তব্য নাহ । সব ঋণ থেকে মুক্ত । প্রেমোন্মাদ কি রকম ? সে অবস্থা হ’লে জগৎ ভুল হ’য়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায় ! চৈতন্যদেবের হ’য়েছিল । সাগরে ঝাঁপ দিয়ে প’ড়লেন, সাগর ব’লে বোধ নাই । মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে প’ড়ছেন—ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই নিজা নাই, শবার ব’লে বোধই নাই ।

[শ্রীযুক্ত বুড়ো গোপালের তীর্থযাত্রা । ঠাকুর বিদ্যমান, তীর্থ কেন ? অধরের নিবন্ধন । রামের অভিমান । ঠাকুর মধ্যস্থ ।]

ঠাকুর ‘হা চৈতন্য ।’ বলিয়া উঠিলেন ।

(ভক্তদের প্রতি) ‘চৈতন্য’ কি না অশ্বগু চৈতন্য । বৈকুণ্ঠ চরণ ব’লতো, গৌরাঙ্গ এই অশ্বগুচৈতন্যের একটা ফুট ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থ যাওয়া ?

বুড়ো গোপাল ‡ । আজ্ঞে হাঁ । একটু ঘুরে ঘুরে আসি ।

রাম (বুড়ো গোপালের প্রতি) । ইনি বলেন, বহুদকের পর কুটী-

* বৃন্দে কি, ঠাকুরের পরিচায়িকা । ১২ই আষাঢ় ১২৮৪ সাল, ইং ২৫ শে জুন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণে নিযুক্ত হয় । † এঁদের ভক্ত ৮ কৃষ্ণবিশোয়ের গুণ । ‡ বুড়ো গোপাল—এঁর নিবাস সিঁতি, ঠাকুরের একজন সন্ন্যাসী ভক্ত । ঠাকুর বুড়ো গোপাল বলিয়া ডাকিতেন ।

চক । যে সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁর নাম বহুধক । যাঁর ভ্রমণ করার সাধ মিটে গেছে, আর এক জায়গায় স্থির হ'য়ে আসন ক'রে বিনি বসেন, তাঁকে বলে কুটীচক ।

‘আর একটা কথা ইনি বলেন । একটা পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল । জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপানিতে পড়েছে, তার হুঁশ নাই । যখন হুঁশ হ'ল, তখন ডাঙ্গা কোন্ দিকে জানবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল । কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন ফিরে এলো । আবার একটু বিশ্রাম ক'রে দক্ষিণদিকে গেল । সে দিকেও কূল-কিনারা নাই । তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো । আবার একটু জিরিয়ে এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল । যখন দেখলে, কোন দিকেই কূল-কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর চূপ ক'লে বসে রহিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বুড়োগোপাল ও ভক্তদের প্রতি) । যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান । যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান ।

“এক জন ভামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে । রাত অনেক হ'য়েছে । তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল । অনেকগ ধ'বে ঠেলা-ঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো । লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা ক'বলে, কি গো, কি মনে ক'রে ? সে বললে, আব কি মনে ক'রে ; ভামাকের নেশা আছে, জান ত ; টিকে ধরাব মনে করে । তখন সেই লোকটা বললে, “বাঃ, তুমি ত বেশ লোক । এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি । তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে ।” (সকলের হাস্য ।)

“বা চায়, তাই কাছে । অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে ।’

ঠাকুর কি ইজিত করিতেছেন, তিনি বিদ্যমান, তীর্থ কেন ?

রাম । মহাশয় । এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোনও কোনও শিষ্যকে বলেন, চার ধাম ক'রে এসো । যখন একবার ঘুরে দেখে যে, এখানেও যেমন, সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে । এ সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য ।

কথা একটু পামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাহিতেছেন ।

দক্ষিণেথরে রামাদিসঙ্গে । বুড়োগোপালের তীর্থযাত্রা । ১২৭

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । আহা, রামের কত গুণ । কত ভক্তদের সেবা, আর প্রতিপালন । (রামের প্রতি) অধর ব'লছিল, তুমি নাকি তার খুব খাতির ক'বেছ ।

অধরের শোভানাজারে বাড়ী । ঠাকুরেব পবন ভক্ত । তার বাড়ীতে চণ্ডীর গান হইয়াছিল । ঠাকুর ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন । অধরের ক্ষিত্ত রামকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়াছিল । বাম বড় অভিমানী—তিনি লোকেব কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাই অ. ব. বামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন । তাঁব ভুল হইয়াছিল, একজন্ম দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন ।

বাম । সে অধরেব দোষ নয়, আমি জান্তে পোবেছি, সে রাখালের দোষ । রাখালের উপর ভাব ছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ । রাখালের দোষ ধ'বতে নাহি, গলা টিপ্লে দুধ পেরোয় । রাম । মহাশয় । বলেন কি, চণ্ডীর গান হ'ল—

শ্রীরামকৃষ্ণ । অধর তা জান্ত না । এ দেখ না, সে দিন যত্ন মল্লিকের বাড়ী আমার সঙ্গে গিছিল । আমি চ'লে আসবার সময় জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তুমি সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না ? তা বলে, মহাশয় । আমি জানতাম না সে, প্রণামী দিতে হয় ।

“তা যদি না ব'লেই থাকে, হরিনামে দোষ কি ? যেখানে হরিনাম, সেখানে না বললেও যাওয়া যায় । নিমন্ত্রণ দরকার নাই ।”

দ্বিতীয় ভাগ--চতুর্দশ অধ্যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেখরে ভক্তসঙ্গে ; কলিকাতায় চৈতন্যলীলাদর্শন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

রাখাল, নারা'ণ, নৃত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ ।

আজ রবিবার, এই আশ্বিন, ১২৯১ । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন । বাম, মহেন্দ্র (মুখুয্যো), চুনিলাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন । ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ।

চুনিলাল সবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন । সেখানে তিনি ও রাখাল বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন । রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই । নৃত্যগোপালও বৃন্দাবনে গাছেন । ঠাকুর, চুনিলালের সহিত বৃন্দাবনের কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । রাখাল কেমন আছে ? চুনি । আশু, তিনি এখন আছেন ভাল । শ্রীরামকৃষ্ণ । নৃত্যগোপাল আসবে না ?

চুনি । এখনও সেখানে আছেন, দেখে এসেছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার পরিবারের কার সঙ্গে আসছে ?

চুনি । বলরাম বাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো । নাম দেন নাই ।

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে নারা'ণের কথা কহিতে লাগিলেন । নারা'ণ স্কুলে পড়ে । ১৬।১৭ বৎসর বয়স । ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে । ঠাকুর বড় ভালবাসেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । খুব সরল ; না ? ['সরল' এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর মেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন ।

মহেন্দ্র । আশু হাঁ, খুব সরল । শ্রীরামকৃষ্ণ । তার মা সে দিন এসেছিল । অভিমানী দেখে ভয় হলো । তার পর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এ সব সে দিন দেখতে পেলো । তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নারা'ণ গাসে আর আমি আসি, তা নয় ।

রাখাল, নাবাগ, নৃত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ । ১২৯

(সকলের হাস্য ।) মিছবি এ ঘরে ছিল, তা দে'খে বললে, বেশ মিছরি । তবেই জান্লে, খাবার দাবার কোন অসুবিধা নাই ।

“তাদের সামনে বুঝি নাবুরামকে বল্লুম, নারা'ণের জন্ত আর তোর জন্ত এই সন্দেশগুলি রেখে দে । তার পর গণির মা ওরা

সব বল্লে, মা গো, নৌকাভাড়ার জন্ত যা কবে । আমায়

বল্লে যে, আপনি নাবাগকে বলুন, যাতে নিয়ে কবে । সে কথায় বল্লুম, ও সব অদ্ভুতের কথা । ওতে কথা দেবো কেন ? (সকলের হাস্য ।)

“ভাল ক'বে পড়াশুনা কবে না , তাই বল্লে, আপনি বলুন, যাতে ভাল ক'রে পড়ে । আমি বল্লুম, পড়িস্বে । তখন আবার বলে, একটু ভাল কবে বলুন । (সকলের হাস্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (চুনির প্রতি) । ই্যা গ', গোপাল আসে না কেন ?

চুনি । রক্ত্র আগেশা হযোজ । শ্রীবামকৃষ্ণ । ওলুখ খাচ্ছে ?

। শিখোবু ও বেষ্টার অভিনয় । পূর্বকথা—বেলুনদশন ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দাপন ।

ঠাকুর আজ কলিকাতায় ন্টার থিয়েটারে চৈতন্যলালা দেখিতে যাই-বেন । ন্টার থিয়েটারের এখন যেখানে অভিনয় হইত, আজকাল সেখানে কোহিনুর থিয়েটার । মহেন্দ্র মুখুয্যে'র সঙ্গে তাহার গাউ'র করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইবেন । কোনখানে বসিলে ভাল দেখা যায়, সে'র কথা হইতেছে । বেউ কেউ বললেন, এক টাকার সিটে বসিলে বেশ দেখা যায় । বাগ বল্লেন, কেন উনি বসে বসবেন ।

ঠাকুর হাসিতেছেন । কেহ কেহ বলিলেন, বেষ্টারা অভিনয় করে । চৈতন্যদেব, নিতাই এ সব অভিনয় ভারা করে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে) । আমি তাদের মা আনন্দময়া দেখ'বো ।

“তারা চৈতন্যদেব সোজছে, তা হ'লেই বা । শোলার আত্মা দেখলে সত্যকা'র আত্মা উদ্দাপন হয় ।

“একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাঁলাগাছ রয়েছে । দে'খে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিস্মিত । তা'র মনে হয়েছিল যে, ঐ কাঠ শ্যামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয় । অর্মান শ্যামসুন্দরকে মান পড়েছে ।

যখন গড়ের মাঠে বেণুন

দেখতে আমায় নিয়ে গিছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো ; অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।

“চৈতন্যদেব মেডগাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন! শুনলেন, গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। যাই শোনা, অমনি ভাববিষ্ট হয়ে গেলেন।

“শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠ দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহুশূন্য হয়ে যেতেন।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন। “শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে সে কোন কামনা করে না। কেবল শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গ্যাঙটাবাবার শিক্ষা—ঈশ্বরলাভের বিদ্য অষ্টসিদ্ধি ।

“সিদ্ধাই থাক। এক মহাগোল। গ্যাঙটা আমায় শিখালে,—একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কক্ষ হলো ব’লে সে বললে, ঝড় পেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা, আর জাহাজ টুপ ক’রে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক বাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হোলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলো।

“একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্য অহঙ্কারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল, আর তার তপস্বীও ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তার কাছে এলেন। এসে বল্লেন, মহারাজ, শুনেনি তোমার খুব সিদ্ধাই হয়েছে। সাধু খাতির ক’রে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতি সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নূতন সাধুটি বল্লেন, আচ্ছা

মহারাজ, আপনি মনে কবলে এই হাতীটাকে মেরে ফেলতে পারেন ? সাধু বললেন, ‘য্যাসা হোনে শক্তি’ । এই ব’লে ধূলো প’ড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে চট্‌ফট ক’রে ম’রে গেল । তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বললে, আপনাব কি শক্তি । হাতীটাকে মেরে ফেললেন । সে হাসতে লাগল । তখন ও সাধুটি বললে, আচ্ছা, হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন ? সে বললে, ‘ওভি হোনে শক্তি ছায,’ এই ব’লে আবার ঘাই ধূলো প’ড়ে দিলে, অমনি হাতীটা ধড়মড় ক’রে উঠে পড়লো । তখন এ সাধুটি বললে, আপনার কি শক্তি । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি । এই যে হাতী মাবলেন, আর হাতী বাঁচালেন, আপনার কি হলো ? নিজের কি উন্নতি হলো ? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন ? এই বলিয়া সাধুটি অন্তর্ধান হলেন ।

“দর্শনের সূক্ষ্মা গতি । একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না । ছুঁচর ভিতর সূতো মাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না ।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, আমাকে যদি লাভ কবতে চাও, তা হ’লে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না ।

“কি জান ? সিদ্ধাই থাকলে অহঙ্কার হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায় ।

“একজন বাবু এসেছিল—ঢ়ায়া । বলে, আপনি পরমহংস, তা বেশ, একটু স্বস্তায়ন করতে হবে । কি হীনবুদ্ধি । ‘পরমহংস’ ; আবার স্বস্তায়ন করতে হবে ।

স্বস্তায়ন করে ভাল করা, —সিদ্ধাই । অহঙ্কারে ঈশ্বর-লাভ হয় না । অহঙ্কার কিরূপ জান ? যেন উঁচু টিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায় । নীচু জমিতে জল জমে, আর অঙ্কুর হয় ; তার পর গাছ হয় ; তার পর ফল হয় ।

[Love to all, ভালবাসায় অহঙ্কার যায় । তবে ঈশ্বর লাভ ।]

“হাজরাকে তাই বলি, আমি বুঝেছি, আর সব বোকা,—এ বুঝি কোরো না । সকলকে ভালবাসতে হয় । কেউ পর নয় ।

সর্বভূতেই সেই হরিই আছেন । তিনি ছাড়া কিছুই নাই । প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও । প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই । ঠাকুর চাড়-

লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দেও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের অপরাধ না হয়।

“এর মানে এই যে, হরি এককপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানোন্মাদ । জ্ঞানোন্মাদ ও জাতিবিচার ।

[পূর্বকথা ১৮৫৭— কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগল দর্শন । হলধারী ।]

“শ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ । আবার ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হুমু-মানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায়। আবার আছে জ্ঞানোন্মাদ। এক জন জ্ঞানী পাগলের মত দেখেছিলাম। কালীবাড়ীর সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার একজন। এক পায়ে ছোঁড়া জুতা, হাতে কণি আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তার পর কালীঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তার পর মস্ত হয়ে স্তব করতে লাগলো—ক্ৰোঃ ক্ৰোঃ খট্টাঙ্গধারিণীং ইত্যাদি।

“কুকুরের কাছে গিয়ে কান ধ’রে তার উচ্ছ্রষ্ট খেলে,—কুকুর কিছু বলে নাই। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হ’য়েছে। আমি হৃদয়ের গলা ধ’রে বললাম, ওরে হৃদে, আমারও কি ওই দশা হবে ?

“আমার উন্মাদ অবস্থা ! নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে, ওহ্, উন্মাদ হ’য়। সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাক’তো না।

একজন নাঁচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো, আমি খেতুম।

“কালীবাড়ীতে কাকালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে তুই করছিস্ কি ? কাকালীদের এঁটো খেলি ; তোর ছেলেরিলের বিয়ে হবে কেমন ক’রে ? আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা

হলে কি হয় ? তাকে বললাম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড় ? তুমি না শিখাও, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন ।

(মাষ্টারের প্রতি) । দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না । বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে ;—হাতে আনা বড় শক্ত ।

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ।

[পূর্বকথা—মথুর সঙ্গ নবদ্বাপ । ঠাকুর চিনে শ্যাকারীর পায়ে ধরেন ।]

“সেজেতা বাবুন্না সঙ্গে ক’দিন বজরা ক’রে হাওয়া খেতে গেলাম । সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল । বজরাতে দেখলাম, মাঝিরা রাঁধছে । তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজে বাবু ব’লে, বাবা, ওখানে কি ক’বছ ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে । সেজে বাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন । তাই বলে, বাবা, স’রে এসো, স’রে এসো ।

“এখন কিছু আর পারি না । সে অবস্থা এখন নাই । এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো ।

“কি অবস্থা সব গেছে ! দেশে চিনে শ্যাকান্দ্রী আর আর সমবয়সীদের বললাম, ওরে, তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল । সকলের পায়ে পড়তে যাই । তখন চিনে বললে, ওরে, তোর এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে । প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধূলা উড়ে, তখন আম-গাছ, তেঁতুল-গাছ, সব এক বোধ হয় । এটা আম গাছ, এটা তেঁতুল-গাছ চেনা যায় না’ ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি—সংসার না সর্বভোগ ? কেশব সেনের সন্দেহ ।]

একজন ভক্ত । এই ভক্তি উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান উন্মাদ, সংসারী লোকের হ’লে কেমন ক’রে চলবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সংসারী ভক্ত দৃষ্টে) । যোগী ছু রকম । ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী । সংসারে গুপ্ত যোগী । কেউ তাকে টের পায় না । সংসারীর পক্ষে মনে ভাগ, বাহিরে ভাগ নয় ।

রাম । আপনার ছেলে-ভুলোনো কথা । সংসারে জ্ঞানী হ’তে পারে,

বিজ্ঞানী হতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শেষে

বিজ্ঞানী হয় হবে । জোর ক'রে সংসার ত্যাগ ভাল নয় ।

বাম । কেশব সেন বলতেন, ও'র কাছে লোকে অত যাব কেন ? এক দিন কুটুস ক'রে কামডাবেন, তখন পালিয়ে আসতে হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কুটুস ক'বে কেন কামডাব ? আমি ত লোক-দেব নলি, এও কর, ওও কব ; সংসাবও কব, ঈশ্বকেও ডাক । সব ত্যাগ করতে বলি না । (সত্যান্তে) কেশব সেন এক দিন লেক্‌চাৰ দিলে, বলে, হে ঈশ্বব, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পার, আব ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ি । মেয়েবা সব চিকের ভিতবে ছিল । আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সনাই ডুব দিলে কি হবে ? তা হ'লে এ'দের (মেয়েদের) দশা কি হবে ? এক একবার আডায় উঠো, আবাব ডুব দিও, আবাব উঠো । কেশব আব সকলে হাসতে লাগলো । হাজরা বলে, তুমি বজ্রোত্তীর্ণ লোক

বড় ভালবাস, —যাদের টাকা-কড়ি, মান-সম্মান, খুব আছে । তা যদি হলো, তবে হরীশ, নোটো ওদের ভালবাসি কেন ? নবেন্দ্রকে কেন ভালবাসি ? তার ত কলাপোড়া খাবার মুন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাস্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন । একটি ভক্ত গাড়, ও গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন । কলিকাতায় আজ চৈতন্যলালা দেখিতে যাইবেন, সেই কথা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, পঞ্চবটীর নিকট) । বাম সব রজ্রোত্তীর্ণের কথা বল্‌ছে । এত বেশী দাম দিয়ে বস্‌বার কি দরকার ?

Box এর টিকিট লইবার দরকার নাই—ঠাকুর বলিতেছেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

হাতীবাগানে ভক্ত-মন্দিরে । শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের সেবা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা আসিতেছেন । রবিনার, ৬ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ;

আগ্নি শুক্লা দ্বিতীয়া । বেলা ৫টা । গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র মুখুয্যে, মাস্টার ও আরও দু এক জন আছেন । একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন ।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিতঙ্গ হইল । ঠাকুর বলিতেছেন, ‘হাজরা আবার আমায় শেখায় । শালা ।’ কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, আমি জল খাব । বাহু জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর ঐ কপা প্রায় সমাধির পর বলিতেন । মহেন্দ্র মুখুয্যে (মাস্টারের প্রতি) ।

তা হ’লে কিছু খাবার আনলে হয় না ?

মাস্টার । ইনি এখন খাবেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) । আমি খাবো,—বাছো যাব ।

মহেন্দ্র মুখুয্যে হাতীবাগানে ময়দার কল আছে । সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন । সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া মাস্টার গিয়ে-টারে চৈতন্যলালা দেখিতে যাইবেন । মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার ৮মদনমোহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে । পরমহংসদেবকে তাঁহার পিতা ঠাকুর জানেন না । তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়ীতে লইয়া যান নাই । তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাথও একজন ভক্ত ।

মহেন্দ্রের কলে ভক্তপোষের উপর সতর্কতা পাতা । তাহারই উপরে ঠাকুর বাসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি) । আঁচৈতন্যচরিতামৃত শুনতে শুনতে হাজরা বলে, এ সব শক্তির লীলা—বিভু এর ভিতর নাই । বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয় ? এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা ।

[ব্রহ্ম বিভূরূপে সর্বভূতে । শুদ্ধভক্ত ষড়ৈশ্বর্য চায় না ।]

“আমি জানি, ব্রহ্ম আমার শক্তি অন্বেষিত । যেমন জল আর জলের হিমশক্তি । অগ্নি আর দাহিকা শক্তি । তিনি বিভূরূপে সর্বভূতে আছেন, তবে কোনও খানে বেশী শক্তির, কোনও খানে কম শক্তির প্রকাশ । হাজরা আবার বলে, ভগবান্কে গেলে তাঁর মত ষড়ৈশ্বর্যশালী হয় ; ষড়ৈশ্বর্য থাকবে, ব্যবহার করুক আর না করুক ।

মাস্টার । ষড়ৈশ্বর্য হাতে থাকা চাই । (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হাঁ, হাতে থাকা চাই । কি হীনবুদ্ধি ! যে ঐশ্বর্য্য কখন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য করে অধৈর্য্য হয় । যে শুদ্ধভক্ত, সে কখন ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে না ।

কলবাড়ীতে পান সাজা ছিল না । ঠাকুর বলিতেছেন, পানটা আনিয়ে লও । ঠাকুর বাহে যাইবেন । মহেন্দ্র গাড়ু করিয়া জল আনাইলেন ও নিজ গাড়ু হাতে করিলেন । ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন । ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, তোমার নিতে হবে না—এঁকে দাও । মণি গাড়ু লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন ।

মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সঙ্গে দেওয়া হইল । ঠাকুর মাফটারকে বলিতেছেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে ? তা হ'লে আর তামাকটা খাই না ; সন্ধ্যা হ'লে সব কর্ম্ম ছেড়ে তন্ত্রি স্মরণ করব ।

এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন—গণা যায় কি না । লোম যদি গণা না যায়, তাহা হইলে—সন্ধ্যা হইয়াছে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা—শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ ।

[মাষ্টার, বাবুরাম, নিত্যানন্দবংশের ভক্ত, মহেন্দ্র যুখ্যো, গিরীশ ।]

ঠাকুরের গাড়ী বিডন ট্রাটে মটার পিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । রাত প্রায় সাড়ে আটটা । সঙ্গে মাফটার, বাবুরাম, মহেন্দ্র যুখ্যো ও আরও দু একটি ভক্ত । টিকিট কিনিবাব বন্দোবস্ত হইতেছে । নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গির্জাশ্রী স্যামস কয়েকজন কর্ম্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ীর কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন । গিরীশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন । তিনি চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহলাদিত হইয়াছেন । ঠাকুরকে দক্ষিণপশ্চিমের Box এতে বসান হইল । ঠাকুরের পার্শ্বে মাফটার বসিলেন । পশ্চাতে বাবুরাম, আরও দু একটি ভক্ত ।

কলিকাতা । নাট্যালায়ে চৈতন্যলীলা । সমাধি-মন্দিরে । ১৩৭

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ । নীচে অনেক লোক । ঠাকুরের বামদিকে
ড্রপ সিন দেখা যাইতেছে । অনেকগুলি Boxএ লোক হইয়াছে । এক
এক জন বেহারা নিযুক্ত, Boxএর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে ।
ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরীশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন ।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি, সহাস্য) । বাঃ, এখান বেশ । এসে
বেশ হলো ।

অনেক লোক এক সঙ্গে হ'লে
উদাপন হয় । তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন ।

মাফটার । আজ্ঞা, হাঁ । শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে কত নেবে ?

মাফটার । আজ্ঞা, কিছু নেবে না । আপনি এসেছেন, ওদের খুব
আহ্লাদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সব মার মাহাত্ম্য ।

ড্রপ সিন উঠিয়া গেল । এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর
পড়িল । প্রথমে পাপ আর ছয় রিপূর সভা । তার পর বনপথে
বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা ।

ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাজ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন । তাই
বিজ্ঞাধরোগণ আর মুনি-ঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন ।

“শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নদীয়ার এলো গোরা । দেখ দেখ না বিমানে বিজ্ঞাধরোগণে, আসি
তেছে হার দরশনে । দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোল, মুনি ঋষি আসিছে সকল ।”

বিজ্ঞাধরোগণ আর মুনিঋষিগণ গৌরাজকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে
স্তব করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর
হইতেছেন । মাফটারকে বলিতেছেন, আহা ! কেমন দেখো !

বিজ্ঞাধরোগণ ও মুনি-ঋষিগণ গান করিয়া স্তব করিতেছেন—

পুরুষগণ ।—কেশব কুরুর কুরুরা দীনে কুরুরানচরী ।

স্ত্রীগণ ।—মাধব মনোমোহন মোহনমূলধারী । সকলে—হরিবোল হরিবোল
হরিবোল, মন আমার । পুরুষগণ ।—ব্রজ-কিশোর কালায়হর কাতর-ভয়-ভঞ্জন ।

স্ত্রীগণ ।—নয়ন বাকা, বাকা শিখিপাখা, রাধিকাদিরঞ্জন । পুরুষগণ ।—গোবর্দ্ধন-
ধারণ, বনকুল্লন-ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী ।

স্ত্রীগণ । শ্যাম রাসরসবিহারী ॥
সকলে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার ।

বিভাদরীগণ যখন গাইলেন—

“নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদিবন্ধন”

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর-সমাধি-মধ্যে মগ্ন হইলেন।

Concert (এক্যতানবাত্ত) হইতেছে। ঠাকুরের কোন হুঁস নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

চৈতন্যলীলা দর্শন । গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ ।

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দে সমবয়স্কদেব সঁতত গান গাইয়া বেড়াইতেছেন।

গান। কঁাঙা মেঝা ব্রন্দাবন কঁাঙা সশোভা মাই।
কঁাঙা মেঝা নন্দ পিতা কঁাঙা বলাই ভাট ॥ কাঙা মে'ব ধবলী শ্যামলী, কাহ' মে'বি
মোচন সুখী, শ্রীদাম স্তদাম বাখালগন কাহা মে পাঠ ॥ কাহা মে'রি যমুনাটট, কাহা
মে'বি বংশীবট, কাহা গোপনারী মে'রি, কাহা হামাবা বাই ॥

অতিথি চক্ষু বুজিয়া ভাগবান্কে অন্ন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি ভগবান্ বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া প্রশংসা করিতেছেন। মিশ্র ও শচীন্দ্র কাছে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব করিতেছেন।

গান। জগন্নাথ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জগন্নাথ ভবতানুগ ।

অনাথপ্রাণ জীবপ্রাণ গৌরচন্দ্রবরণ ॥

যুগে যুগে বঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ, নব ভবঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধবতারধাবণ ।

তাপহারা প্রেমবারি বিতব বাসবসাবহারী দানপ্রাণ কলুষনাশ দুষ্টপ্রাসকারণ ।

স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর। গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা মেয়ে পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন। নিমাই নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেছেন। এক জন ব্রাহ্মণ ভারা রেগে গেলেন, আব বললেন, আরে বেল্লিক। নিমুপৃষ্ঠাব নৈবিদ্বি কেডে নিচ্ছি—সর্বনাশ হ'বে তো'র। নিমাই তবুও কেডে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উদ্যত

কলিকাতা। চৈতন্যলীলা। গৌরপ্রসন্ন মাণ্ড্যারী শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৩৯

হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের প্রাণে সইল না। তারা উচ্চৈঃস্ববে ডাকিতে লাগিল, নিমাই, ফিরে আয়, নিমাই, ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না।

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

অমনি নিমাই 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা।

ঠাকুর আব স্থির থাকিতে পারিলেন না। “আহা।” বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাত্মক বিষর্জন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরাম ও মান্দ্যাবকে)। দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোনো না। ঐতিকেরা ঢং মনে করবে।

নিমাইএর উপনয়ন। নিমাই সন্ন্যাসী নাজিয়াছেন। শর্টা ও প্রতি-বাসিনীগণ চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া। নিমাই গান গাইয়া ভিক্ষা করিতেছেন।

গান। হে গো ভিক্ষা। হে, আমি নুন যোগী কিরি কেঁদে কেঁদে। ওগো ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি, ওগো তাইতো মা স, দেখ না উপবাসী। দেখ, মা হারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'। বেলা গেল যেত হবে ফিরে, একাকী থাকি মা ধুনাড়ীরে, অধিনীবে। বেশ নীবে, চলে ধীবে ধীবে পাবা বৃহ নাদে।

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-বেশে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন।

পুরুষগণ। চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরূপধারী।
জাগণ। গোপীগণ মনোমোহন, মধুকুঞ্জচাবী ॥ নিমাই। জয় রাধে শ্রীরাধে।
পুরুষগণ। ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান ভঙ্গ; জাগণ। উন্মাদিনী ব্রজকানিনী, উন্মাদ ভরণ।
পুরুষগণ। দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণভরহারী; জাগণ। ব্রজবিহারী
গোপনারী-মান-ভিখারী ॥ নিমাই। জয় রাধে শ্রীরাধে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন।

যবনিকা-পতন হইল। Concert (কনসার্ট) বাজিতেছে।

['সংসারী লোক দু দিক্ রাখ্তে বলে'। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস।]

অষ্টমতের বাটার সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেছেন।—

গান ।—আমার ঘুমাইওনা মন । রাগাঘোরে কতদিন হবে অচেতন ॥
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেল, চাহ রে নয়ন মেলে তাজ কুস্মপন ।
রয়েছো অনিত্য ধানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে, তম পরিহরি হের তরুণ তপন ॥

মুকুন্দ বড় শ্রুত । শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা করিতেছেন ।
নিমাই বাটীতে আছেন । শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন ।
আগে শটীর সঙ্গে দেখা হইল । শটী কাঁদিতে লাগিলেন । বলিলেন,
পুল আমার গৃহধর্ম্যে মন দেয় না , ‘বে অবধি গেছে বিশ্বকপ, প্রাণ
মম কাঁপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী ।’

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন । শটী শ্রীবাসকে বলিতেছেন—
আহা দেখ দেখ পাগলের প্রাণ, আঁধিনীবে বুক ভেসে যায়,
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে ?

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন—
আর বলিতেছেন—

কই প্রভু কই মন কৃষ্ণভক্তি হলো, অধম জনম বৃথা কেটে গেল,
বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব, দেহ পদধূলি বনরালী যেন পাউ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন,
কিন্তু পারিতেছেন না । গদ গদ স্বর । গগুদেশ নয়নজলে ভাসিয়া
গেল । একদৃষ্টে দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়া-
ছেন আর বলিতেছেন, ‘কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি ত হলো না ।’

এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না । গঙ্গা-
দাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন । তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়া-
ছেন । শ্রীবাসকে বলিলেন—শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রহ্মণ, বিষ্ণু-
পূজা ক’রে থাকি ; আপনারা মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার কর্লেম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) । এ সংসারীর শিক্ষা—এও কর, ওও
কর । সংসারী যখন শিক্ষা দেয়, তখন ছদ্ম্বে রাখতে বলে ।

মাস্টার । আজ্ঞা, হাঁ । [গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন—

“ওহে নিমাই, তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে ? তুমি আমার সঙ্গে
তর্ক কর । সংসারধর্ম্য অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্য প্রধান, আমার বোকাও ।
তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক’রে অশ্রু আচার কেন কর ?”

চৈতন্যলীলা । নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন । ১৪১

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) । দেখলে ? দুইদিক রাখতে বলছে ।
মাস্টার । আজ্ঞা, হাঁ ।

নিমাই বলিলেন, আমি উচ্ছা ক'রে সংসারধর্ম উপেক্ষা করি নাই ।
আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজ্রাব থাকে । কিন্তু—

ঐতু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কুলে রই, কুলে আব রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝলে না ফেরে, সদা চার ঝাঁপ দিতে অকূল পাণ্ডারে ।
শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

নাট্যালায়ে নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন ।

[শাষ্টাব, বাবুদাস, খুদদাস নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী ।]

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন,
এমন সময় নিমাইএর সহিত দেখা হইল । নিমাইও তাঁহাকে খুঁজিতে-
ছিলেন । মিলনের পব নিমাই বলিতেছেন,—

সার্থক জীবন , সত্য মম ফলেছে স্বপন , লুকাটিলে স্বপ্ন দেখা দিয়ে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে গদগদ স্ববে) । নিমাই বলছে, স্বপ্নে দেখেছি !

শ্রীবাস ষড়্ভুজ দর্শন করছেন, আর স্তব করছেন ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিস্ট হইয়া ষড়্ভুজ দর্শন করিতেছেন ।

গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে । তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরি-
দাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কণা বহিতোছেন ।

গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিমাই গান গাইতেছেন ।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ ৩ ই ।

দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাখা জানি কি গো কৃষ্ণ বটে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন । অনেকক্ষণ ঐ
ভাবে বহিলেন । কনসার্ট চলিতে লাগিল । ঠাকুরের সমাধি-
ভঙ্গ হইল । ইতিমধ্যে খুদদাস নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি

বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন । বয়স ৩৭ । ৩৫ হইবে । ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন । তাঁহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছেন । মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেছেন, “এখানে বোসো না ; তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয় ।” সন্মুখে তাঁহার হাত ধরিয়া যেন খেলা করিতেছেন । সন্মুখে মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন ।

গোস্বামী চলিয়া গেলে মাষ্টারকে বলিতেছেন, “ও বড় পণ্ডিত । বাপ বড় ভক্ত । আমি খড়দার শ্যামসুন্দর দেখতে গেলে, যে ভোগ একশটাকা দিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ এনে আমায় খাওয়ায় ।

“এর লক্ষণ বড় ভাল । একটু নেড়েচেড়ে দিলে চৈতন্য হয় । ওকে দেখতে দেখতে বড় উদ্দীপন হয় । আর একটু হ’লে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম ।” [গোস্বামীকে দেখিতে দৌঁধাতে আর একটু হলে ঠাকুরের ভাবসমাদি হইত ; এই কথা বলিতেছেন ।]

যবনিকা উঠিয়া গেল । রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তশ্রোত বন্ধ করিতেছেন । মাথাই কলসার কান। ছুড়িয়া মারিয়াছেন ; নিতাইয়ের জ্রঙ্কেপ নাই । গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট । দেখিতেছেন,—নিতাই, জগাই মাখাইকে কোল দিবেন । নিতাই বলিতেছেন—

প্রাণ ভরে আশ্রি হরি বাল, নেচে আয় জগাই মাখাই । ঝেরেচ বেশ ক’রেছ, হরি ব’লে নাচ তাই । বলরে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল, তোল রে তোল হরিনামের রোল, পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি ব’লে কাদ, হের্ঘি হৃদয়চাঁদ ; ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাষ, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ।

এইবার নিমাই শর্চাকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন ।

শর্চা মুচ্ছিতা হইলেন । মুচ্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন ; কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে !

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

[গৌরান্ধ্রপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

অভিনয় সমাপ্ত হইল । ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন । একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন ? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আসল নকল এক দেখলাম ।

গাড়ী মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে বাইতেছে । ইঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা আপনি বলিতেছেন,—

“তা কৃষ্ণ । হে কৃষ্ণ । ভক্তান কৃষ্ণ । প্রাণ কৃষ্ণ ।
মন কৃষ্ণ । আত্মা কৃষ্ণ । দেহ কৃষ্ণ ।” আবার বলিতেছেন
“প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন ।”

গাড়ী মুখুয্যাদের কলে পৌঁছিল । অনেক বস্ত্র করিয়া মহেন্দ্র ঠাকুরকে খাওয়াইলেন । মণি কাছে বসিয়া । ঠাকুর স্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি কিছু খাওনা । হাতে করিয়া মেঠাই প্রসাদ দিলেন ।

এইবারে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালোবাড়ীতে বাইতেছেন । গাড়ীতে মহেন্দ্র মুখুয্যে আঁও দু তিনটি ভক্ত । মহেন্দ্র খানিকটা এগিয়ে দিবেন । ঠাকুর আনন্দে বাইতেছেন ও গান আরম্ভ করিলেন—

গান । গৌরান্ধ্র নিতাই তোমরা দুভাই (১০৮ পৃষ্ঠা ।)

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন ।

মহেন্দ্র তীর্থে বাইবেন । ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি, সহাস্তে) । প্রেমের অঙ্কুর না হ’তে হ’তে সব শুকিয়ে যাবে ?

“কিন্তু শীঘ্র এস । আহা, অনেক দিন থেকে তোমার বাড়ীতে যাবো মনে করেছিলাম, তা একবার দেখা হলো, বেশ হলো ।

মহেন্দ্র । আজ্ঞা, জীবন সার্থক হলো ।—

শ্রীরামকৃষ্ণ । সার্থক ত আছেনই । আপনার বাপও বেশ । সে দিন দেখলাম ; অধ্যাত্মে বিশ্বাস ।

মহেন্দ্র । আজ্ঞা, কৃপা রাখবেন, যেন ভক্তি হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি খুব উদার, সরল । উদার, সরল না হলে ভগ-
বানকে পাওয়া যায় না । কপটতা থেকে অনেক দূর ।

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদায় লইলেন । গাড়ী চলিতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । বড় মল্লিক কি করলে ?

মাষ্টার (স্বগতঃ) । ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন ।

চৈতন্যদেবের মায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন ?

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চদশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে ।

[বাট্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার ।]

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন । সপ্তমী
পূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । ঠাকুরের অনেকগুলি
কাজ । শারদীয় মহোৎসব — রাজধানীমধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে
আজ মায়ের সপ্তমী পূজা আরম্ভ : ঠাকুর অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন
করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন । আর
একটি সাধ, শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দর্শন করিবেন ।

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের
উপর একটি ছাতি হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন । একটা
বাজিল, দুইটা বাজিল, ঠাকুর আসিলেন না । শ্রীযুক্ত মহালনবিশের
ডিসপেন্সারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে
ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন ।

বেলা তিনটা বাজিল । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া
উপস্থিত । গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই, সমাজমন্দির দৃষ্টে, ঠাকুর
করযোড়ে প্রণাম করিলেন । সঙ্গে হাজরা ও খার দুই একটি ভক্ত ।
মাষ্টার ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন । ঠাকুর

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ । বিজয়াদির প্রতি উপদেশ । ১৪৫

বসিলেন, আমি শিবনাথের বাড়ী যাইব । ঠাকুরের আগমনবার্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া জুটিলেন । তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ীর দ্বারদেশে তাঁহাকে লইয়া গেলেন । শিবনাথ বাড়ীতে নাই । কি হইবে ? দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহলানবিশ ইত্যাদি ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজমন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন । ঠাকুর একটু বস্তু—ইতিমধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন ।

ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্তবদনে আসন গ্রহণ করিলেন । বেদীর নীচে যে স্থানে সংকীর্ণন হয়, সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল । বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন ।

[সাধারণব্রাহ্মসমাজ ও 'সাইনবোর্ড' ; সাকার, নিরাকার । সম্বন্ধ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়কে, সহাস্তে) । শুনলাম, এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে । অশ্রমতের লোক নাকি এখানে আসবার ঘো নাই । নরেন্দ্র ব'ল্লে, সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও ।

“আমি বলি, সকলেই তাঁকে ডাক্ছে । ঘেঘাঘেঘীর দরকার নাই । কেউ ব'ল্ছে সাকার, কেউ ব'ল্ছে নিরাকার । আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা ককক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই চিন্তা ককক । তবে এই বলা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়,—অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল । ‘আমার ধর্ম ঠিক, আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পারিছনে—এ ভাব ভাল ।’ কেন না, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না ক'লে, তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না । কবীর ব'ল্তো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ । ‘কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী ।’

“হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ; খৃষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাহিছো । তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা ক'রেছেন ।। মা যদি

বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্ম মাছের কোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

“আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। (সকলের হাস্য।) আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি, এ সবতাতেই আছি। আবার মুড়ি-ঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)

“কি জান? দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম ক'রেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় ক'লে, তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে তিনি সে ভুল সুধারিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয়, ওহে, ওদিকে যেও না—দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথ দর্শন ক'রবে।

তবে অশ্বের মত ভুল হ'য়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই। যার জগৎ, তিনি ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে যো সো ক'রে জগন্নাথ-দর্শন হয়। তা, তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার ব'ল্‌ছো, এ তো বেশ। মিছারির কটা সিঁদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগবে।

“তবে মন্তুস্বামীর বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহরুপীর গল্প শুনেছ। এক জন বাহে ক'স্তে গিয়ে গাছের উপর বহরুপী দেখেছিল, বন্ধুদের কাছে এসে ব'লে, আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে ব'লে যে, আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস ক'স্তা, সে এসে ব'লে, তোমরা বা' ব'ল্‌ছো, সব ঠিক, তবে জামোয়ারটি কখন লাল কখন সবুজ, কখন হ'ল্‌দে, আবার কখন কোন রং থাকে না।

“বেদে তাঁকে সগুণ নিগূর্ণ, দুই বলা হ’য়েছে । তোমরা নিরাকার ব’লছো । একঘেয়ে । তা’হোক । একটা ঠিক জানলে, অশ্রুটাও জানা যায় । তিনিই জানিয়ে দেন । তোমাদের এখানে যে আসে, সে এঁকেও জানে, ওঁকেও জানে । (দুই এক জন ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[শ্রীবিজয়গোস্বামীর প্রতি উপদেশ ।]

বিজয় তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ; ঐ ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতনভোগী আচার্য্য । আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না । সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন । এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনাস্তুর হইতেছে । সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন । ঠাকুর হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি, সহাস্তে) । তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব’লে, তোমার নাকি বড় নিন্দা হ’য়েছে ? যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই । যেমন, কামারশালের নাই । হাতু-ডির বা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার । অসংলোকে তোমাকে কত কি ব’লবে, নিন্দা ক’বে । তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য ক’রবে । দুর্ঘট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর-চিন্তা হয় না ? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা ক’র্ত্তো । চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু । অসংলোকে, বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব, ভেড়ে এসে অনিষ্ট ক’রবে ।

“এই কয়েকটির কাছ থেকে সান্নিধ্য হ’তে হয় । প্রথম, বড় মানুষ । টাকা লোক জন অনেক, মনে ক’লে তোমার অনিষ্ট ক’র্ত্তে পারে তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয় । হয় তো বা বলে, সার দিয়ে যেতে হয় । তার পর কুকুর । যখন কুকুর ভেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ

করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ডা ক'ৰ্ত্তে হয়। তার পর ঝাঁড়। শুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা ক'ৰ্ত্তে হয়। তার পর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তা'হলে ব'লবে, তোর চোদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন,—ব'লে গালাগালি দিবে। তাকে ব'লতে হয়, কি খুড়ো, কেমন আছ ? তা'হলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে ব'সে তামাক খাবে।

“অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে বাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হ'কোটুকো আছে ? আমি বলি আছে।

“কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবোল দেবে। ছোবোল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হ'লে হয় তো তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উল্টে অনিষ্ট ক'ৰ্ত্তে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে

সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ ক'ল্লে, তবে সদসৎ বিচার আসে।”

বিজয়। অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা আচার্য্য ; অশ্বের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্য্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত ক'ল্লে পর, জমিদার আর একধার শাসন ক'ৰ্ত্তে তাকে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই। (সকলের হাস্য।)

বিজয় (কৃতাজ্জলি হইয়া)। আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও সব অজ্ঞানের কথা। আশীর্ব্বাদ ঈশ্বর কব'বেন।

[গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ। গৃহস্থশ্রম ও সন্ন্যাস।]

বিজয়। আজ্ঞা, আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্যে)।

এ এক রকম বেশ ! সারে মাতে। সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য।) আমি বেশী কাটিয়ে জ্ব'লে গেছি (সকলের হাস্য)। নল খেলা জান ? সতের ফোঁটার বেশী হ'লে জ্ব'লে যায়। এক রকম তাস খেলা। বার সতের ফোঁটার কমে থাকে, বার পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশী কাটিয়ে জ্ব'লে গেছি।

“বেশব সেন্ন বাড়ীতে লেক্চার দিলে। আমি শুনেছিলুম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে । শ্রীবিজয়গোস্বামীর প্রতি উপদেশ । ১৪৯

অনেক লোক ব'সে ছিল । চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল । কেশব ব'লে, 'হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তি-নদীতে এক-বারে ডুবে যাই ।' আমি হেসে কেশবকে বল্লুম, ভক্তি-নদীতে যদি এক-বারে ডুবে যাবে, তা হ'লে চিকের ভিতর যাঁরা র'য়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে ? তবে এক কৰ্ম্ম কোরো, ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠবে । একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না ।' এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হো হো ক'রে হাসতে লাগলো ।

“তা হোক । আন্তরিক হ'লে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায় । ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইটী অজ্ঞান । হে ঈশ্বর, ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ এইটী জ্ঞান ।

“সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি । সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে ‘আমার হরি,’ কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বার্তা আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয় । সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে প'ড়ে থাকে । তেমনি সংসারে সব কৰ্ম্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো । আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব তাঁর । আমি কেবল তাঁর দাস ।

“আমি মনে ত্যাগ ক'ন্তে বলি । সংসার ত্যাগ বলি না । অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থেকো, আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায় ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ । Yoga, subjective and objective.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কর্ত্তুম । তার পর ভাব্লুম, এমন ক'লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন ক'লে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই ? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্ব্ব-ভূতে র'য়েছেন । মানুষ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য্য-মধ্যে, জলে, স্থলে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন ।

[শিবনাথ ; শ্রীবৃদ্ধ কেদার চাটুযো ।]

“কেন শিবনাথকে চাই ? যে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে । তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে । আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায় কোন একটা বিদ্যা খুব ভাল রকম জানে, তার ভিতরেও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে । এটি গীতার

মতঃ । চণ্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার আছে ; ঈশ্বরের শক্তি আছে ! (বিজয়ের প্রতি) আহা । কেদারের কি স্বভাব হ'য়েছে । এসেই কাঁদে । চোক দুটি সর্বদাই যেন ছানাবড়া হ'য়ে আছে ।

বিজয় । সেখানে * কেবল আপনার কথা, আর তিনি আপনার কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন । ব্রাহ্মভক্তেরা নমস্কার করিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন । ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন । অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন ।

দ্বিতীয় ভাগ—ষোড়শ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মহাষ্টমী দিবসে রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ।

[বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনী, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বাবুরাম, মাষ্টার ।]

আজ রবিবার, মহাষ্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন । অধরের বাড়ী শারদীয় দুর্গোৎসব হইতেছে । ঠাকুরের তিন দিন নিমন্ত্রণ । অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবার পূর্বে রামের বাড়ী হইয়া যাইতেছেন । বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনীলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, নারায়ণ, হরিশ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত আছেন । বলরাম, রাখাল এখন বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার দৃষ্টে, সহাস্যে) । আজ বেশ মিলেছে । দু'জনেই একভাবে ভাবী । (বিজয়ের প্রতি) ইঁাগা, শিবনাথ ? আপনি—

* যদ্ব্যভিভূতিমং সত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা । তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মন তেজোহংশ-সম্ভবম্ ॥† কেদারনাথ চাটুষ্যে, পরম ভক্ত , তখন সরকারি কাজ উপলক্ষে ঢাকার ছিলেন । শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ঢাকার মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাঁহার সহিত দেখা হইত । দুজনেই ভক্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন ।

কলিকাতা, মহান্টমীদিবসে রামের বাটীতে । বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে । ১৫১

বিজয় । আচ্ছা হাঁ, তিনি শুনেছেন । আমার সঙ্গে দেখা হয়'নি, তবে আমি সংবাদ পাঠিয়েছিলুম, আব তিনি শুনেওছেন ।

ঠাকুর শিবনাথের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য, কিন্তু দেখা হয় নাই । পরে বিজয় সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করিতে পারেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি) । মনে চারিটি সাধ উঠেছে ।

“বেশুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব । শিবনাথের সঙ্গে দেখা ক'ব্বো । হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখবো । আর আট আনার কারণ অন্তমীর দিন তন্ত্রের সাধকেরা পান ক'রবে, তাই দেখবো আর প্রণাম ক'ব্বো ।

নরেন্দ্র সন্মুখে বসিয়া । এখন বয়স ২২।২৩ । কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়িল । ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ হইলেন । নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন । সম্পূর্ণ বাহ্যশৃঙ্খ, চক্ষু স্পন্দহীন ।

[God, Impersonal and Personal সচ্চিদানন্দ ও কারণানন্দময়ী ।]

[রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি । ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি । নিত্যসিদ্ধের থাক্ ।]

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল । এখনও আনন্দের নেশা ছুটিয়া যায় নাই । ঠাকুর আপনা আপনি কথা কহিতেছেন, ভাবস্থ হইয়া নাম করিতেছেন । বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ ! সচ্চিদানন্দ ! সচ্চিদানন্দ ব'ল্‌বো ? না, আজ কান্নানন্দদাস্বিনী । কান্নানন্দময়ী । সা রে গা মা পা ধা নী । না-তে থাকা ভাল নয় । অনেকক্ষণ থাকা যায় না । এক গ্রাম নীচে থাক্‌বো ।

“শূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকাশ । মহাকারণে গেলে চূপ । সেখানে কথা চলে না ।

ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে । অবতারাদ্বি ঈশ্বরকোটি । তাবা উপরে উঠে, আবার নীচেও আসতে পারে । ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা করতে পারে । অনুলোম, বিলোম । সাততোলা বাড়ী, কেউ বারবাড়ী পর্য্যন্ত যেতে

পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী, সাততোলায় যাওয়া আসা ক'র্তে পারে।

এক এক রকম তুব্‌ড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, তার পর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাটছে, তার পর আবার আর এক রকম। তার নানা বকম ফুলকাটা কুরোয় না।

“আর এক রকম তুব্‌ড়ী আছে, আগুণ দেওয়ার একটু পরেই ভস্‌ ক'রে উঠে ভেঙ্গে যায়। যদি সাধ্যসাধনা ক'রে উপরে যায়, ত আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধনা ক'রে সমাধি হ'তে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আসতে, বা এসে খপর দিতে, পারে না।

“একটি আছে, নিত্যাসিন্ধের থাক্‌। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে, হোমাপাখীর কথা। এই পাখী খুব উচু আকাশে থাকে। ঐ আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উচুতে থাকে যে ডিম অনেক দিন ধ'রে প'ড়তে থাকে। প'ড়তে প'ড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন ছানাটি প'ড়তে থাকে। অনেক দিন ধ'রে পড়ে। প'ড়তে প'ড়তে চোখ ফুটে যায়। যখন মটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য হয়। তখন বুঝতে পারে যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাখী চীৎকার ক'রে মার দিকে চোঁচা দোড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দে'খে ভয় হ'য়েছে। এখন মাকে চায়। আ সেই উ'চু আকাশে আছে। সেই দিকে চোঁচা দোড়। আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

“গবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যাসিন্ধ, কারু বা শেষ ক্ষম।

(বিজয়ের প্রতি)। তোমাদের দুইই আছে। যোগ ও ভোগ। জনকরাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজর্ষি, রাজা ঋষি, দুই-ই। নান্দদেবর্ষি। শুকদেব ব্রহ্মর্ষি।

“শুকদেব ব্রহ্মর্ষি, শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘন মূর্তি। জ্ঞানী কাকে বলে? জ্ঞান হ'য়েছে যার—সাধ্যসাধনা ক'রে জ্ঞান হয়েছে। শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি অর্থাৎ জ্ঞানের জমাটবাঁধ। এমনি হয়েছে, সাধ্যসাধনা ক'রে নয়।

কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

কলিকাতা, মহাশ্বেতাঙ্গাদিগণের বাসের বাটীতে । বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে । ১৫৩

এখন ভক্তদের সহিত কথা কহিতে পারিবেন ।

কেদারকে গান করিতে বলিলেন । কেদার গাইতেছেন ।

গান । অনেকের কথা কহিল কি সেই কহিতে আসা । যদি
নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥ মনের মাহু হই যে জনা, ও তার নয়নেতে যার গো চোনা,
সে হই এক জনা । তানে ভাসে রসে ভাবে, ও সে উজন পাশে করে আনাগোনা ॥
(তাবের মাহু উজন পাশ করে আনাগোনা ।)

গান । গৌরাঙ্গের ভেঁট লেগেছে গায় । তার হিল্লোলে
পাশপাশ দলন, এ ব্রজাণ্ড তলিয়ে যায় ॥ মনে করি ডুবে তলিয়ে রই, গৌরচাঁদের
প্রস-কুমারে গিলেছে গো মই । এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে, হাত ধ'রে
টেনে তোলায় ॥

গান । যে জন প্রেমের খাট ভেনেমা ।

গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন ।
শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ভাইপো নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন । তিনিও
তার দুই একটি ব্রাহ্মবন্ধু ঠাকুরের কাছেই বসিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তদের প্রতি) । কারণের বোতল এক-
জন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না ।

বিজয় । হা হা । শ্রীরামকৃষ্ণ । সহজানন্দ হ'লে, অমনি
নেশা হয়ে যায় । মদ খেতে হয় না । মার চরণামৃত দেখে আমার
নেশা হয়ে যায় । ঠিক যেন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয় ।

[জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা । জ্ঞানী ও ভক্তের আহ্বানের নিয়ম ।]

“এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না ।

নরেন্দ্র । খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । অবস্থা বিশেষে উটি হয় । জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই ঘোষ
নাই । গাঁতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয় ।

“ভক্তের পক্ষে উটী নয় । আমার এখনকার অবস্থা,—বামুনের দেওয়া
ভোগ না হ'লে খেতে পারি না । আগে এমন অবস্থা ছিল, দক্ষিণেশ্বরের
ওপার থেকে মড়াপোড়ার যে গন্ধ আসতো, সেই গন্ধ নাক দিয়ে টেনে
নিতাম, এত মিষ্ট লাগতো । এখন—সবাইয়ের খেতে পারি না ।

“পারি না বটে, আবার এক একবার হয় ও । কেশব সেনের

ওখানে (নববৃন্দাবন) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল । লুচি, চক্কি আনলে । তা খোঁবা কি নাপিত আনলে, জানি না । (সকলের হাস্য ।) বেশ খেলুম । রাখাল ব'লে একটু খাও ।

(নরেন্দ্রের প্রতি) তোমার এখন হবে । তুমি এতেও আচ্ছ, আবার ওতেও আচ্ছ । তুমি এখন সব খেতে পারবে ।

(ভক্তদের প্রতি) শূকরমাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরের ডান থাকে, সে লোক ধন্য ! আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে, তা হ'লে সে ধিক !

[পূর্বকথা—প্রথম উদ্গাদে ব্রহ্মজ্ঞান ও জ্ঞাতভেদবুদ্ধি ত্যাগ । কামারপুত্রের গমন, ধনী কামারগণী, রামলালের বাপ । গোবিন্দ রায়ের নিকট আল্লামস ।]

“আমার কামারবার্ডীর দাল খেতে ইচ্ছা ছিল ; ছেলেবেলা থেকে কামাররা ব'লতো, বামুনরা কি রাঁধতে জানে ? তাই খেলুম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ * । (সকলের হাস্য ।)

“গোবিন্দ রায়েবর কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম । কুঠীতে পাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হ'লো । খানিক খেলুম । মণি মল্লিকের (বরাহনগবের) নাগানে বাঘুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হ'লো ।

“দেশে গেলুম ; রামলালের বাপ ভয় পেলে । ভাবলে, যার তার বাড়ীতে থাকে । ভয় পেলে, পাছে তা'দের জাতে বার ক'রে দেয় । আমি তাই বেশী দিন থাকতে পারলুম না, চ'লে এলুম ।

[বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার কিরূপ ।]

“বেদ-পুরাণে ব'লেছে শুদ্ধাচার । বেদ-পুরাণে যা ব'লে গেছে,— ‘কোরো না, অনাচার হবে’—তন্মত আমার তাই ভাল ব'লেছে ।

“কি অবস্থাই গেছে । মুখ ক'রতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর ‘মা’ ব'লতুম । যেন, মাকে পাকড়ে আন্দি । যেন জাল ফেলে মাছ হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আনা । গানে আছে—

এবার কালী তোমায় খাব (খাব খাব গো দীন দয়াময়ী) ।
তার গণযোগে জন্ম আমার ॥ গণযোগে জনমিল সে হয় মা-থেকে ছেলে ।

* ঠাকুর তাঁহার ভিকারাতা ধনী কামারগণীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন ।

কলিকাতা, মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে । বিজয় প্রভৃতি সঙ্গে । ১৫৫

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, ছ'টার একটা ক'রে যাব ॥ হাতে কালী মুখে
কালী, সর্বদা কালী মাথিব । যখন আসবে শমন বাধবে কসে, সেই কালী তার
মুখে দিব ॥ খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব । এই ছদ্মপক্ষে বসাইয়ে, মনো-
মানসে পূজিব ॥ যদি বল কালী গেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব । আমার ভয়
কি তাতে, কালী ব'লে, কালেরে কলা দেখাব ॥ ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী
বানিয়ে খাব । সুগুণালা কেড়ে নিয়ে অম্বল সত্ত্বরা চড়াব ॥ কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভাল মতে তাই জানাব । তাতে মস্তুর সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

“উন্মাদের মতন অবস্থা হ'য়ছিল । এই ব্যাকুলতা ।

নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন—

“আমাস্য দে মা পাগল কল্পে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে ।”

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ ।

সমাধিভঙ্গে পর ঠাকুর গিরিরাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী
গাইতেছেন । গিরিরাণী ব'ল্ছেন, পুরবাসীয়ে । আমার কি উমা
এসেছে ? ঠাকুর প্রেমে মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন ।

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, আজ মহাষ্টমী কি না ,
মা এসেছেন । তাই এত উদ্দাপন হ'চ্ছে ।

কেদার । প্রভু ! আপনিই এসেছেন । মা কি আপনি ছাড়া ?

ঠাকুর অন্তরিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনমনে গান ধরিলেন ।

তারে কে পেলুম সই, হ'লাম যার জন্য পাগল ।

ত্রয়ো পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব । তিন পাগলে মুক্তি ক'রে ভাঙ্গল
নবদীপ ॥ আব এক পাগল দে'খে এলাম বৃন্দাবনমাঝে । রাইকে রাজা সাজাইয়ে
আপনি কোটাল সাজে ॥ আব এক পাগল দে'খে এলাম নবদীপের পথে । রাখাপ্রেম
সুখা ব'লে করোয়া কীন্তি হাতে ॥

আবার ভাবেন মত্ত হইয়া ঠাকুর গাইতেছেন ।

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, সুখা-ভরজিনি ।

ঠাকুর গান করিতেছেন । হঠাৎ হরিনবোল হরিনবোল
বলিতে বলিতে বিজয় দণ্ডায়মান । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবোন্মত্ত হইয়া
বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ।]

কৌশলানাশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা আসন গ্রহণ করিলেন । সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে । সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে । ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন । তাঁহাদেও কুশল প্রশ্ন করিতেছেন । কেদার অতি বিনীতভাবে হাত জোড করিয়া অতি মৃদু ও মিষ্ট কথায় ঠাকুরের কাছে কি নিবেদন করিতেছেন । কাছে নরেন্দ্র, চুণি, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার ও হরীশ ।

কেদার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, বিনীতভাবে) । মাথাঘোরাটা কিসে সেরে যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্তোষে) । ও হয় , আমার হয়েছিল । একটু একটু বাদামের তেল দিবেন । শুনেছি, দিলে সারে ।

কেদার । যে আজ্ঞা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (চুনীর প্রতি) । কি গো, তোমরা সব কেমন আছ ?

চুনী । আজ্ঞা, এখন সব মঙ্গল । বৃন্দাবনে বলরাম বাবু, রাখাল এঁরা সব ভাল আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছ ?

চুনী । আজ্ঞা, বৃন্দাবন থেকে এসেছি—

চুনীলাল বলরামের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়মাস ছিলেন । ছুটি শেষ হইয়াছে, তাই কলিকাতায় সম্প্রতি ফিরিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরীশের প্রতি) । তুই তুই এক দিন পরে যাস্ । অন্ত্র ক'রেছে, আবার সেখানে পড়বি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নারা'ণের প্রতি, সন্তোষে) । বোস্, কাছে এসে বোস্ । কাল যাস্—গিয়ে সেখানে খাবি ।

(মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁর সঙ্গে যাবি ?

(মাষ্টারের প্রতি) কি গো ?

মাষ্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা । তাই চিন্তা করিতেছেন ।

সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন, মাঝে একবার বাড়ী গিয়াছিলেন । বাড়ী হইতে আসিয়া ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইলেন ।

কলিকাতা, মহাষ্টমীদিবসে রামের ষাটীতে । ঠাকুরের প্রার্থনা । ১৫৭

সুরেন্দ্র কারণ পান করেন । আগে বড বাড়াবাড়ি ছিল । ঠাকুর সুরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন । একেবারে পান ত্যাগ করিতে বলিলেন না । বলিলেন, সুরেন্দ্র । দেখ, যা খাবে, ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিবে । আর যেন মাথা টলে না ও পা টলে না । তাঁকে চিন্তা কব্ধে কর্তে তোমার আর পান কর্তে ভাল লাগবে না । তিনি কারণানন্দদায়িনী । তাকে লাভ ক'রলে সহজানন্দ হয় ।

সুরেন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া আছেন । ঠাকুর তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি কারণ খেয়েছ । বলিয়াই ভাবে আবিষ্ট ।

সন্ধ্যা হইল । কিঞ্চৎ বাহ্য লাভ করিয়া ঠাকুর মার নাম করিয়া আনন্দে গান ধরিলেন ।—

গান । শিব সজ্জ সন্দা ব্রজ আনন্দে অগনা ,

সুধাপানে চল চল চলে । বস্ত্র পাড় না (মা) ॥ বিপরীত-রতাতুরা, পদভরে কাপে ধরা, উভরে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর খানে না ॥

সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন । মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছেন । সুস্থরে বলিতেছেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ; হরী হরী হরী হরীবোল ।

আবার রামনাম করিতেছেন—রাম, রাম, রাম, রাম । রাম, রাম, রাম, রাম, রাম ।

[ঠাকুরের প্রার্থনা, How to pray]

ঠাকুর এইবার প্রার্থনা করিতেছেন—“ও রাম । ও রাম । আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমি ক্রিয়াহীন । রাম । শরণাগত । ও রাম শরণাগত । দেহস্থ চাইনে রাম । লোকমাণ্ড চাইনে রাম । অষ্টসিদ্ধ চাইনে রাম । শতসিদ্ধি চাইনে রাম । শরণাগত, শরণাগত । কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় রাম । আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না, রাম ! ও রাম, শরণাগত ।

ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন, সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার করুণামাখা স্বর শুনিয়া অনেকে অশ্রুসংবরণ

করিতে পারিতেছেন না । রাম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) । রাম । তুমি কোথায় ছিলে ?

রাম । আজ্ঞা, উপরে ছিলাম ।

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবাব জন্য রাম উপরে আয়োজন করিতেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি, মহাত্ম) । উপরে থাকার চাইতে নীচে থাকা কি ভাল নয় ? নীচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমা থেকে জল গড়িয়ে চ'লে আসে ।

রাম (হাসিতে হাসিতে) । আজ্ঞা, হাঁ ।

ছাদে পাতা হইয়াছে । রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তগণকে লইয়া গেলেন ও পরিতোষ করিয়া থাকিয়াছিলেন । দ্বংসবাস্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিরঞ্জন, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে অধরের বাড়া গমন করিলেন । সেখানে আ আসিয়াছেন । আজ মঠাটনা । অধরের বিশেষ প্রার্থনা, ঠাকুর উপস্থিত থাকিলেন, তবে তাহার পূজা সাধক হইবে ।

দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তদশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ।

আজ নবমী পূজা সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ । এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল । মা কালী মঙ্গল আরাতি হইয়া গেল । নবমী হইতে বৌদ্ধনট্যের প্রভাতা রাগরাগিণী আলাপ করিতেছে । চাকার হস্তে মালা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন । মার পূজা হইবে । শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যাষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন । ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাস্টার গত রাত্রি হইতে রহিয়াছেন । তাহারা ঠাকুরের ঘরের নারাণ্ডায় শুইয়া ছিলেন । চক্ষু উন্মালন করিয়া দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন । বলিতেছেন—*কস্মৈ কস্মৈ দুর্গে । কস্মৈ কস্মৈ দুর্গে ।*

দক্ষিণেশ্বৰে নবমীপূজাদিৰূপে নিবৰ্জিত ভবনাথ প্ৰভৃতি সজে । ১৫৯

ঠিক একটি বালক । বোমবে কাপু ড নাই । মাৰ নাম কবিত্তে
কবিত্তে ঘৰেৰ মধো নাচিয়া বেড়াইছেচেন ।

কিয়ৎক্ষণ পৰে আৰাণ বৰি'ত্বেচেন,—সঃ জ্ঞানন্দ, সঃ জ্ঞানন্দ ।
শেষে গোবিন্দেৰ ন'ম বাৰ বাৰ বৰি'ত্বেচেন—

প্ৰাণ তে গোবিন্দ অম জীৱন !

ভক্তেৰা উঠিয়' বসিয়া'চেন । একদমকৈ ঠাকুৰেৰ ভাব দেখিছেচেন ।
হাজৰাও কালীবাডাও আছে । ঠাকুৰেৰ ঘৰেৰ দক্ষিণপূবৰ বাৰাণ্ডায়
তাহাৰ আসন । লাটুও আছে এ তাহ ন সোণা ক'ন । রাখাল এ সময়
বুন্দাবনে । নবেস্ত মা'ৰ মা'ৰ আ'সবা দশন ব'বন । তাজ আ'সবেন ।

ঠাকুৰেৰ ঘৰেৰ উৰুদিকৈৰ ছোট ন বাণ্ডাটিত ভক্তেৰা শুইয়া-
ছিলেন । শাহকাল, তা'ৰ কাঁপ দেওয়া ছিল । সকলো মুখ ধোয়াৰ
পৰে এই উত্তৰ বাৰাণ্ডাটিত ঠাকুৰ এটি মাটুৰে আসিয়া বসিলেন ।
তবনাথ ও মাষ্ট'ৰ কাচে বাসবা আছে । অন্যান্য ভক্তেৰাও মাৰে
মাৰে আসিয়া বসিছেচেন ।

[জীৱকোটি সংখ্যা (১০০০), ঈশ্বৰকোটি স্বতঃসঙ্ক বিশ্বাস ।]

শ্ৰীৰামকৃষ্ণ (ইবনখেন প্ৰতি), 'কি জানিস, যি জীৱকোটি,
তাদেৰ বিশ্বাস সজ্ঞে হয় না । ঈশ্বৰকোটিৰ বিশ্বাস স্বতঃসঙ্ক । প্ৰজ্ঞাদ
'ক' লিখিছে একেবাৰে কাল—কৃষ্ণেৰ মনে প'ড়েছে । জীৱেৰ স্বভাব
—সংশয়াত্মক বুদ্ধি । তাৰা ব'লে হাঁ, বটে, কিন্তু—

“হাজৰা কোন একমে বিশ্বাস কৰবে না যে, এক ও শক্তি, শক্তি
আব শক্তিমান, অত্ৰুদ । যখন নিষ্ক্ৰিয়, তাকে ব্ৰহ্ম ন'লে কহ . যখন
সৃষ্টি, সৃষ্টি, প্ৰলয় কৰেন, তখন শক্তি বাল । কিন্তু একই বস্তু , অভেদ ।
অগ্নি বলে, দাত্তিকা শক্তি অ নি বুঝায় , দাহন শক্তি বলে, অগ্নিকে
মনে পড়ে । একটাকে চেড়ে আব একটাকে চিন্তা কৰিব যো ন'ই ।

“তখন প্ৰাথনা কল্লুগ, মা, হাজৰা এখানকাৰ মত উল্টে দেৱাৰ
চেফাঁ কছে । হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সৰিয়ে দে ।
তাব পৰ দিন সে আৰাণ এসে বলে, হাঁ, মানি । ওখন বলে যে, কিছু
সব জায়গায় আছে ।

ভবন'ধ (সহাস্ত্রে) । হাজরান এই কপাতে আপনার এত কষ্টবোধ হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগাব অবস্থা বদলে গেছে । এখন লোকের সঙ্গে হাঁকডাক কসে পারি না । হাজরার সঙ্গে যে তর্ক-বগড়া গোরবো, এ রকম অবস্থা এখন আগার নয় । বহু মল্লিকের বাগানে হুদে* বুলে, মামা, আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছা নাই ? আমি বলুম, না, সে অনস্থা এখন আমার নাই, এখন তোব সঙ্গে হাঁকডাক করবার যো নাই ।
[পৃষ্ঠকথা—কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ । ভগৎ চৈতন্যময়—বাগ'কর বিশ্বাস ।]

“জ্ঞান তার অজ্ঞান কাকে বলে ?—যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই নোধ, ততক্ষণ অজ্ঞান, যতক্ষণ তেথা তেথা নোধ, ততক্ষণ জ্ঞান ।

“যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয় । আমি শিন্দুর সঙ্গে আলাপ কর্তুম শিব এখন খুন ভেলে মাশুখ—চাব পাঁচ বছরের হবে । ওদেশে তখন আছি । মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে । শিব বলছে, খুড়ো, ঐ চকমকি বাড়ছে । (সকলের হাস্য ।) এক দিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে । কাছে গাছে পাতা নড়ছিল । তখন পাতাকে বলছে, চুপ, চুপ, আমি ফড়িং ধরবো । বালক সব চৈতন্যময় দেখছে ।

সরল বিশ্বাস, লালকেন্দ্র বিশ্বাস, না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না । উঃ, আমার কি অবস্থা ছিল । এক দিন ঘাসবনেতে কি কামড়েছে । তা' ভয় হ'ল, যদি সাপে কামড়ে পাকে । তখন কি করি । শুনেছিলাম, আবার যদি কামড়ায়, তা'হলে নিষ তুলে লয় । অমনি সেখানে ব'সে গর্ত খুঁজতে লাগলুম, যাতে আবার কামড়ায় । ঐ রকম কাঁচ, একজন বলে, কি কচ্ছেন ? সব শুনে সে বলে, ঠিক এখানে কামড়ান চাই, যেখানটিতে আগে কামড়েছে । তখন উঠে আসি । বোধ হয়, বিচ্ছে টিছে কামড়োচ্ছিল ।

“আর একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতের হিম ভাল ।

• হুদয়ের তখন বাগানে আসবার হুকুম ছিল না । কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । হুদয়ের ইচ্ছা যে, ঠাকুর বাগা কহিয়া আবার তাঁহাকে কয়ে নিযুক্ত করাটয়া দেন । হুদয় ঠাকুরের খুব সেবা করিতেন, কিন্তু কটুকাটবাও বলিতেন । ঠাকুর অনেক লক্ষ্য করিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার করিতেন ।

দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজাদিনে নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৬১

কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল । আমি কল্কাতায় থেকে গাড়ী ক’রে আসবার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিম টুকু লাগে । তার পর অস্থখ ।” (সকলের হাস্য ।)

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঔষধ ।]

এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন । তাঁর পা দুটি একটু ফুলো কুলো হয়েছিল । ভক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বলেন, আজুল দিলে ডোব হয় কি না । একটু একটু ডোব হ’তে লাগলো ; কিন্তু সকলেই বলতে লাগলেন, ও কিছুই নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথকে) । তুই সিঁপিব মহিন্দরকে ডেকে দিস । সে বলে তবে আমার মনটা ভাল হবে । ভবনাথ (সহাস্যে) । আপনার ঔষধে খুব বিশ্বাস ; আমাদের অত নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঔষধ তাঁরই । তিনিই এক ভ্রূপে চিকিৎসক । গঙ্গাপ্রসাদ বলে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না । আমি ঐ কথা বেদবাক্য ধ’রে রেখেছি । আমি জানি, সাক্ষাৎ ধরন্তুরি ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাধিস্থ ।

হাজরা আসিয়া বসিলেন । এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে বলেন, ‘দেখ, কাল রামের বাড়ী অতগুলি লোক বসেছিল, বিজয়, কেশব, এরা ; তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হ’ল কেন ? কেশব, আমি দেখেছি, কারণানন্দের ঘর ।’

ঠাকুর পূর্বদিনে, মহাস্তমীর দিনে, কলিকাতায় প্রতিমাদর্শনে গিয়াছিলেন । অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাওয়ার পূর্বে রামের বাড়ী হইয়া যান । সেখানে অনেকগুলি ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল । নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন । নরেন্দ্রের হাঁটুর উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, ও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধি হইয়াছিল ।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত—ঠাকুরের আনন্দের

আর সীমা বহিল না । নবেন্দ্র ঠাকুবকে প্রণামেব পব ভবনাধাদিব সঙ্গে ঐ ঘবে একটু গল্প কবিতেছেন । কাছে মাফ্টাব । ঘবেব মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা । নবেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরেব উপর শুইয়া আছেন । ঠাঠা ঠাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুবের সমাধি হইল—ঠাঁহাব পিঠেব উপর গিয়া বসিলেন ; 'সম্মাশ্রিত' ।

ভবনাথ গান গাইতেছেন,—

গান । গো! আনন্দমনসী হসে মা আমার 'নবানন্দ কোবো না ॥ ও ছটি চরণ, বিনে আমার মন, অল্প কিছু আব জানে না । তপন-তনয়, আমার মন্দ কম, কি দোষে তা বল না ॥ ভবানী বলয়ে, ভবে যাব চ'লে, মনে ছিল এত বাসনা । অকুল পাথারে, ডুবায়ে আমাবে, স্বপনে তাও জা'নি না ॥ অহবর্হান শ, দুর্গানাম ভাসি, তুখবাশি তবু গেল না । এবাব য দ মবি, ও হবসন্দাব, (তা'ব) দুর্গানাম আব কেউ গ'ব না ॥

ঠাকুবের সমাধি ভঙ্গ হইল । ঠাকুব গাইতেছেন—

গান—কখন কি রঙ্গে থাক মা ।

ঠাকুব আবার গাইতেছেন —

বল রে আদুগী নাম । (ওবে আমার আনাব আমার মন (ব))
নমো নমো নমো গোঁব নমো নাবায়ণি । কুখা দাস কব দয়া তা'ব গুণ জা'ন ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিনা, তুমি গা বামিনা । কখন পুষ্ক হও মা, কখন কা মনো ॥
রামরূপে এষ ধনু মা, কৃষ্ণরূপে এশী । ভুলালি শবে ব মন মা হলে এলোবেশী ॥
দশ মহাবিজ্ঞা তুমি মা, দশ অবতা'ব । কোনরূপে এইবার আমাবে কব মা তা'ব ॥
বশোদা পু জয়েছিল মা, জবা ববদলে । মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কেলি কৃষ্ণ দিয় কোলে ॥
বেথানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো বাননে । নি শাদন মন থাকে যেন, ও বাজাচরণে ॥
বেথানে সেখানে মা'ব মা, মবি গো বপাকে । অস্তকালে জিজ্ঞা যেন মা, শ্রীদুর্গা ব'লে ডাকে ॥
বাদ বল যাও যাও মা, যাব কা'ব বাছে । স্তপামাধা তা'বা নাম মা, আর কা'ব আছে ॥
য দ বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছা'ডব । বাজন নুগুব হয়ে মা তোর চরণে বাজিব ॥
এখন ব সা'ব মা গো শিসসন্নিবানে । জয় শিব জয় শিব ব'লে, বাজিব চরণে ॥
চরণে লিখিতে নান, আঁচড যদি যায় । ভাসেও লাথবে খুঁচ নাম, পদ দে গো তায় ॥
শঙ্করী টইয়ে মা গো গগনে উড়বে । মৌন হ'য়ে বব জলে মা, নখে চুলে লবে ।
নখাযাত বন্ধময়ী, যখন যাবে গো পবাণী । কুপা কবে দিও মা গো বাজা চরণ দুখানি ॥

পাব কব ও মা কালী, কালের কামিনী । তবাবাবে দুটি পদ কবেছ তরলী ॥

দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজাদিবসে নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৬৫

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল । তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥
গোলোকে সর্ব্বজ্ঞানা, ব্রহ্মে কাতায়না । কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিনী ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, যেবা পথে চ'লে যায় । শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তার ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভবনাথ, নরেন্দ্র প্রভৃতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নৃত্য ।

হাজরা উত্তরপূর্ব্ব বাবাণ্ডায় বসিয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন । ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার জপের মালা হাতে লইলেন । মাস্টার ও ভবনাথ সঙ্গে । বেলা প্রায় দশটা হইবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) । দেখ, আমার জপ হয় না,—না, না, হয়েছে ।—বাঁ হাতে পারি,—কিন্তু উদিক (নাম জপ) হয় না ।

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু জপ আরম্ভ কবিত্তে গিয়া একেবারে সমাধি !

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন । হাতে মালা-গাছটি এখনও রহিয়াছে । ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন । হাজরা নিজের আসনে বসিয়া ;—তিনিও অবাক হইয়া দেখিতেছেন । অনেক-ক্ষণ পরে হুঁস হইল । ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, খিদে পেয়েছে । প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য এই কথাগুলি প্রায় বলেন ।

মাস্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন । ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, না বাপু, আগে কালীঘরে যাব ।

[নবমী-পূজাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের কালীপূজা ।]

ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া দক্ষিণাশ্র হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতে-ছেন । যাইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিলেন । বামপার্শ্বে রাধাকান্তের মন্দির । তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন । কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া মার পাদপদ্মে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন । চলিয়া আসি-বার সময় ভবনাথকে বলিলেন, এইগুলি নিয়ে চল—মার প্রসাদী ডাব আর শ্রীচরণামৃত । ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে

ভবনাথ ও মাফীর । আসিয়াই হাজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম । হাজরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি করেন, কি করেন !

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বল, যে এ অন্ডায় ?

হাজরা তর্ক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন, ঈশ্বর সকলের ভিতরেই আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে ।

বেলা হইয়াছে । ভোগ আরতির ঘণ্টা বাজিয়া গেল । অতিথি-শালায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাজাল সকলে বাইতেছে । মার প্রসাদ, রাধাকান্তের প্রসাদ, সকলে পাইবে । ভক্তেরাও মার প্রসাদ পাইবেন । অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভক্তেরা বসিয়া প্রসাদ পাইবেন । ঠাকুর বলিলেন, সবাই গিয়ে ওখানে থা—কেমন ? (নরেন্দ্রের প্রতি) না, তুই এখানে খাবি ?—

“আচ্ছা, নরেন্দ্র আর আমি এইখানে খাব ।

ভবনাথ, বাবুরাম, মাফীর ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন ।

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু বেশী-ক্ষণ নয় । ভক্তেরা বারাণ্ডায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বসিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন । বেলা দুইটা । সকলে উত্তরপূর্ব বারাণ্ডায় আছেন । হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণপূর্ব বারাণ্ডা হইতে ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়া উপস্থিত । গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি । ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ওর মনের ভাব ঐ কি না, তাই ঐ সেজেছে ।

নরেন্দ্র । ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি । (হাস্য) ।

হাজরা । তাতে পঞ্চ মকার, চক্র এ সব ক’রতে হয় ।

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন । ও কথার সায় দিলেন না । কেবল রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন । হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । গাইতেছেন,—

আনন্ড ভুলালে ভুল্বে না মা, দেখেছি তোমার রাজ্য চরণ ।

[পূর্বকথা—রাজনারাণের চণ্ডী ও নকুড় আচার্যের গান ।]

ঠাকুর বলিতেছেন, আহা, রাজনারাণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার ।

ঐ রকম ক'রে নেচে নেচে তাবা গায় । আর ওদেশে নকুড় আচার্য্যের গান । আহা, কি নৃত্য, কি গান ।

পঞ্চবটীতে একটি সাধু আসিয়াছেন । বড় রাগী সাধু । যাকে তাকে গালাগাল দেন, শাপ দেন । তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত ।

সাধু বলিলেন, হি'য়া আগ মিলে গা ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড় করিয়া সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটি রহিলেন, ততক্ষণ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ।

সাধুটি চলিয়া গেলে ভবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ওরে, তমোমুখ নারায়ণ । যাদের তমোগুণ, তাদের এই রকম ক'রে প্রসন্ন কর্তে হয় । এ যে সাধু ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোলোকধাম খেলা । 'ঠিক লোকের সর্বত্র জয়' ।]

গোলোকধাম খেলা হইতেছে । ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও খেলিতেছেন । ঠাকুর গাঙ্গিয়া দাঁড়াইলেন । মাফার ও কিশোরীর ঘুঁটি উঠিয়া গেল । ঠাকুর দুই জনকে নমস্কার করিলেন । বললেন, ধন্য তোমরা দুভাই । (মাফারকে একান্তে) আর খেলো না ।

ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন । হাজার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল । ঠাকুর বলিতেছেন, হাজার কি হ'ল !--আবার ।

অর্থাৎ হাজার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে । এই সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছেন ।

লাটুর ঘুঁটি সংসারেব ঘর থেকে একেবারে সাতচিৎ মুক্তি । লাটু ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, নোটোর যে আফ্লাদ,—দেখ । ওর উটি না হ'লে মনে বড় কষ্ট হ'ত । (ভক্তদের প্রতি একান্তে) এর একটা মানে আছে । হাজার বড় অহঙ্কার যে, এতেও আমার জিত হবে । ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না । সকলের কাছেই জয় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ । বামাচার নিন্দা ।

[পূর্বকথা—ভীৰ্শদর্শন, কাশীতে ভৈরবীচক্র । ঠাকুরের সন্তানভাব ।]

ঘরে ছোট তন্তুপোষটিতে ঠাকুর বসিয়াছেন । নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, মাফার মেজাতে বসিয়া আছেন । ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী এই সব মতের কথা নবেন্দ্র তুলিলেন । ঠাকুর তাহাদের বর্ণনা করিয়া নিন্দা করিতেছেন । বলিতেছেন,—ঠিক ঠিক সাধন করিতে পারে না, ধর্মের নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে ।

(নরেন্দ্রের প্রতি) তোর আর এ সব শুনে কাজ নাই ।

“ভৈরব ভৈরবী, এদেবও ঐ রকম । কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল । একজন কোরে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী । আমায় কারণ পান করতে বললে । আমি বললাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না । তখন তারা খেতে লাগলো । আমি মনে কলাম, এইবার বুঝি জপ ধ্যান কব্বে । তা নয়, নৃত্য কর্তে আরম্ভ কলে ! আমার ভয় হ’তে লাগলো, পাড়ে গঙ্গায় পড়ে যায় । চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল ।

“স্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান ।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি । “কি জান ? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তানভাব । মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই । ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয় । স্ত্রীভাব,—বীরভাব বড় কঠিন । তারকের বাপ ঐ ভাবে সাধন ক’রত । বড় কঠিন । ঠিক ভাব রাখা যায় না ।

“নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার । মত পথ । যেমন কালঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায় । তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা ; শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল ।

“অনেক মত—অনেক পথ—দেখলাম । এ সব আর ভাল লাগে না । পরস্পর সব বিবাদ করে । এখানে আর কেউ নাই ; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষে এই বুঝোছি, তিনি পূর্ণ,

দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজাদিবসে ভবনাথ, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে । ১৬৭

আমি তাঁর অংশ, তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস;
আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি,
আমিই তিনি । [ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেন ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাহুবের উপর ভালবাসা । Love of mankind.]

ভবনাথ (বিনীতভাবে) । লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মন কেমন করে । তা হ'লে সকলকে ত ভালবাসতে পারলুম না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । প্রথমে একবার কথাবাত্তা কইতে,—তাদের সঙ্গে ভাব বরুতে—চেফ্টা কর্বে । চেফ্টা ক'রেও যদি না হয়, তার পর আর ও সব ভাববে না । তাঁর শরণাগত হও,—তাঁর চিন্তা কর,—তাকে ছেড়ে অল্প লোকের জন্ম মন খারাপ করবার দরকার নাই ।

ভবনাথ । ক্রাইষ্ট (Christ), চৈতন্য, এঁরা সব ব'লে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভাল ত বাসবে,—সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বোলে । কিন্তু যেখানে দুফ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম কব্বে । কি, চৈতন্য দেব ? তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ ।' শ্রীনাসের বাড়ীতে তাঁর শাস্ত্রীকে চুল ধ'রে বাঁর করা হয়েছিল ।

ভবনাথ । সে অল্প লোক বাঁর করেছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর সম্মতি না থাক্‌তে পারে ?

“কি করা যায় ? যদি অন্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি ঐ ভাবতে হবে ? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক্ ওদিক্ বাজে খরচ ক'রবে ? আমি বলি, আ, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না, কেবল তোমায় চাই । মানুষ নিয়ে কি ক'রবে ?

“ঘরে আসবেন চণ্ডী, গুন্বো কত চণ্ডী, কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী ।

“তাঁকে পেলে সবাইকে পাব । টাকা মাটী, মাটীই টাকা,—সোণা মাটী, মাটীই সোণা,—এই ব'লে ত্যাগ কল্পুম; গজার জলে ফেলে দিলুম । তখন ভয় হলো যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন । লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য অবজ্ঞা কল্পুম ।—যদি খ্যাতি বন্ধ করেন । তখন বলুম, মা, তোমায় চাই, আর কিছু চাই না ; তাঁকে পেলে তবে সব পাব ।

ভবনাথ (হাসিতে হাসিতে) । এ পাটোয়ারি !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি ।

“ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বল্লেন, তোমার তপস্শা দে'খে বড় প্রসন্ন হয়েছি । এখন একটি বর নাও । সাধক বল্লেন, ঠাকুর, যদি বর দেবেন ত এই বর দিন, যেন সোণার থালে নাতির সঙ্গে ব'সে খাউ । এক বরেতে অনেকগুলি হ'ল । ঐশ্বর্য্য হ'ল, ছেলে হ'ল, নাতি হ'ল !”
(সকলের হাস্য ।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বর অভিভাবক । শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি । সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে ।

ভক্তেরা ঘরে বসিয়াছেন । হাজরা বারাণ্ডাতেই বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাজরা কি চাইছে জান ? কিছু টাকা চায়, বাড়ীতে কষ্ট , দেনা কর্ত্ত । তা, জপ ধ্যান করে, বলে, তিনি টাকা দেবেন ।

একজন ভক্ত । তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারেন না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর ইচ্ছা । তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত ভার লন না । ছোট ছেলেকেই হাত ধ'রে খেতে বসিয়ে দেয় । বুড়োদের কে দেয় ? তাঁর চিন্তা ক'রে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভাব লন । *
নিজে বাড়ীর খবর লবে না ।

হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে, ‘বাবাকে আস্তে বোলো ; আমরা কিছু চাইবো না ।’ আমার কথাগুলি শুনে কান্না পেলো ।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত । শ্রীকৃষ্ণাবন দর্শন ।]

“হাজরার মা বলেছে রামলালকে, প্রতাপকে একবার আস্তে বোলো, আর তোমার খুড়ো মশায়কে আমার নাম ক'রে বোলো, যেন তিনি প্রতাপকে আস্তে বলেন । আমি বল্লুম,—তা শুনলে না ।

“মা কি কম জিনিস গা ? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার

অনন্তাচিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পৰ্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাবিস্কৃত্যমাং বোগকেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ।

দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজাদিবসে নরেন্দ্রাদি সঙ্ক কৌশলানন্দে । ১৬৯

কাছ থেকে চ'লে আসতে পারেন । শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাট্‌বো । চৈতন্যদেব অনেক ক'রে বোঝালেন । বল্লেন, 'মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি যাব না । তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর থাকবে না । আর মা, যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে । আমি কাছেই থাকব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব ।' তবে শচী অনুমতি দিলেন ।

মা যত দিন ছিল, নারদ তত দিন তপস্শায় যেতে পারেন নি । মার সেবা করতে হয়েছিল কি না । মার দেহত্যাগ হ'লে তবে হরিসাধন করতে বেরুলেন ।

“বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হলো না । গঙ্গামার কাছে থাকবার কথা হলো । সব ঠিক ঠাক । এদিকে আমার বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গামার বিছানা হবে ; আর কলকাতায় যাব না ; কৈবর্তর ভাত আর কতদিন খাব ? তখন হাদে বল্লেন, না, তুমি কলকাতার চল । সে একদিকে টানে, গঙ্গা মা আর এক দিকে টানে । আমার খুব থাকবার ইচ্ছা । এমন সময়ে মাকে মনে পড়লো । অমনি সব বদলে গেল । মা বুড় হয়েছেন । ভাবলুম, মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর স্বীকৃতির সব ঘুরে যাবে । তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই । গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা কোরবো, নিশ্চিন্ত হয়ে ।

(নরেন্দ্রের প্রতি) তুমি একটু তাকে বোলো না । আমায় সে দিন বল্লেন, হাঁ, দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাকবো । তার পর যে সেই ।

(ভক্তদের প্রতি) । “আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কি সব কথা হ'ল । গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ । এখন হরিনাম একটু বল । কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর পায়ের মুণ্ডি হয়ে যাক ।” নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—
গান । এক পুরাতন পুরুষ নিরুত্তরনে, চিত্ত সমাধান কর রে,

আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে ;

জীবন্ত জ্যোতির্শ্বর, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে ।

অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে ;

জ্ঞানপ্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, বাহার চিত্তনে সম্ভাণ হয়ে ।

অনন্ত গুণাধার, প্রশান্ত-মুরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে ;

পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজগুণে, দীন হীন ব'লে দয়া করে ।

চিরকমানীল, কল্যাণদাতা, নিকটসহায় চঃখসাগরে ;

পরম ভাববান, করেন কলসান, পাপপুণ্য কর্ম অমুসারে ।

প্রেমময় দয়ালু কৃপানিধি, শ্রবণে বীর গুণ অংশি করে ;

তার মুখ দেখি, সবে হও রে সুখী, তৃপ্ত মন প্রাণ বীর তরে ।

বিচিত্র শোভাময় নিখল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে ;

ভজন সাধন তাঁর, কর হে নিরন্তর, চিরজিয়ারী হরে তাঁর ঘারে ।

গান । ভিদ্দাকান্ধে হ'ল পূর্ণ প্রেমভাস্ত্রোদয় হে, (৭ পৃঃ)

ঠাকুর নাচিতেছেন । বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন ; সকলে কীর্তন করিতেছেন, আর নাচিতেছেন । খুব আনন্দ ।

গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন ।—

গান । শিব সজে সদা সজে আনন্দে অগনি ।

মাষ্টার সজে গাইয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুসি । গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে সহাস্তে বলিতেছেন, বেশ খুলি হতো, তা হলে আরও জমাট হতো । তাক্ তাক্ তা ধিনা, দাক্ দাক্ দা ধিনা, এই সব বোল বাজবে । কীর্তন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ।

দ্বিতীয় ভাগ—অষ্টাদশ অধ্যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অধরের বাড়ী আগমন ও ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[কেদার, বিজয়, বাবুরাম, নারায়ণ, মাষ্টার, বৈষ্ণবচরণ ।]

আজ আশ্বিন শুক্লা একাদশী, বুধবার, ১লা অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ । ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ী আসিতেছেন । সজে নারায়ণ, গঙ্গাধর । পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল । ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, “আমি মালা জোপ'বো ? হাক ধু ! এ শিব যে পাতাল কোঁড়া শিব, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ।”

অধরের বাড়ীতে আসিয়াছেন । এখানে অনেক ভক্তের সমাবেশ

হইয়াছে । কেদার, বিজয়, বাবুরাম প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত । কীৰ্ত্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ আসিয়াছেন । ঠাকুরের আদেশক্রমে অধর প্রভাহ আকিস হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরণের মুখ হইতে কীৰ্ত্তন শুনেন । বৈষ্ণবচরণের সংকীৰ্ত্তন অতি মিষ্ট । আজও সংকীৰ্ত্তন হইবে । ঠাকুর অধরের বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিলেন । ভক্তেরা সকলেই গাত্ৰোত্থান করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন । ঠাকুর সহাস্যে আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহারাও উপবেশন করিলেন । কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলে পর ঠাকুর নারা'ণ ও বাবুরামকে তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিলেন । আর বলিলেন, আপ-নারা আশীৰ্ব্বাদ করো যেন এদের ভক্তি হয় । নারা'ণকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বড় সরল ; ভক্তেরা বাবুরাম ও নারাণকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি) । তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো,—তা না হ'লে তোমরা কালাবাড়ী গিয়ে পড়তে । ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল । কেদার (বিনীতভাবে, কৃতজ্ঞলি) ! ঈশ্বরের ইচ্ছা,—সে আপনার ইচ্ছা । [ঠাকুর হাসিতেছেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভক্তসঙ্গে কীৰ্ত্তনানন্দে ।]

এইবার কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল । বৈষ্ণবচরণ অভিসার আরম্ভ করিয়া রাসকীৰ্ত্তন করিয়া পালা সমাপ্ত করিলেন । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন কীৰ্ত্তন যাই আরম্ভ হইল, ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন ও সংকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন ।

কীৰ্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) । ইনি বেশ গান ।

এই বলিয়া বৈষ্ণবচরণকে দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে 'শ্রীগৌরাজ-শুন্দর' এই গানটি গাইতে বলিলেন । বৈষ্ণবচরণ গান ধরিলেন,—

শ্রীগৌরাজসুন্দর, নব নটবব, তপত কাঞ্চনকার ' ইত্যাদি ।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বলিলেন, 'কেগন ?' বিজয়

বলিলেন, ‘আশ্চর্য্য ।’ ঠাকুর গৌরাজের ভাবে নিজে গান ধরিলেন,—

ভাব হবে বৈ কি রে । ভাবনিধি শ্রীগৌরাজের ভাব হবে বৈ
কি রে ॥ ভাবে হাসে কঁাদে নাচে গায় । বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে ; সমুদ্র দেখে
শ্রীমুখা ভাবে । যার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে) । গৌরা ফুকরি ফুকরি
কান্দে ; গৌরা আপনার পায় আপনি ধরে । বলে কোথা রাই প্রেমময়ী ।

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন ।

ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন,—

হন্নি হন্নি বল্ রে বাণে ।

হরির করুণা বিনে, পরম তত্ত্ব আর পাবিনে ॥

হরি নামে তাপ হরে, মুখে বল হরেকৃষ্ণ হরে, হরি যদি কৃপা করে, তবে ভবে
আর ভাবিনে । বাণে একবার হরি বল, হরিনাম বিনে নাই সম্বল, দাস গোবিন্দ কম
দিন গেল, অকূলে যেন ডুবিনে ।

ঠাকুর কীর্ত্তনিয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে স্মর করিতেছেন ।
বৈষ্ণবচরণকে বলিতেছেন, ঐ ২ কম ক’রে বলো—কীর্ত্তনিয়া চড়ে ।

বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন ।—

শ্রীদুর্গা নাম জপ সদা রসনা আনার ।

দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার ॥

দুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে, ভাসিতেছে সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে ।

শ্রীশঙ্কর করুণা করি বেই ধন দিলে, সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কূলে ॥

যদি বল ছর রিপু হইয়ে পবন, ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান ।

তুফানেতে কি করিবে শ্রীদুর্গানাম যার তরী, অবশ্য পাইবে কূল গুহ্যজ্ঞর যার কাহারী ॥

তুমি স্বর্গ, তুমি বর্ষ মা, তুমি সে পাতাল, তোমা হ’তে হরি ত্রয়ো দ্বাদশ গোপাল ।

দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আনার করিতে হবে পার ॥

চল অচল তুমি মা তুমি স্থল স্থল, স্থিতি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বস্থল ।

ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোকভারিণী, সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি ॥

ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাইতে লাগিলেন,—

৷ অচল তুমি মা তুমি স্থল স্থল, স্থিতি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বস্থল ।

ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোকভারিণী, সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি ॥

কীর্ত্তনিয়া আবার আরম্ভ করিলেন ।—

যার অন্ধকার আদি শূন্য আর আকাশ, রূপ দিক্ দিগন্তর তোমা হ’তে প্রকাশ ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি বহুতক অমরে, তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে ॥
 উড়া পিঙ্গলা সূর্য্য বজ্রা চিত্রাণীতে, ক্রমবোলে আছে জেগে সহস্রা চইতে ।
 চিত্রাণীর মধ্যে উর্দ্ধে আছে পদ্ম সারি সারি, শুক্লবর্ণ সূর্যবর্ণ বিদ্যাভাদি করি ॥
 দুই পদ্ম প্রস্ফুটিত একপদ্ম কোড়া, অধোমুখে উর্দ্ধমুখে আছে দুই পদ্ম জোড়া ।
 হংসরূপে বিহার তপাধ কর গো আপান, আমার কমলে হও মা কুলকুণ্ডলিনী ॥
 তদূর্দ্ধে মণিপুর নাম নাভিস্থল, রক্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল ।
 সেই পদ্মে তব শক্তি অনল আছয়, সে অনল নিবৃত্তি হ'লে সকলই নিভায় ॥
 কুদিপদ্মে আকাশ মানস সরোবর, অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর ।
 সূর্যবর্ণ ছাদশদল তথায় শিব গণ, বেই পদ্মে তব শক্তি জীব আর প্রাণ ॥
 তদূর্দ্ধে কণ্ঠদেশ ধূতবর্ণ পদ্ম, ষোড়শদল নাম তার পদ্ম শিশুকাথা ।
 সেই পদ্মে তব শক্তি আছয়ে আকাশ, সে আকাশ বন্ধ হ'লে সকলি আকাশ ॥
 তদূর্দ্ধে শিরসি মধ্যে পদ্ম সহস্রদল শুক্লদেবের স্থান সেত অতিশুদ্ধ স্থল ।
 সেই পদ্মে বিশ্বরূপে পরমশিব বিরাজে, একা আছেন শুক্লবর্ণ সহস্রদল পঙ্কজে ॥
 ব্রহ্মরূপ আছে যথা শিব বিশ্বরূপ, তুমি তথা গেলে শিব হন স্বীয়রূপ ।
 তথা শবসঙ্গে যজ্ঞ কর গো বিহার বিহার সমাপনে শিব হন বিশ্বাকার ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার নিরাকার কথা । চিনির পাহাড় ।

কেদার ও কয়েকটি ভক্ত গাত্রোথান করিলেন—বাড়ী বাইবেন ।

কেদার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, আজ্ঞা তবে আসি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি অধবকে না ব'লে যাবে ? অভ্যস্ততা হয় না ?

কেদার । ভগ্নিন্ তুফে জগৎ তৃপ্তম্, আপনি যেকালে রইলেন, সকলেরই থাকা হোলো—আর কিছু অসুখ বোধ হয়েছে—আর বিয়ে পাওয়ার জন্য একটা ভয় হয়—সমাজ আছে—একবার তো গোল হয়েছে—

বিজয় । এঁকে রেখে যাওয়া—

এমন সময় ঠাকুরকে লইয়া বাইতে অধর আসিলেন । ভিতরে পাতা হইয়াছে । ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন, ও বিজয় ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো গো আমার সঙ্গে । বিজয়, কেদার ও অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ।

ঠাকুর আহারাশ্বে বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বসিলেন । কেদার, বিজয় ও অন্যান্য ভক্তেরা চারিপাশে বসিলেন ।

[কেদারের কাকুতি ও কমাপ্রার্থনা । বিজয়ের দেবদর্শন]

কেদার কুতাজ্জলি হইয়া অতি নম্রভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, মাপ ককন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম । কেদার বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আমি কোন্‌ ছার ।

কেদারের কৰ্ম্মস্থল ঢাকায় । সেখানে অনেক ভক্ত তাঁহার কাছে আসেন ও তাঁহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানাকপ দ্রব্য আনয়ন করেন । কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন ।

কেদার (বিনীতভাবে) । লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে । কি ক'র্ব্বো প্রভু, হুকুম ককন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্ত হ'লে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায় । সাত বৎসর উদ্ভাদের পর ও দেশে (কামারপুকুরে) গেলুম । তখন কি অবস্থাই গেছে । খান্‌কি পর্য্যন্ত খাইয়ে দিলে । এখন কিছ্র পারি না ।

কেদার (বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে হৃদয়সরে) । প্রভু, আপনি শক্তি সকার ককন । অনেক লোক আসে । আমি কি জানি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হরে যাবে গো ।—আন্তরিক ঈশ্বরের অতি থাকলে হক্কৈ স্বাক্ষ ।

কেদার বিদায় লইবার পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীবৃন্দ বোগেন্দ্র প্রণেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি সাকার, নিরাকার, জাবার কত কি, তা আমরা জানি না । শুধু নিরাকার বলে কেমন করে হবে ?

বোগেন্দ্র । ব্রাহ্মসমাজের এক আশ্চর্য্য ! বার বছরের ছেলে, সেও নিরাকার দেখছে । আদি সমাজে সাকারে অভ আপত্তি নাই । ওরা পূজাতে ভক্তলোকের বাড়ীতে আসতে পারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখছে ।
অথর । শিবনাথ বাবু সাকার মানেন না ।

কলিকাতা অধরের বাটীতে বিজয় কেদার প্রভৃতি সঙ্গে । ১৭৫

বিজয় । সেটা তাঁর বুঝবার ভুল । ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখন এ রং কখন সে রং । যে গাছতলায় ব'সে থাকে, সেই ঠিক জানতে পারে । আমি ধ্যান করতে করতে দেখতে পেলাম চালচিত্রে । কত দেবতা, তাঁরা কত কি বলেন । আমি বলুম, তাঁর কাছে বাবো, তবে বুঝবো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার ঠিক দেখা হয়েছে ।

কেদার । ভক্তের জ্ঞান সাকার । ভক্ত প্রেমে সাকার দেখে ।

কুব যখন ঠাকুরকে দর্শন করেন, বলেছিলেন, কুণ্ডল কেন ছলছে না ? ঠাকুর বলেন, তুমি দোলালে দোলে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সব জানতে হয় গো—নিরাকার সাকার সব জানতে হয় । কালীঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলুম রমণী খান্‌কি । বলুম ঃ, তুই এইকপেও আভিস্ । তাই বলছি সব জানতে হয় । তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না ।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—‘এসেছেন এক ভাবের ফকির’ ।

বিজয় । তিনি অনন্তশক্তি,—আর একরূপে দেখা দিতে পারেন না ? কি আশ্চর্য্য । সব রেণুর রেণু এরা সব কি না এই সব ঠিক করতে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি । চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপ্‌ড়ে গিছলো । এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল । আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে । যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব । (সকলের হাস্য ।)

দ্বিতীয় ভাগ—উনবিংশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[দক্ষিণেশ্বরে বেদাস্তবাগীশ, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ।]

আজ শনিবার, ১১ই অক্টোবর ১৮৮৪ খৃঃ অঃ । ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে ছোট তক্তপোষে শুইয়া আছেন । বেলা আন্দাজ ২টা বাজিয়াছে । মেজের উপর গান্ধার ও প্রিয় মুখুষ্যে বসিয়া আছেন ।

মাফার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে প্রায় ১টার সময় পৌঁছিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যত্নমল্লিকের বাড়ী গিয়াছিলাম । একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়ীভাড়া কত । যখন এরা বলে ৩০/০, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আবার শুকুল ঠাকুর আডালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছে । সে বলে, ৩০ ' (সকলের হাস্য) । তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে, বলে, ভাড়া কত ?

“কাছে দালাল এসেছে । সে যত্নকে বলে, বড়বাজারে ৭ কাঠা জায়গা বিক্রী আছে, নেবেন ৭ বড় বলে, কত দাম ? দামটা কিছু কমায় না ? আমি বলুম, “তুমি নেবে না, কেবল ঢং করছো । না ?” তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে । বিষয়ী লোকদের দস্তুরই ; ৫টা লোক আনাগোনা কব্বে, বাজারে খুব নাম হবে ।

“অধরের বাড়ী গিছিলো, তা আমি আবার বল্লাম, তুমি অধরের বাড়ী গিছিলে, তা অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে । তখন বলে, “এঁয়া এঁয়া সন্তুষ্ট হয়েছে ?”

“যত্নর বাড়ীতে—মল্লিক এসেছিল । বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু মেখে বুঝতে পারলাম । চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বল্লুম, “চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় শ্যায়না, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে ” । আর দেখলাম লক্ষ্মী-ছাড়া । যত্নর মা অবাক হয়ে বলে, বাবা, তুমি কেমন ক’রে জানলে, ওর কিছু নাই । চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ।

নারা'ণ আসিয়াছেন, তিনিও মেজের বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয়নাথের প্রতি)। হ্যাঁগা, তোমাদের হরিটি বেশ।
প্রিয়নাথ। আজ্ঞা, এমন বিশেষ ভাল কি? তবে ছেলে মানুষ—
নারা'ণ। পরিবারকে মা বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি। আমিই বলতে পারি না, আর সে মা বলেছে। (প্রিয়নাথের প্রতি) কি জান, ছেলেটি বেশ শান্ত, ঈশ্বরের দিকে মন আছে। [ঠাকুর অল্প কথা পাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হেম কি বলছিলো জান? বাবুরামকে বলে, ঈশ্বরই এক সত্য আর সব মিথ্যা (সকলের হাস্ত)। না-গো, আশ্চর্যিক বলেছে। আবার আগাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কীর্তন শুনাবে বলেছিল। তা হয় নাই। তার পর নাকি বলেছিল, “আমি খোল করতাল নিলে লোকে কি বলবে।” ভয় পেয়ে গেল, পাছে লোকে বলে পাগল হয়েছে।

[ঘোষপাড়ার জীলোকের হরিপদকে গোপালভাব। কোমার-বৈরাগ্য ও জীলোক।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। বলে,—কোলে করে খাওয়ায়। বলে নাকি গোপাল ভাব! আমি অনেক সাবধান করে দিইছি। বলে বাৎসল্য ভাব। ঐ বাৎসল্য থেকে আবার ত্যাগ হয়।

“কি জান? মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়ে মানুষের কাছে আনাগণা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া বড় খারাপ। এরা সত্ৰা হরণ করে।

“অনেক সাবধানে থাকলে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ রাখাল এরা সব এক দিন আপনারা রান্না করলে। ওরা খেতে বসেছে, এমন সময় একজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে বসে বলে, খাব। আমি বললাম, আঁটে না, আচ্ছা, যদি থাকে, তোমার জন্য রাখবে। তা সে রেগে উঠে গেল। বিজয়ার দিনে যে সে মুখে খাইয়ে দেয়, সে ভাল নয়। শুদ্ধস্ব ভক্ত এদের হাতে খাওয়া যায়।

“মেয়ে মানুষের কাছে খুব সাবধান হ'তে হয়। গোপাল ভাব। এ সব

কথা শুনে না । ‘মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে ।’ অনেক মেয়েমানুষ যোয়ান ছোকরা, দেখতে ভাল, দেখে নৃতন মায়া ফাঁদে । তাই গোপালভাব !

“যাদের কৌমার-বৈরাগ্য, বারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা । তারা নৈকম্য কুলীন । ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হ’লে তারা মেয়ে মানুষ থেকে ৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয় । তারা যদি মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে, তা হ’লে আর নৈকম্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গভাব হয়ে যায় ; তাদের ঘর নীচু হয়ে যায় । যাদের ঠিক কৌমার-বৈরাগ্য, তাদের উঁচু ঘর ; অতি শুদ্ধ ভাব । গায়ে দাগটি পর্য্যন্ত লাগে না ।

[জিতেন্দ্রিয় হবার উপায়—প্রকৃতিভাব সাধন ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক’রে ? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ ক’রে হয় । আমি অনেক দিন সর্থাভাবে ছিলাম । মেয়ে মানুষের কাপড় গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম । ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি ক’রতুম । তা না হ’লে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন ক’রে ? দুজনেই মার সখী ।

“আমি আপনাকে পু (পুরুষ) বলতে পারি না । এক দিন ভাবে রয়েছি, (পরিবার) জিজ্ঞাসা ক’লে—আমি তোমার কে ? আমি বলতুম, “আনন্দময়ী ।” এক মতে আছে, যার মাইয়ে বোঁটা আছে, সেই মেয়ে । অর্জুন আর কৃষ্ণের মাইয়ে বোঁটা ছিল না । “শিবপূজার ভাব কি জান ? শিবলিঙ্গের পূজা, মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা । ভক্ত এই ব’লে পূজা করে, ঠাকুর দেখে যেন আর জন্ম না হয় ! শোণিত-শুক্রে মধ্য দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আস্তে না হয় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীলোক লইয়া সাধন—শ্রীরামকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিভাবের কথা বলিতেছিলেন । শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাফীর, আরও কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন । এমন

দক্ষিণেশ্বরে। প্রিয়মুখ্যো, মাষ্টার, নারাণ প্রভৃতি সঙ্গে। ১৭৯

সময়, ঠাকুরদের বাড়ীর একটি শিক্ষক ঠাকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূরপাখা, ময়ূর-পাখাতে যোনি-চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।

“কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন। তাই দেখ রাস মণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হ’লে প্রকৃতির সঙ্গে অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হ’লে তবে রাস, তবে সন্তোষ। কিন্তু সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হ’তে হয়। তখন মেয়ে মানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি, ভক্তিমত্তী হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠবার সময় হেলতে ঢুলতে নাও, হেললে ঢুললে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধ’রে ধ’রে উঠতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবান্কে দর্শনের পর লেশমী ভয় নাই; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পারে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার দেখ,—যা ত্যাগ ক’রে গিচ্ছি, ছাদে উঠবার পর তা আর ত্যাগ করতে হয় না। ছাদও ইট, চুন, স্তবকির তৈয়াব’, আবার সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়াব’। যে মেয়ে মানুষের কাছে এত সাবধান হ’তে হয়, ভগবান্ দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই।

“কথাটা এই, বুড়া ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।

[ধ্যানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ । অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বহির্মুখ অনস্থায় স্থল দেখে। অল্পময় কোষে মন থাকে।

তার পর সূক্ষ্ম শরীর।

লিঙ্গশরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তার পর কারণ-

শরীর। যখন মন কারণশরীরে আসে, তখন আনন্দ,—আনন্দ-

ময়কোষে মন থাকে। এইটি চৈতন্যদেবের অর্কবাহ দশ।

“তাব পর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ

হয় । মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই । এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দর্শন ।

“অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জান ? দয়ানন্দ বলেছিল, অন্তরে এসো, কপাট বন্ধ ক'রে । অন্তরবাড়ীতে যে সে যেতে পারে না ।

“আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ কর্তুম । লালচে রংটাকে বল-
তুম শূল, তার ভিতর শাদা শাদা ভাগটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সব ভিতরে
কাল খড়কের মত ভাগটাকে বলতুম, কারণশরীর ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে । একটি লক্ষণ
—মাথায পাখা বস্নে, জড় মনে ক'রে ।

[পূর্বকথা - কেশবকে প্রথম দর্শন ১৮৬৪, ধ্যানস্থ । চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয় ।]

“কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাধে । তাকের (বেদির) উপর
কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে । দেখলাম যেন কাঠবৎ । সেজ-
বাবুকে বল্লুম, দেখ, ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে । ঐ ধানটুকু ছিল ব'লে
ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে গুণো মনে করেছিল (মান টান গুণো) হয়ে গেল ।

“চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয় । কথা কচ্ছে, তবুও ধ্যান হয় । যেমন
মনে কর, একজনের দাঁতে ব্যামো আছে, কন্ কন্ করে ।—

ঠাকুরদের শিক্ষক । আশ্বে, ওটি বেশ জানি । (হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ই্যাগো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে,
সব কর্ষ কর্ছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে । তা হ'লে ধ্যান
চোক চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয় ।

শিক্ষক । পতিতপাবন নাম তাঁর আছে, তাই ভরসা । তিনি দয়াময় ।

[পূর্বকথা—শিখরা ও শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণদাসের সহিত কথা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । শিখরাও বলেছিল, তিনি দয়াময় । আমি বল্লুম,
তিনি কেমন ক'রে দয়াময় ? তা তারা বলে, কেন মহারাজ ! তিনি
আমাদের সৃষ্টি ক'রেছেন, আমাদের জন্ম এতো জিনিস তৈয়ারী ক'রেছেন,
আমাদের মানুষ ক'রেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে
রক্ষা ক'রছেন । তা আমি বল্লুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখ্ছেন
খাওয়াচ্ছেন, তা কি এতো বাহাদুরী ? তোমার যদি ছেলে হয়,
তাকে কি আবার বামুনপাড়ার লোক এসে মানুষ ক'রবে ?

দক্ষিণেশ্বরে । লালাবাবু, রাণীভবানী ও কৃষ্ণদাসপালের কথা । ১৮১

শিখক । আন্তা, কাক ফস্ ক'রে হয়, কাক হয় না, এর মানে কি ?

[লালাবাবু ও রাণী ভবানীর বৈরাগ্য । সংস্কার থাকলে সম্বন্ধ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি জ্ঞান ? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয় । লোকে মনে করে, হঠাৎ হচ্ছে ।

“এক জন সকালে এক পাত্র মদ খেয়েছিল । তাতেই বেজায় মাতাল, ঢোলাঢলি আরম্ভ কব্লে । লোকে অবাক । এক পাত্রে এত মাতাল কেমন ক'বে হ'লো ? এক জন নল্লৈ, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে ।

“হুমুমান সোণাব লঙ্কা দখল করলে । লোকে অবাক । একটা বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে । কিন্তু আবার ব'লেছে, আদত কথা এই—সীতার নিশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল ।

“আর দেখ লালালাবাবু । * এত ঐশ্বর্য্য ; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে, ফস্ ক'বে কি বৈরাগ্য হয় ? আর রাণী ভবানী । মেয়ে মানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি ।

[কৃষ্ণদাসের রজোগুণ । তাই ‘জগতের উপকার ।’]

“শেষ জন্মে সত্ত্ব গুণ থাকে, ভগবানে মন হয় ; তাঁর জন্ম মন ব্যাকুল হয় , নানা বিষয়কর্মে থেকে মন স'রে আসে ।

“কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল । দেখলাম রজোগুণ । তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখলে । একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছু নাই । জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কি কর্তব্য ? তা বলে, ‘জগতের উপকার করবো’ । আমি বললুম, ইঁাগা তুমি কে ? আর কি উপকার করবে ? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে ?

নারায়ণ আসিয়াছেন । ঠাকুরের ভারি আনন্দ । নারায়ণকে ছোট খাটটির উপর পাশে বসাইলেন । গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে

* লালাবাবু, বাঙ্গালীজাতির গৌরব, পাইকপাড়ার ৮কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ । যৌবনে বৈরাগ্য—সাতলক্ষ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ । মথুরাবাস—ত্রিশ বৎসর বয়সে । চল্লিশে মাধুকরী, ভিক্ষাজীবী । বিয়াল্লিশে ৮প্রাপ্তি । পত্নী ‘রাণী কাত্যায়নী’ । নিঃসন্তান । গুরু, কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তমালের (বাঙ্গলা পদ্য) অনুবাদক ।

লাগিলেন । মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন । আর সন্নেহে বলেন, কল খাবি ? নারা'ণ মাফটারের স্কুলে পড়েন । ঠাকুরের কাছে আসেন বলিয়া বাড়ীতে মার খান । ঠাকুর সন্নেহে একটু হাসিতে হাসিতে নারায়ণকে বলুছেন, তুই একটা চামড়ার জামা কব্, তা হ'লে মারলে বেশী লাগ'বে না । ঠাকুর হরিশকে বলেন, তামাক খাব ।

[জ্বালোক লয়ে সাধন ঠাকুরের বারবার নিষেধ । ঘোষপাড়ার মত্ ।]

আবার নারায়ণকে সম্বোধন ক'রে বলুছেন, হরিপদর সেই পাতান মা এসেছিল । আমি হরিপদকে খুব সাবধান ক'রে দিয়েছি । ওদের ঘোষপাড়ার মত্ । আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্পুম, তোমার কেউ আশ্রয় আছে ? তা বলে, হাঁ—ঋমুক চক্রবর্তী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) । আহা । নালকণ্ঠ সে দিন এসেছিল । এমন ভাব । আর এক দিন আসবে ন'লে গেছে । গান শুনাবে । আজ ওদিকে নাচ হচ্ছে, দেখো গে যাও না । (স্বামললকে) তেল নাই যে ; (ভাঁড় দুম্বে) কৈ, তেল ভাঁড়ে তো নাই ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পুরুষপ্রকৃতিবিবেক যোগ । রাধাকৃষ্ণ, তাঁরা কে ? আত্মশক্তি ।

[বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, Col Olcott, স্বরেন্দ্র, নারা'ণ ।]

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করিতেছেন ; কখনও ঘরের ভিতর, কখনও ঘরের দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায়, কখনও বা ঘরের পশ্চিম দিকে গোল বারাণ্ডাটিতে দাঁড়াইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন ।

[সঙ্গ (environment) দোষ শুণ, ছাঁবি, গাছ, বালক ।]

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন । বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে । ভক্তেরা আবার মেজেতে আসিয়া বসিলেন । ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া চুপ করিয়া আছেন । এক একবার ঘরের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । দেওয়ালে অনেকগুলি পট আছে । ঠাকুরের বামদিকে শ্রীশ্রীবীণাপাণির পট, তাহার কিছু দূরে

দক্ষিণেথরে । সিঁতির বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সঙ্গে । ১৮৩

নিভাইগৌর ভক্তসঙ্গে কীৰ্ত্তন করিতেছেন । ঠাকুরের সম্মুখে ঈশ্বর ও প্রহ্লাদের ছবি ও মা কালীর মূর্তি । ঠাকুরের ডান দিকে দেয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী মূর্তি, পিছনের দেয়ালে যীশুর ছবি রহিয়াছে,—পাঁটের ডুবিয়া যাইতেছেন, যীশু তুলিতেছেন । ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন, দেখ, সাধু সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল । সকাল বেলা উঠা অন্ত্যমুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীর মুখ দেখে উঠা ভাল । ইংবাজী ছবি দেয়ালে—ধনী, রাজা, (Queen) এবং ছবি,—(Queen)এবং ছেলের ছবি, সাহেব, মেম বেডাচ্ছে, তাব ছবি রাখা—এ সব রজোগুণে হয় ।

“সেকপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেকপ স্বভাব হ’য়ে যায় । তাই ছবিতেও দোষ । আবার নিজের যেকপ স্বভাব, সেইকপ সঙ্গ লোকে খোঁজে । পরমহংসেরা দু পঁচ জন ছেলে কাছে রেখে দেয়—কাছে আসতে দেয়—পাঁচ ছয় বছরের । ও অবস্থায় ছেলেদেব ভিতর থাকতে ভাল লাগে । ছেলেরা সব বজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয় ।

“গাছ দেখলে তপোবন, ঋষি তপস্যা করছে, উদ্দীপন হয় ।

সিঁতির একটি ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । ইনি কাশীতে বেদান্ত পাড়িয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি গো, কেমন সব আছ ? অনেক দিন আস নাই । পণ্ডিত (সহাস্ত্রে) । আজ্ঞে, সংসারের কাজ । আর জানেন তো, সময় আর হয় না ।

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন । তাঁহার সহিত কথা হইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কাশীতে অনেক দিন ছিলে, কি সব দেখলে, কিছু বল । দয়ানন্দের কথা একটু বল । * পণ্ডিত । দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হ’য়েছিল । আপনি ত দেখেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখতে গিচলুম,—তখন ওধারে একটি বাগানে সে

* দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮২৪ -- ১৮৮৩ । কাশীর আনন্দবাগে বিচার ১৮৬৯ । কলিকাতায় স্থিতি, ঠাকুরদের নৈনানের প্রমোদকাননে, ডিসেম্বর ১৮৭২—মার্চ ১৮৭৩ । ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের ও কাণ্ডেনের দর্শন । কাণ্ডেন ঠাকুরকে ঐ সময় সম্ভবতঃ দর্শন করেন ।

ছিল। কেশব সেনের আস্বার কথা ছিল সে দিন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্ম ব্যস্ত হ'তে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বলতো, গৌরাণ্ড ভাষা। দেবতা মানতো—কেশব মানতো না; তা বলতো, ঈশ্বর এত জিনিষ ক'রেছেন, আর দেবতা কর্তে পারেন না। নিরাকারবাদী। কাপ্তেন 'রাম রাম' ক'চ্ছিল, তা ব'লে, তার চেয়ে 'সন্দেশ, সন্দেশ' বল।

পণ্ডিত। কাশাতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হ'ল। শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে। তার পর এমন ক'রে তুললে যে, পালাতে পাল্পে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ব'লতে লাগলো—'দয়ানন্দেন যদুক্তং তদ্বৈয়ম্।'

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও থিয়োসফি। 'ওবা কি ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খোঁজে ?']

পণ্ডিত। আবার Colonel Olcott কেও দেখেছিলাম। ওরা বলে, সব 'মহাত্মা' আছে। আর চন্দ্রলোক, সূর্যালোক, নক্ষত্রলোক এই সব আছে। সূক্ষ্মশরীর সেই সব জায়গায় যায়—এই সব অনেক কথা। আচ্ছা মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি রকম বোধ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি। তারা কি ভক্তি খোঁজে ? তা হ'লে ভাল। ভগবান্ লাভ যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যালোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্ম সাধন করা চাই, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। এই বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন।

“মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের নিধি, তাব ব্যতীত অভাবে কি দরুতে পারে ॥ সে তাব নাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তবে। হ'লে ভাবের উদয় লগ্ন সে যেমন লোহাকে চুষকে পরে ॥

“আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল, কিছুতে তিনি নাই। তাঁর জন্ম প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে বিছু হবে না।

“বড় দর্শনে না পায় দরশন, আগর নিগর তত্ত্বদারে।

সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥”

“খুব ব্যাকুল হ’তে হয় । একটা গান শোন ।

গান । রাধার দেখা কি পায় সকলে—১০৮ গুণ ।

[অবতাররাও সাধন করেন—লোকশিক্ষার্থ । সাধন, তবে ঈশ্বর দর্শন ।]

“সাধনের খুব দরকার, ফস্ ক’রে কি আর ঈশ্বর-দর্শন হয় ?

“এক জন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ, ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন ?

তা মনে উঠলো, বল্লুম বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর । চারা (চার) কর । হাতসুতো, ছিপ, যোগাড কর । গন্ধ পেয়ে ‘গম্ভীর’ জল থেকে মাছ আসবে । জল নড়লে টের পাবে, বড ম ছ এসেছে ।

“মাখন খেতে ইচ্ছা । তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন,— করলে কি হবে ? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে । ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বলে কি ঈশ্বরকে দেখা যায় ? সাধন চাই ।

“ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, —লোকশিক্ষার জন্ত ।

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধা-বস্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্ত তপস্যা ক’রেছিলেন ।

[রাধাই আত্মশক্তি বা প্রকৃতি । পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শক্তি, অভেদ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিহ্নহীনা—আদ্যা-শক্তি । রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়া । এ’র ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ । যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তার পর লাল, তার পর শাদা বেকতে থাকে । বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে, কাম-রাধা, প্রেম-রাধা, নিত্য-রাধা । কাম-রাধা চন্দ্রাবলী, প্রেম-রাধা শ্রীমতী । নিত্য-রাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে ।

“এই চিহ্নহীনা আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ । যেমন জল আর তার হিমশক্তি । জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয় ; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে । সাপ, আর সাপের তীর্ষ্যকগতি , তীর্ষ্যকগতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে । ব্রহ্ম বলি কখন ? যখন নিষ্ক্রিয় বা কার্যে নির্লিপ্ত । পুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন সেই পুরুষই থাকে । ছিলে দিগম্বর, হলে সাধুর—

আবার হবে দিগম্বর । সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না । যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ । ব্রহ্মা নিজে নির্লিপ্ত ।

“নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য । সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, ‘বৎস । আমিই এককপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি ; এককপে ইন্দ্র, এককপে ইন্দ্রাণী,—একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী,—একরূপে কল্প, একরূপে কল্পাণী,—হয়ে আছি’ । —নামরূপ যা আছে, সব চিচ্ছক্তিই ঐশ্বর্য । চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য

সমস্তই, এমন কি, ধ্যান, ধ্যান্তা পর্য্যন্ত । আমি ধ্যান করছি, যতক্ষণ বোধ, ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি । (মাক্টোরের প্রতি) । এইগুলি ধারণা কর । বেদ পুরাণ শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন করতে হয় ।

(পণ্ডিতের প্রতি) । মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল । রোগ মানুষের লেগেই আছে । সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয় ।

[বেদান্তবাগীশকে শিলা—সাধুসঙ্গ কর, ‘আমার কেউ নয়’ ; দাসভাব ।]

“আমি ও আমার । এর নামই ঠিক জ্ঞান,—‘হে ঈশ্বর । তুমিই সব কর্ত্ত্ব, আর তুমিই আমার আপনার লোক । আর তোমার এই সমস্ত ঘর, বাড়ী, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু ; সমস্ত জগৎ । সব তোমার !’ আর ‘আমি সব কর্ত্ত্বি, আমি কর্ত্ত্বা । আমার ঘর, বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে, বন্ধু, বিষয়’,—এ সব অজ্ঞান ।

“গুরু শিষ্যকে এ কথা বুঝাচ্ছিলেন । ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয় । শিষ্য বলে, আজ্ঞা, মা পরিবার এঁরা তো খুব যত্ন করেন ; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন । গুরু বল্লেন, ও তোমার মনের ভুল । আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয় । এই ঔষধ বড়ী কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও । তুমি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে পেকো । লোকে মনে করবে যে, তোমার দেহত্যাগ হয়ে গেছে । কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে ;—আমি সেই সময় গিয়ে পড়বো ।

“শিষ্যটি তাই করলে । বাড়ীতে গিয়ে বড়ী কটা খেলে ; খেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রহিল । মা, পরিবার, বাড়ীর সকলে—কান্নাকাটী

আরম্ভ করলে । এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন । সমস্ত শুনে বল্লেন, আচ্ছা, এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে । তবে একটি কথা আছে । এই ঔষধটি আগে এক জন আপনার লোকের খেতে হবে, তার পর ওকে দেওয়া যাবে । যে আপনার লোক ঐ বড়ীটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে । তা এখানে ওঁর মা কি পরিবার এঁরা তো সব আছেন, এক জন না একজন কেউ খাবেন, সম্ভেদ নাই । তা হ'লেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে ।

“শিষ্য সমস্ত শুনছে ! কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন । মা কাতর হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কঁাদছেন । কবিরাজ বল্লেন, মা ! আর কঁাদতে হবে না । তুমি এই ঔষধটি খাও, তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে । তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে । মা ঔষধ হাতে ভাবতে লাগলেন । অনেক ভেবে চিন্তে কঁাদতে কঁাদতে বল্লেন, বাবা । আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে ; আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি । কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্য ভাবছি । পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হ'ল,—পরিবারও খুব কঁাদছিলেন, ঔষধ হাতে ক'রে তিনিও ভাবতে লাগলেন । শুনলেন যে, ঔষধ খেলে মরতে হবে । তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তা ত হয়েছে গো, আমার অপগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল ? কে ওদের বাঁচাবে ? আমি কেমন ক'রে ও ঔষধ খাই ? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চ'লে গেছে । সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয় । ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল । গুরু বল্লেন, তোমার আপনার কেবল এক জন ;—ঈশ্বর ।”

“তাই তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়,—যাতে তিনিই ‘আমার’ বলে ভালবাসা হয়,—তাই করাই ভাল । সংসার দেখছো, দুদিনের জন্য । আর এতে কিছুই নাই ।

[গৃহস্থ সৰ্বত্যাগ পারে না । জ্ঞান অস্তঃপুরে যায় না । ভক্তি যেতে পারে ।]

পণ্ডিত (সহাস্যে) । আশ্চর্য্য, এখানে এলে সে দিন পূর্ণ বৈরাগ্য হয় । ইচ্ছা করে—সংসার ত্যাগ করে চলে বাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, ত্যাগ করতে হবে কেন ? আপনারা মনে ত্যাগ কর । সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক ।

“সুন্দরেন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থাকবে বলে একটা বিছানা এনে রেখেছিল । দু এক দিন এসেও ছিল, তার পর তার পরিবার বলেছে, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না । তখন সুন্দরেন্দ্র আর কি করে ? আর রাত্রে থাকবার যো নাই ।

“আর দেখ, শুধু বিচার করলে কি হবে ? তাঁর জন্ম ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ । ভ্রতান্ন—বিচার—পুরুষ মানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায় । ভক্তি মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যায় ।

“একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় করতে হয় । তবে ঈশ্বর লাভ হয় । সনকাদি ঋষিরা শাস্ত্র রস নিয়ে ছিলেন । হুমুমান দাসতাব নিয়ে ছিলেন । শ্রীদাম স্ত্যাম ব্রজের রাখালদের—সখ্যভাব । যশোদার বাৎসল্যভাব—ঈশ্বরেতে সম্ভানবুদ্ধি । শ্রীমতীর মধুর ভাব ।

‘হে ঈশ্বর । তুমি প্রভু, আমি দাস,’—এ ভাবটির নাম দাসভাব । সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল ।”

পণ্ডিত । আজ্ঞা হাঁ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ঈশানকে উপদেশ । ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ । জ্ঞানের লক্ষণ ।

সিঁতির পণ্ডিত চলিয়া গিয়াছেন । ক্রমে সন্ধ্যা হইল । ৬/কালী বাড়ীতে ঠাকুরদের আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল । শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নমস্কার করিতেছেন । ছোট খাটটিতে বসিয়া ; উন্মাদ । কয়েকটি ভক্ত মেজাতে আসিয়া আবার বসিলেন । ঘর নিঃশব্দ ।

রাত্রি এক ঘণ্টা হইয়াছে । ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া উপস্থিত । তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ।

ঈশানের পুরস্চরণাদি শাস্ত্রোক্তাধিত কর্ণে খুব অনুরাগ । ঈশান কর্ণযোগী । এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি হয় ? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে । দুটি লক্ষণ ।—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা । শুধু জ্ঞান বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে নিচে । আর একটি লক্ষণ, কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ । কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না । বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয় । কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব তত্ত্ব প্রেম এই সব হয় । এরই নাম তত্ত্বিযোগ ।

কর্মাযোগ বড় কঠিন । কর্মাযোগে কতকগুলি শক্তি হয়—সিদ্ধাই হয় ।

ঈশান । আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই ।

ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন । সঙ্গে হাজরা । ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে হাজরা ঈশানকে বলিলেন, চলুন, ইনি এখন ধ্যান করবেন । ঈশান ও হাজরা চলিয়া গেলেন ।

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন । ক্রমে সত্য সত্যই ধ্যান করিতেছেন । করে জপ করিতেছেন । সেই হাত একবার মাথা উপরে রাখিলেন, তার পর কপালে, তার পর কণ্ঠে, তার পর হৃদয়ে, তার পর নাভিদেশে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি ঘট্টক্রে আত্মাশক্তির ধ্যান করিতেছেন ? শিব-সংহিতাদি শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

নিরুক্তমার্গ—ঈশ্বরলাভের পর কর্মত্যাগ ।

[ঈশানকে শিক্ষা—উত্তীর্ণত, আগত ; কর্মাযোগ বড় কঠিন ।]

ঈশান হাজরার সহিত কালীঘরে গিয়াছেন । ঠাকুর ধ্যান করিতে ছিলেন । রাত্রি প্রায় ৭।০ টা । ইতিমধ্যে অধর আসিয়া পড়িয়াছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মা কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন । দর্শন

করিয়া,—পাদপদ্ম হইতে নির্মাল্য লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন,—মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং চামর লইয়া মাকে ব্যঞ্জন করিলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা। বাহিরে আসিবার সময় দেখিলেন, ঈশান কোশাকুলী লইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) । কি, আপনি সেই এসেছ ? আত্মক কর্ছো । একটা গান শুন ।

ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন ।

গান । গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায় । কালী কালা বলে আমার অজপা বঁদে ফুরায় । ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় । সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফিরে কভু সন্ধি না হ'ল পায় । দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়, মদনের বাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাজ্যপায় ।

“সন্ধ্যাদি কত দিন ? যত দিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়—তাঁর নাম কর্তে কর্তে চক্কের জল যত দিন না পড়ে,—আর শরীর-রোমাঞ্চ যত দিন না হয় ।

রামপ্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি,

আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি ।

“যখন ফল হয়, তখন ফুল ব'রে যায়, যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বর লাভ হয়,—তখন সন্ধ্যাদি কর্ম্ম চ'লে যায় ।

“গৃহস্থের বৌ'র পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কমিয়ে দেয় । দশমাস হলে আর সংসারে কাজ কর্তে দেয় না । তার পব সন্তান প্রসব হ'লে, সে কেবল ছেলেটিকে কোলে ব're তার সেবা করে । কোন কাজই থাকে না । ঈশ্বরলাভ হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায় ।

“তুমি এ রকম করে চিমে তেতালা বাজালে চলবে না । তাত্র বৈরাগ্য দরকার । ১৪ মা স এক বৎসর—করলে কি হয় ? তোমার ভিতরে যেন জোর নাই । শক্তি নাই । চি'ডের কলার । উঠে পড়ে লাগো । কোমর বাঁধো ।

“তাই আমার ঐ গানটা ভাল লাগে না । ‘হৃদয়িষে লাগি ব্রহ্মেরে ভাই,—তেরা বন্ত বন্ত বনি যাই ।’ ‘বন্ত বন্ত বনি যাই’—আমার ভাল লাগে না । তাত্র বৈরাগ্য চাই । হাজরাকেও তাই আমি বলি ।

[ত্রিগ্রামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব । কামিনীকাঞ্চন ঘোষের বিদ্য ।]

“কেন তাত্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা করছো ? তার মানে আছে । ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে । হাজরাকে তাই বলি । ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায় । কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে যোগ । গর্ত্ত । প্রাণপণে তো জল আন্ছে, কিন্তু যোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে । বাসনা যোগ । জপ তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা । সেই বাসনা-যোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে ।

“মাছ ধরে শট্কা কল দিয়ে । বাণ সোজা থাকবার কথা, তবে নোয়ান রয়েছে কেন ? মাছ ধববে ব’লে । বাসনা মাছ । তাই মন সংসারে নোয়ান রয়েছে । বাসনা না থাকলে মনের সহজে উদ্ধৃদৃষ্টি হয় । ঈশ্বরের দিকে ।

“কি বকম জানো ? নিক্তির কাঁটা যেমন । কামিনীকাঞ্চনের ভার আছে ব’লে উপরের কাঁটা নাচের কাঁটা এক হয় না । তাই যোগভ্রষ্ট হয় । দাপ-শিখা দেখ নাই ? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয় । যোগাবস্থা দাপ-শিখার মত,—যেখানে হাওয়া নাই ।

“মনটি পড়েছে ছড়িয়ে,—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচাবহার । সেই মনকে বুড়ুতে হবে । কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে । তুমি যদি ঘোল আনার কাপড় চাও, তা হ’লে কাপড়ওয়ালাকে ঘোল আনা তো দিতে হবে । একটু বিষ থাকলে আর যোগ হবার যো নাই । টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হ’লে আর খবর যাবে না ।

[ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের জোর । নিকাম কৰ্ম্ম কর । জোর ক’রে বল, আমার মা ।]

“তা সংসারে আছ, থাকলেই বা । কিন্তু কৰ্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে । নিজে কোন ফল কামনা করতে নাই ।

“তবে একটা কথা আছে । ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয় । ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা,—কব্তে পার ।

“ভক্তির তমঃ আনবে । মার কাছে জোর কর ।—

“মায়ে পোয়ে হকদমা ধুম হবে রানপ্রসাদ বলে,

তখন শান্ত হবো ক্ষান্ত হয়ে আমার যখন করাব কোণে ।”

“ত্রেলো ক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মিছি, তখন আমার হিন্তে আছে ।

“তোমার যে আপনার মা, গো । একি পাতানো মা, এ কি ধর্ম্ম-মা । এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে ? রলো—

‘মা আমি কি আটাতশে ছেলে, আমি তর করিনি চোক রাজালে । * * * এবার কল্‌বা নাগিশ ত্রিনাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে ।

আপনার মা । জোর কর । যার যাতে সত্তা থাকে, তার তাতে টানও থাকে । মার সত্তা আমার ভিতর আছে ব’লে, তাই তো মার দিকে অত টান হয় । যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায় । কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে । যে ঠিক বৈষ্ণব, তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে আসে । আর এ সময় তো আর তোমার বিষয় কৰ্ম্ম কব্‌তে হয় না । এখন দিন কতক তাঁর চিন্তা কর । দেখলে তো সংসারে কিছু নাই ।”

ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন—

“ভেবে দেখ অন কেউ কারু নহ্ন, মিছে ব্রহ্ম ভূগণ্ডে ।
ভুলনা দক্ষিণা কালা বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥ দিন দুই তিন দিনের তরে কৰ্ত্তা বলে
সবাই মানে, সেই কৰ্ত্তাকে দেবে ফেণে কালাকাণের কৰ্ত্তা এণে ॥ যার জন্ত মর
ভেবে সেকি তোমার সঙ্গে বাবে, সেট প্রেরসা দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব’লে ॥

[সালিসী, মোড়লা, হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সার করবার বাসনা, লোকমাত্ৰ পাণ্ডিত্য বাসনা । এ সব আদিকাণ্ড । ‘লালচূসী’ ভ্যাগের পর ঈশ্বরলাভ ।]

“আর তুমি সালিসী মোড়লা ও সব কি কচ্ছে ? লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটোও—তোমাকে সালিসী ধরে, শুনতে পাই । ও তো অনেক দিন করে আস্‌ছে । বারা করবে তারা করুক । তুমি এখন তাঁর পাদ-পদ্মে বেশী ক’রে মন দেও । বলে, ‘লক্ষ্মার রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো ।’

‘তা শঙ্কুও বলেছিল । বলে, হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সার সান্নি করবো । লোকটা ভক্ত ছিল । তাই আমি বল্লুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হ’লে কি হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী চাইবে !

“কেশব সেন বলে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না । তা বল্লুম যে, লোক মাগ, বিজ্ঞা, এ সব নিয়ে তুমি আচ্‌ কি না, তাই হয় না ।

ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোসে, ততক্ষণ মা আসে না । লাল চুসী ।
খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি
নামিয়ে আসে ।

• “তুমিও মোডলী বোচ্চ । মা ভাবছে, ‘ছেলে আমার মোডল হয়ে
বেশ আছে । আছে তো থাক’ ।

ঈশান ইতিমধ্যে ঠাবুরের চরণ স্পর্শ করিয়া বসিয়া আছেন ।
চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে বর্ণিতেছেন—আমি যে ইচ্ছা ক’রে এ সব
করি তা নয় ।

[বাসনার মূল মহামায়া । তাই কৰ্ম্মকাণ্ড ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা জ’নি । সে গায়েবি খেলা । এ’রি লীলা ।
সংসারে বন্ধ কবে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা । কি জান ? ‘ভবসাগরে
উঠ’ছে ডুব’ড়ে কতই তরী’ । জাবার—ঘুড়ো লঙ্কের দুটো একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাত চাপাডি ।’ লঙ্কের মধ্যে দুই এক জন মুক্ত হয়ে যায় ।
বাকি সবাই মার ইচ্ছায় বন্ধ হয়ে আছে ।

“চোর চোর খেলা দেখ নাই ? বুড়ীর ইচ্ছা যে, খেলাটা চলে ।
সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, তা হ’লে খেলা আর চলে না । তাই
বুড়ীর ইচ্ছা নয় যে, সকলে ছোঁয় ।

“আর দেখ, বড় বড় দোকানে চালেব বড় বড় ঠেক থাকে । ঘরের
চাল পর্য্যন্ত উঁচু । চাল থাকে—দালও থাকে । কিন্তু পাছে হুঁদুরে খাব,
তাই দোকানদার কুলোয় ক’রে খই মডকা রেখে দেয় । মিষ্ট লাগে আর
সোঁধা গন্ধ—তাই যত হুঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের
সন্ধান পায় না ।—জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয় । ঈশ্বরের খবর পায় না ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণেব সব কামনা তাগ । কেবল ভক্তিকামনা ।

“নারদকে রাম বল্লেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও । নারদ
ব’ল্লেন, ব্রাহ্ম । আমার আর কি বাকি আছে ? কি বর ল’ব ? তবে
যদি একান্ত বর দিবে, এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি

থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম ব'ল্লেন, নারদ । আর কিছু বর লও । নারদ আবার বল্লেন, রাম । আর কিছু আমি চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে, এই ক'রো ।

“আমি অন্য কাছের প্রার্থনা ক'রেছিলাম ; বলেছিলাম, মা ! আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা । শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহস্থখ চাই না মা, কেবল এই কো'রো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় মা ।

“অধ্যাত্মে আছে, লক্ষণ রামকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, রাম । তুমি কত ভাবেকত কপে থাক, কিকপে তোমায় চিন্তে পারবো ? রাম ব'ল্লেন, ‘তাই । একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উজ্জিতা (উজ্জিতা) ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি ।’ উজ্জিতা (উজ্জিতা) ভক্তিতে হাসে কঁাদে নাচে গায় । যদি কাক একপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্ত্তমান । চৈতন্যদেবের একপ হ'য়েছিল ।’

ভক্তেরা অগাধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন । দৈববাণীর দ্বারা এই সকল কথা শুনিতেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ‘প্রেমে হাসে কঁাদে নাচে গায়’, এ তো শুধু চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, ঠাকুরের তো এই অবস্থা । তবে কি এইখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ?

ঠাকুরের অন্ততময়া কথা চলিতেছে । নিবৃত্তিমার্গের কথা । ঈশানকে যাছ। মেঘ-গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন,—সেই কথা চলিতেছে ।

[ঈশান, খোসামুদে হ'তে সাবধান । শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘জগতের উপকার’ ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) । তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না । বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে ।

“মরা গরু একটা পেলে যত শাকুনি সেখানে এসে পড়ে ।

[সংসারীর শিক্ষা, কর্মকাণ্ড । সর্বব্যাপীর শিক্ষা, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ।]

“বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই । যেন গোবরের ঝোড়া । খোসামুদেরা এসে বলবে, আপনি দানা, জ্ঞানী, ধ্যানী । বলা ত নয়, অমনি —বাঁশ । ও কি । কতকগুলো সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাতদিন বসে থাকা, আর তাদের খোসামোদ শোনা ।

“সংসারী লোকগুলো তিন জনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে ? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস। একজনের নাম ক’রবো না, আটশো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বলে উঠে, বসতে বলে বসে।

“আর সালিনী, মোডলী, এ সব কাজ কি ? দয়া, পরোপকার ?—এ সব তো অনেক হ’লো। ও সব যারা ক’বে তাদের থাকে আলাদা। তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তার পর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায কাজ কি ?

‘লঙ্কার রাবণ ম’লো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো’।

“তাই হ’য়েছে তোমার। একজন সর্বব্যাপী তোমায় ব’লে দেয়, এই এই ক’রো, তবে বেশ হয়। সংসারী লোকের পরামর্শে ঠিক হবে না। তা’ আশ্রয়-পণ্ডিতই হউন, আর যিনিই হউন।

[‘ঈশান, পাগল হও’। ‘এ সমস্ত উপদেশ মা দিলেন’।]

শ্রীরামকৃষ্ণ : পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও। লোকে না হয় জানুক যে, ঈশান এখন পাগল হ’য়েছে, আর পারে না। তা হ’লে তারা সালিনী মোডলা করাতে আব তোমার কাছে আসবে না। কোশাকুশি ছুড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক ক’রো।

ঈশান। “দে মা, পাগল ক’রে। আর কাজ নাই মা, জ্ঞান বিচারে ॥”

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাগল না ঠিক ? শিবনাথ ব’লেছিল, বেশী ঈশ্বর চিন্তা ক’লে বেহেড্ হ’য়ে যায়। আমি বলুম, কি।—চৈতন্যকে চিন্তা ক’রে কি কেউ অচৈতন্য হ’য়ে যায় ? তিনি নিত্যসুখবোধ-রূপ, যাঁর বোধে সব বোধ ক’চ্ছে, যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়। বলে নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল,—বেশী চিন্তা ক’রে বেহেড্ হ’য়ে গিয়েছিল। তা’ হতে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে। ‘ভাবেতে ভরল তনু, হরল গেয়ান।’ এতে যে জ্ঞানের (গেয়ানের) কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও

সমস্ত কথা শুনিতেছেন। তিনি এক একবার মন্দিরমধ্যবর্তী পাষাণ-
ময়ী কালাঁ প্রতিমার দিকে চাহিতোছিলেন। দীপালোকে মার মুখ
হাসিতেছে ; যেন দেবী আবির্ভূত হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখবিনিঃ-
সৃত বেদমন্ত্রতুল্য বাক্যাগুলি শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

জ্ঞান (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । যে সব কথা আপনি শ্রীমুখে
বলেন, ও সব কথা এখান থেকে এসেছে ।

শ্রী:বামকৃষ্ণ । আমি বন, উনি যন্ত্রী ;—আমি ঘর, উনি ঘরনী ;—
আমি রথ, উনি রথী ; উনি যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন বলান,
তেমনি বালি ।

“কলিযুগে অন্য প্রকার দৈনবাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে ভিনি কথা কন।

“মানুষ গুরু হতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হ’লে একক্ষণে পালিয়ে যায়।

“হাজ্জাব বছরের অঙ্ককার ঘরের ভিতর যদি হঠাৎ আলো আসে, তা হ'লে সেই হাজ্জাব বছরের অঙ্ককার কি একটু একটু ক'রে যায়, না এককণ্ঠে যায় ? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অঙ্ককার পালিয়ে যায়।

“মানুষ কি ঋণে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা' বল্গার, সব বলেছি। এখন হাকিমের হাত।

“ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়! তিনি যখন সৃষ্টিষ্টিতি-প্রলয়, এই সকল কাজ করেন, তখন তাঁকে আত্মাশক্তি বলে। সেই আত্মাশক্তিকে প্রসন্ন ক’লে হয়। চণ্ডীতে আছে জান না? দেবতার আগে আত্মাশক্তির স্তব ক’লেন। তিনি প্রসন্ন হ’লে তবে হরির যোগনিদ্রা ভাঙবে।

ঈশান । আচ্ছা, মধুসূদন-বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা স্তব
করছেন—**ॐ** স্বাহা **৐** স্বাহা **ঃ** হি বষট্কার স্বরাগ্নিকা ।
মৃণা, কুম্বকরে নিত্যে ত্রিধানাত্মিকতা স্থিতা ॥ অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নীত্যা বাহুচাৰ্য্য
বিশেষতঃ । স্বমেব সা ঋং সাবিজ্ঞী ঋং দেবী জননী পরা ॥ ঋয়েব ধার্ষ্যতে সর্বং ঋয়েতৎ

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী । অধর ও মাফোরকে উপদেশ । ১৯৭

স্বস্ত্যন্তে জগৎ ॥ স্বয়ন্তে পাল্যন্তে দেবি স্বস্ত্যন্তে চ সৰ্বদা ॥ বিন্দুদৌ সৃষ্টিক্রপা স্ব
স্থিতিক্রপা চ পালনে ॥ তথা সংহতিক্রপান্তে জগতোহসা জগন্ময়ে ॥ *

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, এটি ধারণা ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৰ্মকাণ্ড । কৰ্মকাণ্ড কঠিন । তাই ভক্তিবোগ ।

কালীমন্দিরের সম্মুখে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে বসিয়া আছেন । এতক্ষণ অবাক হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছিলেন ।

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন । মন্দিরের সম্মুখে চাতালে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন । ভক্তেরা সকলে তাঁহার কাছে সত্বর আসিয়া তাঁহার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন । সকলেই চরণ ধুলির স্থিখারী । সকলে চরণবন্দনা করিলে পর, ঠাকুর চাতাল হইতে নামিতেছেন ও আষ্টান্বেষের সঙ্গে কথা কইতে কইতে নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গীত গাইতে গাহতে, মাফোরের প্রতি) । ‘প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি । আমি কালী ব্রহ্ম ভেজনে অৰ্ঘ্য, বর্মাধৰ্ম্য সব ছেড়েছি ॥’

“ধৰ্ম্মাধৰ্ম্য কি জান ? এখানে ‘ধৰ্ম্য’ মানে বৈধীধৰ্ম্য । যেমন দান কর্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালী-ভোজন, এই সব ।”

* তুমি হোম, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে প্রযুক্তা বাহা, স্বধা ও বর্চকারূপে মন্ত্রস্বরূপা এবং দেবভক্ষা সূধাও তুমি । হে নিত্যো ! তুমি অক্ষর সমুদারে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই তিন প্রকার মাত্ৰাস্বরূপ হইয়া অবস্থান করি’তছ এবং বাহা বিশেষরূপে অল্পভার্য ও অধ্বমাত্ৰারূপে অবস্থিত, তাহাও তুমি । তুমিই সেই (বেদ-সারভূতা) সাবিত্রী , হে দেবি । তুমিই আদি জননী । তোমা কর্তৃকই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট এবং তোমা কর্তৃকই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে । তোমা কর্তৃকই এই জগৎ পালিত হইতেছে এবং তুমিই অস্তে ইহা ভক্ষণ (ধ্বংস) করিয়া থাকো । হে জগদ্রূপে ! তুমিই এই জগতের নানা প্রকার নির্মাণকার্যে সৃষ্টিক্রপা ও পালনকার্যে স্থিতিক্রপা এবং অস্তে ইহার সংহার-কার্যে ত্তরুপ সংহারক্রপা । মার্কণ্ডেয়চণ্ডী, ৬১—৭১ ।

“এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড । এ পথ বড় কঠিন । নিকামকর্ম করা বড় কঠিন । তাই ভক্তিপথ আশ্রয় ক’লে ব’লেছে ।

“একজন বাড়ীতে শ্রাদ্ধ ক’রেছিল । অনেক লোকজন খাচ্ছিল । একটা কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে ব’লে । গরু বাগ্ মান্ছিল না, —কসাই হাঁপিয়ে প’ড়েছিল । তখন সে তাব’লে শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খাই ;—খেয়ে গায়ে জোর করি, তার পর গরুটাকে নিয়ে বাব । শেষে তাই কলে, কিন্তু যখন সে গরু কাটলে,—তখন যে শ্রাদ্ধ ক’রছিল, তারও গোহত্যার পাপ হ’লো ।

“তাই বলছি, কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তিপথ ভাল ।

ঠাকুর, ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে মাফটার । ঠাকুর গুণ্ গুণ্ করিয়া গাইতেছেন । নিবৃত্তিমার্গের বিষয় যা ব’লেন, তারই ফুট উঠছে । ঠাকুর গুণ্ গুণ্ ক’রে বলছেন—‘অবশেষে রাখ গো মা, হাড়ে’র মালা সিদ্ধি ছোটা ।’

ঠাকুর, ছোট খাটটীতে বসিলেন । অধর, কিশোরী ও অন্যান্য ভক্তেরা আসিয়া বসিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) । ঈশানকে দেখলুম,—কৈ, কিছুই হয় নাই । বল কি ? পুরস্চরণ পাঁচমাস ক’রেছে, অন্য লোকে এক কাণ্ড ক’রত ।

অধর । আমাদের সম্মুখে ওঁকে অত কথা বলা ভাল হয় নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি । ও জাপক লোক, ওর ওতে কি ?

কিয়ৎকাল কথার পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন, ঈশান খুব দানী । আর দেখ, জপ্ তপ্ খুব করে । ঠাকুর কিছু কাল চুপ করিয়া আছেন । ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন ।

ইঠাৎ ঠাকুর অধরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,—আপনাদের ষোগ ও ভোগ, দুই-ই আছে ।

দ্বিতীয় ভাগ—বিংশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজামহানিশায় ভক্তসঙ্গে ।

[মাষ্টার, বাবুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনর আত্মীয়, রামলাল, হাজরা ।]

আজ ৬কালীপূজা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার । রাত দশটা এগারটার সময় ৬কালীপূজা আরম্ভ হইবে । কয়েক জন ভক্ত এই গভীর অমাবস্যা নিশিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, তাই হারা কবিয়া আসিতেছেন ।

আষ্টাশ্রী রাত্রি আশ্বাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পৌঁছিলেন । বাগানে আসিয়া দেখিলেন, কালোমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে । উদ্যানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ—দেবমন্দির আলোকে স্তূপোদ্ভিত হইয়াছে ; —মাঝে মাঝে রত্ননচৌকি বাজিতেছে,—কর্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এ স্থান হইতে ওস্থানে যাতায়াত করিতেছেন । আজ রাসমণির কালী-বাড়ীতে ঘটা হইবে, দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসীরা শুনিয়াছেন, আবার শেষ রাত্রে যাত্রা হইবে ;—গ্রাম হইতে আশাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুসংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে ।

বৈকালে চণ্ডীর গান হইতঁোঁছিল—রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে গান শুনিয়াছেন । আজ আবার ভক্তগণের আশ্রয় পূজা হইবে । ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন ।

রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিয়া মাষ্টার দেখিতেছেন, ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া মেজের উপর কয়েকটি ভক্ত বসিয়া অছেন,—বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনর একটা আত্মীয় ছোকরা ও এঁড়োদার আর একটা ছেলে । রামলাল ও হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও বাইতেছেন ।

নিরঞ্জনেন্দ্র আত্মীয় ছোকরাটি ঠাকুরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছেন,—ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন ।

মাষ্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে নিরঞ্জনর

আত্মীয় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এঁদের দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন,—এ সঙ্গে যাবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি) । তুমি কবে আসবে ?
ভক্ত । আজ্ঞা, সোমবার,—বোধ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আগ্রহের সহিত) । লণ্ঠন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে ?
ভক্ত । আজ্ঞা না, এই বাগানের পাশে,—আর দরকার নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (এঁদের ছোকরাটির প্রতি) । তুইও চল্লি ?
ছোকরা ।—আজ্ঞা, সর্দি—

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে বেও ।
ছেলে দুটি আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[দক্ষিণেশ্বরে ৮কালীপূজা মহানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনানন্দে ।]

গভীর অস্বাভাব্য নিশি । আবার জগতের মার পূজা ।
শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট ষাটটীতে বালিসে হেলান দিয়া আছেন । কিন্তু অস্ত-
ম্মুখ । মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে একটা দুইটা কথা কহিতেছেন ।

ইঠাৎ মাফটার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছেন,—আহা,
ছেলেটির কি ধ্যান ! (হরিপদের প্রতি) । কেমন রে ? কি ধ্যান !
হরিপদ । আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কাষ্ঠের মত ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর প্রতি) । ও ছেলেটিকে জান ? নিরঞ্জনের
কি রকম ভাই হয় ।

আবার সকলেই নিঃশব্দ । হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন ।
ঠাকুর বৈকালে চণ্ডীর গান শুনিয়াছেন । গানের ফুট উঠি-
তেছে । আস্তে আস্তে গাইতেছেন,—

গান ।—কে জানেন কালী কেমন , বড়দর্শনে না পার দরশন ॥
মুলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন । কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে
রমণ আশ্চার্য্যমের আশ্চর্য্যকাণী, প্রমাণ প্রণবের মতন । তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ

দক্ষিণেশ্ববে ৬কালীপূজা মহানিশায় ঠাকুর ভজনানন্দে । ২০১

করেন ইচ্ছাময়্যার ইচ্ছা যেমন ॥ মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড প্রকাণ্ডতা জান কেমন ।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অস্ত কেবা জানে তেমন ॥ প্রসাদ ভাবে লোকে
হাসে সম্ভরণে সিদ্ধ ভরণ । আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধর্মে শশী হয়ে বামন ।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন । আজ মায়েব পূজা—মায়ের নাম করি-
বেন । আবার উৎসাহের সহিত গাইতেছেন,—

গান । এ সব খেপা মেয়েদেব খেলা ।

(বার মায়ার জিহ্বন বিভোলা) (মাগীর আশুভাবে গুপ্তলীলা) সে যে আপনি
খেপা, কর্ত্তা খেপা, পেপা দুটো চেলা ॥ কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী কি ভাব কিছুই বার
না বলা । যার নাম জপিয়ে কপাল পাড়ে কর্ত্তা বিবের জালা ॥ সমুদ্রে নিশ্চুণে
বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢালা দিয়ে ভাঙছে ঢালা । মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নাবাজ
কেবল কাজের বেলা ॥ প্রসাদ বলে থাকে বসে ভাবনায়ে তাসিয়ে তেলা । যখন
আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটিব বেলা ॥

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন । বলিলেন, এ
সব মাতালের ভাবে গান । বলিয়া গাইতেছেন,—

গান ।—এবার কালী তোমার স্থান । ১৫৪ পৃষ্ঠা

গান ।—তাই তোমাকে সুধাই কালী ।

গান ।—সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী । তুমি
আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি ॥ আদিভূতা সনাতনী, শূভরূপা
শশিতালী । ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, সুগমলা কোথায় পেলি ॥ সবে মাত্র তুমি বয়ী,
আমরা তোমার ভক্তে চলি । যেমন বাধ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি
বলি ॥ অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি । এবার সর্বনাশী ধরে অসি
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি ॥

গান । জহ্ন কালী জহ্ন কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায় । শিষ্য
হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বাবাণসী তার ॥ অনন্তরূপিনী কালী, কালীর অস্ত কেবা পায় ?
কিঞ্চিৎ সাহায্য জেনে শিব পড়েছেন রাজা পায় ॥

গান সমাপ্ত হইল, এমন সময়ে রাজনারাণের ছেলে দুটি আসিয়া
প্রণাম করিল । নটমন্দিরে বৈকালে রাজনারাণ চণ্ডীর গান গাইরা-
ছিলেন, ছেলে দুটিও সঙ্গে সঙ্গে গাইয়াছিল । ঠাকুর ছেলে দুটির সঙ্গে
আবার গাইতেছেন—‘এ সব খেপা মেয়ের খেলা’ ।

ছোট ছেলেটি ঠাকুরকে বলিতেছেন,—ঐ গানটি একবার যদি—

“পবন দয়াল হে প্রভু”— ঠাকুর বলিলেন, “গৌর নিতাই তোমরা দু’ভাই ?”—এই বলিয়া গানটি গাইতেছেন—

গান । গৌর নিতাই তোমরা দু’ভাই পরম দয়াল হে প্রভু । ১০৮ পৃষ্ঠা ।

গান সমাপ্ত হইল । রামলাল ঘরে আসিয়াছেন । ঠাকুর বলিতেছেন, ‘একটু গা, আজ পূজা’ । রামলাল গাইতেছেন ;—

গান । সমস্ত আলো করে কার কাছিনী । সজল জল জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী ॥ এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস, অটুহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঞ্জিনী ॥ কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘনতরু ঘেরি কুমুদবন্ধু, অমিয়সিদ্ধ হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন্ মোহিনী ॥ এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শবদশ নীরব, কমলাকান্ত কর অমৃতব, কে বটে ও গজগামিনী ॥

গান । কে বলণে এসেছে বামা নীরদবরনী ।

শোণিত সাগরে ভাসে যেন নীল নলিনী ॥ ইত্যাদি—

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন । নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন,—

গান । অজ্ঞানো অসামান্য মন তবরা শ্যামাপদ নীলকমলে । ৬৩ পৃষ্ঠা ।

গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল । ভক্তেরা আবার সকলে মেজেতে বসিয়াছেন । ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বসিলেন ।

মাক্টারকে বলিতেছেন,—তুমি এলে না, চণ্ডীর গান কেমন হোলো ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

কালীপূজা রাত্রে সমাধিস্থ । সান্নোপাঙ্গ সম্বন্ধে দৈববাণী ।

ভক্তেরা কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন । কেহ বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বসিয়া নির্জ্ঞানে নিশ্চিন্দে নাম জপ করিতেছেন । রাত্রি প্রায় ১১টা । অহানিশা । জোয়ার সবে আসিয়াছে—ভাগীরথী উত্তরবাহিনী । তীরস্থ দীপালোকে এক একবার কালো জল দেখা যাইতেছে ।

দক্ষিণেশ্বরে ৮কালীপূজা মহানিশায় ঠাকুর 'সমাধিমন্দিরে'। ২০৩

ব্রাহ্মলাল পূজাপদ্ধতি নামক পুঁথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার আসিলেন। পুঁথিখানি মন্দিরমধ্যে রাখিয়া দিবেন। মনি মাকে সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন কি? মনি অমুগ্ধহীত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মা বেশ সাজিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে দুই সেজ; উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ। মার পাদপদ্মে জবাবিল। নানাবিধ পুষ্পমালায় বেশকাবী মাকে সাজাইয়াছেন। মনি দেখিলেন, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যঞ্জন করেন। তখন তিনি সঙ্কুচিতভাবে রামলালকে বলিতেছেন, 'এই চামরটি একবার নিতে পারি?' রামলাল অমুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাকে ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। তখনও পূজা আরম্ভ হয় নাই।

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বেণী পাল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী কল্য সিঁতি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণপত্রে কিন্তু তারিখ ভুল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাক্টারের প্রতি)। বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে। তবে এ রকম লিখলে কেন বল দেখি? মাক্টার। আজ্ঞে, লেখাটা ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে লেখেন নাই।

ঘরের মধ্যে ঠাকুর দাঁড়াইয়া। বাবুরাম কাচে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বেণী পালের চিঠির কথা কহিতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ।

ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সমাধিস্থ মহাপুরুষকে অবাক হইয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ; বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—গ্রীবদেশে ঈষৎ আকুঞ্চিত। বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটী রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। তখনও দাঁড়াইয়া। এইবার

গালে হাত দিয়া বেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন ।

ঈষৎ হাস্য করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । সব দেখ্‌লুম—কার কত দূর এগিয়েছে । রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম অনেককে দেখ্‌লুম !

হাজরা । এখানকার ? শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ ।

হাজরা । বেশী কি বন্ধন ? শ্রীরামকৃষ্ণ । না ।

হাজরা । নরেন্দ্রকে দেখ্‌লেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখি নাই,—কিন্তু এখনও বলতে পারি,—একটু জড়িয়ে পড়েছে ;—কিন্তু সব্বায়েব হায যাবে দেখ্‌লুম ।

(মণির দিকে তাকাইয়া) সব দেখ্‌লুম, ঘুপ্‌টি মেরে রয়েছে ।

ভক্তেরা অবাক্ , দৈববাণীর শ্রায় অদ্ভুত সংবাদ শুনিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু একে (বাবুবামকে) ছুঁয়ে ওকপ হলো ।

হাজরা । ফার্স্ট (First) কে ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন,—“নিত্যাগোপালের মত গোটাকতক হয় ।”

আবার চিন্তা করিতেছেন । এখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন ।

আবার বলিতেছেন,—“অধর সেন—যদি কৰ্ম্মকাজ কমে ;—কিন্তু ভয় হয়—সাহেব আবার বব্বে । যদি নলে, এ ক্যা হয় । (সকলের ঈষৎ হাস্য ।)

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন । ভক্তেরা মেজেতে বসিলেন । বাবুরাম ও কিশোরী ভাড়াভাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে বসিয়া একে একে পদসেবা করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর দিকে তাকাইয়া) । আজ যে খুব সেবা ।

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; ও অতিশয় ভক্তিভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন । মায়ের পূজা করিতে যাইতেছেন ।

রামলাল (ঠাকুরের প্রতি) । তবে আঁগি আসি !

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওঁ কালী, ওঁ কালী । সাবধানে পূজা কোরো । আবার মেড়াবলি দিতে হবে ।

দক্ষিণেশ্বর ৬কালীপূজা মহানিশায় ঠাকুর সমাধি-মন্দিরে । ২০৫

মহানিশা । পূজা আরম্ভ হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে আসিয়াছেন । মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন । এইবারে বলি হইবে—লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে । বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল । পশুকে বলিদানের জন্ত লইয়া ঘাইবার উদ্যোগ হইতেছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন । ঠাকুরের সে অবস্থা নয়, পশুবধ দেখিতে পারিবেন না ।

রাত দুইটা পর্য্যন্ত কোন কোন ভক্ত মা কালীর মন্দিরে বসিয়া-ছিলেন । হরিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাকছেন, খাবার সব প্রস্তুত । ভক্তেরা ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে পাইলেন, একটু শুইয়া পড়িলেন ।

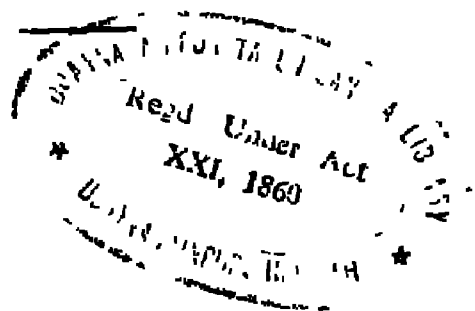
ভোর হইল, মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে । মার সম্মুখে নাট-মন্দির । নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে । মা যাত্রা শুনিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর বৃহৎ পাকা উঠান দিয়া যাত্রা শুনিতে আসিতে-ছেন । মণি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন—ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন তুমি এখন যাবে ?

মণি । আজ আপনি সিঁতিতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, তাই বাড়ীতে একবার যাচ্ছি ।

কথা কহিতে কহিতে মা কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত । অদূরে নাটমন্দির, যাত্রা হইতেছে । মণি সোপানমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণবন্দনা করিতেছেন ।

ঠাকুর বলিলেন, অচ্ছা এসো । আর দুখানা আটপৌরে নাইবার কাপড় আমার জন্য এনো ।



দ্বিতীয় ভাগ—একবিংশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মাড়োয়ারিতত্ত্ব মন্দিরে ।

আজ ঠাকুর ১২ নং মল্লিক ষ্ট্রীট বড়বাজারে শুভাগমন কারতেছেন । মাড়োয়ারি ভক্তেরা অল্পকূট করিয়াছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ । দুই দিন হইল, শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে । সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেগেবে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিয়াছিলেন । তাহার পর দিন আবার ভক্তসঙ্গে সিঁতি ব্রাহ্ম-সমাজে উৎসবে গিয়াছিলেন । আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । কার্তিকের শুক্লা প্রতিপদ-দ্বিতীয়া তিথি । বড়বাজারে এখন দেওয়ানির আমোদ চলিতেছে ।

আনন্দের বেলা এটার সময় মাফ্টার ছোট-গোপালের সঙ্গে বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত । ঠাকুর তেলধূতি কিনিতে আসিয়া কবিয়াছিলেন,—সেইগুলি কিনিয়াছেন । কাগজে মোড়া, এক হাতে আছে । মল্লিক ষ্ট্রীটে দুইজনে পৌঁছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণা—গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, জমা হইয়া রহিয়াছে । ১২ নম্বরের নিকটনন্দী হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আসিতে পারিতেছে না । ভিতরে বাবুরাম, রাম চক্রবর্তী । গোপাল ও মাফ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন ।

ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন । সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাফ্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন । মাড়োয়ারিদের বাটীতে পৌঁছিয়া দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে । মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে । ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপরতলায় উঠিলেন । মাড়োয়ারিরাও আসিয়া তাঁহাকে একটা তেতালার ঘরে বসাইল । সে ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে—ঠাকুর দেখিয়া নমস্কার করিলেন । ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্য ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন ।

এক জন মাড়োয়ারি আসিয়া ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন । ঠাকুর বলিলেন, থাক থাক । আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটু কর । প্রত্যেক কথাটা ককণামাখা ।

মাফটারকে বলিলেন, স্থালর কি— মাফটার । আশ্রা ছুটি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । কাল আবার অধরের ওখানে চণ্ডীর গান ।

মাড়োয়ারি ভক্ত গৃহস্থান্ধা, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন । পণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । পণ্ডিতজীর সহিত অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কামনা । ভক্তিকামনা । ভাব, ভক্তি, প্রেম । প্রেমের মানে ।]

অবতারবিষয়ক কথা হইতে লাগিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তের জন্ম অবতার, জ্ঞানীর জন্ম নয় ।

পণ্ডিতজী । পবিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

“অবতার, প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্ম হন, আর, দ্বিতীয়, দুষ্কের দমনের জন্ম । জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) । আমার কিন্তু সন কামনা যায় নাই । আমার ভক্তিকামনা আছে ।

এই সময়ে পণ্ডিতজীর পুত্র আসিয়া ঠাকুরের পাদবন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি) । আচ্ছা জী ! ভাব কাকে বলে, আর ভক্তি কাকে বলে ?

পণ্ডিতজী । ঈশ্বরকে চিন্তা ক’রে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে যায়, তার নাম ভাব, যেমন সূর্য্য উঠলে বরফ গলে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা জী, প্রেম কাকে বলে ?

পণ্ডিতজী হিন্দীতে বরাবর কথা কহিতেছেন । ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুব হিন্দীতে কথা কহিতেছেন । পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ এক রকম বুঝাইয়া দিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি) । না, প্রেম মানে তা নয় । প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে, জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ, যা এত প্রিয়, তা পর্য্যন্তও ভুল হয়ে যাবে । চৈতন্যদেবের হয়েছিল ।

পণ্ডিতজী । আজ্ঞে হ্যাঁ, যেমন মাতাল হ’লে হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা জী, কাক ভক্তি হয়, কাক হয় না, এর মানে কি ? পণ্ডিতজী । ঈশ্বরের বৈষম্য নাই । তিনি কল্পতরু, যে বা চায়, সে তা পায় । তবে কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয় ।

পণ্ডিতজী হিন্দীতে এ সমস্ত বলিতেছেন । ঠাকুর মাফটারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিতেছেন ।

[সমাপ্তিতত্ত্ব ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি ।

পণ্ডিতজী । সমাধি দুই প্রকার,—সবিকল্প আর নির্বিকল্প । নির্বিকল্প সমাধিতে আর বিকল্প নাই—

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, 'তদাকারকারিত ।' খ্যাতা, ধ্যায় ভেদ থাকে না । আর চেতন সমাধি ও জড় সমাধি । নারদ, শুকদেব এঁদের চেতন সমাধি । কেমন জী ? পণ্ডিতজী । আজ্ঞা হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আব জী, উন্মাদ সমাধি আর স্থিত সমাধি, কেমন জী ?

পণ্ডিতজী চুপ করিয়া রহিলেন ; কোন কথা কহিলেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা জী, জপ তপ করলে তো সিদ্ধাই হ'তে পারে, —যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ?

পণ্ডিতজী । আজ্ঞে তা হয়, তন্তু কিন্তু তা চায় না ।

আর কিছু কথাবার্তার পর পণ্ডিতজী বলিলেন, একাদশীর দিন দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন করতে যাব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা, তোমার ছেলেটি বেশ ।

পণ্ডিতজী । আর মহারাজ । নদীর এক ঢেউ যাচ্ছে, আর এক ঢেউ আসছে । সবই অনিত্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার ভিতরে সার আছে ।

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন, বলিলেন, পূজা করতে তা হ'লে বাই ? শ্রীরামকৃষ্ণ । আরে বৈঠো, বৈঠো ।

পণ্ডিতজী আবার বসিলেন ।

ঠাকুর হঠযোগের কথা পাড়িলেন । পণ্ডিতজী হিন্দীতে ঠাকুরের সহিত ঐ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন । ঠাকুর বলিলেন, হাঁ ও

কলিকাতা, বডবাজারে ঠাকুর মাড়োরারিভক্তমন্দিরে । ২০৯

এক রকম তপস্যা বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমাত্রী সাধু—কেবল দেহের দিকে গন ।

পণ্ডিতজী আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন । পূজা করিতে যাইবেন ।

ঠাকুর পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা কহিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিছু ন্যায়, বেদান্ত, আর আর দর্শন পড়লে শ্রীমদ্ভাগবত বেশ বোকা যায় । কেমন ?

পুত্র । হাঁ মহারাজ ! সাংখ্যদর্শন পড়া বড় দরকার ।

এইকপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল ।

ঠাকুর তাকিয়া একটু ছালান দিয়া শুইলেন । পণ্ডিতজীর পুত্র ও ভক্ত কয়টি মেজেতে উপবিষ্ট । ঠাকুর শুইয়া শুইয়া গান ধরিলেন ।—

গান । হরিশ্বে লাগি ব্রহ্ম রে ভাই, তেরা বনত বনত বনি
বাট , তেরা বিগড়ী বাত বনি বাট । অঝা তারে বঝা তারে, তারে শ্রবণ কশাই,
শুগা পডায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাট ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

অবতার কি এখন নাই ?

গৃহস্থামী আসিয়া প্রশ্ন করিলেন । তিনি মাড়োয়ারি ভক্ত,
ঠাকুরকে বড় ভক্তি করেন । পণ্ডিতজীর ছেলেটি বসিয়া আছেন ।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণিনি ব্যাকরণ কি এ দেশে পড়া হয় ?

গান্ধী । আজ্ঞে, পাণিনি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ্যাঁ, আর ন্যায়, বেদান্ত এ সব পড়া হয় ?

গৃহস্থামী ও সব কথায় সাং না দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

গৃহস্থামী । মহারাজ, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর নামগুণকীর্তন । সাধুসঙ্গ । তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে
প্রার্থনা ।

গৃহস্থামী । আজ্ঞে, এই আশীর্বাদ
করুন, যাতে সংসারে মন ক'মে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কত আছে ? আট আনা ? (হাস্ত) ।

গৃহস্থামী । আজ্ঞে, তা আপনি জানেন । মহাত্মার দয়া না হ'লে
কিছু হবে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে । মহাত্মার হৃদয়ে তিনিই আছেন তো ।

গৃহস্থামী । তাঁকে পেলে তো কথাই থাকে না । তাঁকে যদি কেউ পায়, তবে সব চাড়ে । টাকা পেলে পয়সার আনন্দ ছেড়ে দেয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিছু সাধন দরকার করে । সাধন করতে করতে ক্রমে আনন্দ লাভ হয় । মাটির অনেক নীচে যদি কলসী করা খন থাকে, আর যদি কেউ সেই খন চায়, তা হ'লে পরিশ্রম ক'রে খুঁড়ে যেতে হয় । মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্তু অনেক খোঁজার পর কলসীর গায় যখন কোদাল লেগে ঠং ক'রে উঠে, তখনই আনন্দ হয় । যত ঠং ঠং করবে, ততই আনন্দ । রামকে ডেকে যাও , তাঁর চিন্তা কর । রামই সব ষোগাড় ক'রে দেবেন ।

গৃহস্থামী । মহারাজ, আপনিই রাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি, নদীরই হিলোল, হিলোলের কি নদী ?

গৃহস্থামী । মহাত্মাদের ভিতরই রাম আছেন । রামকে তো দেখা যায় না । আর এখন অবতার নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) । কেমন ক'রে জানলে, অবতার নাই ? [গৃহস্থামী চুপ করিয়া রহিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না । নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, স্ত্রীম দাঁড়িয়ে উঠে সাক্ষাৎ প্রণাম করলেন আর বল্লেন, আমরা সংসারা জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি ক'রে পবিত্র হবে ? আবার যখন সভাপালনের জন্ত বনে গেলেন, তখন দেখলেন বাঘের বনবাস শুনে অর্বাধ খাষিরা আহার ত্যাগ ক'রে অনেকে প'ড়ে আছেন । বাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকে জানেন নাই ।

গৃহস্থামী । আপনিও সেই স্ত্রীম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । রাম ! রাম ! ও কথা বলতে নাই ।

এই বলিয়া ঠাকুর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিলেন—
“ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পসেরা ।” আমি
তোমাদের দাগ । সেই রামই এই সব মানুষ জীব জন্তু হয়েছেন ।

গৃহস্বামী । মহারাজ, আমরা তো তা জানি না,—

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি জান আর না জান, তুমি রাম !

গৃহস্বামী । আপনার রাগদ্বেষ নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন ? যে গাড়োয়ানের কল্কাতার আসবার কথা ছিল, সে তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলো না, তার উপর ত খুব চটে গিহ্লুম । কিন্তু তারি খারাপ লোক, দেখ না, কত কষ্ট দিলে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বড় বাজারে অন্নকূট-মহোৎসব মধ্যে । ৬ ময়ূরমুকুটধারীর পূজা ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন । এদিকে মাড়োয়ারি ভক্তেরা বাহিরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ভ করিয়াছেন । শ্রীশ্রীময়ূরমুকুটধারীর আজ মহোৎসব । ভোগের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে । ঠাকুর দর্শন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া তাহারা লইয়া গেলেন । ময়ূর-মুকুটধারীকে দর্শন করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও নির্ম্মাণ্য ধারণ করিলেন ।

বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ । হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন, ‘প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন । জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বাসুদেব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন ।’

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন । শ্রীযুত রাম চাট্টোপাধ্যায় ঠাকুরকে ধরিয়া রহিলেন ।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল ।

এদিকে মাড়োয়ারি ভক্তেরা সিংহাসনস্থ ময়ূরমুকুটধারী বিগ্রহকে বাহিরে লইয়া বাইতে আসিলেন । বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে । মহানন্দে মাড়োয়ারি ভক্তেরা সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া বাইতেছেন, ঠাকুরও

সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন ।

ভোগ হইল । ভোগের সময়

মাদোয়াবি ভক্তেরা কাপড়ের আড়াল করিলেন । ভোগান্তে আরতি ও গান হইতে লাগিল । শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন করিতেছেন ।

এইবার ভ্রাম্মণ ভোজন হইতেছে । ঐ ছাদের উপরেই ঠাকুরের সম্মুখে এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে মাদোয়ারিরা খাইতে অনুরোধ করিলেন । ঠাকুর বসিলেন, ভক্তেরাও প্রসাদ পাইলেন ।

[বড়বাজার হইতে রাজপথে ; ‘দেওয়ালী’ দৃশ্যমধ্যে ।]

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন । সন্ধ্যা হইয়াছে । আবার রাস্তায় বড় ভিড় । ঠাকুর বলিলেন ‘আমরা না হব গাড়ী থেকে নামি, গাড়ী পেছন দিয়ে ঘুরে যাক ।’ রাস্তা দিয়া এতটু যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালার গর্ভের আয় একটা ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে । সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয় । ঠাকুর বলিতেছেন, কি কষ্ট, এইটুকুর ভিতরে বন্ধ হয়ে থাকে ! সংসারীদের কি স্বভাব । ঐতেই আশার আনন্দময় ।

গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আসিল । ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন । ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বাবুনান্ন, আশ্চর্য, রাম চাটুস্ব্য । ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে বসিলেন ।

একজন ভিখারিনী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল । ঠাকুর দেখিয়া, মাফীরকে বলিলেন, কি গো, পয়সা আছে ? গোপাল পয়সা দিলেন ।

বড়বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে । দেওয়ালির ভারি ধুম । অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু আলোয় আলোময় । বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ী চিৎপুর রোডে পড়িল । সে স্থানেও আলোরুষ্টি ও পিপীলিকার আয় লোকে লোকাকীর্ণ । লোকে হাঁ করিয়া দুই পার্শ্বের সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দর্শন করিতেছিল । কোথাও বা মিষ্টানের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিষ্টানে সুশোভিত, কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সুশোভিত । দোকানদারগণ মনোহর

বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ী একটী আতরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোসনাই দেখিয়া আহলাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল ! ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন,—আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে। ও বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে, এগিয়ে পড় না, কি করছিস্ ?

[‘এগিয়ে পড়’ । শ্রীরামকৃষ্ণের সঞ্চয় করবার যো নাই ।]

ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন, বুঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। ত্রাচারী কাঠবিষাকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন ; আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে দেখে, রূপার খনি, আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি ; শেষে দেখে, হীরা মাণিক। তাই ঠাকুর বার বার বলিতেছেন; এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। গাড়ী চলিতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় কিনিয়াছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। দুইখানি তেলধুতি ও দুইখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিবে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার বাচ্চা বেখে দেবে। এক খানা বরং দিও।

মাষ্টার। অজ্ঞা, একখানা ফিবিয়ে নিয়ে যাব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না হয় এখন থাক, দুই খানাই নিয়ে যাও।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার যখন দরকাব হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণীপাল রামলালের জন্ম গাড়ীতে খাবার দিতে এসেছিল। আমি বল্লুম, আমার সঙ্গে কোনও জিনিস দিও না। সঞ্চয় করবার যো নাই।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, তার আর কি।

এ সাদা দুখানা এখন ফিবিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্তোষে)। আমার মনে একটা কিছু হওয়া

ভোমাদের ভাল না।—এ তো আপনার কথা, যখন দরকার হবে, বোলুনো।
মাফটার (বিনীতভাবে)। যে আচ্ছা।

গাড়ী একটি দোকানের সামনে আসিয়া পাঁড়ল, সেখানে কল্কে বিক্রী হইতেছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ রাম চাটুয্যেকে বলিলেন, রাম, এক পয়সার কল্কে কিনে লও না।

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা कहিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাকে বল্লুম, কাল বড়বাজারে যাব, তুই বাস্। তা বলে কি জান ? ‘আবার ট্রামের চার পয়সা ভাড়া লাগবে, কে যায়।’ * বেণী পালের বাগানে কা’ল গিচ্ছলো, সেখানে আবার আচার্য্যগিরি করে। কেউ বলে নাহ, আপনিই গায়—যেন লোকে জাম্বুক, আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন। (মাফটারেব প্রতি)। হ্যাঁগা এ কি বল দেখি, বলে, এক আনা আবার খরচ লাগবে।

মাডোরারি ভক্তদের অন্নকূটের কথা আবার পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এ যা দেখলে, বৃন্দাবনেও তাই। রাখালরা † বৃন্দাবনে এই সব দেখছে। তবে সেখানে অন্নকূট আরও উঁচু ; লোকজনও অনেক, গোবর্দ্ধন পর্বত আছে ; এই সব প্রভেদ।

[হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম ।]

“কিন্তু খোটাদের কি ভক্তি দেখেছ। যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম।—ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে। আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

“হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছো, এ সব তাঁর ইচ্ছাতে হবে যাবে—থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।”

মাফটার বাড়ী প্রত্যাগমন করিবেন।

ঠাকুরের চরণবন্দনা করিয়া শোভাবাজারের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে গাড়ীতে বাইতেছেন।

* তখন ট্রামের ভাড়া এক আনা। † শ্রীযুক্ত রাখাল তখন ও (অক্টোবরে) বৃন্দাবনে ছিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[দক্ষিণেখরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘দেবী চৌধুরাণী’ পাঠ]

(মাষ্টার, প্রসন্ন, বেদার, রাম, নিত্যাগোপাল, তারক, সুরেশ প্রভৃতি ।)

আজ শনিবার, ২৭শ ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, পৌষ শুক্লা সপ্তমী তিথি । যৌশুক্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে । অনেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন । সকালেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন । মাষ্টার ও প্রসন্ন আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ধবে দক্ষিণদিকের দালানে রহিয়াছেন । তাঁহারা আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন ।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করেন ।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলেন, “কই, বন্ধিমকে আন্লে না ?”

বন্ধিম একটি স্কুলের ছেলে । ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন । দুব থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটা ভাল ।

ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন । বেদার, রাম, নৃত্যাগোপাল, তারক, সুরেশ (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকরা ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিয়াছেন । ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া,—কেহ দাঁড়াইয়া । ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ইস্টকনিশ্চিত চাতালের উপর বসিয়া আছেন । দক্ষিণপশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন । সহাস্তে মাষ্টারকে বলিলেন, ‘বইথানা কি এনেছ ?’

মাষ্টার । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । পড়ে আমার একটু একটু শোনাও দেখি ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজার কর্তব্য ।]

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন কি পুস্তক । পুস্তকের নাম ‘দেবী চৌধুরাণী’ । ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিকাম কর্মের কথা আছে । লেখক শ্রীযুক্ত বন্ধিমের স্মৃতিও শুনিয়াছিলেন । পুস্তকে কি তিনি লিখিয়াছেন, তাহা শুনিতে তাঁহার

মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন । মাস্টার বলিলেন, ‘মেয়েটি ডাকাতির হাতে পড়েছিল । মেয়েটির নাম প্রফুল্ল, পরে হ’ল দেবী চৌধুরাণী । যে ডাকাতটির হাতে মেয়েটি পড়েছিল, তা’র নাম ভবানী পাঠক । ডাকাতটা বড় ভীষণ । সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন ভজন করিয়েছিল । আর কি বকম করে নিষ্কাম কৰ্ম্ম কর্ত্তব্য হয়, তাই শিখিয়েছিল । ডাকাতটা দুই লোকদেব নাছ থেকে টাকাকড়ি কেড়ে এনে গরীব-দুঃখীদের খাওয়াতো—তাদের দান করত । প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি দুইশত দান, শিফের পালন করি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও ত রাজ্য কর্ত্তব্য ।

মাস্টার । আর এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে । ভবানী ঠাকুর প্রফুল্ল নাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছিলেন । তা’র নাম নিশি । সে মেয়েটি বড় ভক্তিমতী । সে বলতো, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী । প্রফুল্লের ‘বয়ে’ হয়েছিল । প্রফুল্লের বাপ ছিল না, মা ছিল । মিচ্ছ একটি ‘দান’ তুলে পাড়ার লোকে ওদের একত্রে ক’রে দিচ্ছিল । তাই অশুব প্রফুল্লকে বাড়িতে নিয়ে যায় নাই । ছেলের তারও দুটি নিয়ে দিচ্ছিল । প্রফুল্লের কিছু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল । ‘কুশানট’ শুনলে বেশ বুঝতে পারা যাবে ।

‘নিশি । আমি তাঁহার (ভগনাঠাকুরের) কন্যা, তিনি আমার পিতা । তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন ।

প্রফুল্ল । এক প্রকার পিতা ?

নিশি । সর্বস্ব ত্রীকৃষ্ণ ।

প্র । সে কি রকম ?

নিশি । রূপ, যৌবন, প্রাণ ।

প্র । তিনিই তোমার স্বামী ?

নিশি হাঁ—কেন না, তিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী ।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ‘বলিতে পারি না । কখন স্বামী দেখ নাট, তাই বলিতেছি । স্বামী দেখিলে কখন ত্রীকৃষ্ণ মন উঠিত না ।’

বুধ ব্রহ্মেশ্বর (প্রফুল্লের স্বামী) এত জানিত না ।

বয়স্য বলিল, “ত্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই মন উঠিতে পারে, কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত ।”

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে । শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবী চৌধুরাণী । ২১৭

এ বুঝতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিং প্রফুল্ল দ্বিধা বন্ধ এ কথা উত্তর দিতে পারিল না । হিন্দুধর্মপ্রণেতা বা উত্তর জ্ঞানিতেন ঈশ্বর অনন্ত আদি । কিন্তু অন্যকে ক্ষুদ্র ভবন পিঙ্গলে পুরিতে পারি না, কিন্তু সাতকে পাঁচি তাই অনন্ত ভগবদীশ্বর হিন্দুর স্বপ্নগীতবে সাত ঐক্যক । স্বামী আরও পবিত্রাবরূপে সাত । এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আবোহণের প্রথম সোপান । তাই হিন্দুর ঘরের পতিই দেবতা । অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকট ।

প্রফুল্ল মুখ বেরে, কিছু বুঝিতে পারিল না । বলিল, ‘আমি অত কথা তাই বুঝিতে পারি না । তোমার নাথটি কি, এখনও ত বলিলে না ?’

বরতা বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি । আমি দিব্যর বাঁচন ‘নিশি । দিব্যকে এক দিন আলাপ করিতে গইরা আসিব । কিন্তু বা বলিতেছিলাম, শোন । ঈশ্বরই পবন স্বামী । জীলোকেশ পতিই দেবতা । ঐক্যক সকলের দেবতা । দুটো দেবতা কেন তাই ? দুই ঈশ্বর ? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে ?

প্র । দুব । ঘেরোবাহুঘের ভক্তির কি শেষ আছে ?

নি । ঘেরে বাহুঘের ভাগবাসার শেষ নাই । ভক্তি এক, ভাগবাসা আর ।”

[অগোষ্ঠে ঈশ্বরক সাধন, না অগোষ্ঠে লেখাপড়া ।]

মাফার । ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন ।

“প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুস্তকে বাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুস্তকে সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না । দ্বিতীয় বৎসরে, আলাপ পক্ষে নিবেদন রহিত করিলেন । কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুস্তকে বাইতে দিতেন না । পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাহা বাহা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে বাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথার অবনতমুখে তাহাদেব সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত ।”

“তার পর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ । ব্যাকরণ পড়া হ’ল, রঘু, কুমাৰ, নৈষধ, শকুন্তলা । একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু জ্ঞান ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এর মাগে কি জ্ঞান ? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না । বে লিখেছে, এ লক লোকের এই মত । এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তার পর ঈশ্বর ; ঈশ্বরকে জানতে হ’লে লেখাপড়া চাই । কিন্তু বাহু.মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করিতে হয়, তা হ’লে তাব কথানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব লেখ, আমার অত ধনকে কাজ কি ?

স্বারবানুদেব ধাকা ধেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে
বহু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ-
্ব্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন বহুমল্লিককে জিজ্ঞাসা কলেই
হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম, তার পর রামের
ঐশ্বর্য,—জগৎ। তাই বাম্বীকি “মন্না” মন্ত্র জপ করেছিলেন;
“ম” অর্থাৎ ঈশ্বর, তার পর “রা” অর্থাৎ জগৎ,—তার ঐশ্বর্য।

ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

নিষ্কাম কৰ্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ । ফলসমর্পণ ও ভক্তি ।

মাফটার। অধ্যয়ন শেষ হ'লে আর অনেক দিন সাধনের পর
তবানী ঠাকুর প্রফুল্লের সঙ্গে আবার দেখা করতে এলেন। এইবার
নিষ্কাম কৰ্ম্মের উপদেশ দিবে। গীতা থেকে শ্লোক বলেন,—

‘তদ্বাদসক্তঃ সত্যতঃ কার্যং কৰ্ম্ম দযাচর। অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥’*

অনাসক্তির তিনটি লক্ষণ বলেন,—

(১) ইন্দ্রিয়সংযম । (২) নিরহঙ্কার । (৩) শ্রীকৃষ্ণকে ফলসমর্পণ ।

নিরহঙ্কার বাস্তবিক ধর্ম্মাচরণ হয় না। গীতা থেকে আবার বলেন,—

‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিশূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি ব্রহ্মতে ॥’†

তার পর সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। গীতা থেকে বলেন,—

‘কং কয়োষি যদদ্যাসি যজুহোসি দদ্যাসি যং। কং তপতসি কৌন্তের তং কুরুষ স্বর্পণম্ ॥’‡

নিষ্কাম কৰ্ম্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ বেশ। গীতার কথা। কাটবার যো নাই। তবে
আর একটি কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণে ফলসমর্পণ বলেছে; শ্রীকৃষ্ণকে
ভক্তি বলে নাই ?

* অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কারণ, অনাসক্ত হইয়া
কার্য্য করিলে পুরুষ সেই ব্রহ্ম ভগবৎপদ লাভ করেন। † সমুদয় কথাই প্রকৃতির
গুণসমূহের দ্বারা কৃত হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারবিশূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া
মনে করে। ‡ বাহ্য কিছু কর, বাহ্য খাও, যে হোম কর, বাহ্য দান কর, যে
ভগবৎকর্ম্ম, তাহাই আঘাতে সমর্পণ কর।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে । শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' । ২১৯

মাস্টার । এখানে এ কথাটি বিশেষ ক'রে বলা নাই ।

[হিসাব বুঝিতে হয় না । একেবারে ঝাঁপ ।]

তার পর ধনের কি ব্যবহার কর্তে হবে, এই কথা হ'ল । প্রফুল্ল বলে, এ সমস্ত ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলাম ।

"প্রফুল্ল । যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম ।

ভাবানী । সব ?

প্রফুল্ল । সব ।

ভাবানী । ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না । আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে । অতএব তোমাকে হয় ভক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই মেহবন্ধ করিতে হইবে । ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে । অতএব সেই ধন হইতে আপনার দেহ বন্ধা করিবে ।"

মাস্টার । (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্তে) । ঐটুকু পাটোয়ারি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি, ঐটুকু হিসাব বুঝি । যে ভগবানকে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয় । দেহরক্ষার জন্য ঐটুকু থাকলো, এ সব হিসাব আসে না ।

মাস্টার । তার পবে আছে, ভাবানী জিজ্ঞাসা করে, ধন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কেমন ক'বে করবে ? প্রফুল্ল বলে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতে আছেন । অতএব সর্বভূতে ধন বিতরণ করব । ভাবানী বলে ভাল, ভাল । আর গীতা থেকে শ্লোক বলতে লাগলো,—

'যো মাং পশ্চতি সর্বত্র সর্বত্র য়ি পশ্চতি । তত্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ যেন প্রণশ্চতি ॥ সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমাহিতঃ । সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী য়ি বর্ততে ॥ আন্যোপায়ান সর্বত্র যঃ পশ্চতি বোহজুন । সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ * গীতা । ৬ অঃ ৩০ । ৩১।৩২ ।

যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকে আমাতে দেখিয়া থাকে, তাহার নিকট আমি কখনও অনুষ্ঠ থাকি না, সেও কখনও আমার দৃষ্টির দূরে থাকে না । যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মে অভেদদর্শী হইয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করে, যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করে । হে অজুন, সুখই হউক, দুঃখই হউক, যিনি নিজের ভুলনার সকলের প্রতিই সম্মশন করেন, সেই যোগীই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ ।

[বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা । আকরে টানে ।]

মাফটার পড়িতে লাগিলেন ।

সর্বভূতে দানের জন্য অনেক শ্রমেব প্রয়োজন । কিছু বেশবিন্যাস, কিছু ভোগ-বিন্যাসের ঠাটের প্রয়োজন । ভবানী তাই বলেন, কখন কখন কিছু দোকানদারী চাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) । 'দোকানদারী চাই' । যেমন আকর, তেমনি কথাও বেরোয় । বাতদিন বিষয় চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা, এ সব ক'রে ক'বে কথাগুলোও এই রকমই হয়ে যায় । মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর বেরোয় । দোকানদারী কথাটা না বলে ঐটে ভাল করে বলেই হতো, 'আপনাকে অকর্ত্তা জেনে কঠোর শ্রায় কাজ করা ।' সে দিন একজন গান গাচ্ছিল । সে গানের ভিতরে 'লাভ,' 'লোকসান' এই সব কথাগুলো অনেক ছিল । গান গাচ্ছিল, আমি বারণ করুম । যা ভাবে বাতাদন, সেই বুলিই উঠে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বর-দর্শনের উপায় । শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ।

পাঠ চলিতে লাগিল । এইবারে ঈশ্বর-দর্শনের কথা । প্রফুল্ল এবার দেবী চৌধুরাণী হইয়াছেন । বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথি । দেবী বজরার উপর বসিয়া দিবার সহিত কথা কহিতেছেন । চাঁদ উঠিয়াছে । গঙ্গাবক্ষে বজবা নঙ্গব করিয়া আছে । বজরার ছাদে দেবী ও সখীদ্বয় । ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে । দেবী বলেন, যেমন ফুলের গন্ধ ভ্রাণের প্রত্যক্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন । "ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয় ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ । মনের প্রত্যক্ষ । সে এ মনের নয় । সে শুদ্ধ মনের । এ মন থাকে না । বিষয়াসক্তি একটু ও থাকলে হয় না । মন যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পারে ।

[স্রোগ দূরবীণ । পাতিব্রত্যাশ্রম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ।]

মাফটার । মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু পরে আছে । বলেছে, প্রত্যক্ষ করতে দূরবাণ চাই । ঐ দূরবাণের

পঞ্চবটীমূলে শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত । নানা অবস্থা । ২২১

নাম যোগ । তার পর যেমন গীতায় আছে, বলেচে, যোগ তিন রকম,—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ । এই যোগ-দূরবীণ দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ খুব ভাল কথা । গীতার কথা ।

মাক্টাব । শেষে দেবী চৌধুরাণীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো । স্বামীর উপর খুব ভক্ত । স্বামীকে বলে, ‘তুমি আমার দেবতা । আমি শ্রদ্ধা দেবতাব অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম,—শিখিতে পারি নাই । তুমি সব দেবতাব স্থান অধিকার করিয়াছ ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ‘শিখিতে পারি নাই ।’ এর নাম পতি ব্রতের ধর্ম । এও আছে ।

পাঠ সমাপ্ত হইল । ঠাকুর হাসিতেছেন । ভক্তেরা চাহিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কি বলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে, কেদার ও অশ্বাশ্ব ভক্তদের প্রতি) । এ এক রকম মন্দ নয় । পতিব্রতধর্ম । প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জাযন্ত মানুষে কি হয় না ? তিনিই মানুষ হয়ে লাল করছেন ।

[পূর্বকথা । ঠাকুরের একজ্ঞানের অবস্থা ও সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন ।]

“এক অবস্থা গেছে ! হরগৌরাভাবে কত দিন ছিলুম । আবার কত দিন বাধাকৃষ্ণভাবে । কখন সাতাবামের ভাবে ! রাখার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্তুম, সীতার ভাবে রাম রাম কর্তুম ।

“তবে লীলাই শেষ নহয় । এই সব ভাবের পর বলুম, যা, এ সবে বিচ্ছেদ আছে । যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক’রে দাও । তাই কতদিন অম্বাশুসচিচিদানন্দ এই ভাবে রইলুম । ঠাকুরদের চাঁদ ঘর থেকে বা’র ক’বে দিলুম !

“তাকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম । পূজা উঠে গেল । এই বেলগাছ । নেলপাতা তুলতে আসতুম । এক দিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে অঁস খানকটা উঠে এল । দেখলাম, গাছ চৈতন্যময় । মনে কষ্ট হ’লো । দুর্ব্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম ক’বে তুলতে পারিনি । এখন রোক ক’রে তুলতে গেলুম ।

“আমি লেনবু কাটতে পারি না । সে দিন অনেক কষ্টে, ‘জয় কালী’ ব’লে তাঁর সম্মুখে বলির মত ক’রে তবে কাটতে পেরেছিলুম । এক দিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে,—গাড়ে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে বিরাটের আশ্রয় ফুলের তোড়া । আর ফুল তোলা হলো না ।

“তিনি মানুষ হয়েও লীলা করছেন । আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ ! কাঠ ঘসতে ঘসতে যেমন আগুন পেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয় । যেমন টোপ হ’লে এত রুই কাতলা কপ করে খায় । প্রেমোন্মাদ হ’লে ভুলে সাক্ষাৎকার হয় । গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেছিল । কৃষ্ণময় দেখেছিল । বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ ! তখন উন্মাদ অবস্থা । গাছ দেখে বলে, এর তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ক’রছে । তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ ক’রে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে ।

“প্রতি - তা শ্রীমতী, স্বামী দেবতা । তা হবে না কেন ? প্রতিমার পূজা হয়, আর জীবন্ত মানুষে কি হয় না ?

[প্রতিমায় আনির্ভাব । মানুষে ঈশ্বরদর্শন কখন ? নিত্যসিদ্ধ ও সংসার ।]

“প্রতিমায় আনির্ভাব হ’তে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার — প্রথম পূজাবির ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহ-স্বামীর ভক্তি । বৈষ্ণবরা বলতেন শেষে নরলীলাতেই মনটি কুড়িয়ে আসে ।

“তবে একটি কথা আছে,—তাকে সাক্ষাৎকার না করলে একরূপ লীলা-দর্শন হয় না । সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান ? বালকস্বভাব হয় । কেন বালকস্বভাব হয় ? ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কি না । তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায় ।

[ঈশ্বরদর্শনের উপায় । তীব্র বৈরাগ্য ও তিনি আপনার ‘বাপ’ এই বোধ ।]

“এই দর্শন হওয়া চাই । এখন তাঁর সাক্ষাৎকার কেমন ক’রে হয় ? তীব্র বৈরাগ্য । এমন হওয়া চাই যে, ন’ল’বে, ‘কি । জগৎপিতা—আমি কি জগৎ ছাড়া ? আমায় তুমি দয়া করবে না ? শালা ।’

“যে যাকে চিন্তা কবে, সে তার সত্তা পায় । শবপূজা ক’বে শিবের সত্তা পায় । এক জন বামেব শুক্ল রাত্ৰীদিন ইন্দ্ৰমূর্খের চিন্তা করতো । মনে করতো, আমি ইন্দ্ৰমূর্খ হ’খছি । শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হলো যে, তার একটু ল্যাচও হয়েছে ।

“শিব অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয় । যাদের শিব অংশ, তাদের জ্ঞানীর সত্য, যাদের বিষ্ণু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব ”

[চৈতন্যদেব অবতারণ । সামান্ত ভীষ্ম দ্রুপদ ।]

মাক্টাব । চৈতন্যদেব ৭ তাঁর ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি দুই ছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) । তাঁর আলাদা কথা । তিনি ঈশ্বরের অবতার । তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাত । তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বাষ তিনি ঢেলে দিলে, তিনি হাওয়াতে ফব্ফরু কবে উড়ে গেল, ভিজ্জলো ন’ । সর্বদাই সমাধিস্থ ! কত বড় কামজয়ী । জীবের সহিত তাঁর তুলনা । সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায় ; চড়ুই কঁাকর খায়, কিন্তু বাতর্দিনক রমণ কবে । তেমনি অবতার আর জীব । জীব কাম ভাগ করে , আবার এক দিন হয়তো রমণ হয়ে গেল ; সামলাতে পাবে না । (মাক্টাবের প্রতি) ।

লজ্জা কেন ? যাব হয় সে লোক পোক দেখে । ‘লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয় ।’ এ সব পাশ । ‘অষ্ট পাশ’ আছে না ?

“যে নিত্যসিদ্ধ, তাব অব্যব সংসারে ভয় কি ? ছকবাঁধা খেলা ; অব্যব ফেলি কি হয়, ছকবাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না ।

“যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারেও থাকতে পারে । কেউ কেউ দুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে ।—এমন খেলওয়াড় যে, টল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিকরে যায় ।

[দর্শনের উপায় যোগ । বোগীব লক্ষণ ।]

ভক্ত । মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । মন সব কুড়িয়ে না আনলে কি হয় ? ভাগবতে শুক-

দেবেব কথা আছে—পথে যাচ্ছে, যেন সন্ধান চড়ান। কোন দিকে দৃষ্টি নাই। এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ।

“চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর সব নদী জলে পবিত্র, সাত সমুদ্র ভবপুর, তবু সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়বে তবে খাবে।

“যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে, ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প করে—বাড়ীর কথা, আকিসের কথা, ইন্সুলের কথা, এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয়, সে ঐ নাটকেরই কথা।

“মাতাল মদ খাওয়াব পর কেবল আনন্দেব কথাই কয়।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ । অবতারের ‘অপরাধ’ নাই ।]

নৃত্যগোপাল সামনে উপবিষ্ট । সর্বদা ভাবন্ত, মুখে কথা নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাসে) । গোপাল । তুই কেবল চুপ করে থাকিস্ ।

নৃত্য (বালকের স্তায়) । আমি—জানি—না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বুঝেছি, কিছু বলিস্ না কেন । অপরাধ ।

“বটে, বটে । ভক্তস্ব বিজ্ঞস্ব নারায়ণের দ্বারী । সনক সনাতনাদি ঋষিদের ভিতরে বেতে বারণ করেছিল । সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে জন্মাতে হয়েছিল ।

“শ্রীদাম গোলোকে বিরজার দ্বারী ছিলেন । শ্রীমতী কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরবার জন্য তাঁর দ্বারে গিচ্ছিলেন, আর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন—শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই । তাই শ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্কে অন্ধ হয়ে জন্মা গে যা । শ্রীদামও শাপ দিচ্লে । (সকলেব ঈষৎ হাস্য ।)

কিন্তু একটা কথা

আছে,—ভেলে যদি বাপের হাত ধরে, তা হলে খানায় পড়লেও পড়তে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি !

শ্রীদামের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে ।

কেদার (চাটুষো) এখন ঢাকায় থাকেন, তিনি সরকারী কৰ্ম্ম করেন । আগে কৰ্ম্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায় । তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত । ঢাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে । সেই সকল ভক্তেরা তাঁর কাছে সৰ্ব্বদা আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন । শুধু হাতে ভক্তদর্শনে আসতে নাই । অনেকে মিস্টারাদি আনেন ও কেদারকে নিবেদন করেন ।

[সব রকম লোকের জগৎ শ্রীবানরূপের নানা বকম ভাব ও ‘অবস্থা’ ।]

কেদার (অতি বিনীতভাবে) । তাদের জিনিস কি থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তা হলে দোষ নাই । কামনা করে দিলে সে জিনিস ভাল নয় ।

কেদার । আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত । আমি বলেছি, যিনি আমার কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তা ত সত্য । এখানে সব রকম লোক আসে, তাই সব রকম ভাব দেখতে পায় ।

কেদার । আমার নানা বিষয় জানা দরকার নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (সহাস্তে) । না গো, সব, একটু একটু চাই । যদি সুদূর দোকান কেউ করে, সব রকম রাখতে হয়—কিছু মসুর ডাল ও চাই, হোলো খানিকটা তেঁতুল,—এ সব রাখতে হয় ।

“বাজনার যে ওস্তাদ, সে সব বাজনা কিছু কিছু বাজাতে পারে ।

ঠাকুর ঝাউতলায় বাহে গেলেন—একটা ভক্ত গাড় লইয়া সেই খানে রাখিয়া আসিলেন ।

ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতেছেন—কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতে কিরিয়া আসিতেছেন । ঠাকুর সেখানে আসিয়া বলিলেন—“তু তিন বার বাহে গেলুম । মল্লিকের বাড়ী খাওয়া ;—ঘোর বিষয়ী । পেট গরম হ’য়েছে ।”

[সমাধি পুঙ্খবহ (শ্রীরামকৃষ্ণের) পানের ডিবে স্থরণ ।]

ঠাকুবেব পানের ডিবে' পঞ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে । আরও দু একটা জিনিস ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাফটারকে বলেন, ঐ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন । এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাশ্র হইয়া বাইতে লাগিলেন । ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতেছেন । কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাডু ইত্যাদি ।

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন । দুই চারিটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন । ঠাকুর ছোট খাটটিতে একটা ছোট তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন । এক জন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—

[জ্ঞানী ও ভক্তের ভাব একাধারে কি হয় ? সাধনা চাই ।]

‘মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের Attributes—গুণ—জানা যায় ?’

ঠাকুর বলিলেন, “সে এ জ্ঞানে নয় । অমনি কি তাঁকে জানা যায় ? সাধন করতে হয় । আর একটা কোন ভাব আশ্রয় করতে হয় । দাসভাব । ঋষিদের শান্তভাব ছিল । জ্ঞানীদের কি ভাব জান ? স্বরূপকে চিন্তা করা । (একজন ভক্তের প্রতি সহাস্তে) । তোমার কি ? ভক্তটা চুপ করিয়া বহিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তোমার দুই ভাব—স্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য সেবকেরও ভাব বটে । কেমন ঠিক কি না ? ভক্ত (সহাস্তে, ও কুণ্ঠিতভাবে) । আজ্ঞা, হাঁ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । তাই হাজরা বলে, তুমি মনের কথা সব বুঝতে পার । ও ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয় । প্রহ্লাদের হয়েছিল ।

“কিন্তু ও ভাব সাধন করতে গেলে কৰ্ম্ম চাই ।”

“একজন কুলগাছের কাঁটা টিপে ধরে আছে—হাত দিয়ে রক্ত দর দর করে পড়ছে ; কিন্তু বলে, আমার কিছু হয় নাই, লাগে নাই । জিজ্ঞাসা করলে বলে,—‘বেশ, বেশ’ । এ কথা শুধু মুখে বলে কি হবে ? ভাব সাধন করতে হয় ।

ভক্তেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন ।

দ্বিতীয় ভাগ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিসংযোগ ।

[মহিমাচরণ, রাম, মনোমোহন, নবাই, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাটটীতে বসিয়া সম্মাধিত্য ।
ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন,—একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছেন ।
মহিমাচরণ, রাম (দত্ত), মনোমোহন, নবাই চৈতন্য, মাষ্টার প্রভৃতি
অনেকে বসিয়া আছেন ।

আজ ৬দোলযাত্রা শ্রীশ্রীমহা-
প্রভুর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্গুন, পূর্ণিমা, রবিবার ১লা মার্চ, ১৮৮৫ ।

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন । সমাধিভক্ত হইল । এখন ভাবের
পূর্ণমাত্রা । ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—‘বাবু হরিতত্ত্বের কথা—

মহিমা । আরাধিতো যদি হরিতত্ত্বপসা ততঃ কিম্ । নারাধিতো যদি হরিতত্ত্বপসা
ততঃ কিম্ । অন্তর্বাহির্বা দি হরিতত্ত্বপসা ততঃ কিম্ । নান্তর্বাহির্বা দি হরিতত্ত্বপসা ততঃ কিম্ ॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাস্থ বৎস । ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীত্ৰং শঙ্করং জ্ঞানসিদ্ধম্ ॥
লভ লভ হরিতত্ত্বিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপকাম্ । ভবনিগড়নিবদ্ধচ্ছেদনীং কর্তরীক ॥

নারদপঞ্চরাত্রে আছে । নারদ তপস্তা করছিলেন, দৈববাণী হ’ল—

“হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তা’হলে তপস্যার কি প্রয়োজন ? আর
হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তা’হলেই বা কি প্রয়োজন ? হরি যদি অন্তরে
বাহিরে থাকেন, তা’হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন ? আর যদি অন্তরে
বাহিরে না থাকেন, তা’হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন ? অতএব হে ব্রহ্মন্,
বিরম হও, বৎস, তপস্যার কি প্রয়োজন ? জ্ঞান-সিদ্ধ শঙ্করের কাছে গমন কর ।
বৈষ্ণবেণা যে হরিতত্ত্বের কথা বলে গেছেন, সেই সুপকা ভক্তি লাভ কর,
লাভ কর । এই ভক্তি,—এই ভক্তি-কাটারি—যারা ভবনিগড় ছেদন হবে ।”

[ঈশ্বরকোটি । শুকদেবের সমাধিভক্ত । হুমান । প্রজ্ঞান ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । জীত্ব হুটি ও ঈশ্বরকোটি । জীবকোটি-
ভক্তি, বৈষ্ণী ভাৱি কা এত উপচারে পূজা কন্তে হবে .এত অপ

কন্তে হবে, এত পুরুষচরণ কন্তে হবে । এই বৈধাত্তির পর জ্ঞান ।
তার পর নয় । এই লয়ের পর আর ফেরে না ।

‘ঈশ্বরকোটি’র আলাদা কথা ;—যেমন অনুলোম বিলোম ।
‘নেতি’ ‘নেতি’ করে ছাদে পৌঁছে যখন দেখে, ছাদও যে জিনিসে
তৈরি,—ইট, চূণ, সুরকি,—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরি । তখন কখন
ছাদেও থাকতে পারে, আবার উঠা নামাও করতে পারে ।

“শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন । নির্বিকল্প সমাধি,—জড় সমাধি ।
ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,—পবাক্ষিকে ভাগবত শুনাতে হবে ।
নারদ দেখলেন, জড়ের স্থায়ী শুকদেব বাহুগুণ্য—বসে আছেন ! তখন
বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন । প্রথম
শ্লোক বলতে বলতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হলো । ক্রমে অশ্রু ;
অস্তুরে, হৃদয়মধ্যে, চিন্ময়রূপ দর্শন করতে লাগলেন । জড় সমাধির
পব আবার রূপ দর্শনও হলো । শুকদেব ঈশ্বরকোটি ।

“তন্মুখান্ সাকার নিবাকার সাক্ষাৎকার কবে রামমূর্তিতে নিষ্ঠা
করে থাকলো । চিদম্বন আনন্দেব মূর্তি—সেই রামমূর্তি ।

“প্রজ্ঞান্দ কখন দেখতেন সোহং, আবার কখন দাসভাবে
থাকতেন । ভক্তি না নিলে কি নিজে থাকে ?
তাই সেব্যসেবকতাব আশ্রয় কন্তে হয় ;—তুমি প্রভু, আমি দাস ।
হরিরস আশ্বাদন করবার জন্ম । বসরসিকের ভাব—হে ঈশ্বর, তুমি
রস, * আমি রসিক ।

“ভাস্কর আম্মি, বিছার আম্মি, বালকের আম্মি,—এতে দোষ
নাই । শঙ্করাচার্য ‘বিছার আম্মি’ রেখেছিলেন ; লোকশিক্ষা দিবার
জন্ম । বালকের আম্মির অঁট নাই । বালক গুণাতীত,—কোন
গুণের বশ নয়, এই রাগ কলে, আবার কোথাও কিছু নাই, এই
খেলাঘর কলে, আবার ভুলে গেল ; এই খেলুড়েদের ভালবাসতে,

* রসো বৈ সঃ । রসং হেবাং লক্ষ্যমদী-^{১০} কোংবাত্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
বদেব আকাশ আনন্দো ন ত্রাৎ ।
ইন । তৈত্তরীয় উপনিষৎ

আবার কিছু দিন তাদের না দেখলে সব ভুলে গেল । বালক সখরজঃ
তমঃ কোন গুণের বশ নয় ।

“তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত”—এটা ভক্তের ভাব,—এ আমি ভক্তির
‘আমি’ । কেন ভক্তির আমি রাখে ? তার মানে আছে । ‘আমি’ ত
বাবার নয়, তবে থাক শালা ‘দাস আমি’, ‘ভক্তের আমি’ হয়ে ।

“হাজার বিচার কর, আমিই আস্ত নয় । আমি ক্লান্ত কুন্ত ।
ত্রাণ যেন সমুদ্র—জলে জল । কুন্তের ভিতরে বাহিরে জল । জলে
জল । তবু কুন্ত ত আছে । এটা ভক্তের আমার স্বরূপ । বতকণ
কুন্ত আছে, আমি তুমি আছে ; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত ; তুমি প্রভু,
আমি দাস , এও আছে । হাজার বিচার কর, এ চাড্‌বার জো নাই ।
কুন্ত না থাকলে তখন সে এক কথা ।

দ্বিতীয় পারচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার নরেন্দ্রকে সম্মানসের উপদেশ ।]

নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন-
্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতেছেন । কথা কহিতে কহিতে মেজেতে আসিয়া
বসিলেন । মেজেতে মাতুর পাতা । এতকণে ঘর লোকে পরিপূর্ণ
হইয়াছে । ভক্তেরাও আছেন, বাহিরের লোকও আসিয়াছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । ভাল আছিস্ ? তুই নাকি
গিরীশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই বাস ?

নরেন্দ্র । আছে হাঁ, মাঝে মাঝে বাই ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরীশ কয়মাস হইল নূতন আসা
বাওয়া করিতেছেন । ঠাকুর বলেন, গিরীশের বিশ্বাস অঁকড়ে পাওয়া
যায় না । যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ । বাড়ীতে ঠাকুরের
চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হইতে থাকেন । নরেন্দ্র প্রায় বান ; চরিত্র,
দেবেন্দ্র ও অনেক ভক্ত তাঁর বাড়ীতে প্রায় বান ; গিরীশ তাঁহাদের
সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই কন । গিরীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু

ঠাকুর দেখিতেছেন, নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না ;—কামিনী কাকন ত্যাগ করিবেন । ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুই গিরীশ ঘোষের ওখানে বেশী বাস ?

[সন্ন্যাসের অধিকারী । কোমার-বৈরাগ্য । গিরীশ কোন থাকের । রাবণ ও অশুরদের প্রকৃতিতে যোগ ও ভোগ ।]

“কিন্তু রত্ননের বাটী যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই । হোকরারা শুদ্ধ আধার ; কামিনী-কাকন স্পর্শ করে নাই ; অনেক দিন ধ’রে কামিনী-কাকন ঘাটলে রত্ননের গন্ধ হয় ।

“যেমন কাকে ঠাকুরান আমি । ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ । নুতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি । দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয় । প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায় ।

“ওরা থাক্ আলাদা । যোগও আছে, ভোগও আছে । যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে ।

“অশুররা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকে লাভ কচ্ছে ।

নরেন্দ্র । গিরীশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্ধমানের দেখে ছিলাম । একটা দামড়া, গাই-গকর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি হলো ? এ তো দামড়া । তখন গাড়োয়ান বলে,—মশায়, এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল । তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই ।

“এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা ব’সে আছে—একটি ত্রীলোক সেই খান দিয়ে চ’লে যাচ্ছে । সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, এক জন আড় চোখে চেয়ে দেখলে । সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল ।

“একটি বাটিতে যদি রত্নন গোলা যায়, রত্ননের গন্ধ কি যায় ? বাবুই গাছে কি আম হয় ? হ’তে পারে সিদ্ধাই তেমন থাকলে, বাবুই গাছেও আম হয় । সে সিদ্ধাই কি সকলের হয় ?

“সংসারী লোকের অবসন্ন কই ? একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল । তার বন্ধু বলে,—একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে । তার নিজের অনেক চাষ-

দক্ষিণেশ্বরে ৬দোলযাত্রাদিবসে । নবেঙ্গকে সন্ন্যাসের উপদেশ । ২৩১

বাস দেখতে হয় । চারখানা লাজল, আটটা হেলে গরু । সর্বদা তদা-
রক করতে হয় । অবসর নাই । যার পশুতের দরকার, সে বলে,
আমার এমন ভাগবতের পশুতের দরকার নাই, যার অবসর নাই ।
লাজল-হেলেগক-ওয়ালা ভাগবত-পশুত আমি খুঁজছি না । আমি
এমন ভাগবত-পশুত চাই, যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে ।

“এক রাজা রোজ ভাগবত শুনতো । পশুত পড়া শেষ হলে রাজাকে
বলতো,—রাজা, বুঝেছ ? রাজাও রোজ বলে—আগে তুমি বোঝ ।
পশুত বাড়া গিয়ে রোজ ভাবে,—রাজা এমন কথা বলে কেন যে, তুমি
আগে বোঝ । লোকটা সাধন-ভজন করতো—ক্রমে চৈতন্য হলো ।
তখন দেখলে যে, হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা । সংসারে বিরক্ত
হয়ে বেরিয়ে গেল । কেবল এক জনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে,—
রাজা, এইবারে বুঝেছি ।

“তবে কি এদের ঘৃণা করি ? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি । তিনি
সব হয়েছেন,—সকলেই নারায়ণ । সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেশ্যা
ও সতীলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ দেখি না ।

[‘সব কলাইএর ডালের খদ্দর’—রূপ ও ঐশ্বর্যের বশ ।]

“কি বলব, সব দেখছি কলাইএর ডালের খদ্দর । কামিনীকাঞ্চন
চাড়াতে চায় না । লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য
দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন করলে
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় !

“রাবণকে একজন বলোঁছিলো, তুমি সব রূপ ধরে মীতার কাছে
যাও, রামরূপ ধর না কেন ? রাবণ বলে,—রামরূপ হৃদয়ে একবার
দেখলে রক্তা ভিলোস্তমা এদের চিত্তার ভয় বলে বোধ হয় । ব্রহ্মপদ
তুচ্ছ হয়, পরজীর কথা ত দূরে থাক ।

“সব কলাইএর ডালের খদ্দর । শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে
শুদ্ধা ভক্তি হয় না—এক লক্ষ্য হয় না, নানাদিকে মন থাকে ।

[নেপালী মেয়ে, ‘ঈশ্বরের দাসী’ । সংসারীর দাসত্ব ।]

(মনোমোহনের প্রতি) । তুমি রাগই কর আর যাই কর—

স্বাস্থ্যজনক বস্তুই,—ঈশ্বরের কৃপা গঙ্গায় বাঁপ দিয়ে মরেছিল, এ কথা বরং শুনো ; তবু কাকর দাসত্ব করিস্, চাকরী করিস্, এ কথা যেন না শুনি ।

নেপালেন্দ্র একটি মেয়ে এসেছিল । বেশ এম্ব্রাজ বাজিয়ে গান করলে । হরিনাম গান । কেউ জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার বিবাহ হয়েছে ? তা বলে—আবার কার দাসী হব ? এক ভগবানের দাসী আমি ।

“কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কি করে হবে ? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন । একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর এক দিকে মনিবের দাস,—তাদের চাকরী করতে হয় ।

“একটি ফকির বনে কুটীর করে থাকতো । তখন আকবর শাহ দিল্লীর বাদশা । ফকিরটির কাছে অনেকে আসতো । অতিথিসংকার করতে তার বড় ইচ্ছা হয় । এক দিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথিসংকার হয় ? তবে বাই একবার আকবর শাহ কাছে । সাধু ফকিরের অব্যাহত দ্বার । আকবর শাহ তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো । দেখলে,—আকবর শাহ নমাজের শেষে বলছে, হে আল্লা, ধন দাও, দৌলত দাও, আরো কত কি । এই সময়ে ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে বাবাব উজোগ করতে লাগলো । আকবর শাহ ইসারা করে বসতে বলেন । নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন ? ফকির বললে,—সে আর মহারাজের স্তনে কাজ নাই, আমি চল্লুম । বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বললে,—আমার ওখানে অনেকে আসে । তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম । আকবর বসে, তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন ? ফকির বললে—যখন দেখ্লুম, তুমিও ধন-দৌলতের ভিখারী,—তখন মনে কর্লুম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে ? চাইতে হয় ত আল্লার কাছে চাইব ।

[পূর্বকথা—কৃষ্ণ মুখোয় হাঁক ডাক । ঠাকুরের সম্বন্ধের অবস্থা ।]

নরেন্দ্র । গিরীশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে খুব ভাল । তবে অত গালাগাল, মুখ খারাপ করে

দক্ষিণেশ্বরে ৬ দোলযাত্রাদিবসে । নরেন্দ্রকে উপদেশ । ২৩

কেন ? সে অবস্থা আমার নয় । বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত
নড়ে না, কিন্তু সারি ঘট ঘট করে । আমার সে অবস্থা নয় । সম্ব-
ত্ত্বগেব অবস্থায় হৈ চৈ সহ্য হয় না । জন্মে তাই চলে গেল ;—মা
বাখলেন না । শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল । আমার গালাগালি দিত ।
হাঁক ডাক করতো ।

[নরেন্দ্র কি অবতাব বলেন । নরেন্দ্র ত্যাগেব থাক । নরেন্দ্রেব পিতৃবিয়োগ ।]

“গিরাশ ঘোষ যা বলে, তোব সঙ্গে কি মিললো ?

নরেন্দ্র । আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতাব
বলে বিশ্বাস । আমি আর কিছু বল্‌লুম না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু খুব বিশ্বাস । দেখেছিলি ?

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন । ঠাকুর নীচেই মাতুরের উপর
বসিয়া আছেন । কাছে মাফোব, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দিকে ভক্তগণ ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া, নরেন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতেছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পবে নরেন্দ্রকে বলিলেন, বাবা, কামিনীকান্ত
ত্যাগ না হ’লে হবে না । বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া
উঠিলেন । সেই ককণামাথা সম্মুখে দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোন্মত্ত
হইয়া গান ধরিলেন,—

গান । কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই । মনে সঙ্কল্প
পাছে তোমাধনে হারাও হারাও ॥ আনবা জানি বে বন তোব, দিব তোকে সেট মন
তোব, এখন মন তোর , আমরা বে মনে বিগদে তরি তরাই ॥

শ্রীরামকৃষ্ণেব যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র তাব কাহারও হইল,
আমার বুঝি হ’ল না । নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া আছেন ।

নাহিরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ।
তিনিও কাছে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন ।

ভক্ত । মহাশয়, কামিনীকান্ত যদি ত্যাগ করতে হবে, তবে
গৃহস্থ কি করবে ?
শ্রীরামকৃষ্ণ । তা’ তুমি কর না ।
আমাদের অমনি একটা কথা হয়ে গেল !

[গৃহস্থ ভক্ত প্রতি অভয়দান ও উত্তেজনা ।]

মহিমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । এগিয়ে পড় । আরও আগে যাও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও কপার খনি পাবে ; আরও এগিয়ে যাও, সোণার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও, হীরে মার্গিক পাবে । এগিয়ে পড় ।

মহিমা । আজ্ঞে, টেনে রাখে যে,—এগুলো দেয় না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে কাট । ‘কালী নামেতে কালপাশ কাটে ।’ * *

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন । তাঁহার উপর অনেক তাল যাইতেছে । ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন । ঠাকুর বলিতেছেন,—তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস্ ?

‘শতমারী ভবেবৈষ্ণবঃ । সহস্রমারী চিকিৎসকঃ ।’ (সকলের হাস্ত)

ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে অনেক দেখাশুনা হইল,—সুখদুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল ?

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ৩রাধাকান্ত ও মা কালীকে,
ও ভক্তদিগের গায়ে আবির প্রদান ।

নবাই চৈতন্য গান গাইতেছেন । ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন । ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন । ঘরের বাহিরে গেলেন । ভক্তেরা সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে লাগিল ।

মাঝার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন । ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন । ৩রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন । ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । তাঁহার প্রণাম দেখিয়া মাঝারও প্রণাম করিলেন । ঠাকুরের সন্মুখের খালায় আবির ছিল । আজ শ্রীশ্রীদোলযাত্রা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভুলেন নাই । খালার কাগ লইয়া শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকে দিলেন । আবার প্রণাম করিলেন ।

দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে আনন্দ । ২৩৫

এইবার ৮ কালীশব্দে যাইতেছেন । প্রথম সাতটি ষাগ ছাড়াইয়া চাতালে দাঁড়াইলেন, মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন । মাকে আবির দিলেন । প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসিতেছেন । কালীঘরের সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—বাবুরামকে আনলে না কেন ?

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন । সঙ্গে মাষ্টার ও আর একজন আবিরের খালা হাতে করিয়া আসিতেছেন । ঘরে প্রবেশ করিয়া সব পটুকে ফাগ দিলেন—দু একটি পট ছাড়া—নিজের ফটোগ্রাফ ও যীশুখৃষ্টের ছবি । এইবার বারাণ্ডায় আসিলেন । নরেন্দ্র ঘরে চুকিতে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন । কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন । ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন । ঘরে ঢুকিতেছেন, মাষ্টার সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন ।

ঘরে প্রবেশ করিলেন । বত ভক্তদেব গায়ে আবিব দিলেন । সকলেই প্রণাম করিতে লাগিলেন ।

অপরাজ হইল । ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিলেন । ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন । কাছে কেহ নাই । ভোক্তা ভক্তদের কথা কহিতেছেন । বলছেন, “আচ্ছা, সব্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়, পলটুর ধ্যান হয় না কেন ?”

“নরেন্দ্রকে তোমার কি রকম মনে হয় ? বেশ সরল ; তবে সংসারের অনেক ভাল পড়েছে, তাই একটু চাপা ; ও থাকবে না ।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারাণ্ডায় উঠিয়া যাইতেছেন ; নরেন্দ্র একজন বেদান্তবাদীর সঙ্গে বিচার করছেন ।

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন । মহিমাচরণকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন । তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস, হইতে স্তব বলিতেছেন ।

“হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষঃ নিরীহঃ, হরিহরবিধিবেষ্টঃ যোগিভির্ধ্যানগম্যঃ ।
জনমমরণভীতিত্ৰাশি সচ্চিৎস্বরূপম্, সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্তবীড়ে ॥”

[গুরুদেব প্রতি অভয় ।]

আরও দু একটি স্তবের পর মহিমাচরণ শঙ্করাচার্যের স্তব বলি-

তেছেন । তাহাতে সংসারকূপের, সংসারগহনের কথা আছে । মহিমা-
চরণ সংসারী তত্ত্ব ।

“হে চন্দ্রচূড় মদনাসক্ত শূলপাণে, হাণো গিরিশ গিরিবেশ শঙ্কো । ভূতেশ ভীতি-
ভয়হৃদন মাননাথং, সংসাবদ্ধঃখগহনাজ্জগদীশ বক্ষ ॥ হে পার্বতীহৃদয়গরভ চন্দ্রমৌলে,
কুত্যাধপ প্রমথনাথ গণিবাশ্রয় । হে বারম্বেষ তব ক্রয় পিনাকপাণে, সংসারদ্বঃখ-
গহনাজ্জগদীশ বক্ষ ॥” ইত্যাদি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমা ব প্রীতি) । সংসারকূপ, সংসারগহন, কেন বল ?
ও প্রথম প্রথম বলতে হয় । তাঁকে ধরলে আর ভয় কি ? তখন—

এই সংসার মজার কুটি । আমি খাট দাই আব মজা লুটি ॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কসে ছিল কুটি ।

সে যে এদিক ওদিক দাঁদক বেখে খেয়েছিল দুখের বাটি ।

“কি ভয় ? তাকে ধর । কাটাবন হলেই বা । জুতো পায়ে
দিয়ে কাটাবনে চলে যাও । কিসের ভয় ? যে বুড়ী ছোঁয়, সে কি
আর চোর হয় ’

“জনক রাজা দুখানা তলোয়ার বোরাতি । একখানা জ্ঞানের
একখানা কন্মের । পাকা খেলোয়াড়ের কছু ভয় নাই ।

এইকপ ঈশ্বরায় কথা চলিতেছে ।

ঠাকুর ছোট

খাটটিতে বসিয়া আছেন । খাটের পাশে মাফার বসিয়া আছেন ।

ঠাকুর (মাফারকে) । ও যা বললে, তাহাতে টেনে রেখেছে ।

ঠাকুর মহিমাচরণেব কথা বলিতেছেন ও তাহাব কাঁথত ব্রহ্মজ্ঞান-
বিষয়ক শ্লোকের কথা ।

নবাহ চৈতন্য ও অশ্রাব্য ভক্তেরা

আবার গাইতেছেন । এবার ঠাকুর বোগদান করিলেন, আর ভাবে
মগ্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ-মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

কাঁটনাস্তে ঠাকুর বলিতেছেন, “এই কাজ হলো, আর
সব মিথ্যা । প্রেম ভক্তি বস্তু, আর সব অবস্তু ।”

চতুর্থ পারচ্ছেদ ।

[৬দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ । গুহ্য কথা ।]

বৈকাল হইয়াছে । ঠাকুর পঞ্চবটিতে গিয়াছেন । মাফারকে
বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন । বিনোদ মাফারের কুলে

দ্বিতীয় ভাগ—চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন ।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের বাটীতে উৎসব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে ।]

[নরেন্দ্র, মাষ্টার, যোগীন, বাবুবাম, বাম, ভবনাথ, বলরাম, চুণি ।]

শুক্রবার, বৈশাখের শুক্লা দশমী ২৪শে এপ্রেল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আসিয়াছেন । মাষ্টার আন্দাজ
বেলা একটার সময় বলরামের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর
নিদ্রিত । দু একটা ভক্ত কাছে বিজ্ঞান করিতেছেন ।

মাষ্টার একপাশে বসিয়া সেই স্তম্ভ বালক-মূর্তি দেখিতেছেন ।
ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ন্যায়
নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শুইয়া আছেন । ইনিও জীবের ধর্ম্ম স্বীকার
করিয়াছেন ।

আষ্টোন্ন আস্তে আস্তে একখানি পাখা
লইয়া হাওয়া করিতেছেন । কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের
নিদ্রা ভঙ্গ হইল । এলোথেলো হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন । মাষ্টার
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অস্থির সকার । এপ্রিল ১৮৮৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি সন্মুখে) । ভাল আছ ? কে জানে
বাপু । আমার গলায় বিচি হয়েছে । শেষ রাত্রে বড কষ্ট হয় । কিসে
ভাল হয় বাপু ? (চিন্তিত হইয়া) আমার অস্থল, ক'রেছিল, সব
একটু একটু খেলুম । (মা টারের প্রতি) তোমার পরিবার কেমন
আছে ? সে দিন কাহিল দেখলুম ;—ঠাণ্ডা একটু একটু দেবে ।

মাষ্টার । আজ্ঞা, ডাব টাব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ—মিছরির সরবত খাওয়া ভাল ।

মাষ্টার । আমি রবিবার বাড়ী গিয়েছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বেশ করেছ । বাড়ীতে থাকা তোমার সুবিধে ।
বাপ-টাপ সন্মুখে আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে না ।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুকাইতে লাগিল । তখন
বালকের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—(মাষ্টারের প্রতি) । আমার
মুখ শুকুচ্ছে । সবাইএর কি মুখ শুকুচ্ছে ?

মাষ্টার । স্বেপ্নাঙ্গীন বাবু, তোমার কি মুখ শুকুচ্ছে ?

যোগীন্দ্র । না, বোধ হয়, ওঁর গরম হয়েছে ।

এঁদের যোগীন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ একজন ভাগী ভক্ত ।

ঠাকুর এলোথেলো বসে আছেন ! ভক্তেরা কেত কেহ হাসিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । যেন মাই দিতে বসেছি (সকলের হস্ত) । আচ্ছা,
মুখ শুকুচ্ছে, তা দ্ব্যশপাতি খাব ? কি, জামকল ? বাবুরাম ।
তাই বরং আনি গে—জামকল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নাই ।

মাষ্টার পাখা করিতেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । থাও, তুমি অনেকক্ষণ —

মাষ্টার । আন্তা, কষ্ট হচ্ছে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্তোষে) । হচ্ছে না ?

মাষ্টার নিকটবর্তী একটি স্থলে অধ্যাপনা কার্য করেন । তিনি
একটার সময় পড়ান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন ।
এইবার স্থলে আবার ঘাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরের
পাদবন্দনা করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । এক্ষণে যাবে ?

একজন ভক্ত । স্থলের এখনও ছুটি হয় নাই । উনি মাঝে
একবার এসেছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । যেমন গিন্নি,—সাত আটটি
ছেলে বিয়েন—সংসারে ২৩-দিন কাজ,—আবার ওর মধ্যে এক এক-
বার এসে স্বামীর সেবা করে যায় (সকলের হস্ত) ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়ীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে ।]

চারটের পর কুলের ছুটি হইল। মাষ্টার বলরাম বাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সহাস্তবদন, বসিয়া আছেন। সংবাদ পাওয়া একে একে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন। চোট নরেন ও রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বাটার ভিত্তব হইতে বলরাম খালায় করিয়া ঠাকুরের জন্ত মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় বিচি হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহনভোগ দেখিয়া, নবেস্তের প্রতি)। ওরে, মাল এসেছে। মাল। মাল। গা। খা। (সকলের হাস্য)।

ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের বাড়ী যাইবেন, সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া গিরিশ উৎসব করিবেন। ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার, পশ্চাতে আরও দু একটি ভক্ত। দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটি হিন্দুস্তানী ভিখারী গান গাইতেছে। রামনাম শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। দক্ষিণাশ্র। দেখিতে দেখিতে মন অন্তর্নিখ হইতেছে। একপ ভাবে খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন, বেশ সুর। এক জন ভক্ত, ভিক্ষুককে চারিটি পয়সা দিলেন।

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাষ্টারকে বলেন, হ্যাঁগা, কি বলে? 'পরমহংসের কোঁজ আসুছে' ? শালারা বলে কি। (সকলের হাস্য)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[অবতার ও সিদ্ধপুরুষের প্রভেদ। মহিমা ও গিরিশের বিচার।]

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গিরিশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিশ অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান

হইয়া রহিলেন । ঠাকুর সহাস্তবদনে আসন গ্রহণ করিলেন । ভক্তেরাও সকলে বসিলেন । গিরীশ, মহিমাচরণ, রাম, ভগনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বাসিয়াছিলেন । এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, বাবুরাম, ঘোগীন, দুই নরেন্দ্র, চুনি, বলরাম ইত্যাদি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) । গিরিশ ঘোষকে বললুম, তোমার নাম করে, ‘এক জন লোক আছে—গভীর, তোমার এক হাঁটু জল’ । তা এখন যা বলেছি, মিলিয়ে দাও দেখি । তোমরা দুজনে বিচার करो, কিন্তু রক্ষা কোরো না (সকলের হাস্য) ।

মহিমাচরণ ও গিরিশের বিচার হইতে লাগিল । একটু আরম্ভ হইতে না হইতে রাম বলিলেন, “ও সব থাক—কীৰ্ত্তন হোক ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) । না, না, এর অনেক মানে আছে । এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি ।

মহিমাচরণের মত—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে পারিলেই হইল । গিরিশের মত—শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার সাধন করুক, অবতারের গত হইতে পারিবে না ।

মহিমাচরণ । কি রকম জানেন ? যেমন বেলগাছটা আমগাছ হতে পারে, প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল । ঘোগের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায় ।

গিরিশ । তা মশাই যাই বলুন, ঘোগের প্রক্রিয়াই বলুন, আর যাই বলুন সেটি হতে পারে না । কৃষ্ণই কৃষ্ণ হতে পারেন । যদি সেই সব ভাব, মনে করুন রাখার ভাব, কাক ভিতরে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেই ই ; অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভ্রান্তা স্বয়ং । শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যদি কার ভিতর দেখতে পাই, তখন বুঝতে হ’বে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি ।

মহিমাচরণ নিচাব বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিলেন না । অনশেষে এক রকম গিরিশের কথায় সায় দিলেন ।

মহিমাচরণ (গিরিশের প্রতি) হাঁ, মহাশয়, দুই-ই সত্য । জ্ঞানপথ, সেও তাঁর ইচ্ছা ; আবার প্রেমভক্তি, তাঁর ইচ্ছা । ইনি যেমন বলেন, ভিন্ন পথ দিখে এক জায়গাতেই পৌঁছান যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমা প্রতি, একান্তে) । কেমন, ঠিক বলিছি না ?

মহিমা । আচ্ছা, যা বলেছেন, দুই-ই সত্য ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনি দেখলে, ওর (গিরিশের) কি বিশ্বাস ।
জা খেতে ভুলে গেল । আপনি যদি না মানতে, তা হলে টুটী ছিঁড়ে
খেত, যেমন কুকুরে মাংস খায় । তা বেশ হলো ; দুজনের পরিচয়
হলো, আর আমারও অনেকটা জানা হলো ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর কীর্তনানন্দে ।]

কীর্তনীয়া দলবলের সহিত উপস্থিত । ঘরের মাঝখানে বসিয়া
আছে । ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্তন আরম্ভ হয় । ঠাকুর
অনুমতি দিলেন ।

রাম (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আপনি বলুন, এরা কি গাইবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি বলবো ?—(একটু চিন্তা করিয়া)
আচ্ছা, অমুরাগ ।

কীর্তনীয়া পূর্ববরাগ গাইতেছেন ।

গান । আরে মোর গোরা দ্বিজমণি । রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥

রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে । সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥

ক্ষণে ক্ষণে গোরা মল্ল ভূমে গড়ি যায় । রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায় ॥

পুলকে পুরল তনু গদ গদ বোল । বাসু কহে গোরা কেন এত উত্তরোল ॥

কীর্তন চলিতে লাগিল । যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণদর্শন অবধি শ্রীমতীর
অবস্থা সখীগণ বলিতেছেন,—

গান । ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আঁঠসে যায় । মন উচাটন, নিশ্বাস
সঘন, কদম্ব কাননে চায় ॥ (রাই এমন কেনে বা হৈল ।) গুরু দ্রুত জন. ভয়
নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল ॥ সন্ধ্যাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে ।
বসি বসি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে ॥ বরসে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাঁহে কুলবধু বালা । কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা ॥ তাহার
চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চান্দে । চণ্ডীদাস কর, করি অহুন্নয়,
ঠেকেছে কালিয়া কান্দে ॥

কীর্তন চলিতে লাগিল,—শ্রীমতীকে সখীগণ বলিতেছেন,—

গান । কহ কহ পুণ্ডরিক রাধে । কি তোম হইল বিরাধে ॥ কেন
তোরে আনমন দেখি । কাহে নখে ক্রিতি তলে লিখি ॥ হেমকান্তি কামর হৈল ।
রাজ্যবাস ধসিরা পড়িল ॥ আঁখিবুগ অরুণ হইল । মুখগণ্ড শুকাইয়া গেল ॥ এমন
হইল কি লাগিয়া । না কহিলে ফাটি যায় হিরা ॥ এত শুনি কহে ধনি রাই ।
শ্রীমদ্বন্দন মুখ চাই ॥

কীর্তনিয়া আবার গাহিল,—শ্রীমতী বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলের
স্থায় হইয়াছেন । সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি—

গান । কদম্বের বনে, থাকে কোন্ জনে, কেমনে শব্দ আসি । একি আচম্বিতে,
শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি ॥ সাক্ষাৎ মরমে, বুঢ়া ধরমে, কপিল পাগলি
পারা । চিত্ত স্থির নহে, শোয়াস বারহে, নয়নে বহয়ে ধারা ॥ কি জানি কেমন, সেই
কোন্ জন, এমন শব্দ করে । না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি
ধরে ॥ পরাণ না ধরে, কনকন করে, রহে দরশন আসে । যবহঁ দেখিবে, পরাণ
পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে ॥

গান চলিতে লাগিল । শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন জন্ম প্রাণ ব্যাকুল
হইয়াছে । শ্রীমতী বলিতেছেন—

গান । পহিলে শুনিহু, অপকৃপ ধনি, কদম্ব কানন হৈতে । তার পর দিনে, ভাটের
বর্ণন, শুনি চমকিত চিতে ॥ আর এক দিন, মো' প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম
(অহা সকল মাধুধ্যম কৃষ্ণ নাম ।) শ্রীগণ গানে, শুনিহু শ্রবণে, তাহার এ
শুণগ্রাম ॥ সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন আলা ধরে । সে হেন নাগরে,
আরতি বাচয়ে, কেমনে পরাণ ধরে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দড়াইহু, পরাণ রহিবার
নয় । কহত উপায়, কৈছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে বয় ॥

‘আহা, সকল মাধুর্য্যময় কৃষ্ণনাম !’ এই কথা
শুনিয়া ঠাকুর আর বসিতে পারিলেন না । একেবারে বাহুশূন্য, দণ্ডায়-
মান । সন্মোহিত । ডানদিকে ছোট নরেন দাঁড়াইয়া । একটু প্রকৃতিস্থ
হইয়া মধুর কণ্ঠে “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” এই কথা সান্ত্বনয়নে
বলিতেছেন । ক্রমে পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলেন ।

কীর্তনিয়া আবার গাইতেছেন । বিশাখা দৌড়িয়া গিয়া একখানি
চিত্রপট আনিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন । চিত্রপটে সেই ভুবন-

রঞ্জন রূপ । শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন, এই পটে ঝাঁকে দেখ্‌ছি, তাঁকে যমুনাতে দেখা অবধি আমার এই দশা হয়েছে ।

কীর্তন । শ্রীমতীর উক্তি ।

যে দেখেছি যমুনাতে । সেই দেখি এই চিত্রপটে ॥ যার নার কহিল বিশাখা । সেই এই পটে আছে লেখা ॥ বাহার মুরলী-ধ্বনি । সেই বটে এই রসিকমাণি ॥ আধমুখে বার গুণ গাঁথা । দ্বিতীয়ুখে শুনি যার কথা ॥ এই মোর হরিরাছে প্রাণ । ইহা বিনে কেহ নহে আন ॥ এত কহি মুরছি পড়য়ে । সখীগণ ধরিয়া জোনয়ে ॥ পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে । কি দেখিবু দেখাও সে জনে ॥ সখীগণ করয়ে আশ্বাস । ভণে ঘনশ্রাব দাস ॥

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সান্নিধ্যপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্তন করিতেছেন ।

স্বাদেন্দ্র হরিন বসন্তে নয়ন করে তা'রা তা'রা ছভাই এসেছে রে । তা'রা তা'রা ছভাই এসেছে রে । (যারা আপনি কেঁদে জগৎ কানায় , (যারা মার খেয়ে প্রেম বাচে) (যারা ব্রজের কানাই বলাই) (যারা ব্রজের মাখনচোর) (যারা জাতির বিচার নাহি করে) (যারা আপামরে কোল দেয়) (যারা আপনি মেতে জগৎ বাতায়) (যারা হ'র হ'য়ে হ'রি বলে) (বাণ জগাই মাধাই উদ্ধারিল) (যারা আপন পর নাহি বাচে) জীব তরাত্তে তারা ছভাই এসেছে রে । (নিতাই গৌর ।)

গান । নন্দে উলমল উলমল কল্লুর- গৌরপ্রেমের হিলোলে রে ।

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ ।

ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) কোন্ দিকে স্তম্ভ কিরে বসে ছিলুম, এখন মনে নাই ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র । হাজরার কথা । ছলরূপী নারায়ণ ।

ঠাকুর ভাব উপশমের পব ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন ।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) হাজরা এখন ভাল হয়েছে ।

কলিকাতা, গিরীশমন্দিরে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি সঙ্গে । ২৪৫

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভুই জানিস্ নি ; এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে রাম বাম বলে ।

নরেন্দ্র । আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা করলুম ; তা সে বলে, ‘না’ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঃব নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে । কিন্তু অমন !—গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না ।

নরেন্দ্র । আজ্ঞা না, সে বলেত দিয়াছি—

শ্রীরামকৃষ্ণ । কোথা থেকে দেবে ?

নরেন্দ্র । বামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করেছিস্ ?

“মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, হাজরা যদি চল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও । ওকে সেই কথা বলেছিলাম । ও কিছু দিন পরে এসে বলে, দেখলে, আমি এখনও রায়ছি । (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য) কিন্তু তার পর চলে গেল ।

“হাজরার মা বামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, ‘হাজরাকে একবার বামলালের গুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন । আমি কেঁদে কেঁদে চোখে দেখতে পাঠি না ।’ আমি হাজরাকে অনেক করে বল্লুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস, তা কোন মতে গেল না । তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল ।

নরেন্দ্র । এবারে দেশে যাবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখন দেশে যাবে, ঢামনা শালা ! দূর দূর, ভুই বুঝিস্ না । গোপাল ব’লেছে, সিঁতিতে হাজরা ক’দিন ছিল । তারা চাল ঘি সব জিনিষ দিত । তা বলেছিল, এ ঘি, এ চাল কি আমি খাই ? ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে গিচ্ছল । ঈশেনকে নাকি বলেছে, বাহো যাবার জল আনতে । এই বামুনরা সব রেগে গিচ্ছল ।

নরেন্দ্র । জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশান বাবু এগিয়ে দিতে গিচ্ছল । আব ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও হয়েছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) । ঐটুকু জপ ওপের ফল ।

“আর কি জান, অনেকটা লক্ষণে হয় । বৈদে, ডোব কাটা কাটা
গা, ভাল লক্ষণ নয় । অনেক দেরিতে স্তান হয় ।

ভবনাথ । থাক থাক—ও সব কথায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা নয় । (নরেন্দ্রের প্রতি) । তুই নাকি লোক
চিনিস, তাই তোকে বলছি । আমি হাজরাকে ও সকলকে কি রকম
জানি, জানিস ? আমি জানি, যেমন সাধুকণী নারায়ণ, তেমনি চলরূপী
নারায়ণ, লুচকণী নারায়ণ । (মহিমাচরণের প্রতি) । কি বল গো ?
সকলই, নারায়ণ । মহিমাচরণ । আঙা, সবই নারায়ণ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম ।

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । মহাশয়, একাজী প্রেম নাকে
বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । একাজী, কি না, ভালবাসা এক
দিক্ থেকে । যেমন জন হাঁসকে চাচে না, কিন্তু হাঁস জনকে ভাল
বাসে । আবার আছে, সাধারণা, সমঞ্জসা, সমর্থী । সাধারণা প্রেম—নিজের
সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব । আবার
সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক । এ খুব ভাল অবস্থা ।

“সকলের উচ্চ অবস্থা,—সমর্থী । সেমন শ্রীমতাব । কৃষ্ণসুখে সুখী ;
তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক ।

“গোপীদেব এত বড় উচ্চ ভাব ।

“গোপীরা কে জান ’ রানন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে—ষষ্টি
সহস্র ঋষি এসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন
সম্মুখে । তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন । কোন
কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী ।

একজন ভক্ত । মহাশয়, অন্তরঙ্গ কাহাকে বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি রকম জান ? যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম,
বাইরের থাম । গারা সর্বদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ ।

জ্ঞান/বাগ ও ভক্তিব্যোগের সমন্বয় । ভবদ্বাজাদি ও রাম ।

[পূর্বকথা—অরূপ দর্শন । সাধার ভাগ । শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) । কিন্তু জ্ঞানী কপও চায় না, অবগারও চায় না । রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি ঋষিদের দেখতে পেলেন । তাহা বানকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন । সেই ঋষিরা বলেন, রাম তোমাকে আজ আমরা দেখলুম, আমাদের সকল সফল হ'ল । কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের নেটা । ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতারণা বলে, আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা সেই অশ্বপুত্র সান্নিধ্যানন্দেব চিন্তা করি । যান প্রসন্ন হয়ে হাস্তে লাগলেন ।

‘উঃ আমার কি অবস্থা গেছে । মন অথগে লয় হয়ে যেত । এমন কত দিন । সব ভক্তি ভক্ত ভাগ কবলুম । জড় হলুম । দেখলুম, মাথাটা নিকাব, প্রাণ দাঘ যায় । রামলালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম ।

“ঘরে ৮শি ঢশি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বললুম । আমার হুঁস যখন আসে, তখন মন নেমে আসবাব সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে । শেষে ভাবতে লাগলুম, তবে কি নিয়ে থাকবো । তখন ভক্তি ভক্তের উপর মন এল । তখন লোকদের জিজ্ঞাসা

কবে বেড়াতে লাগলুম যে এ আমার কি হল । ভোলানাথ * বলে, ‘ভারতে + আছে ।’ সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে, তখন কি নিয়ে থাকবে ? কাজেই ভক্তি ভক্ত চাই । তা না হ'লে মন দাঁড়ায় কোথা ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

সমাধিস্থ কি ফেরে ? শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত । --কুয়ার সিং ** ।

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে ? শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি, একান্তে) । তোমার একলা একলা বোলব, তুমিই এ কথা শোনার উপযুক্ত ।

* ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন বাসমাণব ঠাকুরবাড়ীর মুহূবী ছিলেন, পরে খাজাঙ্গী হইয়াছিলেন । + মহাভারত । ** কুয়ার সিং সিপাহিদের হাভিলদার ।

“কুস্মান্ধ সিং এই কথা জিজ্ঞাসা কর্তো । জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাৎ । সাধন ভজন কবে সমাধি পযন্ত জীবের হতে পারে । ঈশ্বর যখন অব্যর্থ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফিরতে পারেন । জীবের থাক্,—এরা যেন বাজার কর্মচারী । রাজার বারবাড়ী পর্যন্ত এদের গতাযাত । রাজার বাড়ী সাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাও ওলায় আনাগোনা করতে পাবে, আবার বাইরেও আসতে পারে । ফেরে না, ফেরে না, সব বলে । তবে শঙ্করাচার্য্য রামানুজ এরা সব কি ? এরা ‘বিজ্ঞান আমি’ রেখেছিল ।

মহিমাচরণ । তাহ ত ; তা না হ'লে গ্রন্থ লিখলে কেমন করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । আবার দেখ, প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির পর ভক্তি রেখেছিল । মহিমাচরণ । আস্তা, হাঁ ।

[শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানচর্চা । আর সমাধির পব জ্ঞান । বিজ্ঞান আমি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেউ কেউ জ্ঞানচর্চা করে বলে মনে করে, আমি কি হইছি । হয় ত একটু বেদান্ত পড়েছে । কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহংকার হয় না ; অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা' হলে আর অহংকার থাকে না । সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না । সমাধি হলে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায় । আর অহং থাকে না ।

“কি রকম জানো ? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার উপর উঠে । তখন মানুষটা চারদিকে চেয়ে দেখে, আর চায় নাহি । তাই ঠিক জ্ঞান হলে—সমাধিস্থ হলে—অহংরূপ চায় পাকে না ।

“ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, ‘বিজ্ঞান আমি’ ‘ভক্তির আমি’ ‘দাস আমি’ । সে ‘অবিজ্ঞান আমি’ নয় ।

“আবার জ্ঞান ভক্তি দুইটিই পথ—যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে । জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তাঁকে দেখে । জ্ঞানী ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময় ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও বার্কগেঘচণ্ডীবর্ণিত অহংবিনাশের অর্থ ।]

ভবনাথ কাছে বসিয়াছেন ও সগন্ত শুনিতোছেন । ভবনাথ নরে দেবের শক্তি অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে সর্বদা বাইতেন ।

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । আমার একটা ভিজ্ঞাস্ত আছে । আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না । চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক্ টক্ মারছেন । এর মানে কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও সব লীলা । আমিও ভাবতুম ঐ কথা । তার পর দেখলুম, সবই মায়া । তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া ।

নরের পশ্চিম দিকের ছাদে পাতা হইয়াছে । এইবার গিরিশ ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন । বৈশাখ, শুক্লা দশমী । জগৎ হাসিতেছে । ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত । এ দিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন । সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ ।

ঠাকুর “নরেন্দ্র” “নরেন্দ্র” করিয়া পাগল । নরেন্দ্র সম্মুখের পংক্তিতে অনাগ্র ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন । মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর লইতেছেন । অর্দ্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পান লইয়া উপস্থিত । বলিলেন, নরেন্দ্র, তুই এইটুকু খা । ঠাকুর বালকের স্তায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন ।

দ্বিতীয় ভাগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ডাক্তার ও মাষ্টার । সার কি ?

আজ রহস্পতিবার, আশ্বিন কৃষ্ণ ষষ্ঠী, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ । বেলা দশটা । ঠাকুর পাঁড়িত । কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিয়াছেন । ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন । ডাক্তারের বাড়ী শাঁখারিটোলা । ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সেবক কথা কহিতেছেন । ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ আসিতে হয় ।

ডাক্তার । দেখ, বিহারীর (ভাদুরী) এক কথা । বলে, Goethe's spirit (সূক্ষ্ম শরীর) বেরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখছে ! কি আশ্চর্য্য কথা ।

মাফ্যার । পরমহংসদেব বলেন, ও সব কথাই আমাদের কি দরকার ? আমরা পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হয় । তিনি বলেন, এক জন একটা বাগানে আম খেতে গিচ্ছিলো । সে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, গুণে গুণে লিখতে লাগলো । বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলে সে বলে, তুমি কি করছো,—আর এখানে এসেছই বা কেন ? তখন সে লোকটি বলে, এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাই গুণছি—এখানে আম খেতে এসেছি । বাগানের লোকটি বলে, আম খেতে এসেছ ত আম খেয়ে যাও,—তোমার অত শত, কত পাতা, কত ডাল, এ সব কাজ কি ?

ডাক্তার । পরমহংস সারটা নিয়েছে দেখছি ।

অতঃপর ডাক্তার তাঁহার হোমিওপ্যাথিক্‌ হাঁসপাতাল সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন - কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দ দেখালেন, বলেন, ডাক্তার সাল্জার এবং অস্থান্য অনেকে তাঁহাকে প্রথমে নিকৎসাহ করিয়াছিলেন । তাঁহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন ইত্যাদি ।

ডাক্তার গাভীতে উঠিলেন, মাফ্যাবও সঙ্গে উঠিলেন । ডাক্তার নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । প্রথমে চোরবাগান, তার পর মাথা-ঘসার গলি, তার পর পাথুরিয়াঘাটা । সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন ।

ডাক্তার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের একটি বাড়ীতে গেলেন । সেখানে কিছু বিলম্ব হইল । গাভীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন ।

ডাক্তার । এই বাবুটির সঙ্গে পরমহংসেব কথা হলো । খ্রিস্টানির কথা—কর্ণেল অলকটের কথা হলো । পরমহংস ঐ বাবুটির উপর চটা । কেন জানি ? এ বলে, আমি সব জানি ।

মাফ্যার । না, চটা হবেন কেন ? তবে শুনেছি, একবার দেখা

হয়েছিল । তা পরমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বলছিলেন । তখন ইনি বলে-
ছিলেন বটে যে, 'হাঁ, ও সব জানি ।' ডাক্তার । এ বাবুটি
Science Association এ ৩২, ৫০০ টাকা দিয়াছে ।

গাড়ী চলিতে লাগিল । বডবাজার হইয়া ফিরিতেছে । ডাক্তার
ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন ।

ডাক্তার । তোমাদের কি ইচ্ছা এংকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো ?

মাস্টার । না, তাতে ভক্তদের বড় অন্বিধা । কলিকাতায় থাকলে
সর্বদা যাওয়া আসা যায়—দেখতে পারা যায় ।

ডাক্তার । এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে ।

মাস্টার । ভক্তদেব সে জন্য কোন কষ্ট নাই । তাঁরা যাতে সেবা
করতে পারেন, এই চেষ্টা করছেন । খরচ ত এখানেও আছে, সেখানেও
আছে । সেখানে গেলে সর্বদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী প্রভৃতি সঙ্গে ।

[ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী, দোকড়ি ; ছোট নরেন, মাস্টার , শ্যাম বসু ।]

ডাক্তার ও মাস্টার শ্যামপুকুরে আসিয়া একটি দ্বিতল গৃহে উপস্থিত
হইলেন । সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারাণ্ডাওয়ালা দুটি ঘর আছে ।
একটি পূর্বপশ্চিমে ও অপরটি উত্তরদক্ষিণে দাৰ্ঘ্য । তাহার প্রথম ঘরটিতে
গিয়া দেখেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাসিয়া আছেন । ঠাকুর মহাস্ত । কাছে
ডাক্তার ভাদুড়ী ও অনেকগুলি ভক্ত ।

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও পীড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন ।

ক্রমে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগিল ।

ভাদুড়ী । কথাটা কি জান ? সব স্বপ্নবৎ ।

ডাক্তার । সবই delusion (ভ্রম) । তবে কার delusion, আর
কেন delusion ? আর সবাই কথাই বা কয় কেন, delusion

জেনেও? I cannot believe that God is real and creation is unreal ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস করতে পারি না ।

[সোহহং ও দাসভাব । জ্ঞান ও ভক্তি ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ বেশ ভাব—তুমি প্রভু, আমি দাস । যতক্ষণ দেহ সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্যসেবকভাবই ভাল ; আমি সেই, এ বুদ্ধি ভাল নয় ।

“আর কি জান ? এক পাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও বা, আর ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি, সেও তাই ।

ভাদ্রভী (ডাক্তারের প্রতি) । এ সব কথা যা বল্লুম, বেলাস্তুে আছে । শাস্ত্রটোত্তর দেখ, তবে ত ।

ডাক্তার । কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান্ হয়েছেন ? আর ইনিও ত ঐ কথা বলেন । শাস্ত্র না পড়লে হবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ওগো, আমি শুনেছি কত ?

ডাক্তার । শুধু শুন্নে কত ভুল থাকতে পারে । তুমি শুধু শোন নাই ।

[আবার অন্য কথা চলিতে লাগিল ।

[‘ইনি পাগল’ । ঠাকুরের পায়ের ধূলা দেওয়া ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । আপান নাকি বলেছেন, ‘ইনি পাগল’ ? তাই এরা (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না ।

ডাক্তার (মাষ্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) । কই ? তবে অহঙ্কার বলেছি । তুমি লোককে পায়ের ধূলা নিতে দাও কেন ?

মাষ্টার । তা না হলে লোকে কীদে ।

ডাক্তার । তাদের ভুল,—বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ।

মাষ্টার । কেন, সর্ববৃত্তে নারায়ণ ?

ডাক্তার । তাতে আমার আপত্তি নাই । সবাইকে কর ।

মাষ্টার । কোন কোন মানুষে বেশী প্রকাশ । জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে,—প্রকাশ । আপনি Faradayকে যত মানবেন, নুতন Bachelor of Scienceকে কি তত মানবেন ?

কলিকাতা, শ্যামপুকুর। ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে। ২৫৩

ডাক্তার। তাতে আমি রাজি আছি। তবে God বল কেন ?

মাফটার। আমরা পবম্পর নমস্কার করি কেন ? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ বাঁধেন। আপান ও সব বিষয় বেশী দেখেন নাই ; ভাবেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ। আপনাকে ত বনেছি, সূর্যের বশি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে, আবার আশিতে আর এক রকম। আশিতে কিছু বেশী প্রকাশ।

এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি আর এরা কি সমান ? প্রহ্লাদের মন প্রাণ সব তাতে সমর্পণ হয়েছিল।

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। দেখ, তোমার এখানের উপর টান আছে। তুমি আমাকে বোলেছো, তোমায় ভালবাসি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব। 'তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী'।]

ডাক্তার। তুমি Child of Nature, তাই অত বলি। লোক পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি, এমন ভাল লোকটাকে খারাপ কবে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা ঐ রকম করেছিল। তোমায় ঈর্ষা শোন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার কথা কি শুনবো ? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী। ভাদুড়ী (ডাক্তারের প্রতি)। অর্থাৎ, তোমার জীবন আছে। জীবের ধর্মই ওই, টাকা-কড়ি, মান-সম্মানে লোভ ; কাম, অহঙ্কার। সকল জীবেরই এই ধর্ম।

ডাক্তার। তা বল ত তোমার গলায় অশ্লথটি কেবল দেখে যাব। অন্য কোন কথায় কাজ নাই। তর্ক করতে হয় ত সব ঠিক ঠাক বোলবো। সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

[অহুলাম ও বিলোম। Involution and Evolution. তিন ভক্ত।]

কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার ভাদুড়ীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জানো ? ইনি (ডাক্তার) এখন নেতি নেতি করে অনুলোমে যাচ্ছে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, সৃষ্টির ছাড়া তিনি, এই সব বিচার ইনি কচ্ছে। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে।

“কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ পাওয়া যায় ।

“খোলা একটা আলাদা জিনিস, মাঝ একটা আলাদা জিনিস । মাঝ কিছু খোলা নয়, খোলাও মাঝ নয় । কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে, খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল । তিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, তিনিই মানুষ হয়েছেন । (ডাক্তারের প্রতি) । ভক্ত তিন

বকম । অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত, । অধম ভক্ত বলে, ঐ ঈশ্বর । তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা । মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্ধ্যামী । তিনি হৃদয়মধ্যে আছেন । সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে । উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন । তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন । সে দেখে, ঈশ্বর অধো উর্ধ্বে পরিপূর্ণ ।

“তুমি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত, এ সব পড়,—তবে এ সব বুঝতে পারবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর কি সৃষ্টিমধ্যে নাই ? ডাক্তার । না, সব জায়গায় আছেন ; আর আছেন ব'লেই খোঁজা যায় না ।

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথা পড়িল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সর্বদা হয়, তাহাতে অসুখ বাড়িবার সম্ভাবনা ।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । ভাব চাপবে । গামার খুব ভাব হয় । তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি ।

ছোট নরেন (সহান্নে) । ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি করবেন ?

ডাক্তার । Controlling Powerও(চাপবার শক্তি) বাড়বে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার সে আপনি বোল্‌ছো (বল্‌ছেন) ।

মাষ্টার । ভাব হ'লে কি হবে, আপনি বলতে পারেন ?

কিয়ৎক্ষণ পরে টাকা-কড়ির কথা পড়িল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) । আমার তাতে ইচ্ছা নাই ; তা ত জান ?—কি ? চড়্‌ নয় !

ডাক্তার । আমারই তাতে ইচ্ছা নাই—এ আবার তুমি । বাস্তব খোলা টাকা প'ড়ে থাকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ । স্বদু অল্লিসক ও ঐ রকম অশ্রমনস্ক,—যখন

কলিকাতা, শ্যামপুকুর। ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার। ২৫৫

খেতে বসে, এত অশ্রুমনস্ক যে, যা তা ব্যান্নুন, ভাল মন্দ, খেয়ে যাচ্ছে। কেউ হয় ত বলে, ‘ওটা খেও না, ওটা খারাপ হয়েছে’। তখন বলে, অঁ্যা, এ ব্যান্নুনটা খারাপ ? হাঁ সত্যি ত ! এঃ।

ঠাকুর কি ইজিতে বলিতেছেন, ঈশ্বর চিন্তা করে অশ্রুমনস্ক, আর বিষয় চিন্তা করে অশ্রুমনস্ক, অনেক প্রভেদ ?

আবার ভক্তদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে দেখাইয়া সহাস্ত্রে বলিতেছেন, দেখ, সিদ্ধ হ’লে জিনিস নরম হয়—ইনি (ডাক্তার) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম হচ্ছেন।

ডাক্তার। সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্তু আমার আর এ যাত্রায় তা হল না। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার বিদায় লইবেন, আবার ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার। লোকে পায়ের ধূলা লয়, বারণ ক’রতে পার না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব্বাই কি অশ্রুশূন্য সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে ?

ডাক্তার। তা বলে যা ঠিক মত, তা বলবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে।

ডাক্তার। সে আবার কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কচিভেদ,—কি রকম জ্ঞান ? কেউ মাছটা বোলে খায় ; কেউ ভাজা খায় ; কেউ মাছের অস্থল খায় , কেউ মাছের পোলাও খায়। আর অধিকারী ভেদ। আমি বলি আগে কলাগাছ বঁধতে শেখ, তার পর শলতে , তার পর পাখী উড়ে যাচ্ছে, তাকে বেঁধ।

[অশ্রুশূন্য-দর্শন। ডাক্তার সরকার ও হরিবল্লভকে দর্শন।]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইলেন। এত অন্তঃখ, কিন্তু অন্তঃখ যেন একধারে পাড়িয়া রাইল। দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত কাছে বসিয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে একান্তে বলিতেছেন—“দেখ, অশ্রুশূন্য মন লীন হয়ে গিছিল ! তার

পর দেখলাম—সে অনেক কথা । ডাক্তারকে দেখলাম, ওর হবে—কিছু দিন পরে,—আর বেশী ওকে বলতে টলতে হবে না । আর এক জনকে দেখলাম । মন থেকে উঠল, ‘তাকেও নাও’ । তার কথা পরে তোমায় বলব ।

[সংসারী জীবকে নানা উপদেশ ।]

শ্রীযুক্ত শ্যাম বসু ও দোকড়ি ডাক্তার ও আরো দু একটি লোক আসিয়াছেন । এহবার তাঁহাদের সহিত কথা কাহিতেছেন ।

শ্যাম বসু । আহা, সে দিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, কি চমৎকার ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কি কথাটি গা ? শ্যাম বসু ।
সেই যে বললেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । বিজ্ঞান । নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান । সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান । বিশেষরূপে জ্ঞানার নাম বিজ্ঞান । ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান ।

“কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে ; এর নাম জ্ঞান । সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত বেঁধে খাওয়া ও খেয়ে ফুট-পুফুট হওয়াব নাম বিজ্ঞান ।

শ্যাম বসু (সহাস্তে) : আর সেই কাঁটার কথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) : হাঁ, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়, তার পর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয় । তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলেব জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয় । অজ্ঞান-নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয় । তখন বিজ্ঞান ।

ঠাকুর শ্যাম বসুর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন । শ্যাম বসুর বয়স হইয়াছে, এখন ইচ্ছা—কিছু দিন ঈশ্বরচিন্তা করেন ; পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন । ইতিপূর্বে আর এক দিন আসিয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি) । বিষয়ের কথা একবারে ছেড়ে দেবে । ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বোলো না । বিষয়ী লোক দেখলে, আস্তে আস্তে সঁরে যাবে । এত দিন সংসার করে তো দেখলে, সব ফকাগজী । ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু ।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর। ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে। ২৫৭

ঈশ্বরই সত্য, আর সব ত্রুটিনের জগৎ। সংসারে আছে কি ? আমড়ার
অবল ; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি ? গাঁটী আর
চামড়া ; খেলে অল্পশূল হয়।

শ্যামবস্তু। আজ্ঞা হাঁ ; যা বলছেন, সবই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেক দিন ধরে অনেক বিষয়কর্ম্য করেছ, এখন
গোলমালে ধ্যান, ঈশ্বরচিন্তা হবে না। একটু নির্জ্ঞান দন্দবাকান্ন।
নির্জ্ঞান না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ী থেকে আধপো অন্তরে
ধ্যানের জায়গা কবতে হয়।

শ্যামবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর
দুর্গাপূজা কেন ? (সকলের হাস্য)। এক জন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা
কর না কেন ? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই তাই। পাঁঠা
খাবার শক্তি গেছে।

শ্যামবস্তু। আহা, চিনিমাথা কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। এই সংসারে গালী আর চিনি মিশেল
আছে। পিপড়ের মত গালী ভাগ করে কবে, চিনিটুকু নিতে হয়।
যে চিনিটুকু নিতে পারে, সেই চতুর্ধ। তার চিন্তা করবার জগৎ একটু
নির্জ্ঞান স্থান কবে। ধ্যানের স্থান। তুমি একবার কর না। আমিও
একবার বাব।

[সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন।

শ্যামবস্তু। মহাশয়, জন্মান্তর কি আছে ? আবার কি জন্মাতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে বল আনুভবিক ডাক, তিনি জানিয়ে দেন,
দেবেন। যত্ন মল্লিকেব সঙ্গে আলাপ কর, যত্ন মল্লিকই বলে দেবে, তার
ক'খানা বাড়ী, কত টাকার কোম্পানির কাগজ। আগে সে সব জানবার
চেষ্টা করা ঠিক নয়। আগে ঈশ্বরকে লাভ কর, তার পর যা ইচ্ছা,
তিনিই জানিয়ে দেবেন।

শ্যামবস্তু। মহাশয়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্তায় করে, পাপ-
কর্ম্য করে। সে মানুষ কি ঈশ্বরকে লাভ কবতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে,
আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে, যদি দেহত্যাগ হয়,

তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে ? হাতীর স্বভাব বটে নাটয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধূলো-কাল মাখে, কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা হলে আর ধূলো-কাদা মাখতে পায় না ।

ঠাকুরের কঠিন পীড়া । ভক্তেরা অবাক ; অহেতুক কৃপাসিদ্ধ দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর, অধনিশি জীবের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন । শ্যামবসুকে সাহস দিতেছেন—অভয় দিতেছেন ; 'ঈশ্বরকে ডাক্তে ডাক্তে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না' ।

দ্বিতীয় ভাগ—ষড়বিংশ অধ্যায় ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে । গিরীশ ও মাস্টার ।

কাশীপুর বাগানের পূর্বধারে পুষ্কণীর ঘাট । চাঁদ উঠিয়াছে । উদ্ভানপথ ও উদ্ভানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়াছে । পুষ্কণীর পশ্চিমদিকে দ্বিতল গৃহ । উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পুষ্কণীর ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে । কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন । একটি ছুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন, বা এ ঘর হইতে ও ঘর যাইতেছেন । ঠাকুর অস্থূল, চাঁকৎসার্থে বাগানে আসিয়াছেন । ভক্তেরা সেবার্ষ সঙ্গে আছেন ।

পুষ্কণীর ঘাট হইতে নীচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে । একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহার আলো দেখা যাইতেছে । সে ঘরটি দক্ষিণদিকের ঘর । মাঝের আলোটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘর হইতে আসিতেছে । যা, ঠাকুরের

সেবার্থ আসিয়াছেন । তৃতীয় আলোটি রান্নাঘরের । সেই ঘর গৃহের উত্তরদিকে ।

উদ্যানমধ্যস্থিত ঐ দুতলা বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্কণীর ঘাটের দিকে গিয়াছে । পূর্বান্ধ হইয়া ঐ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয় । পথের দুই ধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, অনেক ফল-ফুলের গাছ ।

চাঁদ উঠিয়াছে । পুকুরঘাটে গিরীশ, মাষ্টার, লাটু, আরও দুই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন । ঠাকুরের কথা হইতেছে । আজ শুক্রবার, ১৬ই এপ্রেল ১৮৮৬ . ৪ঠা নৈশাখ, ১২৯৩ । চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী ।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ ও মাষ্টার ঐ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্তা কহিতেছেন ।

মাষ্টার । কি সুন্দর চাঁদের আলো । কতকাল ধরে এই নিয়ম চলছে ।

গিরীশ । কি করে জানলে ?

মাষ্টার । প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature) আর সিন্ধুতীর লোকেরা নূতন নূতন নক্ষত্র টেলিস্কোপ দিয়ে দেখেছে । চাঁদে পাহাড় আছে, দেখেছে ।

গিরীশ । তা বলা শক্ত ; বিশ্বাস হয় না ।

মাষ্টার । কেন, টেলিস্কোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায় ।

গিরীশ । কেমন করে বলবো, ঠিক দেখেছে । পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আস্তে আস্তে হয় ও অমন দেখায় ।

বাগানে ছোকরা ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য সর্বদা থাকেন । নরেন্দ্র, রাখ'ল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবু'াম, কালী, যোগীন, লাটু ইত্যাদি, তাঁহারা থাকেন । যে ভক্তেরা সংসার করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন । কেহ বা মধ্যে মধ্যে আসেন । আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানে গিয়াছেন । নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিবেন ; সাধন করিবেন । তাই দুই একটি গুরুতাই সঙ্গে গিয়াছেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ।

[গিরীশ, লাটু, মাষ্টার, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল ।]

গিরীশ, লাটু, মাষ্টার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন । শশী ও আরও দু একটি ভক্ত সেবার্থ ঐ ঘরে ছিলেন. ক্রমে বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইঁহারাও আসিলেন ।

ঘরটি বড় । ঠাকুরের শয্যার নিকট ঔষধাদি ও নিত্যান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষাদি রাখিয়াছে । ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয় : সেই দ্বারের সাম্ন-সাম্নি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দ্বার আছে । সেই দ্বার দিয়া দক্ষিণেব ছোট ছাদটিতে যাওয়া যায় । সেই ছাদের উপর দাঁড়াইলে বাগানের গাছপালা, চাঁদেব আলো অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায় ।

ভক্তদের বাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাঁহারা পালা করিয়া জাগেন । মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইয় যে ভক্তটি ঘবে থাকিবেন, তিনি ঘরের পূর্বদ্বারে মাড়ব পাতিয়া কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়া থাকেন । অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুরেব প্রায় নিদ্রা নাই । তাহ যিনি থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিয়া কাটাইয়া দেন ।

আজ ঠাকুরের অসুখ কিছু কম । ভক্তেরা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেজের উপর বসিলেন ।

ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টারকে আদেশ করিলেন । ঠাকুর গিরীশকে স্নেহে সম্বোধন করিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । ভাল আছ ? (লাটুর প্রতি)
এঁকে তামাক খাওয়া । আর পান এনে দে ।

কয়েকক্ষণ পরে আবার বলিলেন, কিছু জলখাবার এনে দে ।

লাটু । পানটান দিয়ছি । দোকান থেকে জলখাবার আনিতে যাচ্ছে ।

ঠাকুর বসিয়া আছেন । একটি ভক্ত কয় গাছি ফুলেব মালা আনিয়া দিলেন । ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন ।

কলিকাতা, কাশীপুর। গিরীশ প্রভৃতি ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ। ২৬১

ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হস্তি আছেন। তাঁকেই বৃষ্টি পূজা করিলেন। ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরীশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে ভিত্তাসা করিতেছেন, জলখাবার কি এলো ?

মণি ঠাকুরকে পাখা কবিত্তেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভক্তপ্রদত্ত চন্দনকার্ভের পাখা ছিল। ঠাকুর সেই পাখাখানি মণির হাতে দিলেন। মণি সেই পাখা লইয়া বাতাস কারিতেছেন। মণি পাখা করিতেছেন, ঠাকুর দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন।

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। তাঁহার একটি সাত আট বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহতাগ করিয়াছে। সে ছেলেটা ঠাকুরকে কখন ভক্তসঙ্গে কখন কৌর্ভনানন্দে অনেকবার দর্শন করিয়াছিল।

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ইনি এ'র ছেলেটার বই দেখে কা'ল যাত্রা বড় কেঁদেছিলেন। পরিবার ও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মাঝে আঁড়ডায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন, তাই বলে ভারি হেঙ্গাম করে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিস্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গিবীশ। অর্জুন অত গীতা-টীতা প'ড়ে অভিমন্ত্যুর শোকে একবারে মুচ্ছিত। তা এ'র ছেলের জন্ম শোক কিছু আশ্চর্য্য নয়।

[সংসারে কি হ'লে ঈশ্বরভক্ত হয় ?]

গিরীশের জন্ম জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তার পর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরীশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি। গিবীশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরীশকে খাই-

বার জল দিতে হইবে । ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে । গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস । ঠাকুর বলিলেন, “এখানে বেশ জল আছে” ।

ঠাকুর অতি অসুস্থ । দাঁড়াইবার শক্তি নাই ।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন ? দেখিতেছেন,—ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই । দিগম্বর । বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন । নিজে জল গড়াইয়া দেবেন । ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন । গেলাস হইতে একটু জল তাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কি না । দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয় । অবশেষে অণু ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া গনিচ্ছাসে ঐ জলই দিলেন ।

গিরীশ খাবার খাইতেছেন । ভক্তগণ চতুর্দিকে বসিয়া আছেন । মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন ।

গিরীশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । দেবেন নানু সংসার ত্যাগ করবেন ।

ঠাকুর সর্বদা কথা কহিতে পাবেন না, বড় কষ্ট হয় । নিজের ওষ্ঠা-ধব অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইজিত করিলেন, “পরিবারদের খাওয়া-দাওয়া কিরূপে হইবে,—তাদের কিসে চলবে ?”

গিরীশ । তা কি কববেন, জানি না । সকলে চুপ করিয়া আছেন । গিরীশ খাবার খাইতে খাইতে কথা আরম্ভ করিলেন ।

গিরীশ । আচ্ছা, মহাশয়—কোনটা ঠিক ? কষ্টে সংসার ছাড়া না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মার্কটাবেন প্রতি) । গীতায় দেখনি ? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পন্থা সহজাতের থাকলে, তিক ঈশ্বরলাভ হয় ।

“যাশ কষ্টে ছাড়ে, তান হোন থাকেন লোক ।

‘সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান ? যেমন সারসীর ঘরে কেউ আছে । ভিতর বা’র দুই দেখতে পায় ।

জাবার সকলে চুপ করিয়া আছেন ।

কলিকাতা, কাশ্যপুৰ। গিরীশ, মাফ্টার প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । ২৬৩

শ্রীৰামকৃষ্ণ (মাফ্টারের প্রতি) । কচুরি গরম আর খুব ভাল ।

মাফ্টাব (গিরীশের প্রতি) । কাণ্ডর দোকানেব কচুরি । বিখ্যাত ।

শ্রীৰামকৃষ্ণ । বিখ্যাত !

গিরীশ (খাইতে খাইতে, সহাস্যে) বেশ কচুরি ।

শ্রীৰামকৃষ্ণ । লুচি থাক, কচুরি দাও (মাফ্টারকে) । কচুরি কিন্তু

রজোগুণের । গিরীশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন ।

[সংসারীরা মন ও ঠিক ঠিক ভ্যাগীন্দ্র মনের প্রভেদ ।]

গিরীশ (শ্রীৰামকৃষ্ণের প্রতি) । আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নীচু হয় কেন ?

শ্রীৰামকৃষ্ণ । সংসাবে থাকতে গেলেই ও রকম হয় । কখনও উঁচু, কখনও নীচু । কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায় । কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয় । সংসাবে ভক্ত কখন ঈশ্বর-চিন্তা, হরিনাম করে ; কখন বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে । যেমন সাধারণ মাছি—কখন সন্দেশে বসে, কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে ।

“ভ্যাগীন্দ্রের আলাদা কথা । তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে, কেবল হরিরস পান করতে পারে । ঠিক ঠিক ভ্যাগী হ’লে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না । বিষয় যখন ক’রে উঠে যায়, ঈশ্বরের কথা হ’লে শুনে । ঠিক ঠিক ভ্যাগী হ’লে নিজেরা ঈশ্বরবৎ বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না ।

“মোমাছি কেবল ফুড়ে বসে—মধু পানে ব’লে । অন্য কোন জিনিস মোমাছির ভাল লাগে না ।”

গিরীশ দক্ষিণের ছোট ছাদটার উপর হাত ধুইতে গেলেন ।

শ্রীৰামকৃষ্ণ (মাফ্টারের প্রতি) । ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাঁতে সব মন হয় । অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে ব’লে এসো, আজ আর কিছু না খায় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

অবতার, বেদবিধির পার । বৈদীভক্তি ও ভক্তি-উন্মাদ ।

গিরীশ পুনর্ব্বার ঘবে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । বাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে,কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ , কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা । ওবা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে । পরিবাব আছে, ছেলেও হয়েছে,—কিন্তু বুঝেছে যে, সব মিথ্যা । অনিতা । রাখাল-টাখাল এবা সংসারে লিপ্ত হবে না ।

“যেমন পীকাল মাছ । পীকেব ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পীকের দাগটি পর্যাঙ্কু নাই ।

গিরীশ । মহাশয়, ও সব আমি বুঝি না । মনে করলে সব্বাইকে নিলিপ্ত আর শুদ্ধ ক’রে দিতে পাবেন । কি সংসারী, কি ভাগী, সব্বাত্মকে ভাল ক’বে দিতে পাবেন । মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ । সার না থাকলে চন্দন হয় না । শিমুল আরও কয়টা গাছ, এরা চন্দন হয় না ।

গিরীশ । তা শুনি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আইনে এরূপ আছে ।

গিরীশ । আপনার সব বে-আইনি ।

ভক্তেরা অবাচ্ হইয়া শুনিতেছেন । মণির হাতে পাখা এক একবার স্থির হইয়া যাইতেছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা ক’তে পারে , ভক্তি-নদা ওখ্‌লালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল ।

“যখন ভক্তি-উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না । দুর্ব্বা তোলে , তা বাড়ে না । যা হাতে আসে, তাই লয় । তুলসী তোলে, পড়, পড় ক’রে ডাল ভাজে ।

আহা, কি অবস্থাই গেছে ।

কলিকাতা, কান্দিপুর। গিরীশ প্রভৃতি তত্ত্ব সঙ্গে। ২৬৫

(মার্কটারের প্রতি)।। ভক্তি হ'লে আর কিছুই চাই না।

মার্কটার। আজ্ঞা হাঁ।

[সীতা ও ত্রিরাধা। রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দান্ত, বাৎসল্য, সখা কথ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সবও ছিল; আবার মধুর ভাব।

“শ্রামতীর মধুর ভাব—ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীহ, ছেনালী নাই।

“তারই লীলা। যখন যে ভাব।

বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে বাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে। সে কান্দিপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব কবে। তত্ত্বদের সেই জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশাদি তত্ত্বের প্রতি)। পাগলীর অশ্রুত ভাব। দক্ষিণেশ্বরে এক দিন গিচ্ছো। হঠাৎ কান্দি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কঁাদছি? তা বলে, মাথা ব্যথা করছে। (সকলের হাস্য।)

“আর এক দিন গিচ্ছো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, ‘দয়া করলেন না?’ আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্ছি। তার পর বলছে, ‘মনে ঠেলেন কেন?’ জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তোমার কি ভাব?’ তা বলে, ‘মধুরভাব!’ আমি বললাম, ‘আরে, আমার যে মাতৃবোনি। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়!’ তখন বলে, ‘তা আমি জানি না!’ তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, ‘ওরে রামলাল, কি মনে ঠালাঠেলি বলছে শোন দেখি’।

ওর এখনও সেই ভাব আছে।

গিরীশ। সে পাগলী ধন্য। পাগল হোক, আর তত্ত্বদের কাছে মারই থাক, আপনার তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে। সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।

“মহাশয়, কি বলবো। আপনাকে চিন্তা ক’বে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি। আগে আলাস্য ছিল, এখন সে আলাস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়ি-

য়েছে ! পাপ ছিল, তাই এখন নিবহকার হয়েছি ! আর কি বলবো ।

ভক্তের চূপ কবিতা আছেন । রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতেছেন । বলেন, দুঃখ হয়, সে উপজীব করে, আর তার জন্ত অনেকে কষ্টও পায় ।

নিরঞ্জন । (রাখালের প্রতি) । তোর মাগ আছে ; তাই তোর মন কেমন করে । আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি !

রাখাল (বিরক্ত হইয়া) । কি বাহাদুরী ! ওঁর সামনে ঐ সব কথা ।
[গিৰীশকে উপদেশ । টাকার আসক্তি । সম্ভাবনার । ডাক্তার-কবিরাজের দ্রব্য ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (গিরীশের প্রতি) । কামিনীকাকনই সংসার । অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে । কিন্তু ঢাকাকে বেশী যত্ন করলে এক দিন হয় তো সব বেরিয়ে যায় ।

“আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে । আল জানো ? যারা খুব যত্ন করে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায় । যারা এক দিক্ খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পালি পড়ে, কত খান হয় ।

“যারা টাকার সম্ভাবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাষ হয় । তাদেরই ফসল হয় ।

“আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না । যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে । ওদের ধন যেন বন্ধ-পূঁজ ।”

এই বলিয়া ঠাকুর দুই জন চিকিৎসকের নাম করিলেন ।

গিরীশ । রাজেশ্বর দত্তের খুব দরাজ মন । কারু কাছে একটি পয়সা লয় না । তার দান-ধ্যান আছে ।

দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ; ততসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[রাখাল, শশী, মাষ্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, হরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডাক্তার ।]

কাশীপুরের বাগান । রাখাল, শশী ও মাষ্টার সন্ধ্যার সময় উদ্ভানপথে পাদচারণ করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত ;—বাগানে চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন । তিনি উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, তক্তেরা তাঁহার সেবা করিতেছেন । আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ, Good Friday এর পূর্বদিন ।

মাষ্টার । তিনি ত গুণাতীত বালক ।

শশী ও রাখাল । ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ঐ অবস্থা ।

রাখাল । যেমন একটা tower । সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না । মাষ্টার । ইনি বলেছেন, এ অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বরদর্শন হ'তে পারে । বিষয়বস নাট, তাই শুধু কাঠ নীজ ধ'রে যায় ।

শশী । বুদ্ধি কত রকম, চাকুরকে বলছিলেন । যে বুদ্ধিতে ভগবান্ লাভ হয়, সেই ঠিক বুদ্ধি । যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উর্কাল হয়, সে বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি । সে বুদ্ধিতে জোলো দইয়ের মত চিঁড়েটা ভেঙ্গেমাত্র । শুকো দইয়ের মত উঁচুনের দই নয় । যে বুদ্ধিতে ভগবান্ লাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মত উৎকৃষ্ট দই । মাষ্টার । আহা । কি কথা ।

শশী । কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে বলছিলেন “কি হবে আনন্দ ? ভালদের ত আনন্দ আছে । অসত্য হো হো নাচছে, গাইছে ।”

রাখাল । উনি বললেন, সে কি ? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক ? জীবেরা বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে । বিষয়ানন্দ সব না গেলে ব্রহ্মানন্দ

হয় না। এক দিকে টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয়স্বর্থের আনন্দ, আর এক দিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ। এই দুই কখন সমান হ'তে পারে? ঋষিরা এ ত্র্যম্বানন্দ ভোগ করেছিলেন।

মাফ্টার। কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কি না, তাই সব আনন্দের পারের কথা বলছেন।

রাখাল। তাঁর কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। পরমহংসদেব বললেন, “বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা? বড় ঘরের বড় কথা।” কালী বলেছিল, ‘তাঁর শক্তি ও সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ, আর সেই শক্তিতেই ত বিধ্যানন্দ হয়’—

মাফ্টার। ইনি কি বলেন? রাখাল। ইনি বললেন, সে কি? সম্ভান উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বরলাভের শক্তি কি এক?

[শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তসঙ্গে। ‘কাষিনীকাকন বড় জঞ্জাল’।]

বাগানের সেই দোতলার “হল” ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর উত্তরোত্তর অসুস্থ হইতেছে; আজ আবার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন,—বদিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সুরেন্দ্র, মাফ্টার, ভবনাথ ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা আছেন।

বাগানটি পাকপাড়ার বাবুদের। ভাড়া দিতে হয়—প্রায় ৬০/৬৫ টাকা। ছোকরা ভক্তেরা প্রায় বাগানেই থাকেন। তাঁহারা নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন। গৃহী ভক্তেরা সর্বদা আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রিও থাকেন। তাঁহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে কর্মে বদ্ধ—কোন না কোন কর্ম করিতে হয়। সর্বদা ওখানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। বাগানের খরচ চালাইবার জন্য বাঁহার বাছা শক্তি ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন, অধিকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন। তাঁহারই নামে বাগানভাড়ার লেখাপড়া হইয়াছে। একটা পাচক ব্রাহ্মণ ও একটা দাসী সর্বদা নিযুক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তার সরকার ইত্যাদির প্রতি)। বড় খরচা হচ্ছে। ডাক্তার (ভক্তদিগকে দেখাইয়া)। তা এরা সব প্রস্তুত। বাগানের খরচ

কলিকাতা, কানীপুর। ডাক্তার সরকার নরেন্দ্রাদি সঙ্গে। ২৬৯

সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) এখন দেখ, কাঞ্চন চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। বল না ?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র চূপ করিয়া আছেন। ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার। কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।

রাজেন্দ্র ডাক্তার। এঁর পরিবার রেঁথে বেড়ে দিচ্ছেন।

ডাক্তার সরকার (ঠাকুরের প্রতি)। দেখলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশ্বর জামা করিয়া)। বড় জঞ্জাল।

ডাক্তার সরকার। জঞ্জাল না থাকলে ত সবই পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্বালোক গায়ে ঠেকলে অশুখ হয় ; যেখানে ঠেকে, সেখানটা বন্ বন্ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো।

ডাক্তার। তা বিশ্বাস হয় ;—তবে না হ'লে চলে কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায় ! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিজ্ঞার সংসার করে, —ঈশ্বরের সেবা—সাধুভক্তের সেবা—করে, তাতে দোষ নাই।

“জ্বালোক নিয়ে মায়ার সংসার করা। তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—জ্বালোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না, সব জ্বালোককে ঠিক মা বোধ হ'লে তবে বিজ্ঞার সংসার করতে পারে। ঈশ্বরদর্শন না হ'লে জ্বালোক কি বস্তু বোঝা যায় না।

হোমিওপ্যাথিক (Homœopathic) ঔষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন একটু ভাল আছেন।

রাজেন্দ্র। সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করতে হবে। আর তা না হ'লে বেঁচে বা কি ফল ? (সকলের হাস্য।)

নরেন্দ্র। Nothing like leather (যে মুটির কাজ করে, সে বলে, চামড়ার মত উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর কিছু নাই।) (সকলের হাস্য।)

কিয়ৎকণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কামিনীকাকন ত্যাগ ক'রেছেন ?

ঠাকুর মাফোবেব সহিত কথা কহিতেছেন । “কামিনী” সম্বন্ধে আপনাব অবস্থা বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফোবেব প্রতি) । এরা কামিনীকাকন না হ'লে চলে না বল্ছে । আমরা যে কি অবস্থা, তা জানে না

“তেষেদেব গায়ে হাত লাগ্লে হাত আড়ফট বন্ বন্ করে ।”

“যদি আত্মীয়তা ক'রে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আডাল থাকে, সে আডালের ও দিকে যাবাব ঘো নাই ।

‘ঘরে একলা ব'সে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হ'লে একবারে বালকের অবস্থা হ'বে যাবে, আর সেই মেয়েকে মা ব'লে জ্ঞান হবে ।’

মাফোব থবাক্ হইয়া ঠাকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতেন । বিছানা হইতে একটু দূরে ভবনাথের সহিত নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন । ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন,—কর্ম্ম-কাজের চেষ্টা করিতেছেন । কাশাপুত্রের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশী পারেন না । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেন না, ভবনাথ সংসায়ে পড়িয়াছেন । ভবনাথের বয়স ২৩২৪ হইবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । ওকে খুব সাহস দে ।

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগিলেন । ঠাকুর ইঙ্গা করিয়া আবার ভবনাথকে বলিতেছেন——“খুব বীরপুরুষ হ'বি । ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্নে । শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না । (নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাফোরের হাস্য ।)

“ভগবানেতে মন ঠিক রাখ'বি ; যে বীরপুরুষ, সে “বমণীৰ সঙ্গে থাকে, না করে রমণ ।” পশ্চিমবাসের সঙ্গে কেবল “ঐশ্বরীক” কথা ক'বি ।

কিয়ৎক্ষণ গারে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন,
—“আজ এখানে থাস্।”

ভবনাথ বলিলেন,—“যে আজ্ঞা। আমি বেশ আছি।”

স্বরেন্দ্র আসিয়া বসিয়াছেন। বৈশাখ মাস। ভক্তেরা ঠাকুরকে
সন্ধ্যার পর প্রতাহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক
একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন। স্বরেন্দ্র নিঃশব্দে বসিয়া আছেন।
ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুইগাছি মালা দিলেন। স্বরেন্দ্রও ঠাকুরকে
প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় পরিলেন।

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এই
বার স্বরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তিনি বিদায়
গ্রহণ করিলেন। ষাইবাব সময় ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, খস্খসের
পর্দা টাঙ্গিয়ে দিও।

বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। ঠাকুরের
উপরের হলঘর দিনের বেলায় বড় গরম হয়। তাই স্বরেন্দ্র খস্খসের
পর্দা করিয়া আনিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কালীপুরের বাগানে।

[ঠাকুরের উপদেশ—যো কুছ ছায় সে তুঁহ ছায়। নবপ্র ও হীরানন্দেব চারিত্র।]

কালীপুরের বাগান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের হলঘরে বসিয়া
আছেন। সম্মুখে শ্রীভানুচন্দ্র, মাস্টার, আরও দু' একটা ভক্ত; আর
হীরানন্দের সঙ্গে দুই জন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিদ্ধুদেশবাসী,
কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে
এত দিন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থখ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে
দেখিতে আসিয়াছেন। সিদ্ধুদেশ কলিকাতা হইতে প্রায় এগার শত
ক্রোশ হইবে। হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর বাস্তু হইয়াছিলেন।

ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাষ্টারকে ইঙ্গিত করিলেন,—যেন বলিতেছেন, ভোকরাটি খুব ভাল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আলাপ আছে ? মাষ্টার । আজ্ঞা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দ ও মাষ্টারের প্রতি) । তোমরা একটু কথা কও, আমি শুনি ।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরেন্দ্র আছে ? তাকে ডেকে আন ।

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে) । একটু দু'জনে কথা কও ।

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন । অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন ।

হীরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রতি) । আচ্ছা, ভক্তের দুঃখ কেন ?

হীরানন্দের কথাগুলি যেন মধুর শ্যায় মিষ্ট । কথাগুলি শোঁহার শুনিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এ'র হৃদয় প্রেমপূর্ণ ।

নরেন্দ্র । The scheme of the universe is devilish । I could have created a better world । (এ জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় যে, সয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম ।) হীরানন্দ । দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয় ?

নরেন্দ্র । I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the present scheme (জগৎ কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে, আমি তা বলছি না । আমি বলছি,—যে বন্দোবস্ত সামনে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয় ।)

“তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায় । Our only refuge is in Pantheism : সবই ঈশ্বর,—এই বিশ্বাস হ'লেই চুকে যায় । আমিই সব করছি । হীরানন্দ । ও কথা বলা সোজা ।

নরেন্দ্র নির্বাণঘটক স্মর করিয়া বলিতেছেন :—

ওঁ মনোবুদ্ধাহ্বারচিত্তানি নাহং, ন চ প্রোক্তজিহ্বে ন চ দ্রাণনেত্রে ।

ন চ ঘ্রোনকুম্বী ন ভেকো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥১॥

কাশীপুর । নরেন্দ্র, হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ । ২৭৩

ন চ প্রাণসংক্কা ন বৈ পঞ্চাব্যূর্ন বা সপ্তধাতূর্ন বা পঞ্চকোশঃ ।

ন বাক্পাণিগাদং ন চোপস্থপাবুচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥২॥

ন মে দেহরাগৌ ন শোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ ।

ন ধর্মো ন চার্ষো ন কামো ন মোক্ষচিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৩॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মল্লো ন ভীর্ষো ন বেদা ন বজ্রাঃ ।

অহং ভোক্তব্যং নৈব ভোক্তব্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৪॥

ন মৃত্যুর্ন শকা ন মে জাতভেদাঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম ।

ন বহুর্ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৫॥

অহং নিবিকল্পো নবাকাবক'পা বিভূহাচ্চ সর্বত্র সর্বৈজিয়াণাম্ ।

ন চানং গভং নৈব মু'কুর্ন'মৈয়শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৬॥

হীরানন্দ । বেশ ।

ঠাকুর হীরানন্দকে ইসাবা করিলেন, ঈগাব জবাব দাও ।

হীরানন্দ । এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা । হে ঈশ্বর । আমি তোমার দাস,—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়, আর সেই আমি, সোহহং—তাতেও ঈশ্বরানুভব । একটি দ্বার দিয়েও যবে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায় ।

সকলে চুপ করিয়া আছেন । হীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একটু গান বলুন । নরেন্দ্র সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চক গাইতেছেন—

বেদান্তবাক্যেবু সদা রমস্তো ভিকারমাত্রেন চ তুষ্টিমন্তঃ । অশোকমন্তঃকরণে চবন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ মূলং তরোঃ কেবলমাত্রমন্তঃ পানিধরং ভোক্তৃ মমন্তমন্তঃ । কছা'মব ত্রীমপি কুৎসরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ স্বানন্দ-ভাবে পবিতৃষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বৈজিয়াবৃত্তিমন্তঃ । অহনিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীন-বন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

ঠাকুর যেই শুনিলেন,—“অহনিশং ব্রহ্মাণি যে রমন্তঃ”—অমনিই আস্তে আস্তে বলিতেছেন, আহা । আর ইসারা করিয়া দেখা-ইতেছেন, ‘এইটি যোগীর লক্ষণ ।’

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চক শেষ করিতেছেন—দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তমন্তঃ স্বানন্দানন্দানন্দবলোকমন্তঃ । নাস্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্বদন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু

ভাগ্যবন্তঃ ॥ ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবরন্তঃ । ভিক্ষাশিনো দিহু
পরিভ্রমন্তঃ কোপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

নরেন্দ্র আবার গাহিতেছেন :—পদ্মিপূর্ণআনন্দম্ । অদ-
বিগীনং শ্রব জগদ্বিধানম্ । শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো বহ্যচোহ বাচং বাগভীতং
প্রাণস্ত প্রাণং পরং বরেশ্যম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) । আর ঐটে—“যো কুছ্ হ্যায় সব
তুঁহি হ্যায় ।” নরেন্দ্র ঐ গানটি গাইতেছেন—

তুমি হায়ে দিলকো লাগায়ো যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায় । এক তুমিকো
আপনা পায়ো যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায় । দেলকৌ মকা সবকৌ মকৌ তু, কোনসা
দিল হ্যায় যিস বে নাহি তু, হরি এক দিলমে তুনে সমায়ো, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি
হ্যায় । কেয়া মূগারেক কেয়া হনসান, কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান, বৈসা চাহা
তুনে বানায়ো, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায় । কাবামে কেয়া আউর দয়ের বে
কেয়া, তেরে পরায়াস্ হায়গী সবজঁ, আগে তেরে শীব সতৌনে বোকয়া, যো
কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায় । আসসেলে ফস্ জমীতক, আউর জমীনসে আস
বরীতক, বাহা মাই দেখা তুঁহি নজর মে আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায় । সোচা
সমঝা দেখা ভলা, তু বৈসা ন কোঁই চুড় নিকালো, আব ইয়ে সমঝমে জকরকি আয়া,
যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায় ।

“হরি এক দিলমে” এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া
বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্যামী ।

“যাহা মাই দেখা তুঁহি নজর মে আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি
হ্যায় ।” হীরানন্দ এইটি শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,—সব তুঁহি
হ্যায় । এখন তুঁহ তুঁহ । আমি নয় ; তুমি ।

নরেন্দ্র । Give me one and I will give you a million
(আমি যদি এক পাই, তা’ হলে নিম্নত কোটি এ সব অনায়াসে কর্তে
পারি—অর্থাৎ ১এর পর শূন্য বসাইয়া ।) তুমিও আমি, আমিও তুমি ,
আমি বই আর কিছু নাই ।

এই বলিয়া নরেন্দ্র ‘অষ্টাবক্রসং’ হতা হইতে কতকগুলি শ্লোক
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । আবার সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ।

কাশীপুর। মাস্টার, হীবানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে। গুহ্য কথা। ২৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীবানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া)। যেন
থাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।

(মাষ্টাবেব প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়া)। কি শাস্ত। বোজার
কাছে জাতসাপ যেমন কণা ধবে চূপ করে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরের আত্মপূজা। গুহ্যকথা। মাস্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্মুখ। কাছে হীরানন্দ ও মাষ্টাব বসিয়া
আছেন। ঘব নিস্তব্ধ। ঠাকুরেব শরীবে অশ্রুতপূর্ব ধ্যানা,
ভক্তেরা যখন এ-একবার দেখেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।
ঠাকুর কিন্তু সৰ্ব্বকিছই ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বসিয়া আছেন।
সহাস্ত বদন।

ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে
নান্নাস্ত্রাণ, তাঁহারই বাণ পূজা করিতেছেন। এই যে ফুল লইয়া
মাথায় দিতেছেন। কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে! একটি বালক ফুল
লইয়া খেলা করিতেছে।

ঠাকুরেব যখন ঈশ্বরীয় ভাব উপস্থিত হয়, তখন বলেন যে, শরীরের
মধ্যে মহাবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়াছে। মহাবায়ু উঠিলে ঈশ্বরের অনুভূতি
হয়,—সর্বদা বলেন। এইবার মাষ্টাবেব সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। বায়ু কখন উঠেছে জানি না।

“এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি
দেখছি জান ? শরীরটা যেন বাঁথারিসাজান কাপড়মোড়া, সেইটে
নড়ছে। ভিতবে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।

“যেন কুমড়ো শাঁসবীচিকেলা। ভিতরে কামাদি-আসক্তি কিছুই
নাই। ভিতর সব পরিষ্কার। আব—

ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে। বড় দুর্বল। মাষ্টার তাড়া-
তাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দাজ করিয়া বলিতেছেন,
—“আব অন্তরে ভগবান দেখছেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরে বাহিরে, দুই দেখছি। অশ্বশু
সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই
খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। এইটী দেখছি।

মাষ্টার ও হীরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শনকথা শুনিতেছেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে
ঠাকুর তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি)। তোমাদের সব আত্মীয়
বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগাবস্থা। অশ্বশু দর্শন।]

“সব দেখছি একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে।

“দেখছি যখন তাঁতে গনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে
থাকে।*

“এখন কেবল দেখছি একটা চামড়াঢাকা অশ্বশু, আর এক
পাশে গলার ছাটা পড়ে রয়েছে।

ঠাকুর আবার চুপ করিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,
জন্ডের সস্তা চৈতন্য লয়, আব চৈতন্যের সস্তা জন্ড লয়। শরীরের
রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।

হীরানন্দ ঐ কথাটি বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই
মাষ্টার বলিতেছেন,—“গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত
পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, heat এতে হাত পুড়ে গেছে।

হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রতি)। আপনি বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহের কষ্ট।

ঠাকুর আবার কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন—“বুঝতে পারলে?”

* বং লক্ষ্যচাপরং লাতং মজ্জাত নাথিকং তঃ। ব'শ্বন্ হিতো ন হুংধেন
শুষ্কপাপি বিচাল্যতে ॥

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি ? হীরানন্দকে উপদেশ—নিবৃত্তিই ভাল । ২৭৭

মাক্টার আস্তে আস্তে হীরানন্দকে কি বলিতেছেন—

মাক্টার । লোকশিক্ষার জন্ত । নজির । এত দেহের কষ্টমধ্যে
ঈশ্বরে মনের যোল আনা যোগ ।

হীরানন্দ । হাঁ, যেমন Christ এর crucifixion । তবে এই
mystery এঁকে কেন যন্ত্রণা ? মাক্টার । ঠাকুর গেমেন
বলেন, মার ইচ্ছা । এখানে তাঁর এইকপই খেলা ।

ইঁজাবা দুই জন আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন । ঠাকুর ইসারা
কবিয়া হীরানন্দকে জিজ্ঞাসা কহিতেছেন । হীরানন্দ ইসারা বুঝিতে
না পারাতে ঠাকুর আবার ইসারা কবিশ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ও কি
বলছে' ?

হীরানন্দ । ইনি লোকশিক্ষার কথা বলছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও কথা অনুমানের বই ত নয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাক্টার ও হীরানন্দের প্রতি) । অবস্থা বদলাচ্ছে,
মনে করিছি চৈতন্য হউক, সকলকে বলবেন । কর্নিতে পাপ বেশী, সেই
সব পাপ এসে পড়ে । মাক্টার (হীরানন্দের প্রতি) । সময় না
দেখে বলবেন না । যাব চৈতন্য হবার সময় হলে, তাকে বলবেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি ? হীরানন্দকে উপদেশ—নিবৃত্তিই ভাল ।

হীরানন্দ ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন । কাছে মাক্টার বসিয়া
আছেন । লাটু আবণ্ড , একটা তক্ত ঘর পায়ে মাঝে আসিতেছেন ।
শুক্রবার ২৩ এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ । আজ গুড্‌ফ্রাইডে (Good
Friday), বেলা প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে । হীরানন্দ আজ
এখানেই অন্ন প্রসাদ পাইয়াছেন । ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইরাছিল যে,
হীরানন্দ এখানে থাকেন ।

হীরানন্দ পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের সহিত কথা

কহিতেছেন । সেই মিষ্টকথা আঁধা মুখ হাসি হাসি । বেন বানককে বুঝাইতেছেন । ঠাকুর অন্তঃস্থ, ডাক্তার সর্বদা দোখতেছেন ।

হীরানন্দ তা অত ভাবেন কেন ? ডাক্তারে বিশ্বাস করলেই নিশ্চিন্ত । আপনি ত বালক ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফটারের প্রতি) । ডাক্তারে বিশ্বাস কই ? সরকার (ডাক্তার) বলেছিল, 'সারবে না' ।

হীরানন্দ । তা অত ভাবনা কেন ? যা হবাব হবে ।

মাফটার (হীরানন্দের প্রতি, জনান্তিকে) । উনি আপনাব জ্ঞান ভাবছেন না । ওঁর শরীর রক্ষা ভক্তের জ্ঞান ।

বড় গ্রীষ্ম । আর মধ্যাহ্নকাল । খস্পসের পবদা টাঙ্গান হইয়াছে । হীরানন্দ উঠিয়া পরদাটি ভাল কবিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেছেন । ঠাকুর দেখিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি) । তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও ।

হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাঁদের দেশের পাজামা পরিলে, ঠাকুর আরামে থাকিবেন । গত ঠাকুর স্মরণ করাওয়া দিতেছেন, যেন তিনি পাজামা পাঠাইয়া দেন ।

হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই । ভাত একটু চাল চাল ছিল । ঠাকুর শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, আর বাব বাব তাঁহাকে বলিতেছেন, জলখাবার খাও ? এত অন্তঃস্থ, কথা কহিতে পারিতেছেন না ; তথাপি বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

আবার লাটুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তোদেরও কি ঐ ভাত খেতে হইয়াছিল ?

ঠাকুর কোমর কাপড় বাঁধিতে পারিতেছেন না । প্রায় বালকের মত দিগন্তর হইয়াই থাকেন । হীরানন্দের সঙ্গে দুইটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন । তাই কাপড়খানি এক একবার কোমরের কাছে টানিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি) । কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল ?

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি ? হীবানন্দকে উপদেশ—নিবৃত্তিই ভাল । ২৭৯

হীবানন্দ । আপনাব তাতে কি ? আপনি ত বালক ।

শ্রীবামকৃষ্ণ (একটি ব্রাহ্মভক্ত প্রিয়নাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) । উনি বলেন ।

হীবানন্দ এতাব বিদায় গ্রহণ করিবেন । তিনি দু এক দিন কলিকাতায় থাকিয়া আবার সিন্ধুদেশে গমন করিবেন । সেখানে তাহার কাজ আছে । দুইখানি সংবাদ পত্রেব তিনি সম্পাদক । ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চাব বৎসব ধৰিয়া ঐ কার্য্য কাৰ্য্যাচলেন । সংবাদ পত্রেব নাম সিন্ধু টাইম্‌স্ (Sind Times) এবং সিন্ধু সুধাব (Sind Sudhar), হীবানন্দ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ, উপাধি পাইয়াছিলেন ।

হীবানন্দ সিন্ধুবাসী , কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন , শ্রীবৃদ্ধ কেশব সেনাকে সৰ্ব্বদা দর্শন ও তাঁহাব সহিত সৰ্ব্বদা স্নানাপ করিতেন , ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কানী বাড়ীতে মাঝ মাঝে আসিয়া থাকিতেন ।

[হীবানন্দের পবীক্ষা, প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি ?]

শ্রীবামকৃষ্ণ (হীবানন্দেব প্রতি) । সেখানে নাই বা গেলে ?

হীবানন্দ (সহাস্তে) বাঃ । আব যে সেখানে কেউ নাই ।

আব সব যে চাকরি কবি ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । াক মাহিনা পাও ?

হীবানন্দ (সহাস্তে) এ সব কাজে কম মাহিনা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কত ?

হীবানন্দ হাসিতে লাগিলেন । ঠাকুর আবার বলিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এইখানে থাক না ? হীবানন্দ চুপ করিয়া আছেন ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । কি হবে কর্ম্মে ?

হীবানন্দ চুপ করিয়া আছেন ।

হীবানন্দ তার একটু কণাবাষ্ঠাব পর বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । কবে আসবে ?

হীবানন্দ । পবন্তু সোমবার দেশে যাবো । সোমবার সকালে এসে দেখা করবো ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

[মাফ্টার, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি ।]

মাফ্টার ঠাকুরের কাছে বসিয়া । হারানন্দ এতমাত্র চলিয়া গেলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফ্টারের প্রতি) । খুব ভাল, না ?

মাফ্টার । আজ্ঞে হাঁ, স্বভাবটা বড় মধুর ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বোললে, এগাবশো ক্রোশ । অত দূর থেকে দেখতে এসেছে ।

মাফ্টার । আজ্ঞে হাঁ, খুব ভালবাসা না থাকলে একপ হয় না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বড় ইচ্ছা, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায় ।

মাফ্টার । যেতে বড় কষ্ট হবে । রৈলে ৪'৫ দিনের পথ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনটে পাখ ।

মাফ্টার । আজ্ঞে হাঁ ।

ঠাকুর একটু শ্রান্ত হইয়াছেন । বিশ্রাম করিবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাফ্টারের প্রতি) । পাখি খুলে দাও আর মাদুরটা পেতে দাও ।

ঠাকুর খডখড়ির পাখি খুলিয়া দিতে বলিতেছেন । আর বড় গরম, তাই বিছানার উপর মাদুর পাতিয়া দিতে বলিতেছেন ।

মাফ্টার হাওয়া করিতেছেন । ঠাকুরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু নিজার পর, মাফ্টারের প্রতি) । ঘুম কি হয়েছিল ?

মাফ্টার । আজ্ঞে, একটু হয়েছিল ।

নরেন্দ্র, শরৎ ও মাফ্টার, নীচে হলঘরের পূর্বদিকে কথা কহিতেছেন ।

নরেন্দ্র । কি আশ্চর্য্য । এত বৎসর প'ড়ে তবু বিজ্ঞা হয় না ; কি ক'রে লোকে বলে যে, দু তিন দিন সাধন করেছি, ভগবান লাভ হবে ! ভগবান লাভ কি এত সোজা । (শরতের প্রতি) তোর

শান্তি হয়েছে ; মাস্টার মহাশয়ের শান্তি হয়েছে , আমার কিন্তু হয় নাই ।

মাস্টার । তা হলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ী যাই ; না হয় আমরা রাজবাড়ী যাই আর তুমি জাব দাও ! (সকলের হাস্য ।)

নরেন্দ্র (সহাস্তে) । ঐ গল্প উনি (পরমহংসদেব) শুনেছিলেন, —আর শুনতে শুনতে হেসেছিলেন ।*

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস্ ।

[স্বরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, মাস্টার ।]

বৈকাল হইয়াছে । উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন । নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, মাস্টার, স্বরেশ, অনেকেই আছেন ।

সকলের অগ্রে নিত্যগোপাল আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবারাত্র তাঁহার চরণে মস্তক দিয়া বন্দনা করিয়াছেন । উপবেশনানন্তর নিত্যগোপাল বালকের স্থায় বলিতেছেন, কেদার বাবু এসেছে ।

কেদার অনেক দিন পরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন । তিনি বিষয়কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন । সেখানে ঠাকুরের অস্থখের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন । কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের ভক্তসম্ভাষণ দেখিতেছেন ।

কেদার ঠাকুরের পদধূলি নিজের মস্তকে গ্রহণ করিলেন । ও আনন্দে সেই ধূলি সর্বত্র সর্বলোকে বিতরণ করিতেছেন । ভক্তেরা মস্তক অবনত করিয়া সেই ধূলি গ্রহণ করিতেছেন ।

* কথাটি প্রহ্লাদচরিত্রের । প্রহ্লাদের বাবা, বণ্ড আর অমর্ক, দুই গুরু মহাশয়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । রাজা বিজ্ঞাসা করিবেন, প্রহ্লাদকে তারা কেন হরিনাম শিখাইয়াছে ? তাদের রাজার কাছে যেতে তয় হয়েছিল । তাই বণ্ড অমর্ককে ঐ কথা বণ্ণে ।

শরৎকে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি নিজেই ঠাকুরের চরণধূলি লইলেন। মাষ্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মাষ্টারের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন ভাব চাপিতেছেন। অবশেষে কেদারকে ইঙ্গিত করিতেছেন—
গিরীশ ঘোষেঃ সহিত তর্ক কর। গিরীশ কাণ নাক্ মলিতেছেন, আর বলিতেছেন—“মহাশয়, নাক্ কাণ মল্‌ছি। আগে জানতাম না, আপনি কে! তখন তর্ক করেছি, সে এক। (ঠাকুরের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কেদারকে দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন—‘সব ত্যাগ করেছে! (ভক্তদের প্রতি) কেদার নরেন্দ্রকে বলেছিল, এখন তর্ক কর বিচার কর; কিন্তু শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে হবে। (নরেন্দ্রের প্রতি) কেদারের পায়ের ধূলা নাও।

কেদার (নরেন্দ্রকে)। ওঁর পায়ের ধূলা নাও। তা’হলেই হবে।

স্বরেন্দ্র ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কেদারকে বলিতেছেন, আহা, কি স্বভাব। কেদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া স্বরেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

স্বরেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্য বাহিরের ভক্তদের কাছে থেকে অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তাই বড় অভিমান হইয়াছে। স্বরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।

স্বরেন্দ্র (কেদারের প্রতি)। গত সাধুদেব কাছে কি আমি বস্তুে পারি। আমার কেউ কেউ (স্বরেন্দ্র) ন্যায়ক দিন হইল, সম্যাসার বেশে বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বড় বড় সাধু দেখতে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিতেছেন। বলছেন, হাঁ, ওরা ছেলেমানুষ, ভাল বুঝতে পারে না।

স্বরেন্দ্র (কেদারের প্রতি)। গুরুদেব কি জানেন না, কার কি ভাব। উনি টাকাতে ভুট্ট নন, উনি ভাব নিয়ে ভুট্ট।

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সুরেন্দ্রের খায় সার দিতেছেন । ‘ভাব নিয়ে তুষ্ট’ এই কথা শুনিয়া কেদারও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন ।

ভক্তেরা খাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সামনে রাখিয়াছেন । ঠাকুর জিহ্বাতে কণিকামাত্র ঠেকাইলেন । সুরেন্দ্রের হাতে প্রসাদ দিতে বলিলেন ও অন্য সকলকে দিতে বলিলেন ।

সুরেন্দ্র নীচে গেলেন । নীচে প্রসাদ বিতরণ হইবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি) । তুমি বুঝিয়ে দিও । যাও একবার—বকাবকি করতে মানা কোরো ।

মণি হাওয়া করিতেছেন । ঠাকুর বলিলেন তুমি খাবে না ? মণিকেও নীচে প্রসাদ পাইতে পাঠাইলেন ।

সন্ধ্যা হয় হয় । গিরীশ ও শ্রীম—পুকুরধারে বেড়াইতেছেন ।

গিরীশ । ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয়, —কি নাকি লিখেছো ?

শ্রীম । কে বল্লে ?

গিরীশ । আমি শুনিছি । আমায় দেবে ?

শ্রীম । না , আমি নিজে না বুঝে কাককে দেখোনা —ও আমি নিজের জন্ম লিখেছি । অন্যের জন্ম নয় ।

গিরীশ । বল কি ।

শ্রীম । আমার দেহ যাঁতার সময় পাবে ।

[ঠাকুর অহেতুককৃপাসিদ্ধি । ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ।]

সন্ধ্যার পর, ঠাকুরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে । ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত (১৩) দেখিতে আসিয়াছেন । ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছিলেন । মাঝার ও দুই চারিজন ভক্ত বসিয়া আছেন । ঠাকুরের সম্মুখে কলাপাতায় বেল ও জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে । ঘর নিস্তব্ধ । যেন একটা আত্মশোণা নিঃশব্দে যোগে বসিয়া আছেন । ঠাকুর মালা লইয়া এক একবার তুলিতেছেন । যেন গলায় পরিবেন ।

অমৃত (স্নেহপূর্ণস্বরে) । মালা পরিয়ে দেবো ?

মালা পরা হইলে, ঠাকুর অমৃতের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন । অমৃত বিদায় লইবেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি আবার এসো ।

অমৃত । আন্তে, আস্‌বার খুব ইচ্ছা । অনেক দূর থেকে আসতে হয়—তাই, সব সময় পারি না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি এসো । এখান থেকে গাড়ীভাড়া নিও ।

অমৃতের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ দেখিয়া সকলে অবাক ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের স্ত্রী পুত্র ।]

পরদিন শনিবার, ২৪শে এপ্রেল । একটা ভক্ত আসিয়াছেন । সঙ্গে পরিবার ও একটা সাত বছরের ছেলে । এক বৎসব হটল, একটা অষ্টমবর্ষীয় সন্তান দেহত্যাগ করিয়াছে । পরিবারটি সেই অবধি পাগলের মত হইয়াছেন । তাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিতে বলেন ।

রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উপরের হলঘরে ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিলেন । ভক্তটির বউ, আনো লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন ।

খাইতে খাইতে, ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন ও কিছু দিন ঐ বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতে বলিলেন । তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে । তাঁহার একটা কোলের মেয়ে ছিল । পরে শ্রীশ্রীমা তাহাকে মানময়ী বলিয়া ডাকিতেন । ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আনবে ।

ঠাকুরের খাওয়ার পর ভক্তটির পরিবার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া লইলেন । ঠাকুরের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর, শ্রীশ্রীমা যখন নীচের ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন ।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইল । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন । ফুলের মালা পরিয়াছেন । মণি হাওয়া করিতেছেন ।

ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কি বলিতেছেন । তার পর যেন প্রসন্ন হইয়া মণিকে মালা দিলেন ।

শোকসন্তপ্ত ভক্তের পত্নীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে ঐ বাগানে আসিয়া কিছু দিন থাকিতে বলিয়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন ।

দ্বিতীয় ভাগের পরিচিষ্ট ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তহৃদয়ে ।

—: :—

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির

সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য ।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা । ৭ই মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ । শনিবার অপরাহ্ন ।

নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন । কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, একটি বাড়ীর নীচের ঘরে তক্তাপোষের উপর উভয়ে বসিয়া আছেন ।

মণি সেই ঘরে পড়াশুনা করেন । Merchant of Venice, Comus, Blackie's Self-culture এহ সব পড়িতেছিলেন । পড়া তৈয়ার করিতেছেন । স্কুলে পড়াইতে হইবে ।

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন । অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্নেহসূত্রে বাঁধা হইয়াছেন, তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে । হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিণী ভয় পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই যে একপ্রাণ, পরম্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন । এখন পরম্পরকে না দেখিলে আর তাঁহারা বাঁচেন না । অন্ত লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে না । তাঁহার কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না । সকলে ভাবেন, তাঁকে কি আর দেখতে পাব না ? তিনি ত বলে গেছেন ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, আন্তরিক ডাক শুনেই ঈশ্বর দেখা দেবেন । বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন । যখন নির্জনে থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে । রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেড়ান । ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ কর্তে একটু কষ্ট

হচ্ছে । কেউ ভাবছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রইছি । এই অনিত্য সংসারে এখনও থাকতে ইচ্ছা ! নিজে মনে করলে ত শরীর ত্যাগ করতে পার, কই করছি ।

ছোকরা ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রি দিন সেবা করিয়াছিলেন । তাঁহার অদর্শনের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলের পুতলিকার আঘ নিজেই নিজের বাড়ি ফিরিয়া গেলেন । ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন (গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি) ধারণ কাবতে অথবা গৃহীর উপাধী ত্যাগ করিতে অনুবোধ করেন নাই । তাঁহারা লোকের কাছে দত্ত, ঘোষ, চক্রবর্তী, গাঙ্গুলি ইত্যাদি উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচয়, ঠাকুরের অদর্শনের পবণ কিছু দিন দিয়াছিলেন । কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন ।

দুই তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না , সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই ভোগরা আর কোথা যাবে , একটা বাসা করা যাক । তোমরাও থাকরে, আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই , তা না হলে সংসারে এ রকম কান বাত দিন কেমন করে থাকবে । সেইখানে তোমরা গিয়া থাক আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্ত যৎকিঞ্চিৎ দিতাম । এক্ষণে ভাগ্যতে বাসা খরচা চলিবে । সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন । ক্রমে যেমন মঠে অশ্রান্ত ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন পঞ্চাশ ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন, শেষে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দিতেন । বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও tax ১১ টাকা । পাচক ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা ৬ টাকা, আর বাকী ডালভাতের খরচ । বুড়ো গোপাল, লাটু ও ভাবকের যাইবার বাড়ী নাই । ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিসপত্র সইয়া সেই বাসা বাড়ীতে গেলেন । সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী । রাত্রে শরৎ আসিয়া থাকিলেন । তারক বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন , কিছু দিনের মধ্যে তিনিও আসিয়া জুটিলেন । নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, কালী এঁরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে আসিতেন । রাখাল, লাটু, যোগীন ও কালী

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈবাগ্য। ২৮৭
ঠিক ঐ সময়ে বৃন্দাবনে গির্ঘাছিলেন। কালী এক মাসের মধ্যে,
রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন এক বৎসর পণে ফিরিলেন।

কিছুদিন মধ্যে নবেঙ্গ, রাখাল, নিবজ্ঞন, শবৎ, শশী, বাবুরাম,
যোগীন, কালী, লাট, রহিয়া গেলেন, আর নাভীতে ফিরিলেন না।
ক্রমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন। গঙ্গাধর ও হরিও পরে
আসিয়া জুটিলেন।

ধন্য সুবেঙ্গ। এটি প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার
সাধু ইচ্ছায় এটি আশ্রয় হইল। তোমাক যজ্ঞধরকপ কবিয়া ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূল মন্ত্র কামিনীকাননজন্যাগ মূর্ত্তমান
করিলেন। কেমাবৈরাগ্যবান্ শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের পাতা
আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে জীবন্ত সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই,
তোমার ধর্ম্মেই ভূমির মঠের ভিত্তি মাড়হীন বালকের মায়
ধাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিলেন, তুমি কখন আসিবে। আজ
বাড়ী ভাঙা দিতে মন টাকা গিয়াছে—আজ খাবার বিছু নাই—কখন
তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদে। খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।
তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে যে না তৎকাল বিসর্জন
করিবে।

(নরেন্দ্রাদির ঈশ্বর জন্ম ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ।)

কলিকাতার সেই নীচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথা কহি-
তেছেন। নবেঙ্গ এখন ভক্তদেব নেতা। মঠের সকলের অন্তরে
তীর্থ বৈবাগ্য। ভগবান্দর্শন জন্ম সকলে ছটফট করিতেছে।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)। আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই
আপনার সঙ্গে কথা কছি, ইচ্ছা হয় এখান উঠে যাই।

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ কারয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার
বলিতেছেন—“প্রায়োপবেশন করিবো?”

মণি। তা বেশ। ভগবানের জন্ম সবই ত বরা যায়।

নরেন্দ্র। যদি ক্ষিদে সামলাতে না পারি?

মণি । তা হলে খেয়ো, আবার লাগবে ।

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন ।

নরেন্দ্র । ভগবান্ নাই বোধ হচ্ছে । যত প্রার্থনা করিছি, এক-
বারও জবাব পাই নাই ।

“কত দেখলাম, মন্ত্র সোণার অক্ষরে জল্ জল্ করছে ।

“কত কালীকপ, আরও অগ্ন্যস্ত রূপ দেখলুম । তবু শান্তি হচ্ছে না ।

“চয়টা পয়সা দেবেন ?

নরেন্দ্র শোভাবাগার হইতে স্বেয়ারের গাড়ীতে বরাহনগরের মঠে
যাইতেছেন তাই চয়টা পয়সা ।

দেখিতে দেখিতে সাহু (সাতকড়ি) গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । সাহু নরেন্দ্রের সমনয়স্ক । মঠের ছোকরাদের বড় ভাল-
বাসেন ও সর্বদা মঠে যান । তাঁহার বাড়ী বরাহনগরের মঠের কাছে ।
কলিকাতার অফিসে কর্ম্য করেন । তাঁদের ঘরের গাড়ী আছে । সেই
গাড়ী করিয়া অফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

নরেন্দ্র মণিকে পয়সা ফিরাহয়া দিলেন ; বলিলেন, আর কি, সাহুর
সঙ্গে যাব । আপনি কিছু খাওয়ান । মণি কিছু জলখাবার খাওয়ালেন ।

মণিও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন ।
সন্ধ্যার সময় সকলে মঠে পৌঁছিলেন । মঠের ভাইরা কিরূপে দিন
কাটাইতেছেন, ও সাধন করিতেছেন, মণি দেখিবেন । ঠাকুর শ্রীরাম-
কৃষ্ণ পার্শ্বাদের হৃদয়ে কিকপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে
মণি মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান । মঠে নিরঞ্জন নাই । তাঁহার
একমাত্র মা আছেন ; তাঁহাকে দেখিতে বাড়ী গিয়াছেন । বাবুরাম,
শরৎ, কালী ও পুরীক্ষেত্র গিয়াছেন । সেখানে আরও কিছু দিন
থাকিয়া শ্রীশ্রীরামস্বামী দর্শন করিবেন ।

. [ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্ত্বাবধান ।]

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন । প্রসন্ন কয় দিন
সাধন করিতেছিলেন । নরেন্দ্র তাঁহার কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা
তুলিয়াছিলেন । নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য । ২৮৯

তিনি কোথায় নিকদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন । নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন । ‘রাজা’ কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন ? কিন্তু রাখাল ছিলেন না । তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন । রাখালকে সকলে রাজা বলিয়া ডাকিতেন । অর্থাৎ ‘রাখালরাজ’, ঐকৃষ্ণের আর একটা নাম ।

নরেন্দ্র । রাজা আসুক, একবার বোঝাবো । কেন তাকে যেতে দিলে ? (হরীশের প্রতি) । তুমি ত পা কাঁক করে লেকচার দিচ্ছিলে, তাকে বারণ করতে পার নাই । হরীশ (অতি মৃদু স্বরে) । তারক দা বলেছিলেন, তবু সে চলে গেল ।

নরেন্দ্র (মাফটারের প্রতি) । দেখুন, আমার বিষম মুঞ্চিল । এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি । আবার ছেঁড়াটা কোথায় গেল ।

রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন । ভবনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ।

রাখালকে নরেন্দ্র প্রসঙ্গের কথা বলিলেন । প্রসঙ্গ নরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র পড়া হইতেছে । পত্রে এই মর্মে লিখিতেছেন, ‘আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চালালাম । এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ । এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে ; আগে বাপ, মা, বাড়ীর সকলের, স্বপন দেখতাম । তার পর মায়ার মূর্তি দেখলাম । দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি ; বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল । তাই এবার দূরে যাচ্ছি । পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন,—তোমার বাড়ীর ওরা সব করতে পারে ; ওদের বিশ্বাস করিস না ।’

রাখাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে ঐ সব নানা কারণে । আবার বলেছে, ‘নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যায়—মা ও ভাই ভগিনীদের খপর নিতে ; আর মোকদ্দমা করতে ! ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়’ ।

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

রাখাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন । বলিতেছেন, ‘এখানে থাকিয়া ত কিছু হলো না । তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান্ দর্শন, কই হলো ?’

রাখাল শুইয়া আছেন । নিকটে ভক্তেরা কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া আছেন ।

রাখাল । চল নর্যাদায় বেরিয়ে পড়ি ।

নরেন্দ্র । বেরিয়ে কি হবে ? জ্ঞান কি হয় ? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছি ।

একজন ভক্ত । তা হলে সংসার ত্যাগ কব্লে কেন ?

নরেন্দ্র । রামকে পেলাম না বলে শ্রামের সঙ্গে থাকবো,—আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো,—এমন কি কথা ।

এই বলিয়া নরেন্দ্র একটু উঠিয়া গেলেন । রাখাল শুইয়া আছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পবে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন ।

এক জন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্তভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের আদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন—“ওবে, আমায় একখানা ছুরি এনে দেবে !—আর কাজ নাই ।—আর যন্ত্রণা সহ হয় না ।”

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে) । এখানেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে ।
(সকলের হস্ত) । প্রসন্নের কথা আবার হইতে লাগিল ।

নরেন্দ্র । এখানেও মায়া । তবে আর সন্ন্যাস কেন ?

রাখাল । ‘মুক্তি ও তাহার সাধন’ সেট বইখানিতে আছে, সন্ন্যাসীদের এক সঙ্গে থাকা ভাল নয় । সন্ন্যাসী ‘নগরের’ কথা আছে ।

শশী । আমি সন্ন্যাস কন্ন্যাস মানি না । আমার অগম্য স্থান নাই । এমন জায়গা নাই, যেখানে আমি থাকতে না পারি ।

ভবনাথের কথা পড়িল । ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল ।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি) । ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে ; তাই সে কুর্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিঁড়িল ।

কাঁকড়গাছির বাগানের কথা হইল । রাম মন্দির করিবেন ।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি) । রামবাবু মাফটার মহাশয়কে একজন ট্রাস্টি (trustee) করেছেন ।

মাফটার (রাখালের প্রতি) । কই, আমি কিছু জানি না ।

সক্কা হইল । শশী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধূনা দিলেন । অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য । ২৯১
ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধূনা দিলেন ও মধুর স্বরে
নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন ।

এইবার আরতি হইতেছে । মঠের ভাইরা ও অষ্টান্ত ভক্তেরা
সকলে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন । কীসর ঘণ্টা
বাজিতেছে । ভক্তেরা সমস্তবে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে
গাইতেছেন—

জয় শিব ওঁকার, ভক্ত শিব ওঁকার ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব, হব হর হর মহাদেব ॥

নরেন্দ্র এই গান ধরাইতেছেন । কালীধামে ৩/বিশ্বনাথের সম্মুখে
এই গান হয় ।

মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন ।
মঠে থাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল । ভক্তেরা সকলে শয়ন
করিলেন । তাঁহারা যত্ন করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন ।

রাত্রি দুই প্রহর । মাণর নিদ্রা নাই । ভাবিতেছেন, সকলেই
রহিয়াছে, সেই অযোধ্যা, কেবল রাম নাই । মণি নিঃশব্দে উঠিয়া
গেলেন । আজ বৈশাখা পূর্ণিমা । মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে
বিচরণ করিতেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন ।

[নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ।

সংকীৰ্ত্তনানন্দ ও নৃত্য ।]

মাফ্টার শনিবারে আসিয়াছেন । বুধবার পর্য্যন্ত অর্থাৎ পঁাচ দিন
মঠে থাকিবেন । আজ ববিনার । গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায় রবিবারেই মঠ
দর্শন করিতে আসেন । আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয় । মাফ্টার
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন ।
দেহবুদ্ধি থাকিতে যোগবাশিষ্ঠের মোহহং ভাব আশ্রয় করিতে ঠাকুর
বারণ করিয়াছিলেন ; আব বলিয়াছিলেন, সেব্যসেবকের ভাবই ভাল ।
মাফ্টার দেখিবেন, মঠের ভাইদের সহিত মেলে কি না । যোগবাশিষ্ঠ
সম্বন্ধেই কথা পাড়িলেন ।

মাষ্টার । আচ্ছা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে ?

রাখাল । ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্নেহ, দুঃখ এ সব মায়া । মনের নাশই উপায় ।

মাষ্টার । মনের নাশের পর যা থাকে, তাই ব্রহ্ম । কেমন ?

রাখাল । হাঁ ।

মাষ্টার । ঠাকুরও ঐ কথা বলতেন । আংটা তাঁকে ঐ কথা বলে-
ছিলেন । আচ্ছা, রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার কবতে বলেছেন, এমন
কিছু দেখলে ?

রাখাল । কই,

এ পর্যন্ত তো পাই নাই । রামকে অবতার বলেই মান্ছে না ।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর
একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিবিয়া আসিলেন । তাঁহাদের কোমলগরে
বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল,—নৌকা পাড়িলেন না । তাঁহারা আসিয়া
বসিলেন । যোগবাশিষ্ঠের কথা চলিতে লাগিল ।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রান্ত) বেশ সব গল্প আছে । লীলার কথা
জানেন ?

মাষ্টার । হাঁ. যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখেছি । লীলার
ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল, না ?

নরেন্দ্র । হাঁ, আর ইন্দ্র-ততল্যা-সংবাদ ? আব বিদুরথ রাজা
চণ্ডাল হলো ?

মাষ্টার । হাঁ, মনে পড়্ছে ।

নরেন্দ্র । বানব নর্ণনাটি কেমন চমৎকার !*

* কোন দেশে পদ্মনামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন । লীলা
পতির অমরত্ব আকাজক্ষায় ভগবতী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার পতির জীবাত্মা
দেহত্যাগের পরও গৃহকালে অবস্থান থাকিলেন, ঐ বব লাভ করিয়াছিলেন । পতির
মৃত্যুর পর লীলা সরস্বতীদেবীকে অরণ করিলে তিনি আবির্ভূতা হইয়া লীলাকে
তথোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা সুন্দররূপে দারণা করাইয়া
দিলেন । সরস্বতী দেবী বলিলেন তোমার পদ্মনামক স্বামী পূর্বজন্মে বশিষ্ঠ নামে
এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার আট দিন মাত্র দেহত্যাগ হইয়াছে—আর এক্ষণে তাঁহার
জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন, আবার মৃত্ত একস্থলে বিদুরথ নামে রাজা হইয়া
অনেক বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছেন । এ সকলই স্মারকসমূহ । বাস্তবিক দেশ-

[মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গুরুপূজা ।]

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন । মাফটারও স্নান করিবেন । রোজ দেখিয়া মাফটার ছাতি লইয়াছেন । বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন । ইনি সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক । মাঠ সর্বদা আসেন । কিছু দিন পূর্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন ।

মাফটার (শরতের প্রতি) । ভারি রোজ ।

নরেন্দ্র । তাই বল, ছাতিটা লই । (মাফটারের হস্ত) ।

ভক্তেরা গামড়া স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দিয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের ঘাটে স্নান করিতেছেন । সকলে গেকয়া পরা । আজ ২৬শে বৈশাখ । প্রচণ্ড রোজ ।

মাফটার (নরেন্দ্রের প্রতি) । সন্দিগ্ধ হবার উত্তোগ ।

নরেন্দ্র । আপনাদের শরীরই বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক , না ? আপ-
নার, দেবেন বাবু—

মাফটার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, “শুধু কি শরীর ?”

স্নানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিলেন ও পা ধুইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করিলেন । প্রণাম পূর্বক ঠাকুরের পাদপদ্মে এক এক জন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ।

পূজার ঘরে আসিতে নরেন্দ্রের একটু বিলম্ব হইয়াছিল । গুরুমহা-
রাজকে প্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে পুষ্পপাত্র ফুল
কাল কিছুই নহে । পরে সমাধিক্ষেত্রে সরস্বতীদেবীর সহিত তিনি হৃদয়ে প্রোক্ত
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বিদূষণ রাজার রাজ্য ভ্রমণ ক'রয়া আসিলেন । সরস্বতীদেবীর
কৃপায় বিদূষণের পূর্বস্মৃতি উদ্ভিত হইল । পরে তিনি এক মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলে
তাহার জীব পদ্মরাজ্য শবীরে প্রদর্শন করিল ।

বিদূষণ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই । লবণ রাজার হইয়াছিল । তিনি
এক ঐন্দ্রজালিকের ঐন্দ্রজাল-প্রভাবে এক মুহূর্ত্তের মাধ্যম সাধা জীবন চণ্ডালত্ব অনুভব
করিয়াছিলেন । অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষা ঐন্দ্রনাথক কোন বকের
আসক্তিতে পড়িয়াছিলেন ।

নাই । তখন বলিয়া উঠিলেন, ফুল নাই ? পুষ্পপাত্রে দু একটি বিষপত্র
ছিল, তাই চন্দনে ডুবাওয়া নিবেদন করিলেন । একবার ঘণ্টাধ্বনি
করিলেন । আবার প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন ।

[দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর ।]

মঠের ভাইবা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন ; ও বে ঘরে সকলে
একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে দানাদের ঘর বলিতেন । ষাঁরা নির্জনে
ধ্যান ধারণা ও পাঠাদি করিতেন, সর্ব দক্ষিণের ঘরটীতে তাঁহারাই
থাকিতেন । কালী দ্বার বন্ধ করিয়া ঐ ঘরে অধিকাংশ সময় থাকিতেন
বলিয়া মঠের ভাইরা বলিতেন, 'কালী তপস্বীর ঘর ।' 'কালী তপস্বীর
ঘরের' উত্তরেই ঠাকুরঘর । তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর ।
ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম
করিতেন । নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর । ঘরটি খুব লম্বা ।
বাহিরের ভক্তেরা আসিলে এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইত ।
দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছোট ঘর । ভাইরা 'পানের ঘর' বলি-
তেন । এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন ।

দানাদের ঘরের পূর্ববকোণে দালান । উৎসব হইলে এই দালানে
খাওয়া দাওয়া হইত । দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাবর ।

ঠাকুরঘরের ও কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বের বারান্দা । নারায়ণ
দক্ষিণে পশ্চিমকোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর । এ
সমস্ত ঘর দুতলার উপর । কালীতপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী
ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলার উঠবার সিঁড়ি । ভক্তদের
আহারের ঘরের উত্তর দিকে দোতলার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি । নরেন্দ্রাদি
মঠের ভাইরা ঐ সিঁড়ি দিয়া নক্ষ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন ।
সেখানে উদ্দেশন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা
কহিতেন । কখনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা , কখনও বা শঙ্করাচার্যের,
রামানুজের বা যোগেশ্বরদেবের কথা ; কখনও হিন্দুদর্শনের কথা , কখনও বা
ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কথা ; বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের কথা ।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য । ২১৫

দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্ভাগ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণ গান করেন । শরৎ অগ্ন্যাশ্রয় ভাইদের গান শিখাইতেন । কালী বাজনা শিখিতেন । এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের সঙ্গে কতবার হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে আনন্দ করিতেন ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য করিতেন ।

[নরেন্দ্র ও ধর্মপ্রচার । ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ ।]

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন । ভক্তেরা বসিয়া আছেন,— চুনিলাল, মাফটার ও মঠের ভাইরা । ধর্মপ্রচারের কথা পড়িল ।

মাফটার (নরেন্দ্রের প্রতি) । বিজ্ঞাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কাককে বাল না । নরেন্দ্র । বেত খাবার ভয় ?

মাফটার । বিজ্ঞাসাগর বলেন মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম । মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল । কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ টাপ করেছে । যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বর হয় ত বলবেন, ওকে পাঁচশ বেত মার । তার পর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল । আমি হয় ত কেশব সেনের সমাজে যাই । অনেক অগ্নায় করিছি । তার জগ্ন্য বেতের হুকুম হলো । তখন আমি হয় ত বললাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করিছি । তখন ঈশ্বর দূতদের আবার হয় ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয় । এলে পর হয় ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি ? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিস্ না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি ? ওরে, কে আভিস্,—একে আর পাঁচশ বেত দে । (সকলের হাস্য ।)

তাই বিজ্ঞাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পার না, আবার পরের জগ্ন্য বেত খাওয়া (সকলের হাস্য) । আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেবো ।

নরেন্দ্র । যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝলে কেমন করে ?

মাফটার । আর পাঁচটা কি ?

নরেন্দ্র । যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে ? স্কুল বুঝলে কেমন করে ? স্কুল করে ছেলেদের বিজ্ঞা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিষে করে, ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে ।

“যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে ।

মাফার (স্বগত) । ঠাকুর বলতেন বটে ‘যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে’ । আর সংসার কবা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিজ্ঞাসাগরকে বলেছিলেন যে, ‘ও সব রাজ্যগুণে হয় ।’ বিজ্ঞাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন, ‘এ রাজ্যগুণের সম্ব । এ রাজ্যগুণে দোষ নাই ।’

থাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইবা বিশ্রাম করিতেছেন । মণি ও চুনিলাল নৈবেদ্যের ঘরের পূর্বদিকে যে অন্দরমহলেব সিঁড়ি আছে, তাহার চাতালের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন । চুনিলাল বলিতেছেন, কি প্রকারে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাহার প্রথম দর্শন হইল । সংসার ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । সেই সকল গল্প করিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন । যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল ।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) । আর বিদূরথব চণ্ডাল হওয়া ?

মণি । কি, লবণের কথা বোল্‌ছো ?

নরেন্দ্র । ও । আপনি পড়েছেন ? মণি । হাঁ, একটু পড়িছি ।

নরেন্দ্র । কি, এখানকার বই পড়েছেন ?

মণি । না, বাড়ীতে একটু পড়েছিলাম ।

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন । ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন ।

নরেন্দ্র (গোপালের প্রতি) । ওরে তামাক সাজ্ । ধ্যান কি রে । আগে ঠাকুর ও সাধুসেবা করে preparation কর । তার পর ধ্যান । আগে কৰ্ম্ম, তার পর ধ্যান (সকলের হাস্য) ।

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে । সেখানে

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য । ২৩৭

অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাফটার গাছতলায় একাকী বসিয়া
আছেন, এমন সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে।

মাফটার। এ কয়দিন কোথায় গিছিলে? ভোমার জ্ঞান সকলে
ভাবিত হয়েছে। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন এলে?

প্রসন্ন। এই এলাম, এসে দেখা করছি।

মাফটার। তুমি বুল্লাবনে চল্লুম বলে চিঠি লিখেচ। আমরা মহা
ভাবিত। কতদূর গিছিলে?

প্রসন্ন। কোন্নগর পর্য্যন্ত গিছিলাম। (উভয়ের হাস্য)

মাফটার। বসো, একটু গল্প বলো, শুনি। প্রথমে কোথায় গিছিলে?

প্রসন্ন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে; সেখানে একরাত্রি ছিলাম।

মাফটার (সহাস্তে)। হাজরা মহাশয়ের এখন কি ভাব?

প্রসন্ন। হাজরা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও? (উভয়ের হাস্য)

মাফটার (সহাস্তে)। তুমি কি বললে?

প্রসন্ন। আমি চুপ করে রইলাম! মাফটার। তার পর?

প্রসন্ন। আবার বলে, আমাব জ্ঞান তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্য)
খাটিয়ে নিতে চায়। (হাস্য) মাফটার। তার পর কোথায় গেলে?

প্রসন্ন। ক্রমে কোন্নগরে গেলাম। একটা জায়গায় রাত্রে পড়ে-
ছিলাম। আরো চলে যাবো ভাবলাম। পশ্চিমের রেলভাড়ার জ্ঞান
ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কিনা?

মাফটার। তারা কি বলে?

প্রসন্ন। বলে টাকাটা সিকেটা পেতে পার। অত রেলভাড়া কে
দিবে। (উভয়ের হাস্য) মাফটার। সঙ্গে কি ছিল?

প্রসন্ন। এক আধখানা কাপড়। পরমহংসদেবের ছবি ছিল।
ছবি কাককে দেখাই নাই।

[পিতা-পুত্র-সংবাদ। আগে মা বাপ, না, আগে ঈশ্বর?]

শ্রীযুক্ত শশীন্দ্র বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া
বাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃকরণের সময় প্রায় নয় মাস ধরিয়া
অনন্তচিত্ত হইয়া শশী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে বি, এ

পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন । এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন । বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান । ইনি বাপ মায়েব বড় ছেলে । তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর করিবেন । কিন্তু ভগবান্কে পাইবার জন্ম ইনি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন । বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বলতেন, ‘কি করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । হায় ! মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না । তাঁরা কত আশা করেছিলেন । মা আমার গয়না পরতে পান নাই ; আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব । কিছুই হলো না । বাড়ীতে ফিবে যাওয়া যেন ভার বোধ হয় ! শুকমহারাজ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন ; আর যাবার জো নাই ।’

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা ভাবিলেন, এবারে বুঝি বাড়ী ফিরিবে । কিন্তু কিছুদিন বাড়ী থাকার পর, মঠ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই, মঠে কিছুদিন যাতায়াতের পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না । তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন । তিনি কোন মতে যাবেন না । আজ বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক্ দিয়া পলায়ন কবিলেন, যাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয় ।

পিতা মাফটারকে চিনিতেন । তাঁর সঙ্গে উপরেব বাবাশায় বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন ।

পিতা । এখানে কর্তা কে ? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া । ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল । পড়াশুনা আবার কর্চিল ।

মাফটার । এখানে কর্তা নাই, সকলেই সমান । নরেন্দ্র কি করবেন ? নিজের ইচ্ছা না থাকলে কি মানুষ চলে আসে ? আমরা কি বাড়ী একবারে ছেড়ে আসতে পেরেছি ?

পিতা । তোমরা ত বেশ কর্ছো গো । দুদিক্ রাখছো । তোমরা যা কচ্ছো, এতে কি ধর্ম্ম হয় না ? তাইত আমাদেরও ইচ্ছা । এখানেও থাকুক, সেখানেও যাক । দেখ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কাঁদছে ।

মাফটার দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য । ২৯৯

পিতা । আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ানো । আমি ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি । ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে— চমৎকার লোক । সেই সাধুকে দেখুক না ।

[রাখালের বৈরাগ্য ; সম্যাসী ও নারী ।]

রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বদিকের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন । ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন ।

রাখাল (ব্যস্ত হইয়া) । মাষ্টার মশায়, আশুন, সকলে সাধন করি ।

“তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না । যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলেনা, তবে আর কেন, তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতেই হবে, আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে । নাহা, নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে । আপনি বরং জিজ্ঞাসা করবেন ।

মাষ্টার । তা’ ঠিক কথা । রাখাল বাবু, তোমারও দেখছি মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে ।

রাখাল । মাষ্টার মশায়, কি বলবো ? ছপুর বেলায় নশ্বদায় যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল ।

মাষ্টার মশায়, সাধন ককন, তা না হ’লে কিছু হচ্ছে না, দেখুন না, শুকদেবেরও ভয় । জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন । ব্যাসদেব দাঁড়াতে বললেন, তা দাঁড়ায় না !

মাষ্টার । যোগোপনিষদের কথা । মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন । হাঁ, ব্যাস আর শুকদেবে বেশ কথাবার্তা আছে । ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম্য করতে বলেছেন । শুকদেব বলছেন, হরিপাদপদ্মই সার ! আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাস, এতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন ।

রাখাল । অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হলো । মেয়েমানুষ দেখে ঘাড নিচু করলে কি হবে ? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বলে, ‘যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই ত্রোলোক ; তা না হ’লে ত্রীপুরুষ ভেদ বোধ থাকে না ।’

মাষ্টার । ঠিক কথা । ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই ।

রাখাল । তাই বলছি, আমাদের সাধন চাই । মায়াভীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে । চলুন বড় ঘরে যাই ; বরাহনগর থেকে কতকগুলি ভদ্রলোক এসেছে । নরেন্দ্র তাদের কি বলছে, চলুন শুনি গিয়ে ।

[নরেন্দ্র ও শরণাগতি (Resignation)]

নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন । মাষ্টার ভিতরে গেলেন না । বড় ঘরের পূর্বদিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন ।

নরেন্দ্র বলিতেছেন—সন্ধ্যাদি কশ্মের, স্থান সময় নাই ।

একজন ভদ্রলোক । আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া বাবে ?

নরেন্দ্র । তাঁর কৃপা । গীতায় বলছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু ভূনতি ।
ব্রাহ্মণ সর্বভূতানি স্মারতানি
যায়মা ॥ তমেব শরণং পুচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রপাদাৎ পরাং শান্তিং
স্থানং প্রাপ্যাসি শান্তম্ ॥

তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না । তাই তাঁর শরণাগত হতে হয় ।

ভদ্রলোক । আমরা মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করবো ।

নরেন্দ্র । তা যখন হয় আসবেন ।

“আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই ।

ভদ্রলোক । তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক না যায় ।

নরেন্দ্র । তা বলেন ত আমরা নাই বাবো ।

ভদ্রলোক । না তা নয়—তবে যদি দেখেন পাঁচ জন বাচ্চে, তাহলে আর যাবেন না ।

[আরতি ও নরেন্দ্রের গুরুগীতা পাঠ ।]

সন্ধ্যার পর আবার আরতি হইল । ভক্তেরা আবার কৃতাজ্ঞ হইয়া ‘ভক্ত শিব’ ও ‘কান্না’ সম্বন্ধে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তুতি করিতে লাগিলেন । আরতি হইয়া গেলে ভক্তেরা দানাদের

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীর্থ বৈরাগ্য । ৩০১

ঘরে গিয়া বসিলেন। মাফটার বসিয়া আছেন। প্রসন্ন গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র আসিয়া নিজে স্মরণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমুক্তিম্ ।
ব্রহ্মাতীতম্ গগনসদৃশম্
তত্ত্বমস্যাং লক্ষ্যম্ ॥ একং নিত্যং বিমলমমলং সর্বদা সাক্ষিভূতং ।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদৃশং তং নমামি ॥ আবার গাইলেন—

ন গুরোরধিকম্ ন গুরোরধিকম্ । শিষ্যশাসনঃ শিষ্যশাসনতঃ ॥

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি । শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং ভজামি ॥

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং স্মরামি । শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং নমামি ॥

নরেন্দ্র স্মরণ করিয়া গুরুগীতা পাঠ করিতেছেন। আর ভক্তদের মন যেন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সত্যই ঠাকুর বলিতেন, স্মরণধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চূপ করে শোনে। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল ।]

কালীতপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন। মাফটারও সেই ঘরে আছেন।

রাখাল সন্তান পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তীর্থ বৈরাগ্য, কেবল ভাবছেন, একাকী নন্দদাতারে কি অস্ত্র স্থানে চলিয়া যাই। তবু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

রাখাল (প্রসন্নের প্রতি) । কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাসু ? এখানে সাধুসঙ্গ । এ ছেড়ে যেতে আছে ? আর নরেন্দ্রের মত লোকের সঙ্গ । এ ছেড়ে কোথায় যাবি ?

প্রসন্ন । কলিকাতায় বাপ না রয়েছে । ভয় হয়, পাছে তাঁদের ভালবাসা আমাকে টেনে নেয় ; তাই দূরে পালাতে চাই ।

রাখাল । গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে ? আমরা তার কি করোঁছি যে এত ভালবাসা । কেন তিনি

আমাদের দেহ, মন, আত্মা, মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন ? আমরা তাঁর কি করেছি ?

মাষ্টার (স্বগতঃ) । আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন । তাই তাঁকে বলে অহেতুককৃপাসিদ্ধি ।

প্রসন্ন । তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না ?

রাখাল । মনে খেয়াল হয় যে, নন্দাদাতীয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকি । এক একবার ভাবি, ঐ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি । খেয়াল হয়, তিন দিন পঞ্চতপা করি । তবে সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না ।

[ঈশ্বর কি আছেন ?]

দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথা করিতেছেন । তারকের মা নাই । পিতা রাখালের পিতার শ্রায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন । তারকও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগ হইয়াছে । মঠই তারকের এখন বাড়ী । তারক ও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন ।

প্রসন্ন । না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম, কি নিয়ে থাকা যায় ?

তারক । জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হলো না কেমন করে ?

প্রসন্ন । কাঁদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে ? আর এত দিনে কি বা হলো ?

তারক । কেন, পরমহংস মশায়কে ত দেখেছ । আর জ্ঞানই বা হবে না কেন ?

প্রসন্ন । কি জ্ঞান হবে ? জ্ঞান মানে ত জানা । কি জানবে ? ভগবান্ আছেন কি না, তারই ঠিক নাই ।

তারক । হাঁ, তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই ।

মাষ্টার (স্বগতঃ) । আহা, প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বলতেন, যারা ভগবানকে চায়, তাদের গুরুপ অবস্থা হয় । কখনও বোধ হয়, ভগবান্ আছেন কি না । তারক বুঝি এখন নৌকমত আলোচনা করছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বলছেন । ঠাকুর কিন্তু বলতেন জ্ঞানী আর ভক্ত এক জায়গায় পৌঁছাবে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র ; নরেন্দ্রের অন্তরের কথা ।]

ধানের ঘরে অর্থাৎ কালোচপস্কীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন । ঘরের আর একধারে রাখাল, হরীশ ও ছোটগোপাল আছেন । শেষাশেষি শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল আসিয়াছেন ।

নরেন্দ্র গীতা পাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু ন তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়া ।
ভবেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যাসি
শান্ততঃ ॥ সর্বদর্শান পরিভ্রাজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ । অহম্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

নরেন্দ্র । দেখ্‌ছিস্ ‘যন্তারূঢ়’ ? ‘ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়া ।’

ঈশ্বরকে জান্তে চাওয়া ।

তুই কীটস্থ কীট, তুই তাঁকে জান্তে পারবি । একবার ভাব্‌ দেখি, মানুষটা কি । এই যে অসংখ্য তারা দেখ্‌ছিস্, শুনেছি, এক একটা Solar system (সৌরজগৎ) । আমাদের পক্ষে একটা Solar system, এতেই রক্ষা নাই । যে পৃথিবীকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্য একটা ভাঁটার মত বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মানুষটা বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা । নরেন্দ্র গাইতেছেন :—

গান—‘তুমি পিতা আমরা অতি শিশু ।’

পৃথিবী ধূলিতে দেয় বোদের জনম, পৃথিবী ধূলিতে অন্ধ বোদেরনয়ন । অগ্নিরাছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে, বোদের অঙ্গ দাঁও দুর্বল-শরণ ॥ একবার ভ্রম হলে, আর কি লবে না কোলে, অমনি কি ছুঁয়ে তুমি করিবে গমন ? তা হলে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু, তুমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥

আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র বন । পদে পদে হয় পিতা চরণ স্থলন ॥ রক্তমুখ কেন তবে, দেখাও বোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ত্রুটি ভীষণ ॥ ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না বোব । স্নেহ নাহ্যে বল পিতা কি করেছি দোষ ॥ শতবার লগ্ন তুলে, শতবার পড়ি তুলে । কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন ॥

“পড়ে থাক্ । তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্ !

নরেন্দ্র বেন আবিষ্কৃত হইয়া আবার গাইতেছেন :—

গান । উপায়—শরণাগতি ।

প্রভু মায় গোলাম মায় গোলাম, মায় গোলাম তেরা । তু দেওয়ান, তু দেওয়ান,
তু দেওয়ান মেরা ॥ দো রোট, এক লেজটি, তেরে পাস্ মায় পায় । ভকতি
ভাও দে আরোগ, নাম তেরা গাওয় । ॥ তু দেওয়ান, মেহেরবান, নাম তেরা বারেরা ।
দাস কবীরা শরণে আয়া, চরণ লাগে তারেরা ॥

“তাঁর কথা কি মনে নাই ? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড় । তুই
পিঁপড়ে, এক দানায় তোর পেট ভরে যায় । তুই মনে কর্ছিস্, সব
পাহাড়টা বাসায় আনবি । তিনি বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হৃদ
একটা ডেয়ো পিঁপড়ে ? তাইতো কালীকে বলতুম্, শ্যামা, গজ্ ফিতে
নিয়ে ঈশ্বরকে মাগ্‌বি ?

“ঈশ্বর দয়ার সিঁধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক্ ; তিনি কৃপা করবেন ;
তাকে প্রার্থনা কর্—‘যন্তে দক্ষিণং মুখম্ তেন মাং পাহি নিত্যম্’—

“অসতো মা সদগময় । তন্নমো মা ধ্যোতিগময় ॥ মৃত্যোর্খাহ্নতকময় ।
আবিরাবির্ম এধি ॥ রুদ্র যন্তে দক্ষিণম্ মুখম্ । তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥

প্রসন্ন । কি সাধন করা যায় ?

নরেন্দ্র । শুধু তাঁর নাম কর্ ! ঠাকুরের গান মনে নাই ?

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটা গাইতেছেন—

গান । উপায়—তাঁর নাম ।

নামেরই ভরসা কেবল প্রাণ গো তোমার । কাজ কি আমার কোণাকুণি
দেঁতোর হাসি লোকাচার ॥ নামেতে কাল পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে,
আমি ত সেই জটের ঘুটে, হয়েছি আর হব কার ? নামেতে বা হবার হবে,
বিছে কেন মরি ভেবে, নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার ॥

আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন । পদে পদে হয় পিতা চরণ খলন । রক্তবৃথ
কেন তবে, দেখাও বোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ক্রুটী ভীষণ ॥
ক্ষুদ্র আবারের পরে করিও না রোষ । স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ ।
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি তুলে । কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন ॥

বরাহনগর মঠ । নরেন্দ্র ও প্রসন্ন । নরেন্দ্রের অন্তরের কথা । ৩০৫

[ঈশ্বর কি আছেন ? ঈশ্বর কি দয়াময় ?]

তুমি বলছ ঈশ্বর আছেন । আবার তুমিই তো বলো, চার্বাক আর অণ্ডাণ্ড অনেকে বলে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে ।

নরেন্দ্র । Chemistry পড়িস্নি ? আরে, Combination কে করবে ? যেমন জল তৈয়ার কববার জন্ম Oxygen, Hydrogen আব Electricity, এ সব human hand এ একত্র করে ।

“Intelligent Force সবাই মানছে । জ্ঞানস্বরূপ একজন ; যে এই সব ব্যাপার চালাচ্ছে ।

প্রসন্ন । দয়া আছে কেমন করে জানবো ?

নরেন্দ্র । ‘যন্তে দক্ষিণম্ মুখম্’ । বেদে বলেছে ।

“John Stuart Mill ও ঐ কথা বলেছেন । যিনি মানুষের ভিতর এই দয়া দিয়াছেন, না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া ।—Mill এই কথা বলেন । তিনি (ঠাকুর) তো বলতেন, “লিপ্সাসই সান্ত্বনা” । তিনি তো কাছেই বসেছেন । বিশ্বাস কবলেই হয় ।

এই বলিয়া নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন ।

গান । উপায়—বিশ্বাস ।

নোকো কাহা চুঁড়ো বন্দে মায়তো তেবে পাশ মো । হোঁয়ে মো বগুড়ি বগুড়ি
ন ময় ছুড়ি পড়াস মো ॥ ন হোঁয়ে মো খাল রোমনা, ন হাজি ন মাস মো ।
ন দেবাল মো ন মস্কেদ মো ন কাশী কৈলাস মো ॥ ন হোঁয়ে ময় আউণ দ্বারক,
মেরা ভেট বিশ্বাস মা । ন হোঁয়ে মে প্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো ।
খোঁজেন্স তো আও মেলুকা, পশ ভরকে তলাস মো ॥ সহরসে বাহার ডেবা হামারি
কুঠিয়া মেরি মোনাস মো । কহত কবীর সুন তাই সাবু সব সম্ভান কি সাধ মো ॥

[বাসনা থাকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয় ।]

প্রসন্ন । তুমি কখনও বল, ভগবান নাই , আবার এখন ঐ সব কথা বলছো । তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদলাও ।
(সকলের হাস্য) ।

নরেন্দ্র । এ কথা আর কখনো বদলাবো না—যতক্ষণ কামনা,

৩০৬ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। দ্বিতীয়ভাগের পরিশিষ্ট।

বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয়। একটা না একটা কামনা থাকে।
“হরত তিতরে তিতরে গড়্‌বার ইচ্ছা আছে—পাশ করবে, কি পণ্ডিত
হবে—এই সব কামনা।

নারদেও ভক্তিতে গদগদ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন। ‘তিনি
‘অন্নপূর্ণাশ্রমবৎসল পরম পিতা মাতা’।

জয় দেব জয় দেব মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা। সঙ্কটভয়হৃৎকাতা, বিশ্বভূবন-
পাতা, জয় দেব-জয় দেব। অচিন্ত্য অনন্ত অশার, নাট্য তব উপমা প্রভু, নাহি তব
উপমা। প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভূ চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব-জয় দেব ॥ জয়
জগবন্দা দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে। পরম শরণ ছুমি তে,
জীবনে মরণে, জয় দেব জয় দেব ॥ কি আর যাচিব আমরা, করি তে মিনতি, প্রভু
করি হে মিনতি। এ লোকে স্মৃতি দেও, পরলোকে স্মৃতি, জয় দেব জয় দেব ॥

নরেন্দ্র আবার গাইলেন। ভাইদের হরিরস পিয়াল পান করিতে
বলিতেছেন। ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন—কস্তুরী যেমন মুগের—

গান।—পিলেরে অবধু হো মাতুরা। পেয়ালা প্রেম হরি রসকা রে ॥
বাল অবস্থা খেল গৌরাঙ্গি, তরুণ ভেয়ো নারী বশকারে। বৃদ্ধ ভেয়ো কফ বায়ুনে
ঘেরা, খাট পড়া রহ বা মধুকারে ॥ নাজ কমলমে হার কস্তুরী ক্যায়সে ভরম টুটে
পত্তকা রে। বিন্ সঙ্গুক্ষ নর এয়সা হি ভেলে, যায়সে মুগ ফিরে বনকা রে ॥

মাষ্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র আত্মোখান করিলেন। ঘর হইতে চলিয়া-আমিবার সময়
‘বলিতেছেন, মাথা গরম হলো বকে বকে। বারান্দাতে মাষ্টারকে
দেখিয়া বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়, কিছু জল খান।

মঠের এক জন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, ‘তবে যে ভগবান্ নাই
বলো?’ নরেন্দ্র হালিতে লাগিলেন।

[নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য ; নরেন্দ্রের গৃহাশ্রম নিন্দা ।]

পর দিন সোমবার ৯ই মে। মাষ্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের
গাছতলায় বসিয়া আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, ‘ঠাকুর মঠের ভাইদের
কামিনী কামন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এরা কেমন ঈশ্বরের জন্য
বাকুল। স্থানটী যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ

নারায়ণ । ঠাকুর বেশী দিন চলিয়া যান নাই , তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে ।

“সেই অযোধ্যা । কেবল রাম নাই ।

“এদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন । কয়েকটাকে তিনি গৃহে রেখেছেন কেন ? এর কি কোন উপায় নাই ?

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন,—মাফ্টার একাকী গাছ-তলায়, বসিয়া আছেন । তিনি নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে-ছেন ‘কি মাফ্টার মহাশয় । কি হচ্ছে ?’ কিছু কথা হইতে হইতে মাফ্টার বলিলেন, আহা তোমার কি স্মর । একটা কিছু স্তব বল ।

নরেন্দ্র স্মর করিয়া অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতেছেন । গৃহস্থেরা ঈশ্বরকে ভুলে রয়েছে—কত অপরাধ করে—বালো, প্রোচে, বাক্ক্যে । কেন তারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা না চিন্তা করে না ।—

বাণো ভাষাভিরেকোমলললিতবপুঃ স্তম্ভপানে পিপাসা, নো শক্যাক্ষ্মিয়েভো ভব-
গুণজনিতা জন্তবো মাং তৃদাস্ত । নানাবোগাদিচ্ছাভ্রমিতপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,
কন্তবো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ প্রোচোহং
যৌবনস্থৌ বিষয় বিষয়াববদ্যৈঃ পঞ্চভিষ্মসঙ্কৌ, দষ্টৌ নষ্টৌ বিবেকঃ স্মৃতধনবুবতীস্বাভ-
সৌথৌ নিষয়ঃ । শৈবীচস্থাবিহীনং মম হৃদয়মহৌ মানগব্বাদিকচং, কন্তবো মেহপরাধঃ
শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ বাক্ক্যে চেচ্ছিন্নাগাং বিনতগতিমতিশ্চাধিদৈ-
বাদিতাপৈঃ পাপৈঃ, রোগৈর্বিয়োগৈশ্চনবসিতবপুঃ । প্রোচিহীনং চ দীনম্ । বিপ্যামোহা-
ভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধুর্জটোদ্যানশূকং, কন্তবো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ স্নাত্তা প্রত্যুষকালে স্বপনবিধিবিধৌ নান্নতং গাজতোয়ং, পূজার্থং
বা কদাচিৎ পৃথৃক্ রুগণনাং খণ্ডবিধীদলা'ন । নানীতা পদমালা সর্বাস বিকসিতা গন্ধ-
ধূপৌ ত্বদধঃ, কন্তবো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ পানং
ভক্ষ্যসিতং সিতঞ্চ ভক্ষ্যতং হস্তে কপালং সিতং, খট্টাঙ্গকং সিতং সিতঞ্চ বৃষভঃ কর্ণে
সিতে কুস্তলে । গজাঙ্কনসিতা জটা পণ্ডপতেশ্চন্দ্রঃ সিতৌ মূর্দ্ধনি, সোহয়ং
সর্বসিতো দদাতু বিত্তবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ইত্যাদি

‘স্তব পাঠ হইয়া গেল । আবার কথাবার্তা হইতেছে ।

নরেন্দ্র । নিলিপ্ত সংসার বলুন, আর বাই বলুন, কামিনা-কাঞ্চন

৩০৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । দ্বিতীয়ভাগের পরিশিষ্ট ।

তাগ না করলে হবে না । স্ত্রী সঙ্গে সহবাস করতে যুগা করে না ?
যে স্থানে কুমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

অমেধাপূর্ণে কুমিসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ নিরন্তরাস্তরে ।

কলেবরে মূত্রপুণ্ড্রভাবিতে বমন্তি মূত্র বিরমন্ত পণ্ডিতাঃ ॥

“বেদাস্তবাক্যে যে রমণ করে না, হরিরস মদিরা যে পান করে না,
তাহার বুখাই জীবন ।

ওঙ্কারমূলং পরমং পদাস্তবং গায়ত্রীসার্বজীমুভাষিতাস্তবং ।

বেদাস্তবং যঃ পুরুষো ন সেবেত বখাস্তবং তস্য নবস্ত জীবনম্ ॥

“একটা গান শুনুন—

গান ।— ছাড় মোহ—ছাড়ার কুশলণা । জান তাঁরে তবে যাবে যল্লণা ।

চাবিনিনেব সুখেব জনা, প্রাণসথাবে জালনা, একি বডলনা ॥

“কোপীন না পরনে আর ডপায় নাও । সংসার-ত্যাগ ।

এই বলয়া আবার সুর করিয়া কোপীনপঞ্চক বলিতেছেন—

বেদাস্তবাক্যেষু সদা বমন্তো ভিক্ষা নাশ্রয় চ তুষ্টিমন্তঃ ।

অশোকমন্তঃকরণে চবন্তঃ কোপানবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ইত্যাদি

নবেস্ত আবার বলিতেছেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন
মায়ায় বদ্ধ হবে ? মানুষের স্বরূপ কি ? ‘চিদানন্দকপঃ শবোহহং’ ।
আমিই সেই সচ্চিদানন্দ ।

আবার সুর করিয়া শঙ্করাচার্যের সুর বলিতেছেন—

ও মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিত্তানি নাশং ন বা শ্রোত্রজাহ্নব ন চ ব্রাণনাত্র ।

ন চ বোম ভূম্নন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দকপঃ শবোহহং শিহেহং ॥

নবেস্ত তার একটি সুর, বাস্তবদেবাষ্টক, সুর করিয়া
বলিতেছেন—হে মধুসূদন ! আমি তোমার শরণাগত, আমাকে রূপা
করে কামিনীরা পাপ মোচ, পুত্রপুত্রের মোচজাল, নিষয়ভৃষা, থেকে ত্রাণ
কর । আর পাদপদ্মে ভাস্ক দাও ।—

ওমিতি জ্ঞানরূপেণ বাগাজার্গেন জীৰ্য্যতঃ । কামিনীভ্যাং প্রপন্নোহস্মি ত্রাতি মাং
মধুসূদন ॥ ন গতিবিশ্বতে নাথ স্বমেকঃ শরণং প্রভো । পাপপঙ্কে নিমগ্নোহস্মি ত্রাহি

ববাতনগব গঠ । নবেন্দ্র ৫ ত্রীত্র বৈবাগ্য । নবেন্দ্র ৬ মার্টার । ৩০৯

মাং মধুসূদন ॥ মো কতো নোহুৎ নোন পুণ্যদাব গুণাদিবু । তৃষ্ণবা পীড়্যমানোহুৎ
 বা'৩ মাং মধুসূদন ॥ ৩ ক্রশানক দানক চঃপশোকাহুৎ পতো । অনাশ্রয়নাথক
 যাকি মাং মধুসূদন ॥ গাগাগ'তন শ্রাঙ্কহুৎ দাঘনংসাববহু'হু । যেন ভূয়ো ন
 গচ্ছা'ন জা'৩ মাং মধুসূদন ॥ বহাবাহাপ ময়া দৃষ্টে যো'নদ্বাবং পূণক পূণক । গভ-
 বাসে চক্ৰদুঃখঃ জা'৩ মাং মধুসূদন ॥ তেন দেব প্রপন্নো'শ্রি নাবায়ণ পবায়ণঃ ।
 জগৎসংসারমোক্ষার্থ' জা'৩ মাং মধুসূদন ॥ বাচস্পা'৩ যথোৎপন্নং প্রণয়ামি তবাগ্রতঃ ।
 জবামবণভীতোহ' অ জা'৩ মাং মধুসূদন ॥ স্কৃতং ন কৃত' কাঞ্চৎ দুষ্ক'ক কৃতং ময়া ।
 সংসারে পা'পপঙ্কে'অন' ৭ হ' নাং মধুসূদন ॥ দেহান্তবসন্ত্রাণামন্ত্রোত্তম' কৃতং ময়া ।
 কর্তৃক মনুষ্যাণা' ৭'৩ মাং মধুসূদন । বাকান যং প্র' চজাতং কশ্মণা নোপপাদিতম্ ।
 মোহিতং দেব তব চাবস্থা ৩ নাং মধুসূদন । এ'য' ৩ চা'তোহ' অ দ্বাবু বা পুরুষেষু বা ।
 ৩এ ৩গ্রাচলা ৩ জগ্গা ৩ মাং মধুসূদন ।

মাখার (মগতঃ) । নরেন্দ্রেব ত্রীত্র বেরাগ্য । তাই মঠেব ভাই-
 দেব সকলেরও এই অবস্থা । ঠাকুরেব ভক্তদেব ভিতর যারা সংসারে
 এখনও গাছেন, তাদের দেখে এদেব কেবল কামিনা-কাঞ্চন ত্যাগের
 কথা উদ্দাপন হচ্ছে । আহা, এদের কি অবস্থা । এ কটাকে তিনি সংসারে
 এখনও কেন রেখেছেন ? তিন কি নোন উপায় কববেন ? তিনি
 'কি ত্রীত্র বৈবাগ্য দেনেন , না, সংসারেই ভুলাহয়। রাপিয়া দিবেন ?

আব নবেন্দ্র আরও দুই একটা ভাই আহায়েব পব কলিকাতায়
 গেলেন । জাপ ব বাএ নবেন্দ্র ফিবিবেন । নবেন্দ্রের বাটীব মোকদ্দমা
 এখনও চোকে নাহ । মঠেব ভাইরা নরেন্দ্রের গদশন সহ্য করিতে
 পাবেন না । সকলেও ভাবিচ্ছেন, নবেন্দ্র কখন ফিবিবেন ।

শ্রীশ্রীবথযাত্রা ১৩১৫ । দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ ।

তৃতীয় সংস্করণ, ৬ দেবোপক্ষ কোজাগব পূর্ণিমা, ১৩১৭ ।

চতুর্থ সংস্করণ শ্রীশ্রী বামকৃষ্ণজন্মমহোৎসব, শান্তনু ১৩২২ ।

৫ম সংস্করণ ৮ দেবোপক্ষ, মহাষ্টমীপূজা, ১৩২৮ ।

সূচী পত্র—দ্বিতীয় ভাগ ।

সপ্তবিংশ খণ্ড ও পরিশিষ্ট ।

খণ্ড	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম—	ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নারায়ণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত সঙ্গ	১
দ্বিতীয়—	দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎসব । দ্বাদশে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে	১৩
তৃতীয়—	দক্ষিণেশ্বরে অধ্বানাদ ভক্তসঙ্গে	২৮
চতুর্থ—	কলিকাতায় সুরেন্দ্রভবনে ভক্তসঙ্গে	৪৪
পঞ্চম—	কলিকাতায় ভক্তসঙ্গে । বাসের বাড়ীতে)	৪৯
ষষ্ঠ—	দক্ষিণেশ্বরে মণিলালাদ ভক্তসঙ্গে	৫৪
সপ্তম—	দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে	৬৪
অষ্টম—	দক্ষিণেশ্বরে দশহরা দিবস বাথলাদি ভক্তসঙ্গে	৬৯
নবম—	দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গ	৭৬
দশম—	কলিকাতায় কমলকুটীরে কেশব প্রভৃতি সঙ্গে	৮২
একাদশ—	দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে	৯৩
দ্বাদশ—	দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে	১০১
ত্রয়োদশ—	দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, বাথাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	১১০
চতুর্দশ—	কলিকাতায় চৈতন্যলীলা দর্শন	১২৮
পঞ্চদশ—	কলিকাতায় সাধারণব্রাহ্মসমাজমন্দিরে	১৪৪
ষোড়শ—	কলিকাতায় রামব বাড়ীতে	১৫০
সপ্তদশ—	দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রভবনাধাদি সঙ্গে (নবমীপূজা)	১৫৮
অষ্টাদশ—	কলিকাতায় অধরসেনের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে	১৭০
উনবিংশ—	দক্ষিণেশ্বরে ঈশানাদি ভক্তসঙ্গে	১৭৬
বিংশ—	দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে কালীপূজা'দনে	১৯৯
একবিংশ—	কলিকাতায় মাদোয়ারিভক্তমন্দিরে	২০৬
দ্বাবিংশ—	দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবাটীমূলে ভক্তসঙ্গে	২১৫
ত্রয়োবিংশ—	দক্ষিণেশ্বরে ৬দোলঘাড়া দিনে নবেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে	২২৭
চতুর্বিংশ—	কলিকাতায় গিরীশমন্দিরে ভক্তসঙ্গে	২৩৮
পঞ্চবিংশ—	কলিকাতায় শ্রামপুকুর বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে	২৪৯
ষড়বিংশ—	কালীপুর বাগানে গিরীশ, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে	২৫৮
সপ্তবিংশ—	কালীপুর বাগানে নরেন্দ্র, হারানন্দ, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, শরৎ, শশী, রাম, কেশব প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে	২৬৭
পরিশিষ্ট—	বসন্তানগর মঠ ।	২৮৫

প্রচার—ঐশ্বর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস

১২১ নং চোরবাগান লেন, কলিকাতা ।